শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

৩৯শ বর্ষ | চৈত্র, ১৩৯৩ | ২য় সংখ্যা

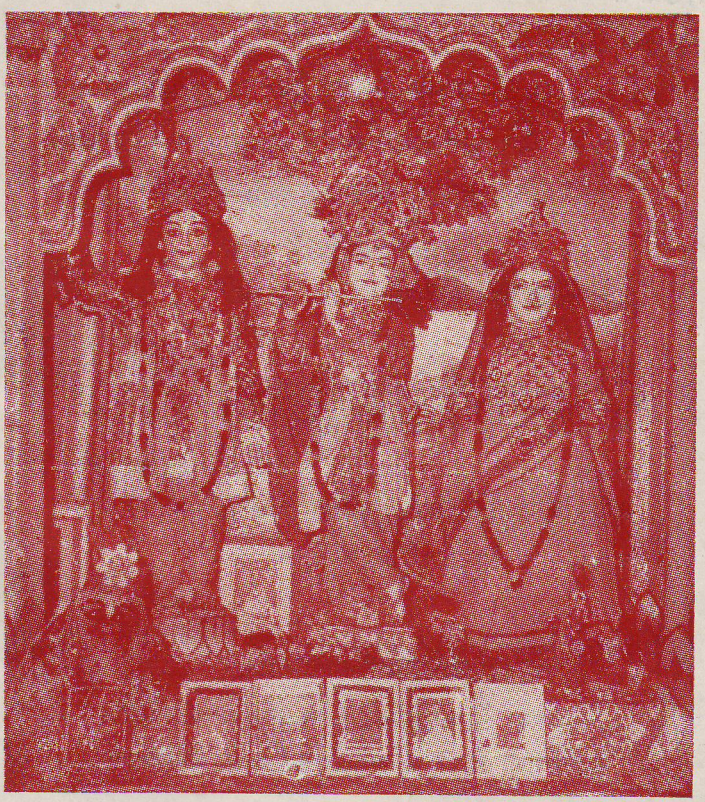

শ্রীশ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্রে সেবিত
শ্রীশ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ

সম্পাদক—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

কার্য্যালয়—শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন : ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা-৭০০০০৪

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রতিষ্ঠাতা—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসস্বামী ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞানকেশবগোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-অধ্যক্ষ—পরিব্রাজকাচার্য্য

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

—(*)—

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ঊর্দ্ধমন্থী মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শন দাসাধিকারী, বি. এ, বি. টি., কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত মধুসূদন বিদ্যানিধি, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত রসিকরঞ্জন দাসাধিকারী, বি. এ.

পণ্ডিত শ্রীযুত কৃষ্ণকৃপা ব্রহ্মচারী, ভক্তসেবক, ব্যাকরণতীর্থ

পণ্ডিত শ্রীযুত জিতকৃষ্ণ দাসাধিকারী, ভক্তিভূষণ

পণ্ডিত শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, কবিভূষণ

—(*)—

প্রচার-সম্পাদক—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ

কার্য্যাধ্যক্ষ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ

(ত্রিদণ্ডিস্বামী) শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য (মহারাজ)-কর্তৃক শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, হেমরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে প্রকাশিত ও নবদ্বীপস্থ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা প্রেস হইতে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

(মাসিক)

একোনচত্বারিংশ-বর্ষ (১ম-১২শ সংখ্যা)

[শ্রীগৌরাব্দ ৫০০ গোবিন্দ হইতে ৫০১ গোবিন্দ,
বঙ্গাব্দ ১৩৯৩ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৪ মাঘ,
খৃষ্টাব্দ ১৯৮৭ মার্চ্চ হইতে ১৯৮৮ ফেব্রুয়ারী।]

প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক—
পরমহংসস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

সভাপতি-আচার্য্য—
ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ

সম্পাদক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

প্রকাশক—
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া) পঃ বঃ।

একোনচত্বারিংশ-বর্ষ শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার

প্রবন্ধাদির সূচীপত্র

প্রবন্ধের নাম	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
অদ্বৈতবাদের ভিত্তি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ]	১১।৪১৫
অধমার বিজ্ঞপ্তি [কবিতা]	৪।১৪৩
আমি বৈষ্ণব !	১২।৪৬৩
আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বৈচিত্রী	২।৫৮, ৩।৯৬, ৪।১৪০
আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে	২।৬৩
ইতি লোভাৎ	১।২৬
ঈশ্বরের সাড়া	১২।৪৬৮
কেমনে ধরিব ? [কবিতা]	৪।১৫৮
গুরু-স্বরূপ—শ্রী	২।৭২
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে প্রদত্ত]	৬।২৩৭, ৭।২৭২
গুরু-মহারাজের বক্তৃতা—শ্রীল [শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শ্রীরাধাষ্টমী উৎসবে প্রদত্ত]	৯।৩৪৯, ১০।৩৯১, ১১।৪২৯
গুরু-মহারাজের উত্তরবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও মণিপুরে গৌরবাণী প্রচার—শ্রীশ্রীল [বিবরণ]	৫।১৯৩
গোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন—শ্রী [বিবরণ]	৬।২৩৫
গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ-বর্ষ	১।৩৩
গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সন্ন্যাস—শ্রী	৩।১০৩, ৪।১৫১, ৫।১৮৬
গৌরাঙ্গ-অবতারী—শ্রীশ্রী [পদাবলী-কীর্ত্তন]	৫।১৭৯
গৌরাঙ্গ চরণে আকিঞ্চন—শ্রী [কবিতা]	৭।২৭৮
চৈতন্য-শিক্ষামৃত—শ্রীশ্রী [শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]	১।৪, ২।৪৩, ৩।৮৩, ৪।১২৪, ৪।১৬৪, ৬।২০৪, ৭।২৪৪, ৮।২৮৩, ৯।৩২৪, ১০।৩৬৪, ১১।৪০৪, ১২।৪৪৩

জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে আহ্বান—শ্রীশ্রী
[নিমন্ত্রণ-পত্র] ৪।১৫৯
জগন্নাথদেবের আরতি—শ্রীশ্রী [কীর্ত্তন] ৬।২১৭
ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহ্বান—শ্রী
[নিমন্ত্রণ-পত্র] ৫।২০০ (ক)
ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ—শ্রীল ১০।৩৭৭
তটস্থের নির্গুণতা প্রাপ্তির উপায় ১।২৩
দীনের অর্ঘ্য [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় ১।১৯
দীনার পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে ১০।৩৯০
দীনের আরতি [কবিতা]—শ্রীল সরস্বতী
প্রভুপাদের শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে ১১।৪২৩
দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগমন—শ্রী ৩।১১৭
দেহি পদপল্লবমুদারম্ [কবিতা] ৬।২৩৩
দৈন্যমুখে প্রার্থনা [কবিতা] ৭।২৫৭
ধ্রুব-চরিত—শ্রী ৯।৩৫৫, ১১।৪২৫
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী
[বিবরণ] ২।৭৮
নবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব—শ্রী
[নিমন্ত্রণ-পত্র] ১১।৪৩৯
পরলোকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী ৫।১৯১
পরলোকে শ্রীযুক্তা শান্তিপ্রভা দেবী ১১।৪৩৬
পরিপ্রশ্ন ও সদুত্তর ৬।২২৬, ৮।৩১০
পুষ্পাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে ১।৩১
প্রকৃত শিক্ষা কি ? ১২।৪৫৯
প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত
বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিতে ১২।৪৭২
প্রভুপাদের পত্র—শ্রীল ১।৮

প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা—শ্রীল ২।৪৯, ৩।৮৮, ৪।১২৯, ৫।১৭০, ৬।২০৯, ৭।২৪৮, ৮।২৮৮, ৯।৩২৯, ১০।৩৬৯, ১১।৪১০, ১২।৪৫১
প্রহ্লাদ-কৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্—শ্রী ১।১
প্রহ্লাদ-কৃতম্ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ-স্তোত্রম্—শ্রী ২।৪১, ৩।৮১, ৪।১২১
প্রার্থনা [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় ১২।৪৫৮
বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা ! ২।৬৫, ১১।৪১৭
বিষয়-বাসনা ৭।২৬২
বৈষ্ণব-পাদপদ্মে কৃপা-প্রার্থনা—শ্রী [কবিতা] ৩।১০২
ব্যাসপূজা-মহোৎসব—শ্রীশ্রী [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৯।৩৬০, ১০।৪০০
ব্রহ্ম-কৃতম্ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্—শ্রী ৬।২০১, ৭।২৪১, ৮।২৮১, ১০।৩৬১, ১১।৪০১
ব্রহ্মানুভূতি [শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব মহারাজ] ১২।৪৫৬
ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা —শ্রীমদ্ [মেদিনীপুর বলাইপণ্ডায় প্রদত্ত] ৪।১৪৪, ৫।১৮০
ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের বিরহ-মহোৎসব—শ্রীমদ্ [নিমন্ত্রণ-পত্র] ৭।২৭৯
ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজায় ১১।৪৩৫
ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই ভবসাগর-পারের ভেলা ৬।২২৩
মহাদেব-কৃতম্ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপঞ্জর-স্তোত্রম্—শ্রী ১২।৪৪১
মার্কণ্ডেয়-কৃতম্ শ্রীনারায়ণ-স্তোত্রম্—শ্রী ৯।৩২১
মায়াবাদের জীবনী ১।১৪, ২।৫৩, ৩।৯২, ৪।১৩৪, ৫।১৭৪, ৬।২১৩, ৭।২৫৩, ৮।২৯২, ৯।৩৩৩
মেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব —শ্রী [বিবরণ] ৮।৩১৮
রূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ—শ্রী [বিবরণ] ৬।২৩১
শঙ্কর-কৃতম্ শ্রীনৃসিংহদেব-স্তোত্রম্—শ্রী ৫।১৬১
শুভাবির্ভাব-মহোৎসব [বিবরণ]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজার ১০।৩৯৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব-তিথিতে ৯।৩৩৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন
গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-বাসরে ১০।৩৮২
শ্রদ্ধাঞ্জলি [কবিতা]—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী
মহারাজের ব্যাসপূজা-তিথিবাসরে ১২।৪৬৬
শ্রীচরণে মিনতি [কবিতা] ২।৮০
শ্রীধাম মায়াপুর-ই শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান ৩।১১১,
৬।২১৮, ৭।২৫৮, ৮।২৯৮,
৯।৩৩৮, ১০।৩৮৪
সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান ৭।২৬৬, ৮।৩০৩
সরযূবালা দেবীর প্রথম-বার্ষিক স্মরণ-মহোৎসব—শ্রীযুক্তা ১২।৪৭৩
সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভের উপায় ৮।৩০৮
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা [বিজ্ঞাপন] ৫।১৯৮
সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধাম দর্শন [বিজ্ঞাপন] ৮।৩১৭
সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন [বিজ্ঞাপন] ৯।৩৫৯
স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপসচিবের প্রশংসাসূচক অভিমত ৩।১১৯
হিংসা, অহিংসা ও হরিবিমুখতা ৯।৩৪৫
Statement about Shri Goudiya-Patrika ১।৪০
Token of appreciation ৮।৩১৬

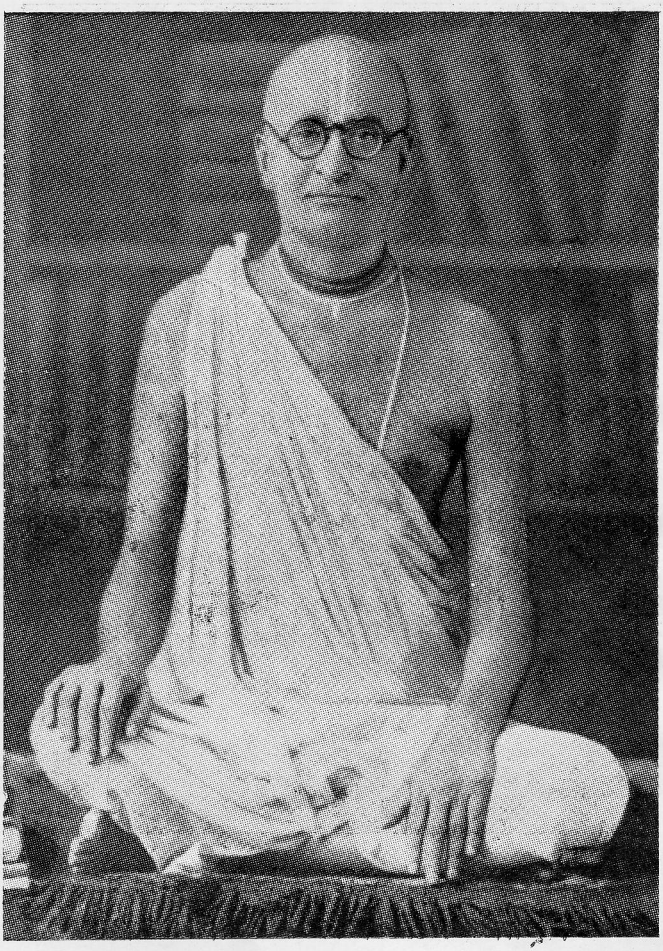

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

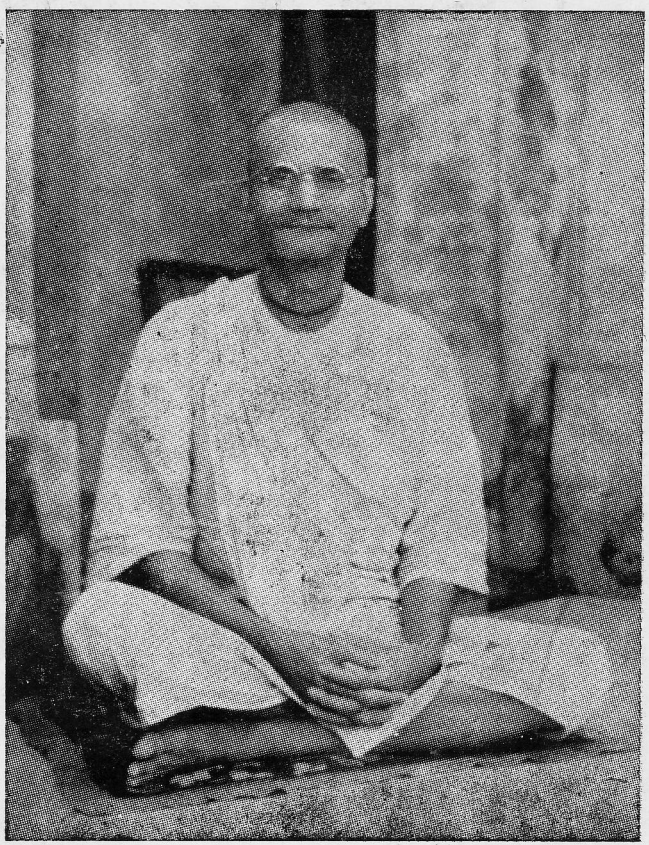

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা - সভাপতি
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ৩০ গোবিন্দ, বাসুদেব, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ ৩০শে ফাল্গুন, রবিবার, ১৩৯৩, ইং ১৫।৩।৮৭ | ১ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ পরমার্থতত্ত্ব-নিরূপণম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে একোনবিংশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহীতঞ্চ ময়া কিন্তু ন সদেতন্মতং মম॥ ৩৪॥

[শুক্রাচার্য্য-প্রণীত নীতিশাস্ত্র শিক্ষা করানো হইয়াছে জানিয়া হিরণ্য-কশিপু পুত্রের নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে তাহার মনোগত ভাব জানিতে চাহিলে বিনয়ভূষণ প্রহ্লাদ পিতার পদযুগলে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দৈত্যেন্দ্রকে বলিতে লাগিলেন,—]

গুরু আমাকে সাম, দাম, ভেদ, বিগ্রহাদি বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন এবং আমিও গ্রহণ করিয়াছি, সংশয় নাই ; কিন্তু আমার বিবেচনায় এইসকল নীতি ভাল নহে॥ ৩৪॥

২-৩। সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদণ্ডৌ তথাপরৌ।
উপায়াঃ কথিতাঃ সর্ব্বে মিত্রাদীনাঞ্চ সাধনে ॥ ৩৫ ॥
তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত মা ক্রুধঃ।
সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিং প্রয়োজনম্ ॥ ৩৬ ॥

মিত্রাদির সাধন বা বশীকরণ-বিষয়ে সাম, দাম, ভেদ ও দণ্ড সমস্ত উপায়ই কথিত হইয়াছে। কিন্তু পিতঃ! ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই মিত্রদিগকে দেখিতেছি না; হে মহাবাহো! সাধ্যের অভাবে সাধনের প্রয়োজন কি? ৩৫-৩৬ ॥

৪-৫। সর্ব্বভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে।
পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্র-কথা কুতঃ? ৩৭ ॥
ত্বয্যস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চান্যত্র চাস্তি সঃ।
যতস্ততোঽয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্ কুতঃ ॥ ৩৮ ॥

হে তাত! সর্ব্বভূতাত্মক জগন্নাথ জগন্ময় পরমাত্মা গোবিন্দে মিত্র-অমিত্রের কথা কোথা হইতে হইবে? ভগবান্ বিষ্ণু আপনাতে, আমাতে এবং অন্যত্র বিদ্যমান। যেখানে সেখানেই ইনি আমার মিত্র, পৃথক্ শত্রু আবার কোথায়? ৩৭-৩৮ ॥

৬-৭। তদেভিরলমত্যর্থং দুষ্টারম্ভোক্তি-বিস্তরৈঃ।
অবিদ্যান্তর্গতৈর্যত্নঃ কর্ত্তব্যস্তাত শোভনে ॥ ৩৯ ॥
বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাৎ তাত জায়তে।
বালোঽগ্নিং কিং ন খদ্যোতমসুরেশ্বর মন্যতে ॥ ৪০ ॥

অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের অন্তর্গত দুষ্ট উদ্যমের এই বিস্তর উক্তির ফল কি? হে তাত! শোভন (নিষ্কাম আত্মবিদ্যার) যত্ন করা কর্ত্তব্য। অজ্ঞানতাবশতঃ অবিদ্যাতে বিদ্যাবুদ্ধি জন্মে; হে তাত! অসুরেশ্বর! বালক কি খদ্যোতকে অগ্নি মনে করে না? ৩৯-৪০ ॥

৮-৯। তৎকর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণ্যম্ ॥ ৪১ ॥
তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্।
নিশাময় মহাভাগ প্রণিপত্য ব্রবীমি তে ॥ ৪২ ॥

যাহা বন্ধনের নিমিত্ত নহে, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম; যাহা বিমুক্তির হেতু,

সেই বিদ্যাই বিদ্যা ; অপর কর্ম্ম আয়াস এবং অন্য বিদ্যা শিল্পনৈপুণ্যমাত্র। হে মহাভাগ ! আমি ইহা অসার জানিয়া, উত্তম সার বিষয় প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৪১-৪২ ॥

১০-১১। **ন চিন্তয়তি কো রাজ্যং কো ধনং নাভিবাঞ্ছতি।**
তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমাঃ।
তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥ ৪৪ ॥

কে রাজ্যচিন্তা না করে, কে ধনের বাঞ্ছা না করে ? তথাপি যাহা ভবিতব্য, মনুষ্য সেই পরিমাণেই এই উভয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপ সকলেই মহত্ত্ব লাভের উদ্যম করে, কিন্তু মানবের ভাগ্যই উন্নতির কারণ, উদ্যম নহে ॥ ৪৩-৪৪ ॥

১২-১৩। **জড়ানামবিবেকানামসুরাণামপি প্রভো।**
ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ॥ ৪৫ ॥
তস্মাদ্ যতেত পুণ্যেষু য ইচ্ছেন্মহতীং শ্রিয়ম্।
যতিতব্যং সমত্বে চ নির্ব্বাণমপি চেচ্ছতা ॥ ৪৬ ॥

প্রভো ! জড় (নিশ্চেষ্ট অবিবেক অনীতিমান্ অসুরদিগেরও ভাগ্যে রাজ্যভোগ ঘটে। এজন্য যে ব্যক্তি মহতী লক্ষ্মী বা মুক্তি ইচ্ছা করেন, তাঁহার পুণ্যকর্ম্ম এবং সমতার জন্য যত্ন করা উচিত ॥ ৪৫-৪৬ ॥

১৪-১৬। দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-সরীসৃপাঃ।
রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোর্ভিন্নমিব স্থিতম্ ॥ ৪৭ ॥
এতদ্বিজানতা সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
দ্রষ্টব্যমাত্মবদ্বিষ্ণুর্যতোঽয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥ ৪৮ ॥
এবং জ্ঞাতে স ভগবাননাদিঃ পরমেশ্বরঃ।
প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসন্নে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

বিভিন্নাংশরূপে স্থিত হইলেও, "দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ ও সরীসৃপ সকলেই অনন্ত বিষ্ণুর সহিত নিকট-সম্বন্ধযুক্ত" ইহা অবগত হইয়া সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম জগৎকে আত্মতুল্য দর্শন করা উচিত ; যেহেতু এই বিষ্ণুই বিশ্বরূপধারী। এইরূপ জানিলে সেই ভগবান্ অনাদি অচ্যুত পরমেশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি প্রসন্ন হইলে সর্ব্বক্লেশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৭-৪৯ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৬১৫ পৃষ্ঠার পর]

যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা-উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নির্গুণ ব্রহ্মলাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে (১)।

বিষ্ণু সচ্চিদানন্দঘন নিত্য সাকার মূর্ত্তি

বৈষ্ণবশাস্ত্রে হরিকে সচ্চিদানন্দ সাকাররূপ পরমতত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হরিসেবনদ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেবস্বরূপকে সাধ্যরূপের সহিত তুলনা করা যায় না। সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ উভয়ই নষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া দেবতাকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিত্যসিদ্ধস্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

৩। গুর্ব্ববজ্ঞা

গুর্ব্ববজ্ঞা একটী প্রধান অপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয়, সে পর্য্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হইলে ভজনক্রিয়াদি ঘটে না। অতএব দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি প্রবলা হয়, তাহার গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে পরমতত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না।

৪। বেদ ও তদনুগ শাস্ত্রের নিন্দা

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ ও তদনুগত পুরাণসকল, মহাভারত, বিংশতিধর্ম্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্ত্বিক তন্ত্রসমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয় না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতনপ্রকার হরিভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন,

---

(১) যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥ গীতা ৯।২৩-২৫

তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাতস্বরূপ হইয়া পড়েন (১)। নবীন নবীন সেশ্বরমতসমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ব্রাহ্ম, খ্রিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মতনিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে, সাধ্যবস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশ-বিদেশে ভাষাভেদে ও ব্যবহারভেদে সাধন-প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্য্যে সে সমুদয়ই এক। বিজ্ঞানচক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয় না। বেদশাস্ত্র নিত্য। তাহাতে যে সাধন-প্রক্রিয়া লিখিত আছে, তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে সে সমুদয়ই বেদসম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাম্ভিকতাদ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহার মত কেবল স্বকপোলকল্পিত দাম্ভিক মতমাত্র। তাহাতে সার না থাকায়, সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি, তাহাও উৎপাতজনক হইয়া পড়ে।

৫। হরিনামে স্তুতিবাদ

অনেক পুণ্যকর্ম্ম আছে যাহার ফলসমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহির্ম্মুখ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐসকল ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে (২)। সেই সকল ফল-কীর্ত্তনকে লোকে সেই সেই কর্ম্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরিনামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরিনামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে, তাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। যতপ্রকার ভজনসঙ্কেত আছে, সমস্ত সঙ্কেতের মধ্যে হরিনামই সংক্ষিপ্তসারস্বরূপ। যাহারা হরিনামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মনে করে, তাহারা অপরাধী।

৬। হরিনামের অর্থ কল্পনা

প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটী অপরাধ। 'হরি'-শব্দে সহজেই পরমরসাধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহতত্ত্ব উত্তম-রূপে বুঝিতে সমর্থ না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকার-রূপে চিন্তা করিয়া 'ব্রহ্ম'-শব্দ ও 'হরি'-শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে 'হরি' বলিলে 'কৃষ্ণ'তত্ত্বকে

---

(১) "একান্তিত্বং খলু ভক্তিনিষ্ঠা; সা রুচ্যৈব বা শাস্ত্র-বিধ্যাদরেণৈব বা জায়তে। ততো রুচের্বিরলহাদুরেরাভাবেনাপি যদৈকান্তিকীত্বং তত্তস্যৈকান্তিমানিনো দম্ভমাত্রমিত্যর্থঃ। ততস্তনূত্থৈব নিন্দা—'শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি' ইত্যাদিনা।' শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩১২ অনু
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভঃ রঃ সিঃ

(২) বেদোক্তমেব কুর্ব্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্ম্যাং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ॥ ভাঃ ১১।৩।৪৬

উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় "চিদানন্দ হরি" "নিরাকার হরি" এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহাতে হরিনামের অর্থান্তরকল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ। যাহারা এই অপরাধ করিয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় শুষ্কজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রসশূন্য হইয়া যায়।

৭। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি

হরিনামবলে যেস্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে, সেস্থলে একটী প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয়। পাপনিবৃত্তি ও বিষয়ানুরাগনিবৃত্তির সমমানে হরিনামে অনুরাগ হয়। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে রুচি হয় না। তবে যে কেহ কেহ সর্ব্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্যরূপে অনেক পাপাচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের দুর্ভাগ্যজনিত শঠতামাত্র। কেহ কেহ এরূপ দুর্ভাগ্য যে, পাপকার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে, সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। এ সমস্ত অপরাধশূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্ত্তব্য।

৮। অন্যশুভকর্ম্মের সহিত হরিনামের সমতা জ্ঞান

যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্যকর্ম্ম আছে। যাহারা কর্ম্মজড় তাহারা হরিনামকেও একটী কর্ম্মবিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের সমান বলিয়া জানে। এটী একটী মহৎ অপরাধ। কোথায় অনিত্যকর্ম্ম ও কোথায় নিত্যানন্দস্বরূপ হরিনাম!

৯। অশ্রদ্দধানে হরি-নাম উপদেশ

যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বা কর্ম্মপরায়ণ, তাহাদের চিত্তশুদ্ধ না হইলে, তাহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না। অনধিকারী ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল উষরক্ষেত্রে বীজবপনস্বরূপ নিরর্থক কর্ম্ম। যিনি দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম দান করেন, তিনি হরিনাম-বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিতজন হইতে চ্যুত হন।

১০। নামমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া হরিনামে অপ্রীতি

চিন্ময়রসমাহাত্ম্য সমুদয় শ্রবণ করিয়াও যাহার জড়ীয় অহংতা ও মমতা-পরবশে হরিনামে প্রীতি জন্মিল না, সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারে না। সে ব্যক্তি অপরাধী।

এবংবিধ দশটী অপরাধশূন্য হইয়া শুদ্ধভক্ত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবতনিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না।

উক্ত দশবিধ অপরাধ শুদ্ধভক্তের একান্ত পরিত্যাজ্য

যদি কোন সভায় সেইরূপ নিন্দা হইতে থাকে, তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যেখানে প্রতিবাদের ফল না হইবে, সেখানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐরূপ নিন্দা শুনা যায় তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্তপক্ষে বৈষ্ণবদ্বেষী হন তখন তাঁহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন (১)।

এবম্ভূত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈধভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদনুশীলনদ্বারা ভক্তিবৃত্তির উন্নতিসাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥
যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥
অতএব দূরত এব আরাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ।
বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব॥
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভ ২৩৮

শ্রীল প্রভুপাদের পত্র

লিস্‌মোর কটেজ
লাইমথেরা, শিলং
তাং ২০।১০।১৯২৮ ইং

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২২শে আশ্বিন তারিখের পত্র কলিকাতা হইতে Redirected হওয়ায় বর্ত্তমান ঠিকানায় সেদিন শিলংএ পাইয়াছি। এখানে নানাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় আপনার পত্রের উত্তর যথাসময়ে দিতে পারি নাই। বিলম্বজন্য ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। অনর্থ-দাসগণ নিজ নিজ অনর্থকে অর্থজ্ঞানে যে পথে চলেন সে পথ আপনি বা আমরা অনুমোদন করি না। নিন্দক পাপী-সম্প্রদায় অপরাধ সংগ্রহ করিয়া ত্রিতাপে ক্লিষ্ট হয়। শ্রীবেদব্যাসের অনুগতজনগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথার অনুসরণ করিয়া মঙ্গল লাভ করেন ও অমঙ্গল-পথের যাত্রিগণের দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্যই আমাদের গুরুবর্গ গাহিয়াছেন, —'দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিবে। ভক্তগণ আমাদের সঞ্চিত ভোগানর্থ উপদেশ-বাক্যে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করেন।' সুতরাং ঐ সকল অনর্থযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণ কৃষ্ণসেবার আবরণে ভক্তির ছলনায় যে দৌরাত্ম্য করেন, তাহা তাহাদের শয়তানী মাত্র। উহা আমরা কখনও 'ভক্তি' বলিতে পারি না। সেই অপরাধিগণের সঙ্গপ্রভাব আপনার সেবাব্রত-চিত্তে যাহাতে বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারে, এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিবেন। অনর্থময় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-বিরোধী অপরাধিগণ গৌড়ীয় মঠের কার্য্যকলাপ-বিষয়ে যে ভ্রমপূর্ণ ধারণা পোষণ করেন, সেই ভ্রমের সেবা করিতে করিতে তাঁহারা **কংস, দন্তবক্র ও শিশুপালাদির পুত্র ও শিষ্যাদি-পরম্পরায় জন্মগ্রহণ করিয়া হরিজনবিরোধি-নৈপুণ্য-কার্য্যে রত থাকেন।**

এই দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ব্যতীত ভজনের অনুকূল বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। যাঁহাদের অনর্থ বিনষ্ট হইবার কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহারাই আপনার হরিকথা শ্রবণ করিবেন। তাঁহারাই নিজ-প্রয়োজন লাভ-চেষ্টায় সাফল্যলাভ করিবেন। **আপনি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিবার উপায়সমূহের মধ্যে নাম-সংখ্যার বৃদ্ধি করিবেন। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ করিলে নিজ অনর্থ, অপরাধ ও অন্যান্য অপরাধি-জনগণ কেহই আপনার ভজনে ব্যাঘাত করিতে পারিবে না জানিবেন।**

যাহাতে প্রত্যহ লক্ষ-নাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন। আপনি সর্ব্বদা "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন এবং উহা পাঠ করিয়া নিরপরাধী শ্রোতৃগণের মঙ্গলবিধান করিবেন। অপরাধিগণ কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠার লোভে ভোগ সংগ্রহ করিতে গিয়া নরকে গমন করে, ঐসব তমোদ্বার। তাহাদের প্রতি মনে মনে দয়া করিবেন, কখনও সঙ্গ করিবেন না। কখনও হয়ত উহাতে তাহাদের মঙ্গল হইতে পারিবে।

সূর্য্যের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে যদি বহুলোক চিৎকার করে তাহা হইলে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের স্বভাবের বা অস্তিত্বের বিপর্য্যয় হয় না। সুতরাং প্রকৃত শুদ্ধভক্তের বিরুদ্ধে অপরাধি-জনগণ যে সব বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন, তদ্দ্বারা গৌড়ীয়ের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যাহারা ঐরূপ অপরাধে ব্যস্ত হন, তাহাদেরই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দর অপরাধি-জনগণের ত্রিতাপ-রোগ দূর করিবার যে ব্যবস্থা দিয়াছেন, তাহা গর্হণ করিতে প্রাকৃত কবিরাজগণ সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিবে। অনর্থের গুরুদেব—মহানর্থ; তিনিও তাহাকে অনর্থ-সাগরে অনাথ-অবস্থায় রাখিয়া দিয়া নিজে দূরে সরিয়া পড়েন। আপনি নাথাশ্রিত 'হৃদয়ানন্দ,' আর নাথহীন অপরাধীর নাম 'অনর্থ' জানিবেন।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে নিম্নে লিখিতেছি,—

১। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শাক্ত-মতবাদিগণ অনভিজ্ঞ জনগণের নির্ব্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যেই অধোক্ষজ বিষ্ণুতত্ত্বসম্বন্ধে নানা কথা রচনা করেন; শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণু-বস্তু। বিষ্ণুশক্তি তিনপ্রকার; বহিরঙ্গা শক্তিকেই 'মহামায়া' বলা যায়। তিনি অসুরগণের মোহবৃদ্ধির জন্য নানাপ্রকারে অপরাধিগণকে বিষ্ণুভক্তি হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন। অসুরগণের উহাই যোগ্যতা। "দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ"—ইহাই প্রমাণ।

ভগবানের অন্তরঙ্গাশক্তি হইতে সীতাদেবী প্রকাশিতা। তিনি অনন্য-ভাবে শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করেন। যাহারা মহামায়াকে সীতাদেবী হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহাকে ভোগ করিবার বাসনা করে, এইরূপ রাবণের আশ্রিত জনগণই অসুরমোহিনী বহুরূপিণী মহামায়া-কর্ত্তৃক ক্লিষ্ট ও ত্রিতাপদগ্ধ। ঐ সব ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কুপ্রবৃত্তিবশে ভগবচ্চরণে অপরাধী হইয়া নানাপ্রকার আপাত-ভোগ-কামনার বশীভূত হন এবং ভ্রান্ত বিচারে পতিত হন। তাহার ফলে নীল-কমলের পরিবর্ত্তে শ্রীরামচন্দ্রের চক্ষুৎপাটনের তামস-প্রবৃত্তি অপরাধী ভগবদ্বিমুখ জনগণের জন্য তামস উপপুরাণে উল্লিখিত দেখা যায়।

বাল্মীকিঋষি রামচরিত্র বর্ণনকালে এরূপ অপরাধের আবাহন করেন

নাই। যে রামচন্দ্রের গৌণীশক্তির প্রভাবে এই প্রপঞ্চ সৃষ্ট হইয়াছে, সেই শক্তিই রামচন্দ্রের আশ্রিতা ভক্তগণের মুক্তি-স্বরূপিণী। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে 'ভক্তিস্ত্বয়ি' শ্লোক আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন যে, কৈবল্যদায়িনী শক্তি মুক্তিদেবী মহামায়া ভগবদ্ভক্তের পশ্চাতে করযোড়ে অবস্থান করেন। সুতরাং মুক্তিদায়িনী দেবীকে শ্রীরামচন্দ্রের অপাশ্রিতাভাবে নিত্যকালই গর্হিত-ভাবে অবস্থান করিতে হয়। শ্রীরামচন্দ্র কখনও তাহার পূজা করেন না। রাবণের আশ্রিত জনগণই শ্রীলক্ষ্মীদেবীর হরণ-কামনায় দুরভিসন্ধিমূলক তামস বিচার অবলম্বন করেন। শ্রীরামচন্দ্রের তটস্থাশক্তি হইতে উৎপন্ন জীবকুল ইচ্ছা করিলে রাবণের সেবায় তাঁহাদের আরাধ্যা-দেবীর সাহায্য শ্রীরামচন্দ্রের উপর আরোপ করিতে পারেন।

অনর্থযুক্ত শাক্তেয় মতবাদিগণ গায়ত্রী-গানকারী শুদ্ধ চিচ্ছক্তির অনুগত ভক্ত-সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্ম কর্ম্ম-কাণ্ডিগণ এই কথার প্রয়োজনীয়তা ধারণা করিতে পারে না। যেহেতু তাহারা মূঢ়তায় বিপন্ন হইবার যোগ্য। স্বয়ং ভগবান্ রামচন্দ্র যেদিন তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ দিবেন, সেইদিন তাহারা দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিবে। ভগবান্ সর্ব্বদাই নিরুপাধিক শুদ্ধভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। তদীয় মায়াশক্তি স্বরূপতঃ ভগবানের সেবা করেন। সেই সেবার মধ্যে বিমুখ লোকগুলিকে সেবোন্মুখ হইতে বাধা দেওয়াই তাঁহার ভগবৎ-সেবা। ভোগি-সম্প্রদায় সেই মহামায়ার সেবা করিয়া রামচন্দ্রের অন্তরঙ্গাশক্তির সেবায় বঞ্চিত হন। অতএব, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি শ্রীরামচন্দ্র হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নহে। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭) বলেন—ভগবানের অপাশ্রিতা মায়া ভগবানের আদরের বস্তু নহেন। জীবের মোহনের জন্য মায়াশক্তির ক্রিয়া। ভগবান্ কোন-দিনই মায়ার পূজা করেন না বা মায়াধীন আশ্রিত হন না। যে কালে নির্ব্বোধ জীব ভগবানকে মায়ার পূজায় নিযুক্ত দেখে, তৎকালে সেই জীবের শম্ভুতা-বিচার উপস্থিত হয়। বিষ্ণু ব্যতীত সকলেই মায়ার অধীন। বিষ্ণু—অদ্বয়জ্ঞান, তাঁহা হইতে ভেদবুদ্ধিতে যে দ্বৈত কল্পনা হয়, তাহা অশুদ্ধদ্বৈতবাদ নামে প্রসিদ্ধ। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম। এই ভাল, এই মন্দ এইসব ভ্রম॥" বৈকুণ্ঠবস্তু বিষ্ণু কখনও মায়াধীন নহেন—তিনি মায়াধীশ। "মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।"

২। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ—ইহারা সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়াধীশ, তাঁহাদের ভোগের উপকরণরূপে যে সব বস্তুগুলি দেখা যায়, তাহা সবই

অপ্রাকৃত চিন্ময়। আমরা বদ্ধজীব, মায়ার বশ; সুতরাং প্রাকৃত বিচার অপ্রাকৃতে আরোপ করিতে যাওয়া—আমাদের বিচার-ভ্রান্তিমাত্র। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করিতে সমর্থ, আমরা শতমণ প্রস্তর খণ্ডের চাপে সর্ষপের ন্যায় নিষ্পেষিত হইব। ইহাই মায়াধীনতার স্বরূপ। রামকৃষ্ণ রাসস্থলীতে বহুবল্লভার সেব্য বিষয়-বিগ্রহ। আমরা যদি তাদৃশ কার্য্যে উদ্যত হই তবে কংস-কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইব।

অপ্রাকৃত কৃষ্ণ ও রাম যদি মায়াতীত রাজ্যে মৎস্য ও পশুর সেবাগ্রহণ করেন, তা'হলে ঐগুলির কোনপ্রকার ক্লেশ হয় না। পক্ষান্তরে, আমরা যদি কাহারও হিংসা দূরে থাকুক, অসম্মানসূচক বাক্যও বলি, তাহা হইলে হিংসিত বা নিন্দিত প্রাণী নিশ্চয় ক্ষুণ্ণ হয়। আমাদের অবৈধকার্য্য অনধিকারী কর্ম্মফলবাধ্য জীবের পক্ষে অহিতকর,—অপ্রাকৃত-বিগ্রহগণের লীলার সহিত কখনই সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। শ্রীরাম—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহ মাত্রেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। বিষ্ণুবিগ্রহ কখনই মায়ারচিত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভোগ্য-বস্তু বিশেষ নহেন।

৩। ভক্তি যোগমায়া বা প্রেম যোগমায়া—নিত্যা, বহিরঙ্গা মায়ারচিত নশ্বর পদার্থ নহেন। ভক্তি যোগমায়াই শ্রীকৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত অবিমিশ্র জীবাত্মার সংযোগবিধান করেন। মহাত্মাগণ যোগমায়াশ্রিত—চরকাশ্রিত নহেন। যোগমায়াকে 'মহামায়া' বলিয়া প্রপঞ্চের বৃত্তিবিশেষ মনে করিলে অপ্রাকৃত বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবা হয়। প্রাকৃত জগতে বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে এবং তাহার সংযোগকারিণী যে শক্তি তাহা হেয়তা-দোষের আকর। অপ্রাকৃত জগতে তদ্রূপ বিচিত্রতায় কোন দোষ নাই। যেহেতু দোষ নামক হেয় পদার্থ এই ভূতাকাশের ন্যায় পরব্যোমে স্থান লাভ করে না। যোগমায়া ভগবানের চিচ্ছক্তি শ্রীহরির—এই কথা মার্কণ্ডেয় পুরাণে সপ্তশতী চণ্ডীতেও লিখিত আছে। হরিবস্তুতে এই যোগমায়া শক্তি অবস্থান করেন বলিয়া তাঁহার পাঁচ প্রকার রসাশ্রিত আশ্রয়জাতীয় সেবক-সেবিকাগণ তাঁদের কৃষ্ণসেবার উপযোগী উদ্দীপন-ভাব স্থায়ীভাবরতিতে মিলিত হয়। প্রাপঞ্চিক বিচার লইয়া অপ্রাকৃত বৈচিত্র্যে দোষারোপ করিতে যাওয়া নির্ব্বুদ্ধিতারই লক্ষণ; চিত্তশুদ্ধি হইলেই এইসব কথার উপলব্ধি ঘটে।

৫। ঐশ্বর্য্যপর বিচারে সেবোন্মুখতা, তদবস্থায় যে 'হরে রাম'-শব্দ উচ্চারণ, তদ্দ্বারা দশরথনন্দনকেই বুঝায়। কিন্তু মাধুর্য্যপর ভক্তগণ গোপীরমণকেই 'রাম' বলিয়া জানেন। তিনি নন্দের নন্দন। যেখানে 'রাম' শব্দে রাধা-

রমণের সেবা বিহিত হয়, সে-স্থলে 'হরা' শব্দের সম্বোধন পদেই পরাশক্তির আকর-বিগ্রহ শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীকে বুঝায়।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে যাঁহারা দীক্ষা-সমাপ্তি না হইতেই 'দীক্ষা সমাপ্তি হইল' জানিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, সেই সকল ব্যক্তি দুঃসঙ্গফলে যদি অধঃপতিত হন, তাহা হইলে তাহাদের প্রাক্তন দোষ নিঃশেষিত হইলে তাহারা পুনরায় গৌড়ীয় মঠের সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিবেন। অনন্যভজনের মূলমন্ত্রের আভাসমাত্র যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহাদের কখনও পতনের সম্ভাবনা নাই। তবে প্রাক্তন বৈষ্ণবাপরাধফলে তাঁহারা যে গৌড়ীয় মঠের আশ্রিত পরিচয়ে মঠের শাসন স্বীকার করেন না, তাহা তাঁহাদের ব্যক্তিগত দৌর্ব্বল্যজনিত। ভগবৎকৃপায় তাঁহাদের হৃদয়ে সেবাপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইলে কোনপ্রকার দুষ্প্রবৃত্তির আবাহন সম্ভব হইবে না। আপনি যত্ন করিয়া সেই-সকল ন্যূনাধিক বিচ্যুত জনগণকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের মঙ্গলবিধান করিবেন—ইহাই প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য।

যে-সকল অনভিজ্ঞজন মহাভাগবতের মহাবদান্যলীলা ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই সকল অবিবেচক বলিয়া থাকে যে, গৌরসুন্দরের আশ্রিত কালাকৃষ্ণদাস কেন ভট্টথারি স্ত্রীলোকের দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়াছিল? কেন ছোট হরিদাস গৌরসেবার ছলনায় ভক্তের আদর্শ অনুসরণ না করিয়া ইতর চেষ্টাযুক্ত হইয়াছিল? কেন রামচন্দ্রপুরী মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্য পরিহার করিয়াছিল? অদ্বৈতাচার্য্যের কতিপয় সন্তানব্রুব, বীরভদ্রপ্রভুর কতিপয় শিষ্যব্রুব কেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিয়াছিল? অতত্ত্বজ্ঞগণ প্রকৃত সত্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারগত বিচারকে দূষিত করিয়া যে-সকল কথা প্রচার করে, তাহা অনভিজ্ঞ জনগণের আদরের বস্তু হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য বা তদাশ্রিত মহাভাগবতগণের লোকাতীত মহাবদান্যলীলার তাৎপর্য্যের মধ্যে যখন প্রবিষ্ট হইবে, তখন তাহারা জানিতে পারিবে যে, অযোগ্য আপামর সর্ব্বসাধারণকে মঙ্গলপথের সুযোগ প্রদান করিবার জন্য শ্রীচৈতন্য 'জীবমাত্রেই স্বরূপতঃ যে কৃষ্ণদাস' এই কথায় বলিয়াছেন—'যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য।' এই নৃত্য মহামায়া-কর্ত্তৃকও হয়। উভয়েই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ভেদ আছে। সুতরাং কৃষ্ণদাস্যই তাৎকালিক ভোগ-সাম্মুখ্যক্রমে বিপর্য্যস্তভাবে যে কৃষ্ণ বৈমুখ্যরূপে প্রকাশিত হয়, অনধিকার রাজ্যের প্রত্যক্ষজ্ঞানের নিন্দনীয় ব্যাপার হইলেও "অপি চেৎ সুদুরাচারো" শ্লোকের তাৎপর্য্য লঙ্ঘিত হয় না। মহা-

ভাগবত জানেন—সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য একমাত্র মহাভাগবতই জগদ্‌গুরু। শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিচারপ্রণালী শ্রীমদ্ভাগবতের অনুমোদিত। শ্রীমদ্ভাগবত-বিদ্বেষী জনগণ তাহাদের সূক্ষ্মবিচারে স্বভাবতঃ বঞ্চিত হইয়া মূল তাৎপর্য্য গ্রহণে বঞ্চিত—অসমর্থ। সুতরাং কৃষ্ণসেবা বর্জ্জিত। কামাদি ষড়্‌রিপুর বশবর্ত্তীজনের বিচার গৌড়ীয় মঠের আচারসম্পন্ন জনসমূহের বিচার হইতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। ভোগীর কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচার ভক্তিপথের আশ্রিত ভাগবতগণের বিচার হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। ঠাকুর হরিদাস বলেন—'আমার নামসংখ্যা পূর্ণ না হইলে পাপ বা পুণ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিব না।' শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" অনভিজ্ঞ জনগণ তাহাদের সঙ্কীর্ণ শিক্ষা লইয়া গৌড়ীয় মঠের বিরুদ্ধাচরণ করিলে তাহারা ভাগবত অবমাননাপরাধে পতিত হইবেন, তাহাতে গৌড়ীয় মঠের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হইবে না। তাহারা পাপপঙ্কে পড়িয়া মায়ার দণ্ডভোগ করিবেন—তাহারাই বৈষ্ণববিদ্বেষ-কার্য্যে নিজদিগকে অধঃপতিত করিবেন সন্দেহ নাই। এইটুকুনই তাদের যোগ্যতা। যেরূপ দুর্গন্ধযুক্ত বিষ্ঠার মক্ষিকা খারাপ স্থানেই বসে, poisonous করে, কখনও সুগন্ধযুক্ত মধুপুষ্পে যাইতে, মধুপান করিতে পারে না, তদ্রূপ উহারা গৌড়ীয় মঠের নিন্দা কার্য্যের প্রসার করিয়া স্ব-পর আত্মঘাতী হয়, তাহাদের আত্মমঙ্গলে বঞ্চিত হয়। তাহারাই ঘৃণিত স্বভাবের পরিচয় দেন এবং ভাগবতবিরুদ্ধ জীবনযাপন করেন—অনেকের সর্ব্বনাশ করেন। যিনি অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞানের অপব্যবহার মানসে কপটতার বশে গৌড়ীয় মঠের আনুগত্য স্বীকার করেন তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। উহা যেন যাত্রাদলে অভিনয়ের ন্যায়। গৌড়ীয় মঠ অভিনয় করে না। তাহারা চেতনতায় প্রতিষ্ঠিত। মেকী সোণা প্রকৃত সুবর্ণের স্থান লাভ করে না। তদ্রূপ কপটতাময় ভক্তির আবরণ কখনই শুদ্ধাভক্তির স্থানে সমপর্য্যায়ে গণিত হইতে পারে না। অভক্তগণের ধারণা—প্রয়োজনক্ষেত্রে প্রাপ্তির বিষয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। গৌড়ীয় মঠ শুদ্ধাভক্তি পথের পথিক। সুতরাং অপস্বার্থবিশিষ্ট কাপট্য গৌড়ীয় মঠে কখনও থাকিতে পারে না। দীক্ষার অভিনয় আর দিব্যজ্ঞান লাভ—এক নহে। শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌড়ীয় মঠে নিত্য অধিষ্ঠিত। যে-সব উলূকপ্রতিম ব্যক্তি আলোক দর্শনে অসমর্থ তাহাদের নাম—সহজিয়া, নিন্দক, মায়াবাদী, কর্ম্মী, ভোগী, দুর্নীতি-গ্রস্ত অভক্ত সমাজ। আপনি এই সকল কথা অতি ধীরচিত্তে স্বয়ং অনুশীলন

করিবেন এবং যাঁহাদের মঙ্গল চিন্তা করেন তাঁহাদিগকেও উদার হৃদয়ে এইসব কথা জানাইবেন। যদি সময় করিতে পারেন তবে অন্য সময়ে সাক্ষাৎমত সকল কথা শুনিবার ও সংশয় মিটাইবার সুযোগ পাইবেন। আমরা সকলে কৃষ্ণেচ্ছায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক—
শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী

---

* পরমারাধ্যতম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অপ্রকাশিত মঙ্গলময় উপদেশপূর্ণ পত্রখানি **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ** প্রেরণ করিয়াছেন। **—সম্পাদক**

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৬২১ পৃষ্ঠার পর]

শঙ্করের জন্ম

মায়াবাদৈকসংরক্ষক, শূন্যবাদপৃষ্ঠপোষক, অধুনাতন অদ্বৈতবাদ প্রবর্ত্তক ও মায়াবাদিকুলতিলক শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের জীবনবৃত্তান্ত বর্ত্তমান শিক্ষিত সমাজের সকলেই স্বল্পবিস্তর অবগত আছেন। শঙ্করের জীবনী তৎতৎ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ শঙ্কর-বিজয়, শঙ্কর-দিগ্বিজয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে শঙ্করের সম্বন্ধে বহুকথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মধ্ব সম্প্রদায়ও মধ্ব-বিজয়, মণিমঞ্জরী প্রভৃতি তৎসম্প্রদায়ের প্রামাণিক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহেও শঙ্করের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে বহুকথার আলোচনা রহিয়াছে। শাঙ্করগণ মাধ্বগণের বিরোধী এবং মাধ্বগণও শাঙ্করগণের বিরোধী। উভয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ আলোচনাদ্বারাই আচার্য্যের জীবন-বিবরণ সুষ্ঠুভাবে জানা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহই প্রামাণিক বলিয়া পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত আছে। তাহা ছাড়া আরও অনেক বাঙ্গালায় লিখিত শঙ্কর গ্রন্থাদি হইতেও আচার্য্য শঙ্করের জীবনী জানা যায়। সুতরাং শঙ্কর সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিয়া প্রবন্ধ বিস্তার করিতে চাহি না। শঙ্করের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বহুমত প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে আমার অনুমান হয়, তিনি ন্যূনাধিক ৭০০ **শত খৃষ্টাব্দে কেরল দেশের অন্তর্গত 'চিদম্বর' নামক গ্রামে 'বিশিষ্টা' নাম্নী জনৈকা ব্রাহ্মণীর গর্ভে**

জন্মগ্রহণ করেন। 'বিশ্বজিৎ' বিশিষ্টার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায় মনের দুঃখে বিশিষ্টাকে একাকিনী গৃহে রাখিয়া সংসার পরিত্যাগ করেন। বিশ্বজিৎ পরে 'শিবগুরু' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিশিষ্টা একাকিনী গৃহে থাকায় চিদম্বরের গ্রাম্য দেবতা শ্রীশিবমন্দিরের সেবাইতকে গুরুরূপে বরণ করিয়া মহাদেবের দৈনন্দিন সেবায় তাঁহার দেহ-মন সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি গর্ভধারণ করিলেন। তাঁহার গর্ভধারণ বার্ত্তা লোকসমাজে প্রচারিত হইলে তদ্‌গ্রামবাসী নৈতিক সামাজিকগণ তাঁহাকে দুর্নৈতিকা ভ্রষ্ট-চরিত্রা মনে করিয়া সমাজচ্যুত করিলেন। বিশিষ্টা লজ্জা, অপমান ও লোকাপবাদে মর্ম্মাহত হইয়া আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় তাঁহার পিতা **মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে, 'বিশিষ্টার গর্ভে শঙ্কর অবস্থান করিতেছেন, সাবধান যেন তাঁহার মৃত্যু না হয়।'** বিশিষ্টার পিতা মঘমণ্ডন স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার কন্যাকে আত্মহত্যা হইতে নিরস্ত করিলেন এবং তাঁহার যথোচিত যত্নে আচার্য্য শঙ্কর নির্ব্বিঘ্নে ভূমিষ্ট হইলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য শঙ্কর উপনয়নের পূর্ব্বেই সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়াছিলেন। অষ্টমবর্ষে উপনয়ন হইলেই বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি গুরুমুখে যাহা শুনিতেন তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। শঙ্কর সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া ষড়্‌দর্শন ও উপনিষদ্ পাঠ করেন। কথিত আছে তাঁহার সংসারে আস্থা ছিল না। তিনি অধ্যয়ন ও শিবোপাসনায় সময়াতিপাত করিতেন। একদা শঙ্কর মাতার সহিত গ্রামান্তরে যাইতে একটী ক্ষুদ্র নদীর পরপারে যাইবার সময় স্রোতে ভাসিয়া যাইবার অভিনয় করিতেছিলেন। একমাত্র পুত্রের জননী তাঁহার গর্ভধারিণী এই ঘটনায় বক্ষে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন শঙ্কর বলিলেন 'মাতঃ! তুমি যদি বিবাহের পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বার পরিগ্রহ না করাও এবং আমাকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি কর, তাহা হইলে আমি আত্মরক্ষা করিব। অগত্যা শঙ্কর-জননী তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং শঙ্কর জল হইতে উত্থিত হইয়া গৃহে আসিলেন।"—

(১৩০৮ সালে প্রকাশিত শিবনাথ শিরোমণি-কৃত শব্দার্থ-মঞ্জরীর পরিশিষ্ট)

আচার্য্যের উক্ত জীবন বৃত্তান্ত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে,

তিনি মাতাকে শাস্ত্রবাক্যদ্বারা বা নানা প্রবোধবাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জগন্মঙ্গলকর সন্ন্যাসধর্ম্মের অনুমতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। মাতাকে ছলনা করিয়া তাঁহার পুত্রবাৎসল্যের সুযোগ লইয়া ক্ষুদ্র নদীতে প্রাণত্যাগের অভিনয় দেখাইয়া যতিধর্ম্মের আজ্ঞা লইলেন। অন্য কোনও মহাজনের জীবনীতে এইরূপ প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। জগদ্‌গুরু শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণকালে তাঁহার বৃদ্ধা অসহায়া মাতা শচীদেবী ও তাঁহার প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উভয়কেই বুঝাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশ্য এক্ষেত্রে চৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার; আর শঙ্কর তাঁহার ভক্ত শিবের অবতার। এস্থলে বক্তব্য এই যে, আচার্য্য শঙ্কর যে-স্থলে তাঁহার যুক্তি তাঁহাকে স্থাপন করিতে অসমর্থ, সে-স্থলে ছল-চাতুরী যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি নানাপ্রকার অশোভন ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে ত্রুটী করিতেন না। যাহা হউক, ছলে-বলে কলে-কৌশলে সর্ব্বপ্রকারেই কার্য্য উদ্ধারের প্রথা সর্ব্বকালেই দৃষ্ট হয়।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার পাণ্ডিত্য প্রতিভায় বহু গ্রন্থাদি রচনা করেন। ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার স্বমতপোষক কতিপয় উপনিষদেরও ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি জগতে অতুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তাঁহার স্বমত প্রতিষ্ঠার জন্য নানাদেশে দিগ্বিজয়-কল্পে বহির্গত হইয়াছিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনীর দুই একটী কথা নিম্নে বর্ণনা করিতেছি।

শঙ্কর বিজয়

(ক) শঙ্করের জীবনী পড়িলে জানা যায় তাঁহার সহিত বহু স্মার্ত্ত, শৈব, শাক্ত ও কাপালিকদের বিচার হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রদেশবাসী **'উগ্রভৈরব'** নামে এক কাপালিক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, শঙ্কর তাহার চিত্ত শোধন করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার যুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করত পূর্ব্বচুক্তি মতে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্ব্বক নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। আচার্য্য **পদ্মপাদ** তাঁহাকে সেই কাপালিক উগ্রভৈরবের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ইহাতে দেখা যায় শঙ্কর কাপালিকের যুক্তি খণ্ডন করিতে পারেন নাই, বরং তাঁহার ধর্ম্মের যৌক্তিকতায় মস্তক দান করিতে বা বিক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

(খ) কর্ণাটদেশে **'ক্রকচ'** নামে এক ব্যক্তি কাপালিকগণের গুরু ছিল, শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে স্বমতে আনিতে না পারিয়া উজ্জয়িনীর তদানীন্তন রাজা 'সুধন্বা'দ্বারা পাশব বলপ্রয়োগে যুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। শঙ্করের যোগবল ও যুক্তিবল এক্ষেত্রে কোন কার্য্যকরী হয় নাই।

(গ) **'অভিনবগুপ্ত'** নামে জনৈক শাক্তাচার্য্যের সহিত আচার্য্য শঙ্করের উক্ত মতবাদ লইয়া বিচার উত্থাপিত হয়। তাহাতে অভিনবগুপ্ত শঙ্করের প্রভাবে ও ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। শঙ্কর উক্ত মতবাদের দ্বারা তাঁহার শিষ্যের চিত্ত শোধনে সমর্থ হন নাই। কারণ অভিনবের ষড়যন্ত্রে তিনি উৎকট ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় অন্যের দ্বারা ঐরূপ রোগাক্রান্ত হওয়ার নিদর্শন চিকিৎসা-বৈজ্ঞানিকগণ কোনক্রমেই স্বীকার করেন না। যাহা হউক, অভিনবের চরিত্রে ঐরূপ দোষারোপের দ্বারা মনে হয়, তিনি শঙ্করের **'ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ'** হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিলেও যুক্তি তর্কে তাঁহার সহিত মিল হইত না। এইজন্যই তাহার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়া **'পদ্মপাদ'** উক্ত অভিনবগুপ্তের প্রাণ বিনাশ করেন।

(ঘ) শঙ্কর যখন উজ্জয়িনীতে গিয়াছিলেন, তখন আচার্য্য **'ভাস্করে'র** সহিত তাঁহার মায়াবাদ সিদ্ধান্ত লইয়া নানাপ্রকার বিচার হয়। আচার্য্য ভাস্কর শৈব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন। শঙ্কর কোনক্রমেই তাঁহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। পরন্তু ভাস্করের সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়াছিলেন। **ভাস্কর বেদ ও বেদান্তের ভাষ্য রচনা করিয়া শঙ্করমতকে সুষ্ঠুভাবে খণ্ডন করিয়াছেন এবং তাঁহাকে মায়াবাদী মাহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া বেদান্তের ভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।** এতৎসম্বন্ধে প্রমাণাদি আমি পূর্ব্বেই **'শঙ্কর মহাযানিক বৌদ্ধ'** প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না। তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, আচার্য্য ভাস্করক্ষেত্রে তাঁহার স্বমত প্রচার করিতে ত' পারেনই নাই, বরং বিপরীত হইয়া তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল—শঙ্কর মাহাযানিক বৌদ্ধ বলিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন।

(ঙ) **'উভয়ভারতী'** নাম্নী মণ্ডন মিশ্রের এক মহতী বিদুষী স্ত্রী ছিলেন। আচার্য্য শঙ্করের সহিত তাঁহার স্বামী শ্রীমণ্ডন মিশ্র বিচারে পরাজিত হইলে পর, তিনি শঙ্করকে পুনরায় বিচারে আহ্বান করিয়া স্বামীর সম্মান রক্ষার জন্য প্রত্যুৎপন্নমতি প্রভাবে শঙ্করকে রতিশাস্ত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে বিচারে পরাস্ত করেন। শঙ্কর স্ত্রীলোকের নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া মহা বিপদাপন্ন হইলেন। তখন তিনি গত্যন্তর না দেখিয়া যোগবলে কোনও এক রাজার মৃত-শরীরে প্রবেশ করিয়া রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় রাজমহিষীগণের নিকট হইতে 'কাম' বা 'রতি' ব্যবহার সম্বন্ধে উভয়ভারতীয় যুক্তির প্রত্যুত্তর

শিক্ষা করেন। ইহাতেও শঙ্করের অপ্রতিহত দুর্দ্দমনীয় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। অধিকন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐরূপ রতিক্রিয়ার আলোচনায় যতি-ধর্ম্মের হানি হইল কিনা বিবেচনার বিষয়। আমার মতে কোনও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর বা সন্ন্যাসীর যদি স্ত্রীঘটিত রতিক্রিয়ার বিধি-বিধান না জানা থাকে,—তবে তাঁহার পক্ষে প্রশংসারই বিষয় হইয়া থাকে। পরন্তু কোন-ক্রমেই নিন্দনীয় নহে। সুতরাং শঙ্করের ঐরূপস্থলে জয়লাভের চেষ্টা নিতান্ত অশোভন।

(চ) **মণ্ডন মিশ্রই** শঙ্কর বিজয়ের বিজয়ত্ব। মণ্ডন তৎকালে একজন স্মার্ত্ত ও কর্ম্ম-মীমাংসায় অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। আচার্য্য শঙ্কর বিচারে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন। শঙ্করের জয় বৌদ্ধদের মধ্যে (?), কাপালিকের মধ্যে, শাক্তের মধ্যে, স্মার্ত্ত ও কর্ম্মীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মণ্ডন মিশ্রকে জয় করিয়া তিনি যে বিজয়ডঙ্কা বাজাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভোগপর কর্ম্মের জয় করিয়াছেন মাত্র। কাপালিকের প্রাকৃত তান্ত্রিক ভৈরবো-পাসনা, শাক্তেয় মতবাদিগণের পঞ্চ-ম-কার ও বামা-শক্তির উপাসনা, জৈমিনীর ভোগপর কর্ম্মজড়বাদ ও স্মার্ত্তগণের পঞ্চোপাসনা অপেক্ষা জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা স্বতঃসিদ্ধ। তত্তৎ ক্ষেত্রে বিজয়াস্ফালনে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় নাই। আচার্য্য **'ভাস্কর'** তাহা তৎকালেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

(ছ) আচার্য্যের জীবনীতে আরও একটী বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, তিনি বিপদাপন্ন হইলেই তাঁহার শিষ্য **পদ্মপাদ** তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জীবনাকাশে পদ্মপাদ পূর্ণচন্দ্র-স্বরূপ। **শঙ্করের শারীরক-ভাষ্য প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই পদ্মপাদ বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন।** ঐ ভাষ্য তাঁহার মাতুলকর্ত্তৃক অপহৃত হইলে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হন। ইহা দেখিয়া আচার্য্য-শঙ্কর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—"পদ্মপাদ! তুমি দুঃখিত হইও না, **তোমার সূত্র-ভাষ্যের প্রথম চারিটী সূত্রের ভাষ্য আমি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি শ্রবণ কর।**" ইহাতে দেখা যায় শঙ্কর পদ্মপাদীয় বেদান্ত-ভাষ্য কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁহার নিজের ভাষ্য প্রণয়নের পূর্ব্বেই উহা উদ্গীরণ করিয়াছিলেন। শঙ্কর যখন সৌরাষ্ট্র-দেশে উপনীত হন, তখনই তাঁহার মায়াবাদিপূজিত বিখ্যাত বেদান্ত-ভাষ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পদ্মপাদের যে প্রকার ক্রিয়াকলাপ, পাণ্ডিত্য খ্যাতি শ্রবণ করা যায়, তাহাতে মনে হয়, তাঁহার ভাষ্য অবলম্বন করিয়াই শঙ্কর স্বীয় ভাষ্য রচনা করিয়া থাকিবেন। **এক্ষণে শঙ্করই আদি ভাষ্যকার কি পদ্মপাদই আদি ভাষ্যকার—ইহা**

বিবেচনার বিষয়। অন্ততঃ পদ্মপাদ শঙ্করের সর্ব্ববিষয়ে রক্ষক ও অবলম্বন ছিলেন একথা নিঃশঙ্কোচে বলা যায়।

(জ) তিব্বতীয় **বৌদ্ধ 'লামার'** সহিত বিচারে শঙ্কর পরাস্ত হন। 'লামা' তখনকার বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। বিচারকালে উভয়েই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে—**"যিনি পরাস্ত হইবেন তিনিই তপ্ত তৈলে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিবেন।"** সুতরাং বিচারে পরাস্ত হইয়া আচার্য্য শঙ্কর উত্তপ্ত তৈলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। এ-সম্বন্ধে শিরোমণি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"শঙ্কর আচার্য্য বৌদ্ধ জগদ্‌গুরু তিব্বতের লামার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া প্রতিজ্ঞানুসারে উত্তপ্ত তৈল কটাহে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ৮১৮ (?) খৃষ্টাব্দে জগতের উজ্জ্বল জ্যোতি শঙ্করাচার্য্যের দেহত্যাগ ঘটে। —(শব্দার্থ মঞ্জরী পরিশিষ্ট)

প্রকাশ থাকে যে, আজও তিব্বতে সেই **'শঙ্কর কটাহ'** বিদ্যমান রহিয়াছে। লামাগণ উহা তাহাদের বিজয় বৈজয়ন্তীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আদর ও সম্মান করিয়া থাকে। **শঙ্কর বিজয়ের ইহাই প্রকৃত ইতিহাস।** (**ক্রমশঃ**)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

৮৯তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-তিথি-পূজায়

দীনের অর্ঘ্য

জয় জয় গুরুদেব-আবির্ভাব-তিথি।
জয় পরমার্থ-প্রদা, লহ মোর নতি॥
প্রতিবর্ষে যবে তব হয় আগমন।
ব্যাসপূজায় মঠে আসি' মিলে ভক্তগণ॥
নমো নমো গুরুদেব শ্রীভক্তিপ্রজ্ঞান।
জয় অগতির গতি, করুণা-নিদান॥

জয় ব্যাস-অবতার, আচার্য্য-ভাস্কর।
জয় ভব ভয়হারী, রূপানুগবর॥
জয় জয় শ্রীবেদান্ত সমিতি-সংস্থাপক।
জয় জয় অপ্রাকৃত-কুলের তিলক॥
এ শুভ বাসরে আজি শুদ্ধভক্তগণ।
ভক্তিভরে করে তব পূজা সম্পাদন॥
শ্রীআচার্য্যদেব তব নিজ প্রেষ্ঠজন।
তাঁ'র আনুগত্যে এই পূজার আয়োজন॥
তব পাদপদ্মের মধু-লুব্ধ ভক্ত যাঁ'রা।
দেবানন্দ মঠে আজি আসিয়াছে তাঁ'রা॥
সঙ্কীর্ত্তন-মাঝে সবে হইয়া মগন।
তোমার চরণ ধ্যান করে অনুক্ষণ॥
খোল-করতাল সবে আনন্দে বাজায়।
ধূপ-দীপ-গন্ধ-পুষ্পে চৌদিক মাতায়॥
'নমো গৌরপ্রেষ্ঠ' বলি' তোমার চরণে।
সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি দেয় ভক্তগণে॥
আমি মন্দ-মতি, নিজ কর্ম্মদোষে হায়!
বিষয়-গর্ত্তেতে পড়ি' আছি সর্ব্বদাই॥
কেশে ধরি' টানি' তোল, দেহ পদছায়া।
নতুবা জীবন গেল মায়াতে মজিয়া॥
তুমি মোর পিতামাতা, প্রেমভক্তিদাতা।
তোমার চরণ ছাড়ি' যাব আমি কোথা'??
তোমার পূজনে মোর নাহিক যোগ্যতা।
স্মরি' তাহা মনেপ্রাণে পাই বড় ব্যথা॥
শ্রীবামন মহারাজের দাস্যে রহি' সদা।
গাহিতে পারি গো যেন তব গুণ-গাথা॥
এবে আত্মমঙ্গল করিতে বরণ।
তব গুণ-মহিমা করিছি কীর্ত্তন॥

কর্ম্মি-জ্ঞানি-যোগি-মত করি' নিরসন।
বেদের সুসিদ্ধান্ত ক'রেছ স্থাপন॥
অর্থাদি বা কর্ম্মানুষ্ঠান বোধে যে পূজন।
শ্রীমূর্ত্তির সেথা শুধু প্রাণহীন দর্শন॥
শ্রীচৈতন্য-বিচারে যে পূজা-বিধি রয়।
তাহাতে শ্রীবিগ্রহের সজীব পূজা হয়॥
শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণে।
শ্রীবিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা করে শুদ্ধভক্তগণে॥
আহার-নিদ্রা-ভয় ও ইন্দ্রিয়-তর্পণে।
ভীরু ও কাপুরুষেরা ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণে॥
মায়ার পীড়ন-ভয়ে যারা জর্জ্জরিত।
তারাই করিয়া থাকে মায়ার খোসামোদ॥
সমাজের মূল উদ্দেশ্য—শ্রীহরিভজন।
তাঁ'রে না ভজিলে ব্যর্থ মনুষ্য-জীবন॥
আরো উপদেশ দিলে বক্তৃতা-মাধ্যমে।
আচার-প্রচার কৈলে অদম্য উদ্যমে॥
শ্রীপ্রভুপাদের এক প্রবীণ সন্ন্যাসী।
কহিলেন একদা তব কাছে আসি'॥
'শ্রীপ্রভুপাদের আবির্ভাব-মহোৎসব।
তাঁহার সমাধি-ক্ষেত্রে হওয়া কি উচিত ??
এইরূপে ব্যাসপূজা হয় অনুষ্ঠিত।
তুমি কেন নাহি কর ইহার প্রতিবাদ ??'
তদুত্তরে তুমি তাঁ'রে কহিলে তখন।
'গুরুপাদপদ্মের কভু হয় না মরণ॥
প্রকট-অপ্রকটে তাঁ'র অস্তিত্ব সমান।
সমাধি-ক্ষেত্রে হবে লীলার স্মরণ॥
গুরুর অপ্রকটে মিলন-মহোৎসব।
আর প্রকটে বিরহ,—যুগপৎ সম্ভব॥'

শাস্ত্র-যুক্তি দিয়া তুমি ক'রেছ প্রমাণ।
যে কোনস্থানে হয় শ্রীগুরু-পূজন॥
তোমার সিদ্ধান্তপূর্ণ ভাষণ-শ্রবণে।
মাথা নত করে যত জ্ঞানী-গুণীজনে॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম প্রচারে।
অদ্বিতীয় আচার্য্য তুমি জগৎ-মাঝারে।
জীবন বিকা'লে তুমি শ্রীগুরু-চরণে।
তুমি মহা মহীয়ান নিখিল ভুবনে॥
প্রভুপাদ মনোঽভীষ্ট সেবা সম্পাদনে।
সদা রত ছিলে তুমি সারাটি জীবনে॥
জীব-দুঃখ দেখি' তুমি কাতর হইয়া।
হরিনাম বিলাইলে ঘরে ঘরে গিয়া॥
তব সম কৃপাবান্ কভু দেখি নাই।
জীবের কল্যাণে শিক্ষা দিলে সর্ব্বদাই॥
অশেষ প্রণতি মোর তোমার চরণে।
কৃপা কর যেন গুণ গাহি সর্ব্বক্ষণে॥
তোমার পূজায় অর্ঘ্য করি' নিবেদন।
অহৈতুকী ভক্তি মাগে এই অভাজন॥

শ্রীব্যাসপূজা-বাসর
৩ গোবিন্দ, ৫০০ শ্রীগৌরাব্দ

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

তটস্থের নির্গুণতা প্রাপ্তির উপায়

বাস্তববস্তু শ্রীভগবান্ অনন্ত বৈভবশালী। সৎ ও অসৎ অর্থাৎ ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোমাত্মক কার্য্যরূপ জগৎ এবং প্রকৃত্যাদিরূপ কারণ—এতদুভয়ই সেই বাস্তববস্তুর বহিরঙ্গ বৈভববয়। এই বৈভবের অতিরিক্ত বৈকুণ্ঠাদিরূপ স্বরূপবৈভব ও শুদ্ধজীবরূপ তটস্থ-বৈভব—শ্রীভগবানের বিভিন্ন শক্তি হইতে উদ্ভূত। সেই শক্তি স্বাভাবিক রূপবিশিষ্টা বিবর্ত্তবাদীর কল্পিত শক্তিমাত্র নহে। স্থূল-সূক্ষ্ম নশ্বর জগতের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বহিরঙ্গ বৈভবের অতিরিক্ত ভগবৎস্বরূপ-বৈভব ও তটস্থ-জীব-বৈভব পরতত্ত্বরূপে অভিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক অভিহিত ও পরিচিত। ব্রহ্ম—জ্ঞানরূপে, পরমাত্মা—ক্রিয়ারূপে এবং ভগবান্—অর্থফলরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার ক্রিয়াশক্তিদ্বারা সূত্র, জ্ঞান-শক্তিদ্বারা মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারদ্বারা প্রকাশিত বদ্ধজীবতত্ত্ব, সকলই বহিরঙ্গ বৈভবের শক্তিবোধক।

তটস্থাবস্থায় অবস্থিত জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধ। কিন্তু সেই তটস্থাবস্থা হইতে শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল উপভোগের অভিলাষী হইলে গুণসঙ্গদ্বারা সদসদ্ যোনিসমূহে তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জড়ীয় কার্য্য-কারণ ও কর্ত্তৃত্ব প্রকৃতির ধর্ম্ম, অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থ স্বভাববশতঃ জড়াভিমান হইতে সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্ব উদিত হয়। শুদ্ধজীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়া প্রকৃতিতে আত্মাভিমানবশতঃ জীব তটস্থ-স্বভাব হইতে ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছে। তটস্থ-স্বভাবের অপব্যবহারদ্বারা জীব যখন প্রাকৃত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, কৃপাময় শ্রীভগবানও তখন পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকেন। অতএব ভগবানই জীবের কার্য্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বররূপে 'পরমাত্ম'-নামে পরমপুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হন।

জড়োৎপাদিনী প্রকৃতি হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ নিঃসৃত হয়। তটস্থা প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেই অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবগণকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটী গুণ বন্ধন করে। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশক ও পাপশূন্য। সত্ত্বগুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গদ্বারা আবদ্ধ করে। রজোগুণ তৃষ্ণা-সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্মযুক্ত। রজোগুণই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে। আর সমস্ত দেহী জীবের মুগ্ধকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই তমঃ বলিয়া জানিবে।

প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদিদ্বারা তমোগুণ জীবকে বদ্ধ করে। সত্ত্বগুণ জীবকে সুখ দিয়া বদ্ধ করে, রজোগুণ জীবকে প্রবৃত্তি বা কর্ম্মে আবদ্ধ করে, এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে।

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজঃ ও তমোগুণদ্বয় পরাজিত। যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমোগুণদ্বয় পরাজিত এবং যেখানে তমোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজোগুণদ্বয় অভিভূত থাকে। রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, কর্ম্মাগ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায়। তমোগুণের বৃদ্ধি হইতে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয়। সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগান্তে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ লোক লাভ করে; রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগ করিলে কর্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি অথবা ক্ষত্রিয়াদি কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তি দেহ-ত্যাগান্তে মূঢ় চতুষ্পদাদি যোনিতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ সত্যলোক পর্য্যন্ত স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; রাজস লোকগণ নরলোকে স্থান লাভ করে, তামস ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে। গুণসঙ্গদ্বারা জীবের এইপ্রকার অশেষবিধ সুখ-দুঃখাত্মক উচ্চাবচ যোনি ভ্রমণ ও বাসনা-শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া স্বধর্ম্ম বা আত্মধর্ম্ম বিস্মৃতিরূপ মহানর্থসাধক দুরবস্থায় পতিত হইতে হয়।

ত্রিগুণাতীত জীব অসদ্‌বাসনাবশে গুণাবদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত। গুণসঙ্গ-নির্ম্মুক্তি জীবের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। রজোগুণের বৃদ্ধিক্রমে তমোগুণকে এবং সত্ত্বগুণের প্রবৃদ্ধিক্রমে রজোগুণকে প্রশমিত করিতে হয় এবং পরে বিশুদ্ধসত্ত্ব-বৃত্তিদ্বারা মিশ্রসত্ত্বকে নাশ করিতে হয়। সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই যিনি দ্বেষশূন্য এবং মিত্রতাকারী, কুপথগামী জীবের অসদ্‌গতি হইতে রক্ষা-বিষয়ে যত্নশীল, জড়ীয় দেহ সম্বন্ধে যিনি নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য, পরকর্ত্তৃক পীড়নেও যিনি অক্ষোভিতচিত্ত এবং ক্ষমাবান্, যদৃচ্ছালাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত সর্ব্বদা যিনি সন্তুষ্ট, হর্ষ-ক্রোধ-ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি পরিমুক্ত, তিনিই ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবানের সন্তোষবিধান করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। আরও যিনি ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য এবং আরব্ধ কার্য্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত, জড়ীয় ফললাভে যিনি যিনি আশাযুক্ত বা হৃষ্টচিত্ত হন না, জড়ীয় ফললাভের ব্যাঘাত হইলে যিনি দ্বেষ বা শোক করেন না এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন, তিনিই গুণাতীতত্ব লাভ করিয়া ইষ্টসৌখ্য বিধান করিতে পারেন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিতেছেন—"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন। নির্দ্বন্দো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥" হে অর্জ্জুন! তুমি দেবনির্দ্দিষ্ট ত্রিগুণযুক্ত বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ-তত্ত্বরূপ উপদিষ্টতত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্র কোনস্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোনস্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষস্থলে নির্গুণা ভক্তি উপদেশ করিয়াছেন। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব-রহিত হইয়া নিত্যসত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করত জ্ঞান-কর্ম্মমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমের অনুসন্ধান পরিত্যাগপূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ-সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতের উপদেশ উল্লেখ করিতেছেন—"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিতন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥" বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ সাত্ত্বিকঃ কারকো-সঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ। সাত্ত্বিকাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যাধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, দেহাদি-বিষয়ক জ্ঞান রাজস, প্রাকৃত জ্ঞান তামস, এবং মদ্‌বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান নির্গুণ বলিয়া জানিবে। বন—সাত্ত্বিক বাসস্থান, গ্রাম—রাজস বাসস্থান, দ্যূতস্থান—তামস বাসস্থান এবং মদীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র—নির্গুণ বাসস্থান। অনাসক্ত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস এবং আমার (শ্রীভগবানের) আশ্রিত কর্ত্তা নির্গুণ বলিয়া অভিহিত জানিবে। আত্ম-বিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা হইয়া থাকে।

গীতার শ্রীভগবদুক্তি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" যিনি পরমেশ্বর শ্রীভগবানকে জ্ঞান-কর্ম্মাদিনির্ম্মুক্ত অমিশ্র ভক্তিযোগদ্বারা সেবা করেন তিনি গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মানুভবে অর্থাৎ শ্রীভগবদনুভবে সমর্থ হইয়া থাকেন।

ত্রিগুণের মিশ্রভাবাশ্রিত জীবের প্রকৃতি-সংস্রবে অহং-মম-বুদ্ধি, কায়-মনোবাক্যে তদনুরূপ ব্যবহার, ধর্ম্মার্থ-কামে নিষ্ঠা, প্রবৃত্তিলক্ষণময় স্বধর্ম্মে অবস্থান প্রভৃতি ব্যবহার ও ক্রিয়াসকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। সত্ত্বপ্রকৃতি ব্যক্তি

ক্রমশঃ স্বকর্ম্ম-নিরপেক্ষ হইয়া শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ে নির্গুণতা লাভ করিয়া হরিসেবায় নিযুক্ত হইতে পারেন। ফলাকাঙ্ক্ষী হরিসেবাকারীতে রজঃপ্রকৃতি মিশ্রভাব বর্ত্তমান থাকে। শুদ্ধসত্ত্বাশ্রয়ে ক্রমশঃ উক্ত কষায় বিদূরিত হয়। হিংসা-কামনাশ্রয়ী তমোগুণাশ্রিত। ভক্তিসমাশ্রয়ে সেই কুৎসিত কামনারাশির পরিনির্ম্মুক্তিতে চিত্তের সহজ স্বাভাবিক শুদ্ধ নির্ম্মলভাব প্রকটিত হইয়া থাকে। সত্ত্ব-রজ-তমঃ জীবেই বিদ্যমান, সচ্চিদানন্দতনু শ্রীভগবান্ গুণাতীত।

দ্রব্য, দেশ, ফল, কাল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি ও নিষ্ঠা—এতৎসমস্তই ত্রিগুণাত্মক এবং গুণভেদে ইহাদের ভেদ ও তারতম্য নানাপ্রকার। কিন্তু ভগবৎসম্পর্কীয় দ্রব্য, ভগবৎস্থান অর্থাৎ ধামাদি, ভগবদাশ্রিত সুখ, হরিভজনে ব্যাপৃত বা নিযুক্তকাল, ভগবৎসম্বন্ধী জ্ঞান, ভগবানে অর্পিত কর্ম্ম; ভগবদাশ্রয়ে অবস্থিত কর্ম্মকারী বা কর্ত্তা, ভগবৎসেবায় নিযুক্ত শ্রদ্ধা, ত্রিগুণের ঊর্দ্ধে তুরিয়ে অবস্থিতি, ভগবদ্ধাম প্রাপ্তিরূপা আকৃতি, এবং ভগবৎপ্রাপ্তিরূপা নিষ্ঠা—এতৎসমস্তই নির্গুণ।

প্রাকৃত গুণ ও তন্নিমিত্ত কর্ম্মনিবন্ধন জীবের বিবিধ সংসার-গতি ও ভাব পরিদৃষ্ট হয়। একমাত্র শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারাই চিত্তজ ত্রিগুণকে জয় করা যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানলাভের সম্ভাবনাযুক্ত মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাগবত ও ভগবৎপাদপদ্ম ভজননিরত হইলে অচিরাৎ ত্রিগুণাতীত হইয়া অশোক-অভয়-অমৃতসিন্ধু-রসে অবগাহন-সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্যাতিধন্য হইতে পারেন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

"ইতি লোভাৎ"

"লোভ"-শব্দটী আমাদের সকলের জানা আছে। তার কারণ ঐ বৃত্তিটী সকলের মধ্যে কমবেশি বর্ত্তমান। দেব, মানব, দানব, দস্যু, তস্কর, পশু-পাখী, কৃমিকীট, এমনকি যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, কা'র না লোভ বৃত্তিটী নেই? এই কথা শুনে সকলে হয়তো চম্‌কে উঠবেন। সাধারণ জীবে লোভ থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু দেবতা, জ্ঞানী, ভক্ত এঁদের কি করে লোভ থাকতে পারে?

দেবসমাজ যে লোভ হ'তে মুক্ত নয়, তার প্রমাণ,—দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার প্রতি প্রলুব্ধ হন, একথা কে না জানে? স্বর্গ-সুখে বিভোর দেবগণ, বহুক্ষেত্রে

লোভরূপ বৃত্তিটীকে দমন করতে সমর্থ হন নাই, তার প্রমাণ পুরাণ পাঠকগণ সকলেই জানেন। দেবগণ অপেক্ষা জ্ঞানিগণের লোভ উচ্চতর উৎকৃষ্ট মার্গ—নির্ব্বাণ বা মুক্তিতে পরিসমাপ্তি। জ্ঞানিগণ ধর্ম্ম, স্বর্গ, অর্থ, কাম, বিষয়, বৈভব, তৃণবৎ জ্ঞান ক'রে মুক্তির লালসায় উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে থাকেন।

এই লোভ আরও চূড়ান্তভাবে জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও ভক্তের মধ্যে প্রকটিত। ভক্ত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তো দূরের কথা, এমনকি মোক্ষ এবং মোক্ষবিস্তার সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইত্যাদি দুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি মুক্তিও তুচ্ছ জ্ঞান তো করেনই, পরন্তু কোটি কোটি ব্রহ্মানন্দকেও ধিক্কারপূর্ব্বক কৃষ্ণপাদ-পদ্মের মধুপানে সতত প্রলুব্ধ। যিনি যে বস্তুর প্রাপ্তির জন্য দৃঢ়ব্রত বা কৃতসংকল্প, তাঁর সেই বস্তুর প্রতি লোভ বা তীব্র লালসা জন্মায়, ইহাই লোভের সাধারণ সংজ্ঞা। মর্ত্ত্যবাসিগণ মর্ত্ত্যসুখে, দেবগণ স্বর্গসুখে, জ্ঞানিগণ মুক্তিসুখে, ভক্তগণ ভগবৎ-সেবাসুখে লোভ প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ভগবৎসেবা প্রাপ্তি পঞ্চম পুরুষার্থরূপ সর্ব্বোত্তম পরমোৎকৃষ্ট লোভের বিষয়। ইহা সুর-মুনি-জ্ঞানিগণের পক্ষেও সুদুর্ল্লভ।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম-পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত-সিন্ধু।
ব্রহ্মাদি আনন্দ যার নহে একবিন্দু॥

এপর্য্যন্ত আমরা দেবতা, জ্ঞানী ও ভক্তের লোভের কথা শ্রবণ করলাম। তাতে কিছুটা চমক সৃষ্টি হয়েছে, কিন্তু এখানেই চমকের শেষ নয়, এর চাইতে আরও চমকপ্রদ সংবাদ অপেক্ষা করছে, যা শ্রবণ করলে সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে যাবে। বিস্ময়, বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে ভাববে,—এও কি সম্ভব? হ্যাঁ সম্ভব, বাস্তবসত্য। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ লোভ দমনে অনমর্থ হয়ে নিজস্বরূপ ও বর্ণ গোপন করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে নবদ্বীপে আবির্ভূত হলেন।

বিধি-অনুগত নীতিনিষ্ঠ শাস্ত্রানুশীলনকারী ব্যক্তি বলবেন—যিনি আত্মা-রাম, আপ্তকাম, অখণ্ড পূর্ণ, অব্যাহত ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর, শিব-বিরিঞ্চির বন্দিত, সুরমুনি গণের আরাধ্য, বেদাদি সকল শাস্ত্রের ভজনীয়স্বরূপ, সেই পুরুষপুরাণ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ তাঁর আবার লোভ? স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন আসে যে ভগবানের যদি লোভ হয়েই থাকে, তাহলে কোন্ বিষয়ে তাঁর লোভ আছে?

এখানে বিচার্য্য বিষয় যে, ভগবানের স্বরূপটী সচ্চিদানন্দ অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়াতীত। তিনি তুরীয় বস্তু, প্রাকৃত জগতের কোন মায়ার সম্বন্ধ বা গন্ধ তাঁহার মধ্যে নাই। শ্রীভগবানের প্রাকৃত বিষয়ে কোন আসক্তি বা লোভ হ'তে পারে কি? কখনই না, ইহা সিদ্ধান্ত ও তত্ত্ববিরুদ্ধ কথা।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার॥"

তবে যে তাঁর লোভ আছে, সেটী কোন্ বিষয়ে তা আমাদের বুঝা উচিত। ভগবান্ নিজেরই স্ব-স্বরূপভূত হ্লাদিনীশক্তির সার মহাভাবস্বরূপা সর্ব্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি, শ্রীরাধা ঠাকুরাণীর প্রেম ও ভাব কিরূপ, তাহার আস্বাদনে লালসাযুক্ত হয়ে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর হয়ে অবতীর্ণ হলেন। সেই সঙ্গে স্বমাধুর্য্য আস্বাদন এবং কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনে শ্রীরাধা যে সুখ প্রাপ্ত হন, তাহার অনুভব কিরূপ,—এই বাসনাত্রয় আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি শ্রীগৌর-সুন্দর হয়ে প্রকটিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ—নিজে প্রেমের বিষয়, শ্রীরাধা সেই প্রেমের আশ্রয়-বিগ্রহ। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীভগবানের পক্ষে প্রেমের আশ্রয়রূপে শ্রীরাধার মত ভাব আস্বাদন করা সম্ভব নয়। অতএব ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব পরিগ্রহপূর্ব্বক শ্রীরাধার প্রেম-মহিমা আস্বাদন করেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

"আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সেই সুখমাধুর্য্য-ঘ্রাণে লোভ বাড়ে চিত্তে॥
রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে।
সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥
রাধাভাব অঙ্গীকরি' ধরি' তা'র বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হ'ব অবতীর্ণ॥"

শ্রীরাধার ভাব-মাধুর্য্য আস্বাদনে লোভপ্রাপ্ত হওয়ায় ভগবানের আত্মা-রামত্বের ব্যাঘাত হয় না। তার কারণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পাই—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি'॥

সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই॥

শ্রীরাধার প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনের লোভেই কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব ও বর্ণ বা কান্তি অঙ্গীকার করেন।

এ এক মহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অভাবনীয় রূপান্তরের মধ্য দিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ভগবত্তার সকল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ ক'রে নরাকার প্রেমিকভক্তের ভূমিকায় নেমে আসতে হল। ঋগ্বেদের স্তবে যিনি "পরমপদ" তিনি শিক্ষাষ্টকের প্রার্থনায় বল্‌ছেন—"কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলি সদৃশং বিচিন্তয়।" অর্থাৎ কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম। উপনিষদের ধ্যানে যিনি 'রসো বৈ সঃ' অর্থাৎ যিনি স্বয়ং রস, তিনিই আজ রসপানে লোভাতুর। পুরাণের চিন্তায় যিনি অমৃতরূপা ভগবান্, তিনি আজ ভক্ত হয়ে নিজামৃত পানে মত্ত। যিনি নিখিলের সেব্য পরমেশ্বর, তিনি আজ সেবক। যিনি স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, তিনি আজ কৃষ্ণদাস। মাথুরবিরহে যে ব্রজরমণীগণ নিরন্তর ক্রন্দনশীলা অবস্থায় হা কৃষ্ণ! হা গোবিন্দ! বলিয়া ব্রজের ধূলায় বিলুণ্ঠিতা হতেন, আজ সেই কৃষ্ণ নিজেই রাধাভাবে বলছেন,—

"কাহাঁ মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাহাঁ করোঁ, কাঁহা পাঙ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
কাহারে কহিব, কেবা জানে মোর দুঃখ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনা ফাটে মোর বুক॥"

এমন অসম্ভব ঘটনা কেহ কোন শাস্ত্রে শুনেছেন বা দেখেছেন কি? লোভের পরিণাম মহাভাবের বিরহের মধ্য দিয়ে ঔদার্য্য-মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে এত মধুময় অপূর্ব্ব অমৃতের মহাস্বাদন যা ভক্ত ও ভগবান্ উভয়কেই প্রেমোন্মত্ত করতে সমর্থ। এ এক অবিচিন্ত্য লীলাশক্তির মহাচমৎকৃতির প্রকাশ। এই মহাবিপ্রলম্ভরস বিদ্যাবুদ্ধি ও তর্কের অগম্য। এমন কি ব্রহ্মা, রুদ্র, নারদ, ব্যাস, শুক - এঁরা কেউই লোভ ব্যতিরেকে এই রস আস্বাদনে অসমর্থ।

"এই গুপ্তভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় একবিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে।"

অপ্রাকৃত রসজগতে মহাবৈজ্ঞানিক শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেন,—

"লৌল্যমপি মূল্যমেকলম্।"

কৃষ্ণপ্রেম-রসভাবিতা-মতি যদি প্রাপ্ত হ'তে চাও, এই লোভরূপ মূল্য দিয়ে ক্রয় করতে হবে। এই কথাটী যে কত বড় মহাসত্য, অন্যের তো কা কথা,

পরমেশ্বর স্বয়ং ভগবানও এই লোভরূপ মূল্য দিয়ে রাধাপ্রেম ক্রয় করেছেন। এমন সুগোপ্য নিগূঢ় রহস্যের বার্ত্তা অপ্রাকৃত রসিক-চূড়ামণি গৌর-পার্ষদপ্রবর শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী আমাদের জানিয়েছেন,—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং **বেতি লোভাৎ-**
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

লোভ ব্যতিরেকে এই মহাপ্রেমরত্ন প্রাপ্তির অন্য উপায় কি নেই? মহাজন এর উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন, সত্যিই লোভ ছাড়া উপায় নেই,—"জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে"। কোটি কোটি জন্মের সঞ্চিত মহা মহা সুকৃতি থাকলেও তথাপি ঐ লোভ ব্যতিরেকে কৃষ্ণপ্রেম-রসভাবিতা মতি লাভ করা সম্ভব নয়।

শ্রীগীতাশাস্ত্র যেখানে উপদেশ দিয়াছেন—লোভ ত্যাগ কর সেখানে শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন—লোভকে কৃষ্ণকথায় নিযুক্ত কর। কিন্তু আশ্চর্য্য, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেছেন,—একমাত্র লোভের দ্বারাই ব্রজরস আস্বাদন সম্ভব, এছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। যে লোভ জগতে হেয়বৃত্তি, তা দিয়ে এরকম সুদুর্ল্লভ বস্তুর সন্ধান করা যায়, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এ এক অপূর্ব্ব মহা আবিষ্কার।

তাই চিন্তা করি, এখন হ'তে হরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিকট সৎকুলে জন্ম, ধন, যশ, অর্থ, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস, এমনকি বৈকুণ্ঠবাসও প্রার্থনা করি না; শুধু এই পতিত কিঙ্করকে প্রচুর পরিমাণে লোভ দান করুন, যে লোভের দ্বারা কৃষ্ণপ্রেম-রসভাবিতা রতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদিন শুনে এসেছি,—"লুব্ধা পশ্যন্তি ধনময়ং জগৎ।" এখন বলতে ইচ্ছা করছে—"লুব্ধা পশ্যন্তি গোবিন্দ-ময়ং জগৎ।" "ত্বমেব সর্ব্বম্ মম গৌরহরিঃ।"

—**শ্রীমৎ তমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী,** ভাগবতশাস্ত্রী

জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী প্রভুবরের

৮৯ তম বর্ষপূর্ত্তি আবির্ভাব-বাসরে দীনের

পুষ্পাঞ্জলি

আজি অতি শুভদিন, হৃদে ভাব ওহে মন,
কৃষ্ণ-তৃতীয়ার হইয়াছে আগমন।
ভকতি-জননী হন, আনাইলে গৌরজন,
তাই আমি তাঁহারে করিয়ে বন্দন ॥ ১ ॥

জয় ভকতিপ্রজ্ঞান, শ্রীকেশব ভক্ত-প্রাণ,
শুভক্ষণে আসি' প্রভু দিলা দরশন।
আজানুলম্বিত হন, চারুমুখ শ্রীবদন,
তিলফুল জিনি নাসা শ্রীমুখমোহন ॥ ২ ॥

রূপ কণকবরণ, সুদীর্ঘ হয় লোচন,
অরুন-বসন অঙ্গে মাল্য আভরণ।
ঊর্দ্ধতিলক-চন্দন, তুলসী-হারে শোভন,
কৃষ্ণানন্দে মত্ত চিত্ত প্রেমেতে মগন ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণের সমস্ত গুণ, যাঁ'র দেহে বিভূষণ,
কৃষ্ণবাঞ্ছা সদা যিনি করেন পূরণ।
নাম-প্রেমধন দান, জীবে কৈল বিতরণ,
দীক্ষা-শিক্ষা নামযজ্ঞে করেন তারণ ॥ ৪ ॥

আপামর যত জন, আছে যত দীনহীন,
ভবরোগ-মহৌষধে করিলে মোচন।
এ হেন দয়াল জন, নাইত পাবে কখন,
মায়ামোহ জীবের যিনি করেন ছেদন ॥ ৫ ॥

শুন শুন মূঢ় মন, গুরুভক্তি সেবাধন,
ত্রিসন্ধ্যা হৃদয়ে তাঁরে করহে চিন্তন।
অন্ধকার ও অজ্ঞান, যাঁ'র কৃপায় বিমোচন,
জ্ঞান-চক্ষুর উন্মীলন হয় যে তখন ॥ ৬ ॥

ভক্তি উদয়ে তখন, প্রেমে কৃষ্ণ দরশন,
ভুক্তি-মুক্তিবাঞ্ছা ছাড়ি' লয়রে শরণ।
গুরু নিত্যানন্দ হন, হৃদে সেব অনুক্ষণ,
কায়-বাক্যে ভজ সদা রাতুল চরণ ॥ ৭ ॥

যাঁহার পূজা-অর্চ্চন, কৃষ্ণ তুষ্ট সদা হন,
বেদশাস্ত্র-সাধু সদা কহেন বচন।
(গুরু) দেব-আবির্ভাব দিন, ব্যাসরূপে পূজি তান,
অনুগত প্রভুপ্রেষ্ঠ লইয়া শরণ ॥ ৮ ॥

(এ) ভবে মানব-জনম, সার্থক কর এখন,
সিন্ধুপারের কাণ্ডারী করিয়া বরণ।
শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধ, মন! অভিধেয়-প্রয়োজন,
নিত্যসিদ্ধ ব্রজপ্রেম লভিবে তখন ॥ ৯ ॥

সরস্বতী-প্রিয়তম, রাধাদাস্যে সদা মন,
গৌরাঙ্গের প্রেমার্ণবে ভাসে অনুক্ষণ।
গুরুদেব-শ্রীচরণ, হৃদয়ের নিত্যধন,
সিদ্ধসেবা ভিক্ষা মাগে দাস হরিজন ॥ ১০ ॥

শ্রীগৌরজন কিঙ্কর—

—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবেদান্ত হরিজন (মহারাজ)

গৌড়ীয়ের একোনচত্বারিংশ-বর্ষ

"শ্রীচৈতন্যদেবের পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাবতিথি-পালনের" আড়ালে শ্রীগৌরজন্মভিটার বিরোধিতা

"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" ৩৯শ বর্ষে শুভ পদার্পণ করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর "পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাবতিথি" উপলক্ষ্য করিয়া যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিবিধ ধর্ম্মসভাদির আয়োজন ও অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশেরই "পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" —বাক্যানুসারে বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিমল প্রেমধর্ম্মের কথা-প্রচারে আগ্রহ অপেক্ষা শ্রীগৌরসুন্দরকে ভাঙ্গাইয়া খাইবার অপচেষ্টা অধিকভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কয়েক লক্ষ টাকা আদায় করিয়া তাহার হিসাব দাখিল করিতে গিয়া, তাহারা প্রাদেশিক সরকারের বিশেষ মুখপাত্রগণকে আদর-আপ্যায়ন করিয়াছেন এবং নিজদের অসদুদ্দেশ্য সাধনে কিছুটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন। শ্রীগৌরহরির "পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাবতিথি" উদ্‌যাপনের আড়ালে তাহারা দেশের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বুদ্ধিজীবিগণের সাহায্য চাহিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের 'জন্ম-ভূমি' লইয়া জালিয়াতিতে নবীন উদ্যম দেখাইতেছেন। তাহারা রামচন্দ্রপুরকে 'প্রাচীন মায়াপুর' নাম দিয়া উহাই শ্রীগৌরের জন্মভিটা বলিয়া চালাইবার অবৈধ প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়া ধর্ম্মপিপাসু জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। বাস্তব-সত্যকে চাপা দিয়া 'ইহারা নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ' করিতে বদ্ধ-পরিকর। ইহারাই ১৬ ক্রোশ পরিধিযুক্ত নবদ্বীপান্তর্গত কোলদ্বীপকে 'অন্তর্দ্বীপ--মায়াপুর' বলিয়া চিহ্নিত করিবার বহুপ্রকার অপপ্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন ও আছেন। শ্রীরামচন্দ্রের জন্মভূমি ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবভূমিকে গ্রাস ও গোপন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অহিন্দু ম্লেচ্ছ যবনগণ যেরূপ পরমসত্য আচ্ছাদিত করিয়া তথায় ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণের বিদ্বেষ-সমালোচনার পাত্র হইয়াছিল, আজ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত আবির্ভাবস্থলী মায়াপুর যোগপীঠকে গোপনপূর্ব্বক যাহারা 'কাল্পনিক মায়াপুর' সৃষ্টি করিতেছেন, তাহাদের প্রাচীনত্ব—নবীনত্ব ও আধুনিকত্ব প্রমাণ করে এবং তাহারা ম্লেচ্ছ-যবনাপেক্ষা অধিকতর শোচ্য ও সমালোচনার যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রে যে তিনপ্রকার অপরাধের বিচার আছে, ইহারা শ্রীনামাপরাধী, সেবাপরাধীসহ শ্রীধামাপরাধী। চিন্ময় অপ্রাকৃত শ্রীধাম ও শ্রীধামবাসীকে যাহারা জড় প্রাকৃত মনে করেন এবং নিজদের খেয়াল-খুশীমত বিচারকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারা অপরাধী—নারকী -পাষণ্ডী।

শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপনের নামে অন্যাভিলাষ-লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশার আবাহন

আজ "শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশততম আবির্ভাব-জয়ন্তী" উপলক্ষে বহুক্ষেত্রে সভা, সমাজ, সমিতি, শ্রীনাম-মহাযজ্ঞ, মিলন পরিষদ, ধর্ম্ম-প্রচারিণী পত্রিকা, ধর্ম্মশিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত সকল ব্যাপারেই বৈষ্ণবোচিত শুদ্ধাচার-অনুষ্ঠানের ব্যাঘাতজনক পরিবেশই পরিলক্ষিত হয়। অবৈষ্ণবগণের সংখ্যাধিক্য ও নাস্তিক্যবাদের বহুল প্রচারের ফলে আমরা বর্ত্তমানে শুদ্ধভগবদ্ভক্তির প্রবৃত্তি লক্ষ্য করি না। যেখানে যতটুকু শ্রীগৌর-নিত্যানন্দপ্রভুর পদাঙ্কানুসরণের কাল্পনিক ভক্তি-অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কমবেশী স্বার্থপরতা ও অবান্তর-উদ্দেশ্যযুক্ত; ইহা বৈষ্ণবতা খ্যাপনের নামে স্ত্রী-পুত্র-পরিজন পালন, উদর-ভরণাদি, আখেরের বন্দোবস্ত ও লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের প্রকারভেদ বলিয়া মনে হয়। নিষ্কপটতার অভাব হইতেই ভগবৎসেবার পরিবর্ত্তে ভগবানকে ভাঙ্গাইয়া খাওয়া 'হরিসেবা' বলিয়া প্রচারিত হয়। গৌরভোগী ও গৌরত্যাগী এবং নিতাইভোগী ও নিতাইত্যাগী সাজিয়া কতকগুলি প্রাকৃত-সহজিয়া কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবাদের পদাবলেহী হইয়া কুকর্ম্মীর কাণাকড়ির বহুমানন করিতেছেন, আবার কতকগুলি অবর কর্ম্মকাণ্ডীয় 'ব্যাঙের আধুলীসর্ব্বস্ব' অজ্ঞান কর্ম্মসঙ্গী প্রাকৃত কর্ম্মের বাহাদুরি অন্তরে পোষণপূর্ব্বক ধর্ম্মের আবরণে 'বৈদিক সাম্যবাদ' লইয়া জলঘোলা করিতেছেন এবং ধর্ম্মনীতির সহিত রাজনীতির জগা-খিচুড়ি পাকাইতেছেন।

'অমৃতকথা'র নামে বিষভাণ্ডের বিষোদ্‌গীরণ

আজকাল দৈনিক সংবাদপত্রেও 'অমৃতকথা' বা ধর্ম্মকথা প্রকাশিত হয়। কিন্তু যখনই আমরা ধীরস্থিরভাবে উক্ত অমৃতকথার সহিত সনাতন ধর্ম্মতত্ত্বের কষ্টিপাথর—তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে উহা ঘষিয়া-মাজিয়া পরখ করিতে চাহি, তখন উহা 'ধর্ম্মকথা' না হইয়া অধর্ম্ম, বিধর্ম্ম, ছলধর্ম্মের আবাহন করে। "পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" বাস্তব নিত্যশুদ্ধ সনাতন আত্মধর্ম্মের Spiritual Encyclopaedia—শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিচারও এই শাস্ত্রশিরোমণির ক্রোড়ীভূত। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী শ্রীমদ্ভাগবতে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তজ্জন্য ইহা বেদান্তদর্শনের ও মহাভারতের অর্থনির্ণায়ক, গায়ত্রীর ভাষ্য ও বেদার্থপ্রকাশক মৌলিক মহাগ্রন্থ। "বিদ্যা ভাগবতাবধিঃ।"

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি নিঃশেষিত হয়, ভাগবতের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিতে গিয়া। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেই সে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবারে পারে॥"—ইহা স্মরণ রাখিয়াই আমাদের শাস্ত্রানুশীলন প্রয়োজন।

আচরণশীল প্রচারকই জগদ্‌গুরু এবং সৎসম্প্রদায়ানুগত

ধর্ম্মকথা বলিবার বা কীর্ত্তনকারীর অধিকার-বিচারে আমরা দেখিতে পাই, "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়॥" আচরণ না থাকিলে প্রচার বা কীর্ত্তন সম্ভব নয়। আবার আচরণশীল ব্যক্তির কীর্ত্তন বা প্রচার ব্যতীত আচরণ সফল নয়। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর উপদেশ,—"আচার-প্রচার নামের করহ দুই কার্য্য। তুমি সর্ব্বগুরু, তুমি জগতের আর্য্য॥" যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক, তাঁহাদের একটী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় অবশ্যই থাকিবে। তবে সেই গোষ্ঠী বা দল রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক দলের ন্যায় Grouping হইয়া গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ব্যাপৃত নহেন। একতাৎপর্য্যপর হইয়া প্রিয় পরমোপাস্য শ্রীভগবানের প্রীতির নিমিত্ত তাঁহারা পরস্পরের প্রতি স্নেহ-মমতা, শ্রদ্ধা-ভক্তিযুক্ত। অনেকেই মনে করেন, দল বাঁধিলে বা প্রচার করিলেই দোষের কথা হইল। কিন্তু আচরণশীল ব্যক্তির আচরণই প্রথম প্রচার এবং তাহা বাস্তব। আচরণবিহীন ব্যক্তির প্রচার নিষ্ফল ও প্রাণহীন। 'ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রচার আপনি হইবে'—এরূপ চিন্তা কিঞ্চিদধিক স্বার্থ-বিজৃম্ভিত; ইহা বিবিক্তানন্দীর বিচার হইলেও, 'মৌনীবাবা' অপেক্ষা গোষ্ঠানন্দীর পরার্থনিষ্ঠা—পরোপকারবৃত্তি বা মহামহাবদান্যতা সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা 'মৌনীবাবা' সাজিয়া ধর্ম্মপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাঁহারা একদেশদর্শী; তাঁহারা আচার-প্রচারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অপারক; বস্তুতঃ আচার ও প্রচার একতাৎপর্য্যপর ও পরস্পরের পরিপূরক।

সনাতনধর্ম্ম যুগোপযোগী করিয়াই শাস্ত্রে ভগবানকর্ত্তৃক উপদিষ্ট; সদ্‌গুরু—ব্যাখ্যাদাতা

সাধন ও সিদ্ধাবস্থায় যে Realisation—অনুভূতি, তাহা অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। ভাষাবিন্যাস বা ভাবাবেগকে যাহারা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া মনে করেন, তাহারা ভ্রান্ত। সিদ্ধাবস্থায় যে অনুভূতি তাহা বাস্তব, তাহাকে 'ভাবাবেগ' বলিলে ভুল করা হয়। তাহাকে সম্মোহন-বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করাও দোষাবহ। সনাতন আত্মধর্ম্মকে যুগোপযোগী করিয়া সমস্ত মানবের গ্রহণযোগ্য করিবার ক্ষমতা একমাত্র সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক শ্রীভগবানেরই আছে। সেই প্রেমময় ভগবানই ভাগবতাদি-শাস্ত্রে আত্মধর্ম্মকে যুগোপযোগী করিয়া উপদেশ

করিয়াছেন, সত্যসন্ধ ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ তাহাই প্রকরণ-গ্রন্থাদিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাঁহারা শাস্ত্রাদির তত্ত্ব-সিদ্ধান্তাদি সদ্‌গুরুমুখে শ্রবণের বাস্তব সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই ধর্ম্মপ্রচারের ভারপ্রাপ্ত হন বা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহারা নিজদের বুদ্ধিমান্, অসাম্প্রদায়িক, ধার্ম্মিক (?) বলিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করেন এবং ধর্ম্মকথা বা শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা-কথাদি কীর্ত্তন বা প্রচারের কোন আবশ্যকতা নাই মনে করেন, তাহারা শাস্ত্রাদির মুখ্য তাৎপর্য্য অবগত হন নাই, ইহাই প্রমাণিত হয়। সদ্‌গুরু বা সাধু-মহাপুরুষগণের অপ্রাকৃত জীবনই শিক্ষা ও আদর্শ এবং তাঁহাদের উপদেশ-নির্দ্দেশই তাঁহাদের বাস্তব জীবন। এক্ষেত্রে জীবনই—বাণী এবং বাণীই—জীবন। সনাতন ধর্ম্মের ধারক ও বাহক—শ্রীভগবান্ এবং সদ্‌গুরু আচরণশীল প্রচারক বা মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মাবতার। জীবকল্যাণ-চিন্তারত মুক্তগণের পর্ব্বত-গুহায় অবস্থান অপেক্ষা লোকালয়ে অবস্থান অধিক বদান্যতার পরিচায়ক। তাঁহাদের ধর্ম্মাচরণ ও সাক্ষাৎ উপদেশ-নির্দ্দেশে সামগ্রিক জীবের, বিশেষতঃ ভগবানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি—মনুষ্যগোষ্ঠীর পরমমঙ্গল—আত্যন্তিক কল্যাণলাভ হয়।

সৎসম্প্রদায়—শ্রেণীভেদ ও দলীয় সকল নীতির ঊর্দ্ধে অবস্থিত

কেহ কেহ মনে করেন,—"ধর্ম্ম যখন সম্প্রদায় বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে, হয় অত্যন্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে।" যাহাদের এইরূপ চিন্তা, তাহারা সনাতনধর্ম্মিগণের 'সৎসম্প্রদায়' শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য্য অবগত নহেন। এস্থলে জাগতিক কোন শ্রেণী, দল বা সংগঠনকে লক্ষ্য করা হয় নাই। লৌকিক-ব্যবহারিক জগতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত শ্রেণীভেদ ও দলীয় নীতিভেদ বর্ত্তমান, কিন্তু সনাতন আত্ম-কল্যাণপথে সকলের উদ্দেশ্য ও মূল এক-অভিন্ন হওয়ায় ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর প্রাকৃত গণ্ডি, সীমার ঊর্দ্ধে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তি লাভের নিমিত্ত প্রাকৃত কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী, অন্যাভিলাষীর সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে উহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না; পরন্তু সৎসম্প্রদায়ানুগত হইয়া আম্নায় বা ভাগবতগুরু-পরম্পরা স্বীকার ও শুদ্ধভজনপ্রণালী ও শ্রীনাথ-মন্ত্রাদি লাভ করিয়া ভজনপরায়ণ হইলেই উহাতে সিদ্ধিলাভ সম্ভব। ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র জানাইলেন,—"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে বিফলা মতাঃ। অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ॥" যাঁহারা "বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িকতাই সনাতন আর্য্যধর্ম্মের গৌরব" ইহা বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই উপরিউক্ত দেশ-কাল-

পাত্রগত তাৎকালিক সম্প্রদায়-জুজুর ভয়ে বৃথা আতঙ্কিত! তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কখনই সদসৎ-বিচারে ভ্রান্তমত পোষণ করেন না।

শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে সমাজের বিভিন্ন মতবাদীর ভ্রান্ত ধারণা ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ

শ্রীভগবানকে না মানিলে লোকের নিকট সম্মান পাইব না, সম্মান থাকিবে না—মনে করিয়া আমরা মুখে শ্রীচৈতন্যদেবকে মানি। কেহ বা তাঁহার বিচার-ধারাকে সঙ্কীর্ণ বলিতেও পশ্চাদ্‌পদ হন না। তাহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া নিজদিগকে 'সবজান্তা' ভাবিয়া সংবাদপত্রে, পুস্তকে, প্রবন্ধে মহাপ্রভুর অন্তর্ধান-রহস্যাদি (?) প্রকাশপূর্ব্বক বাহাদুরী প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের কপটতা ও আত্মবঞ্চনা শীঘ্রই ধরা পড়িবে। এক দুষ্টচক্রের অধীনে আজ কিছু লেখক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক আরোপের চেষ্টায় ব্যস্ত আছেন। আজকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতীছাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন লইয়া গবেষণা করিতে গিয়া নাস্তিকতারূপ বিষবাষ্প উদ্গীরণ করিতেছেন। এই সকলের পিছনেই সেই একই দুষ্টচক্র—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ, চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ, জীব-ব্রহ্মৈকবাদ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদ, শূন্যবাদ, প্রত্যক্ষ ভোগবাদাদি ক্রিয়াশীল। আমরা যথাসময়ে উহাদের সমুচিত জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিব। শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণ দুই প্রকার। এক—জগজ্জীবের নিমিত্ত শিক্ষা, আর—তাঁহার নিজস্ব লীলা। লোকশিক্ষকরূপে আচরণ বা শিক্ষা আমাদের অনুসরণযোগ্য ও পালনীয়; তাঁহার নিজস্ব লীলা অনুকরণ করিতে গেলে ধ্বংস ও নরকগতি অনিবার্য্য। "মহাজনের যেই মত, তাতে হব অনুগত, পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার।" সাধারণ মানুষ দলীয় রাজনীতি ও জড় সাম্প্রদায়িকতা স্বীকার করিয়াও নিজদিগকে 'নিরপেক্ষ' বলিয়া পরিচয় দিতে চাহেন। রাজনৈতিকক্ষেত্রে 'স্বতন্ত্র'ও একটী দল বা সম্প্রদায়বিশেষ, ইহা ভুলিলে চলিবে না। শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের সুসিদ্ধান্তকে সুবিধাবাদিগণ গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতা বলিবার ধৃষ্টতা পোষণ করেন। তাহারা ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ ও মাৎসর্য্য পোষণ করিয়া নিজেরাই চিরকালের জন্য উপেক্ষিত হইয়াছেন। ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত "অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার"এর নীতি-আদর্শ বর্জ্জনপূর্ব্বক ভাবপ্রবণতাকেই সহজিয়া-গিরির আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। "গোরার আমি, গোরার আমি, মুখে বলিলে নাহি চলে। গোরার আচার, গোরার বিচার, লইলে ফল ফলে॥" —এই বিচার কোনদিনই তাহাদের বোধগম্য বিষয় হইবে না।

শ্রীগৌরহরি ও জ্ঞান-কর্ম্মাদি-অনাবৃত কৃষ্ণানুশীলনপর উত্তমা ভক্তি

শ্রীচৈতন্যদেব কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি প্রচেষ্টাকে কুপথরূপে চিহ্নিত করিয়া অন্যাভিলাষিতাশূন্য অনুকূল-অনুশীলনকে উত্তমা ভক্তি বলিয়া জানাইয়াছেন। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মবাদী ভক্তিকে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"র ন্যায় একটা তাৎকলিক মাধ্যমমাত্র মনে করেন। যে-কোনভাবে ভগবদ্-বহির্ম্মুখতাকে সম্বল করিয়া তাহারা ভগবানের বিরুদ্ধাচরণে ব্যস্ত হন। তাহাদের মাটিয়া ধারণার ধর্ম্ম ও সেবা কোনদিনই শ্রীগৌরসুন্দর ও তদ্‌ভক্তগণ বাস্তবসত্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিবেন না। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার শ্রীনামপ্রেম-প্রচারকালে পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহাকেও 'পরমোপাস্য' বলিয়া উপদেশ করেন নাই। নিখিল দেবদেবী-মনুষ্যগোষ্ঠী ও প্রতিটী জীবাত্মাকে পরমেশ্বরের সেবক-সেবিকা বলিয়া জানাইয়াছেন। তিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে লীন হইবার আকাঙ্ক্ষাও পোষণ করেন নাই, পরন্তু শ্রীহরিদাস নির্য্যাণ-প্রসঙ্গে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত কলেবর স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দর এবং ধর্ম্মসংস্কার ও জাতিভেদপ্রথা

শ্রীগৌরসুন্দর চিজ্জড়-সমন্বয়বাদী ছিলেন না। তিনি ঐতিহাসিক নায়ক-মাত্র নহেন। স্বয়ং ভগবানকে 'ভগবান্' বলিয়া প্রচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীভগবান্ স্বতঃপ্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় নিত্য প্রকাশমান্। তাঁহাকে জনতা-জনার্দ্দনের (?) ভোটের উপর নির্ভর করিতে হয় না। তিনি দলীয় ভোটের সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ব্বাচিত নহেন। শ্রীগৌরহরি কেবল ধর্ম্মপ্রচারক ও ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন না। তিনি প্রাকৃত জাতিভেদ-প্রথা মানিতেন না সত্য, কিন্তু পারমার্থিক জাতি বা আত্মবিচারে সাম্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। মন্মহাপ্রভু "গোঁড়া হিন্দু ছিলেন না", ইহা তাঁহার "নাহং বিপ্রো·····দাস-দাসানুদাসঃ "শ্লোকেই পরিস্ফুট। তাই বলিয়া তিনি "Hindu plus something more" বা 'হিন্দু হইতে অধিক কিছু' বলিয়া সম্পত্তিরক্ষার লোভে খ্রীষ্টান-মুসলমানেরও অধম হইয়া গীর্জ্জা ও মসজিদে প্রার্থনা করিতে ও নমাজ পড়িতে যান নাই। শ্রীচৈতন্যদেব মানুষকে 'অবতার' বানাইয়া 'অসাম্প্রদায়িক' বলিয়া নিজকে কখনও প্রচার করেন নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভু চিজ্জড় সমন্বয়বাদী নহেন ; শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই মহামিলনের যোগসূত্র

শ্রীচৈতন্যদেব বহির্ম্মুখ নাস্তিকগণের দেহ-মনের সেবাকে 'প্রেম' বলিয়া চিহ্নিত করেন নাই। তিনি কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণকেই 'প্রেম' বলিয়াছেন। "প্রেমধন

বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন। দাস করি' দেহ মোরে বেতন—প্রেমধন॥"—ইহাই তাঁহার বিশেষ উক্তি। তথাকথিত সমন্বয়বাদের বীজস্বরূপ নির্ব্বিশেষবাদকে শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমের বিরোধী বলিয়া জানাইয়াছেন। উহা খণ্ডনপূর্ব্বক বেদান্তদর্শনের প্রাধান্য স্থাপন ও বিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন। তথাকথিত সমন্বয়বাদাদি বিভিন্ন পাষণ্ড-মতসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্ত্তিত নাম-সঙ্কীর্ত্তন-পথে সাময়িকভাবে বহু বিঘ্ন সৃষ্টি করিলেও প্রেমধর্ম্মের স্বাভাবিক ভাবধারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আমরা বিজ্ঞানসম্মত সমাজ (?) গড়িতে গিয়া আজ প্রচ্ছন্ন সাম্প্রদায়িকতার শিকার হইতেছি। শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তনই সাধুসঙ্গ ও মহা-মিলনের যোগসূত্র ও মূলমন্ত্র, ইহা বুঝিবার অবসর নাই। অথচ ইহাদ্বারাই জগজ্জীবকে এক পতাকাতলে সার্ব্বজনীন প্রেমধর্ম্মে মিলন ঘটানো যায়। সকল ধর্ম্মের হেয়াংশ বর্জ্জিত হইলে সম্প্রদায়বিশেষের ভজনভেদ ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরের বিবাদ থাকিবে না—জাতি-বর্ণ-দেশ নির্ব্বিশেষে মনুষ্যগোষ্ঠী পরস্পর বিশ্বভাতৃত্বসূত্রে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার অবসর পাইবেন।

শ্রীপত্রিকার বিরোধি-মতবাদ খণ্ডন ও সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপন

বিগত বর্ষ হইতে আমাদের সঙ্কল্পানুযায়ী কয়েকখানি গৌরবিরোধী ও ভক্তি-বিরোধী পুস্তিকার সৎসমালোচনা আরম্ভ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে "বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা (?)", "মহাভারতের ভারত"-পুস্তিকার প্রতিবাদ-পত্র, "শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র (পুস্তিকার প্রতিবাদ)", "গৌড়ীয়ের অষ্টত্রিংশ-বর্ষ' প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাই। ঈর্ষামূলে আক্রমণসূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ-যোগ্য নহে; তবে সৎসমালোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়া—ইহা স্মরণ রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। পারমার্থিক পত্রিকার পক্ষে বিরুদ্ধমতবাদ-নিরাস এবং সৎসিদ্ধান্ত-স্থাপন বিশেষ কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব। "ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেৎ বুদ্ধিমান্" —ইহাই শাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতের বাস্তব সত্যকথা। গতবর্ষের প্রদত্ত তালিকানুযায়ী অন্যান্য পুস্তিকারও ক্রমশঃ সমালোচনা প্রকাশিত হইবে।

পরিশেষে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ, শ্রীলক্ষ্মী-বরাহদেব, শ্রীলক্ষ্মী-নৃসিংহদেব, শ্রীগিরিরাজজীউ, শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদেবীর শ্রীপাদপদ্মে অনন্তকোটী সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা-প্রার্থনাপূর্ব্বক নববর্ষের প্রারম্ভিক বক্তব্য সমাপন করিতেছি।

FORM—IV

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND PARTICULARS ABOUT NEWSPAPERS "SHRI GOUDIYA-PATRIKA"

[Under Rule 6 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956]

1. Place of Publication—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P. O.—Nabadwip (Nadia), W. B.
2. Periodicity of its Publication—Last day of every Bengali month i. e. once in month.
3. Printer's Name—Tridandi-Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
4. Publisher's Name— Do
   Nationality— Do
   Address— Do
5. Editor's Name—Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj.
   Nationality—Indian—Goudiya-Vaishnaba.
   Address—Shri Devananda Goudiya Math, Tegharipara, P.O.—Nabadwip (Nadia), W.B.
6. Name and address of individuals who won the newspapers and partners or share holders holding more than one percent of the total capital.— Tridandi-Swami Shri Shrimad Bhakti Vedanta Baman Maharaj, President-Acharyya, on behalf of Shri Goudiya Vedanta Samiti.

I, *Swami Bhakti Vedanta Acharyya* hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. -Swami B. V. Acharyya

Signature of Publisher

Dated – 28.2.87

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম মুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ৩০ বিষ্ণু, প্রদ্যুম্ন, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৩৯৩, ইং ১৪।৪।৮৭ | ২য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে একোনবিংশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে ত্রিগ্মচক্রিণে॥ ৬৪॥

[মহামতি প্রহ্লাদ সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া পর্ব্বতাচ্ছাদিত থাকিয়া নিত্য-কর্ম্মাদি সম্পাদন-সময়ে একাগ্রচিত্তে অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন,—]

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তোমাকে নমস্কার; হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার; হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে তীক্ষ্ণচক্রিন্! তোমাকে নমস্কার॥ ৬৪॥

২। নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ-হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৬৫ ॥

গো-ব্রাহ্মণের হিতকারী ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার ; জগতের হিতস্বরূপ কৃষ্ণকে নমস্কার ; শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার ॥ ৬৫ ॥

৩। ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে ॥ ৬৬ ॥

বিশ্বের সৃষ্টি-বিষয়ে ব্রহ্মা, পালন-বিষয়ে বিষ্ণু এবং কল্পান্ত-বিষয়ে রুদ্র ; এই ত্রিমূর্ত্তিমান্ তোমাকে নমস্কার ॥ ৬৬ ॥

৪-৬। দেবা যক্ষাসুরাঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্ব-কিন্নরাঃ।
পিশাচা রাক্ষসাশ্চৈব মনুষ্যাঃ পশবস্তথা ॥ ৬৭ ॥

পক্ষিণঃ স্থাবরাশ্চৈব পিপীলিকা সরীসৃপাঃ।
ভূমিরাপো নভো বায়ুঃ শব্দ-স্পর্শস্তথা রসঃ ॥ ৬৮ ॥

রূপং গন্ধো মনোবুদ্ধিরাত্মা কালস্তথা গুণাঃ।
এতেষাং পরমার্থঞ্চ সর্ব্বমেতৎ ত্বমচ্যুত ॥ ৬৯ ॥

দেব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, রাক্ষস, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, পিপীলিকা, সরীসৃপ, ভূমি, জল, আকাশ, বায়ু, শব্দ, স্পর্শ, রস, রূপ, গন্ধ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আত্মা, কাল এবং গুণ—হে অচ্যুত! তুমিই এ সকলের পরমার্থ অর্থাৎ তত্ত্বকারণ ॥ ৬৭-৬৯ ॥

৭। বিদ্যাবিদ্যে ভবান্ সত্যমসত্যং ত্বং বিষামৃতে।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ কর্ম্ম বেদোদিতং ভবান্ ॥ ৭০ ॥

(হে অচ্যুত!) তুমি বিদ্যা ও অবিদ্যা, তুমি সত্য ও অসত্য, বিষ ও অমৃত, তুমি বেদোক্ত প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত কর্ম্ম অর্থাৎ সদসৎ সকল বস্তুই তোমা হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে ॥ ৭০ ॥

৮-৯। সমস্তকর্ম্ম-ভোক্তা চ কর্ম্মোপকরণানি চ।
ত্বমেব বিষ্টৌ সর্ব্বাণি সর্ব্বকর্ম্মফলঞ্চ যৎ ॥ ৭১ ॥
ময্যন্যত্র তথাশেষভূতেষু ভুবনেষু চ।
তবৈব ব্যাপ্তিরৈশ্বর্য্য-গুণসংসূচিকা প্রভো ॥ ৭২ ॥

হে বিষ্ণো! তুমিই কর্ম্মের ভোক্তা, কর্ম্মের উপকরণ, সর্ব্বকর্ম্মের যাহা ফল, তাহাও তুমি। হে প্রভো! আমাতে, অশেষ ভূতে এবং ভুবনে তোমারই ঐশ্বর্য্য-গুণসূচক ব্যাপ্তি রহিয়াছে অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কর্ম্ম-কর্ম্মফলদাতা হইয়াও নিস্পৃহ অসঙ্গ এবং তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া কাহারও কোন পরিচয় নাই ॥ ৭১-৭২ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

চতুর্থ-ধারা

গৌণ ও মুখ্য বিধির পরস্পর সম্বন্ধবিচার

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ৭ পৃষ্ঠার পর]

স্বধর্ম্মরূপ কর্ম্মকাণ্ড ও বৈধশুদ্ধভক্তির ভেদ কি? তদুভয়ে বিপুল ভেদ আছে। জড়বিষয়ে যাঁহাদের নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী সন্ন্যাসী। কামিপুরুষমাত্রেই কর্ম্মযোগের অধিকারী। ভগবত্তত্ত্বে শ্রদ্ধা হইয়াছে অথচ নির্ব্বেদ বা অধিক কর্ম্মাশক্তি নাই, এরূপ ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী (১)। স্বধর্ম্ম শরীরযাত্রা, দেহের নয়টী অবস্থা (২) ও সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ডে আছে এবং ভক্তিপর্ব্বেও থাকে। তথাপি ভেদ এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে বহ্বীশ্বরসেবা ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ কাম, জড়ীয় সম্মান, কোন না কোনপ্রকার জীবহিংসা, জন্মলক্ষণসিদ্ধবর্ণি সম্মান ইত্যাদি ভক্তিবিরুদ্ধ অনেকগুলি অবস্থা আছে। বৈধ ভক্তজীবনে একমাত্র বিষ্ণুসেবা, অপ্রাকৃত বিষয়ে প্রীতি, বৃত্তলক্ষণসিদ্ধ ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবসেবা, সর্ব্বভূতে দয়ারূপ অহিংসা এই কয়টী লক্ষণ প্রবল।

কর্ম্মকাণ্ড ও বৈধ-ভক্তির পার্থক্য

---

(১) নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যাদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥ ভাঃ ১১।২০।৭-৮

(২) নিষেকগর্ভজন্মাদি বালকৌমারযৌবনম্।
বয়োমধ্যং জরামৃত্যুরিত্যবস্থাস্তনোর্নব॥ ভাঃ ১১।২২।৪৭

এখন দেখা উচিত যে, পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার সহিত বৈধী ভক্তির কি সম্বন্ধ, জিজ্ঞাসা এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিনাশ বা পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কিম্বা সেই ধর্ম্মের যথাবিধি পালনপূর্ব্বক ভক্তি অনুশীলন জন্য বৈধভক্তিমার্গ গ্রহণ করিতে হয়?

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সহিত বৈধী ভক্তির সম্বন্ধ

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শুদ্ধভক্তিসাধন উদ্দেশ্যে উত্তমরূপে শরীর পালন, মানসবৃত্তির সুন্দর অনুশীলন ও উন্নতিসাধন, সামাজিক মঙ্গলচর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য (১)। যে পর্য্যন্ত মানব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন, সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শিক্ষার অভাবে জীবের জীবন কুপথগামী হইবে, কোনপ্রকার মঙ্গলসাধন হইবে না। অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার মঙ্গলসাধনজন্য বর্ণাশ্রমবিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়া তাহার পালন করিবে। বর্ণাশ্রমপালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন তাহা নয়। অতএব সেই ধর্ম্মের আনুকূল্যে ভক্তির অনুশীলন করিবে। ভক্ত্যনুশীলনের জন্যই বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম যেরূপ দীর্ঘসূত্রী কার্য্য, তাহা করিতে গেলে ভক্ত্যনুশীলনের অবকাশ পাওয়া যায় কি না (২)? এবং যেস্থলে বিরোধ উপস্থিত হয়, সেস্থলে কি কর্ত্তব্য? প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে, শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার রক্ষা ও পুষ্টি না করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে ভক্তি, তাহার কার্য্য কিরূপে হইবে? অতি শীঘ্র মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত

বর্ণাশ্রমধর্ম্মপালন চরম প্রয়োজন নহে

ভক্ত্যনুশীলনের সোপান

---

(১) এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥
আয়ুরো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যায়ুষং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
কুর্ব্বাণা যত্র কর্ম্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়া সকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ॥ ভাঃ ১।৫।৩২-৩৬

(২) ন হ্যস্তোঽনন্তপারস্য কর্ম্মকাণ্ডস্য চোদ্ধব।
সংক্ষিপ্তং বর্ণয়িষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥ ভাঃ ১১।২৭।৬

বিভ্রমাদি ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অপ্রাকৃত তত্ত্ব শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্কুর যে শ্রদ্ধা, তাহা কিরূপে হৃদয়ে জাগরিত হইতে অবকাশ লাভ করিবে? পক্ষান্তরে যদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা অত্যন্ত প্রমত্তভাবে যথেচ্ছাচারে রত করিবে। সর্ব্বদাই জীবকে কদর্য্য বিষয়ে রত করিবে। আর ভক্তির কোনপ্রকার লক্ষণ উদিত হইবে না। অতএব বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে দীর্ঘসূত্রী হইলেও ভক্তিসাধনের অনুকূলরূপে স্বীকার করা কর্ত্তব্য (১)। বৈধীভক্তির অনুশীলনক্রমে তাহার দীর্ঘসূত্রিতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। তাহার অঙ্গসকল ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে সুন্দররূপে পালন করিতে করিতে প্রভু উপদিষ্ট পঞ্চপ্রকার ভক্তির সাধ্যমত অনুশীলন করিবে। উক্ত ধর্ম্মের যে অঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল হয়, সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। অবশেষে বৈষ্ণবজীবনে বর্ণাশ্রমধর্ম্মটী ভক্তিপূত হইয়া পরমসাত্ত্বিকভাবে সাধনভক্তির দাসস্বরূপে কর্ম্ম ও ভক্তির পরস্পর অবিরোধে বর্ত্তমান থাকিবে। ভক্তির অনুশীলনক্রমে ব্রাহ্মণজীবন অকিঞ্চনত্ব লাভ করিয়া ভক্তিপূত শূদ্রজীবনের পারমার্থিক সমতা স্বীকার করিবে। শূদ্রজীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবতদাস্য ভাবদ্বারা উজ্জ্বলীত হইয়া অকিঞ্চনীভূত বিপ্রজীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণবভ্রাতৃভাবের পবিত্রতা চতুর্ব্বর্ণের জীবনকে এত উজ্জ্বল করিবে যে, বৈকুণ্ঠজীবনের প্রারম্ভপ্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিমানজনিত উপদ্রব খর্ব্ব হইলে, জীবসমূহের পরম সাম্য সুতরাং সম্ভব (২)।

বর্ণাশ্রম ও বৈধী ভক্তি

নিরীশ্বরনৈতিক জীবন, যেমন বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সেশ্বরনৈতিকজীবনের উদয়ে তাহাতে বিলীন হইয়া নির্দ্দোষভাবে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সেশ্বরনৈতিক-জীবনও বৈধী ভক্তির উদয়ে বৈধভক্তের জীবনে পূর্ব্বদোষ-শূন্য হইয়া একটী অপূর্ব্বপরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর ঈশভজন অন্যান্য নীতির সমকক্ষরূপে ছিল। ভক্তজীবনে ঐ ধর্ম্মের সন্নিবেশ

---

(১) শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ গীঃ ১৮।৪৭

(২) ব্রাহ্মণে পুক্কসে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ॥ ভাঃ ১১।২৯।১৪
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥ গীঃ ৫।১৮

হইলে ঈশ্বরধর্ম্মগত অন্য সমস্ত নীতিকে ঈশভজনের দাসরূপে গণনা করিয়া থাকে। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তনটীকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে সময়ে ঐ নিষ্ঠা প্রবল হইয়া থাকে, তখন জীবনকে আর একটী পরম উৎকৃষ্ট আকৃতি প্রদান করে। বর্ণাশ্রমধর্ম্মীর জীবন ও বৈধভক্তের জীবনে একটী অপূর্ব্ব পার্থক্য লক্ষিত হয়।

নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী

নরমাত্রেই ভক্তির অধিকারী এরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তিই জীবের সহজ ধর্ম্ম এবং তদর্থে সমস্ত যত্ন করা কর্ত্তব্য (১)। তাহাতে বর্ণাশ্রমগত বর্ণচতুষ্টয়ে ও আশ্রমচতুষ্টয়ে স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা স্বীকৃত হইল। বরং অন্ত্যজগণও নরমধ্যে পরিগণিত হইয়া ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, তাঁহারা ভক্তির অধিকারী সত্য, কিন্তু ভক্তিলাভে তাঁহাদের তত সুবিধা নাই। তাঁহাদের জীবন সর্ব্বদাই জড়াসক্ত পশুজীবনের তুল্য। উদরপালন-সম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর, পরদ্রোহশীল এবং নির্দ্দয়। তাঁহাদের হৃদয় কঠিন, অতএব তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথ একটু যত্নসাধ্য (২)। তাঁহাদের যে ভক্তিতত্ত্বে অধিকার আছে, তাহা শ্রীহরিদাস ঠাকুর, নারদশিষ্য ব্যাধ, যীশু, পল প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে; কিন্তু তাঁহাদের জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে যে, তাঁহারা অনেক কষ্টে ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাদের ভক্তজীবন অধিকদিন রক্ষা করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তিতে সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে; কিন্তু বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের অধিকারও সম্পূর্ণ সুবিধা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

নরজীবন একটী সোপানময় গঠনবিশেষ

অধিকার ও সুবিধা থাকিলেও অনেক বর্ণাশ্রমাচারীর বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয় (৩)। তাহার হেতু এই যে, নর-জীবন একটী সোপানময় গঠনবিশেষ। অন্ত্যজ জীবনই সর্ব্বনিম্নস্থ সোপান। নিরীশ্বরনৈতিকজীবন দ্বিতীয় সোপান। সেশ্বরনৈতিক-

(১) ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ॥ ভাঃ ৭।৬।১৯

(২) সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাৎ যথা দুঃখমযত্নতঃ॥
তৎপ্রযাসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্॥ ভাঃ ৭।৬।৩-৪

(৩) যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥ ভাঃ ১২।৩।৪৪

জীবন তৃতীয় সোপান। বৈধভক্তজীবন চতুর্থ সোপান ও রাগোত্তেজিত ভক্তজীবনই সোপানোপরি অবস্থিত। জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ-প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাবক্রমে ব্যস্তভাবে অসময়ে এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহণ না করেন অর্থাৎ এক সোপানে উত্তমরূপে পদস্থাপিত করিয়া অন্য সোপান গ্রহণ করেন, ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য সোপাননিষ্ঠারূপ অধিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্বনিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে নিয়মাগ্রহ কুসংস্কার বলে। সেই কুসংস্কারক্রমে অন্ত্যজ লোক নিরীশ্বরনৈতিকজীবনকে অনাদর করে। নিরীশ্বরনৈতিক কাল্পনিক সেশ্বরনীতিকে অনাদর করে, কাল্পনিক সেশ্বরনৈতিক বাস্তব সেশ্বরনীতির অবহেলা করে। বাস্তবসেশ্বরনৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে বৈধভক্ত আবার রাগাত্মিকা ভক্তির অনাদর করিয়া থাকে। এই কুসংস্কার-ক্রমেই বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ অনেকেই বৈধীভক্তির আদর করেন না (১)। ইহাতে ভক্তির কোন ক্ষতি হয় না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। উচ্চসোপানগত ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিম্নসোপানস্থিত জীবসমূহের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নিম্নসোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত পূর্ব্বনিষ্ঠা পরিত্যাগপূর্ব্বক উচ্চসোপানপ্রাপ্তির রুচি উদিত হয় না।

ভক্তজীবনই সোপানোপরি অবস্থিত

নিয়মাগ্রহ

বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ সেশ্বরনৈতিকজীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইয়া ভক্তজীবন হইয়া পড়ে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেশ্বরনৈতিকজীবন-স্বরূপকে পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তজীবনস্বরূপ না গ্রহণ করে, সে পর্য্যন্ত তাহার নাম কর্ম্মই থাকে। কর্ম্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্ম্মের পরিপাক হইলে, ভক্তিসাধকস্বরূপ উদিত হয়। তাহাকে তখন ভক্তিই বলা যায়, তখন কর্ম্ম বলিয়া তাহার নাম থাকে না। ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হইলেই কর্ম্মাধিকার নিরস্ত হয়। কর্ম্মাঙ্গের মধ্যে যে সন্ধ্যাবন্দনাদি আছে, তাহা ধর্ম্মনীতিগত কর্ত্তব্যকর্ম্মবিশেষ। শ্রদ্ধোদিতা ভক্তি কার্য্য নয়।

কর্ম্ম ও ভক্তি

---

(১) বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপাদারবিন্দবিমুখাৎ স্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ ভাঃ ৭।৯।১০

যে সময়ে ভগবৎসম্বন্ধিনী শ্রদ্ধা উদিত হয়, তখন ভগবদানুগত্যরূপ সমস্ত ভক্তিকার্য্যই তাৎপর্য্যক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোনস্থলে সন্ধ্যাকালে হরিকথা হইতেছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম করিতে রুচি হয় না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে, সন্ধ্যাবন্দনাদির যে তাৎপর্য্য তাহাই যখন উপস্থিত, তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাঙ্গ স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু তাহারা চিত্তকে কঠিন করিয়া ভক্তির বিরোধী করিয়া ফেলে। ভক্তিতে প্রবেশ হইবার পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে সাধনের উপযোগিতা করে। কোন কোন স্থলে ভক্তিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈষৎ সহচর হয় (১)। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সম্বন্ধ, তাহা পৃথক্‌রূপে প্রদর্শিত হইবে।

জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

"শ্রীহরিভক্তিবিলাস"-গ্রন্থে বৈধী ভক্তির বহুবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। "ভক্তিসন্দর্ভে" ঐসকল অঙ্গকে নববিধা ভক্তির মধ্যে সুন্দররূপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। "শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু"-গ্রন্থে চতুঃষষ্টি বৈধ অঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটী অঙ্গকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী অঙ্গ যথা :—

পাঁচটী মুখ্য ভক্তাঙ্গ

১। শ্রীমূর্ত্তিসেবায় প্রীতি, ২। রসিকদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সকল আস্বাদন করা, ৩। স্বজাতীয়াশয়দ্বারা স্নিগ্ধ এবং আপন হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ, ৪। নামসংকীর্ত্তন, ৫। ব্রজবাস।

যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক রুচি, সেই অঙ্গই তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে আদরণীয়। কোন বিশেষ অঙ্গে রুচি আছে বলিয়া অন্যাঙ্গ-প্রতি বিদ্বেষ না

---

(১) জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥
যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতুপ্রায়ে সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেরং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা॥
কিন্তু জ্ঞানবিরক্ত্যাদি সাধ্যং ভক্ত্যৈব সিদ্ধ্যতি।
যৎকর্ম্ম ভির্যত্তাপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ॥
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা॥
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
(ভক্তিরসামৃতধৃত ভাগবতপ্রমাণবচনানি)

জন্মে, এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। বৈধ অঙ্গের মূলবিচারস্থলে দুইটী কথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য ; যথা ঃ—

১। ভগবান্‌ই জীবের নিয়ত স্মর্ত্তব্য। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের অনুকূল তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি।

বিধি নিষেধ

২। ভগবৎবিস্মৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল তাহাই নিষেধ।

এই দুইটী মূলবিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ নিয়মাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

ত্রিবিধ বৈধসাধক

বৈধভক্তগণই প্রকৃত সাধক। তাঁহাদের তিনটী অবস্থা ঃ—

১। শ্রদ্ধাবান্ সাধক, ২। নৈষ্ঠিক সাধক, ৩। রুচিযুক্ত সাধক।

শ্রদ্ধাবান্ সাধকগণ শ্রদ্ধাসহকারে গুরুপাদাশ্রয়পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজনক্রিয়া করেন। সৎসঙ্গে ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয় (১)।

সাধনক্রম

অনর্থ দূর হইলে "শ্রদ্ধা" বিশুদ্ধ হইয়া "নিষ্ঠা"-রূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিলাষরূপ হইয়া "রুচি" নাম প্রাপ্ত হয়। এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উন্নতি। রুচি "আসক্তি" হইয়া ক্রমশঃ "ভাব"-স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ৬১৮ পৃষ্ঠার পর]

প্রবৃত্ত ব্যক্তিমাত্রেই নিজ স্বভাব হতে পরহিংসা করে। কিন্তু—

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্‌বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।১৫)

—এই শ্লোকটীর বিচার তারা জানে না। সকল ঘটেই হরি আছেন। উপাস্য-উপাসক তফাৎ হবার জো নাই। যিনি সেবা করেন এবং যাঁর সেবা

---

(১) তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রম-পরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ভাঃ ২।৭।৪৬

করেন, তাঁরা দুইজন পৃথক্ নন। ভক্তের কার্য্য ভুলে গিয়ে যদি ভগবত্তার কথাটা বলা হয়, তাহলে বিচার সুষ্ঠু হল না। ভোগে চালিত হয়ে ভোগ-কার্য্যে ব্যস্ত হলে পরকায়ে বিদ্বেষ প্রবল হয়। অন্যের মাংস খেয়ে ফেলব, এবুদ্ধি ভাল নয়। ভগবানেরই সব মাংস, তিনি সব খেয়ে ফেলে দিতে পারেন অর্থাৎ তিনিই সকল বস্তুর মালিক ও ভোক্তা; কিন্তু তাঁর অনুগত লোক খেতে পারেন না, তাঁরা ভোক্তা নন। সর্ব্বস্ব দিয়ে ভগবানের সেবা করতে হবে। এটা ভুলে গেলেই অসুবিধা। যেমন উপনিষদ্ বলেছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥
সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ॥
যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধুয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥"

একটী বৃক্ষের দুটী জিনিষ—সেব্য-সেবক-ভাবপূর্ণ। যেমন দুটী দল নিয়ে একটী শস্য, দুটী অর্দ্ধেক নিয়ে একটা পূর্ণ। একজন সেব্য, একজন সেবক আছেন। তাঁদের পক্ষী বলা হয়েছে। তাঁরা উড়তে পারেন, তাঁদের ভাল পক্ষ বা ডানা আছে। তবে তাঁরা যে উভয়ে জড়জগতের কার্য্য সমাধা করার জন্য উড়েন, তা নয়। তাঁরা বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ।

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

—একজন পূজা গ্রহণ করেন, অন্যজন পূজা করেন। তাঁর পূজা নিয়ে অর্থাৎ তাঁকে পূজক সাজিয়ে নিজে তাঁর সেবাকার্য্য অনুমোদন করে নিজেকে তাঁর সেবকের সেব্যবুদ্ধি করতে হয়। এই দুটী নিয়ে একটী কার্য্য। সেব্য-সেবকভাবটী লীলাবিকাশের পূর্ণতার কারণ। আমি ভোগ করব, ভগবান্ যোগানদার (Order-supplier) হবেন—ভোগের যোগান দেবেন, এ বুদ্ধি হলে ভোগী হতে হয়। কর্ম্মীজ্ঞানীরা ভোগী, তাদের আত্মসুখবাঞ্ছা প্রবল, ভগবৎসুখবাঞ্ছা নাই। ভগবান্ সেবকের সেবা করুন, আমরা প্রভু হয়ে থাকি, এটা উল্টো বিচার। ভগবান্ এই বুদ্ধিটী নিরাস করেছেন—'সাধবো হৃদয়ং মহ্যম্' শ্লোকে। সাধুরা আমার সেবা করেন, আমি তাঁদের সেবা করে থাকি। সাধু ২৪ ঘণ্টা আমার সেবা করেন, তাঁরা কুকুর, গরু, হাতী, ঘোড়া, মানুষ প্রভৃতির সেবা করেন না, কেবল ভগবানের সেবা করেন। অপূর্ণ বস্তুর

সেবার নামে যদি নিজে সেবাগ্রহণের ফিকির করি, আমার সেবা অন্য লোকে করবে তার একটা দাদন দিয়ে রাখি, তা হলে ভগবানের সেবায় ঔদাসীন্য এসে গেল। ভগবানের সেবকগণই গুণবান্।

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"

যারা যতক্ষণ ভগবানের সেবা করে না, ততক্ষণ তাদের কোন গুণ স্বীকার্য্য নয়—কোনগুণই থাকতে পারে না। অনেকে বলেন, সুনীতিপরায়ণ লোক ভাল। কে বলে?—যারা কিছু নিজ ইন্দ্রিয়তোষণ চায় তারা। কিন্তু জগতের ধনাগারে এমন ধন নাই, যাতে সকলের সন্তোষ হতে পারে। কেউ পূর্ণ-জিনিষ দিতে পারে না, এটা আমরা ভগবানের বামনাবতারে বলি-বামনসংবাদে জানতে পারি। দাতার কাছে তত জিনিষ নাই, গ্রহীতা যত চায়। তাহলে আমি দয়া করতে পারি, পরার্থিতাধর্ম্মে দীক্ষিত (altruist) আমি, এ প্রকার দম্ভ আমার ভাল নয়। ভগবান্ বামনলীলায় এই শিক্ষা দিয়েছেন।

শ্রুতির বাক্য যেটা পাঠ করলাম, তাতে বলেছেন, একটী গাছে দুটী পাখী আছে, একটী খায় আর একটী খাওয়ায়। ভোগী পাখী যখন খায়, যখন প্রভু হবার আকাঙ্ক্ষা করে, যখন ভোগে ডুবে যায়, তার মনে যদি এই কথাটা উদয় হয়,—তিনি আমার প্রভু, তাঁর ভাণ্ডারের সব জিনিষ আমাকে দিচ্ছেন, যিনি ভোগ করাচ্ছেন, আমি তাঁর কি সেবা করছি, তখন তার সেবা করবার বিচার আসে। "অনীশা"—যে ভোগরাজ্যে ডুবে গেছে, বলছে, "খানেওয়ালা আমি, সেবা করনেওয়ালা তিনি, ভোগকর্ত্তা আমি, ভোগদাতা তিনি; আমার প্রভু কেউ নাই"—এই প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি হলে তখন কেবল 'দেহি' 'দেহি' রব। "রূপং দেহি ধনং দেহি যশো দেহি দিশো জহি, মনোরমাং ভার্য্যাং দেহি মনোবৃত্ত্যনুসারিণীম্" ইত্যাদি বাক্যে সপ্তশতী পাঠকালে আবেদন করি। তিনি যোগান দেন আর আমি ভোগ করতে থাকি। "আমি শালগ্রামের উপর বসে গেছি, শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভেঙ্গে খাচ্ছি, শালগ্রাম আমার চাকরী করুক"—এই বিচার-প্রণালীটাকে 'ধর্ম্ম' বলে চালান কি ভীষণ সেবা-বিরোধিতা বা মূঢ়তা! যেহেতু প্রভু-সেবা-বঞ্চিত হয়ে প্রভুকে আমার ঘোড়া করে ফেলেছি, সে আমাকে চিরদিন চড়াবে, ভক্তদের চাকর করে ফেলবো—এই বুদ্ধি হলে অসুবিধা আসে। কারো আশ্রয়ে না থাকায় প্রাপ্ত দ্রব্য হারাবার সময় শোক—অভাব এসে উপস্থিত হয়, মূঢ়তা লাভ হয়। প্রভুর সেবা না করে ভক্তিহীন হয়েছি, ভজনীয় বস্তুর প্রতীতি নষ্ট হয়েছে। অথচ দুইটী একসঙ্গে না থাকলে

পূর্ণ হয় না। যখনই মাথায় ঢুকবে যে আমি সেবা নিচ্ছি, আমি ক্ষুদ্র, বৃহতের সেবা করা আমার কর্ত্তব্য, তিনি আমার প্রভু, তখন তাঁর মহিমা জানতে পারলে শোক থাকবে না। শোক হয় প্রাপ্তবস্তুর অভাবে, যখন প্রাপ্তবস্তু ধ্বংস হয়। ভোক্তৃভোগ্য-বিচারহীনতাই দুর্ব্বুদ্ধি। 'বীতশোক' কখন হয়? যখন জানে, সব ভোগ তাঁরই, তিনি সেবা নেবেন, আমি তাঁর ভোগ্য। এই মহিমা-জ্ঞান আগে হচ্ছিল না। দুজনে বন্ধু—সর্ব্বতোভাবে পরস্পর সেব্য-সেবকভাবে অবস্থিত (reciprocated) হলেও, একের জন্যে অন্যে ব্যস্ত হলেও তিনি খাওয়াচ্ছেন, আমি খাচ্ছি—এই বিচার ছিল না। যখন বুঝতে পারি তখন বলি—

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

আপনি দাতা, আপনি কৃপা করে খেয়ে উচ্ছিষ্ট দিন—এই বিচার হলে তখন আমরা ভক্তি লাভ করতে পারি।

আমি আমার জন্যে কাজ করে সুবিধা সঞ্চয় করবো, এটা পুণ্য, এর বিপরীত পাপ। যখন দেখতে পায়, মূলবস্তু তিনি, কর্ত্তা তিনি, আর আমি কর্ম্ম, কার্য্যের দ্বারা কর্ত্তার অভীষ্টসাধন করবো; তিনি ব্রহ্মযোনি, বৃহদ্‌বস্তুর মূল আকরবস্তু, সর্ব্বকারণকারণ, তখন ওয়াকিবহাল হয়ে, মুক্ত হয়ে, জগদ্দর্শন-কার্য্য সমাধা করে পাপপুণ্যের বোঝা ছেড়ে দিয়ে নিরঞ্জন—নিষ্পাপ হয়। পরম সমতা এসে যায়, বাস্তবিক পণ্ডিত হয়ে যায়। "পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।" স্বরূপের অভিব্যক্তি হলে সেবা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে যাবে। তখন অন্যের সেবা, কুকুর, ঘোড়া বা মানুষের সেবা করবে না। তবে ভক্তের সেবা করবে কেন? এ প্রশ্ন এলে বলতে হয়, যিনি ভগবানের সেবা ছাড়া আর কিছু করেন না, তিনি ভগবানের সঙ্গে সমান সেব্য পদার্থ। তিনি ভগবানের সিংহাসনে উঠে পড়েছেন তাঁর সেবার জন্য। তাঁর (সেবকের) সেবা না করে ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে হবে না।

মানুষকে পুণ্যবান্ বলে প্রশংসা বা পাপী বলে ঘৃণা করতে হবে না, করলে অসুবিধা আছে। "পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেন্ন গর্হয়েৎ।" সমতা লাভ না করলে সুবিধা হবে না।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

পাণ্ডিত্য হবে সমদর্শী হলে। সকলের উপকার করবো—এ বুদ্ধি হলে

হিংসার অবকাশ থাকে না। সকলে বেশী সেবা করছে, আমি পারছি না—এই বিচার হলেই সুবিধা। 'আমি বড়' এটা অনর্থপ্রণোদিত বুদ্ধি। 'অন্যলোক তাবেদার, আমি প্রভু'—এটা অধঃপতনের কারণ। যে মঙ্গল চায়, সে তৃণাদপি সুনীচ হয়ে সকলকে সম্মান করবে। ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবার ইচ্ছা থাকলে মহাপ্রভুর উপদিষ্ট এই "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" বিচার অনুধাবন করতে হবে।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯ পৃষ্ঠার পর]

শঙ্করের প্রভাব

ভক্তাবতার শঙ্কর হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পর্য্যন্ত আনুমানিক ১০০০ (সহস্র) বৎসরকাল মায়াবাদের অবস্থা এক্ষণে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। বুদ্ধের তিক্ত অবৈদিক শূন্যবাদ শঙ্করাবির্ভাবে তাহার বৈদিক শর্করাবরণে আশু মধুর বলিয়া মনে হওয়ায় লোক-সমাজে উহার বেশ আদর ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রত্যক্ষভাবে সমূলে উৎসাদন হইলে জনসমাজ নিজদিগকে বৌদ্ধ না বলিয়া 'হিন্দু' বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলেন। আজও পাশ্চাত্ত্য দেশের পণ্ডিতগণ 'হিন্দু-ধর্ম্ম' বলিতে শঙ্করের প্রচারিত মতকেই হিন্দুমত মনে করিয়া তাহার খণ্ডন করিতেছেন। যাহা হউক, শঙ্করাবির্ভাবের ইহাই সুফল বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবে। কিন্তু **'বাস্তব হিন্দু-ধর্ম্ম'** বলিতে অচিন্ত্য-দ্বৈতাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর ভগবানের নিত্য সেবাকেই প্রকৃত বাস্তব হিন্দু-ধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে।

এই সহস্র বৎসর মায়াবাদ যে কি প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া ভগ্নশিরে, নগ্নদেহে বাস করিতেছিল, তাহারই পরিচয় দিতেছি।

যাদব প্রকাশ

পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র প্রভৃতি মায়াবাদিগণের পরে, কাঞ্চি-নগরের যাদবপ্রকাশই মায়াবাদিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আচার্য্য হইয়াছিলেন। যামুনাচার্য্যের এই সময় বৈষ্ণবতা ও পাণ্ডিত্য প্রতিভা দর্শন করিয়া যাদবপ্রকাশ

তাঁহার সহিত সম্মুখ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন নাই। আচার্য্য শ্রীরামানুজ শ্রীযামুন-মুনির শিষ্য। তিনি যাদবপ্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়নের অভিনয় করিয়া শঙ্করমতের দোষ প্রদর্শন করেন, এবং 'কপ্যাস'-শ্রুতির যাদবীয় মায়াবাদ ব্যাখ্যার খণ্ডন করেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের এই প্রকার প্রতিভা দর্শন করিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশের সঙ্কল্প করিলেন। যাদবপ্রকাশ তাঁহার জীবন নাশ করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে জানিয়াও আচার্য্য রামানুজ তাঁহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে বরণ করত তাঁহার চিত্তবৃত্তির সংশোধন করেন। শঙ্কর-জীবনে ইহার অনুরূপ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলেও **অভিনব গুপ্তের** প্রতি তিনি কৃপা না করিয়া তাঁহার জীবন নাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল রামানুজের চরিত্র এই সম্পর্কে শঙ্করের তুলনায় পরম মাধুর্য্যময়। তিনি তাঁহার প্রাণনাশোদ্যোগী যাদব-প্রকাশকে কৃপা করিয়া উদ্ধার করায় আচার্য্য শঙ্কর অপেক্ষাও ক্ষমতাশালী ছিলেন তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। ভক্তের মহিমা সর্ব্বত্রই এইরূপভাবে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। মায়াবাদ তৎকালে বৈষ্ণব রামানুজ-হস্তে বিনষ্ট হইয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের বিজয়-বৈজয়ন্তী সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতে থাকে।

শ্রীধরস্বামী

শ্রীধরস্বামী গুর্জ্জরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহার কাল সম্বন্ধে যাহা অনুমান করেন, তাহা প্রকৃত ও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হয় না। **মধ্বমুনি** তাঁহার সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করেন নাই বলিয়াই শাঙ্করগণ তাঁহাকে মধ্বের পরে বলিয়াই স্থির করিতেছেন। কেবলমাত্র **মধ্ব শ্রীধরের নাম উল্লেখ করেন নাই** বলিয়াই শ্রীধর মধ্বের পরে হইবেন—ইহা ঠিক বিচার নহে। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বেদান্ত, উপনিষদ্ প্রভৃতির কোন ভাষ্য রচনা না করায় মধ্বমুনি তাঁহার কথা সম্ভবতঃ উল্লেখ করেন নাই; নতুবা তিনি শ্রীধরের কথা নিশ্চয়ই উল্লেখ করিতেন। **শ্রীধর কেবলমাত্র শঙ্করের নাম তাঁহার গীতাভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন।** তাহাতে তিনি শঙ্করের পরবর্ত্তী ও মধ্বের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রামানুজ প্রধানতঃ বিষ্ণুপুরাণ অবলম্বন করিয়া বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন। আচার্য্য শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকা করিয়াছেন। রামানুজ উক্ত টীকার সন্ধান পাইলে তাহার উল্লেখ করিতেন এবং তাহা তিনি প্রমাণস্বরূপও গ্রহণ করিতে

পারিতেন। কিন্তু **রামানুজ কোথাও শ্রীধরস্বামীর নাম উল্লেখ করেন নাই** এবং **শ্রীধরস্বামীও আচার্য্য রামানুজের নাম কোথাও উল্লেখ করেন নাই।** তাহার দ্বারা শ্রীধরস্বামী আচার্য্য রামানুজের পরবর্ত্তিকালে আবির্ভূত হইয়াছেন—ইহা সুস্থির করিয়া বলা যায় না। যাহা হউক তিনি রামানুজের পূর্ব্বে বা পরেই হউক, মায়াবাদী অদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে আজও 'টানাটানি' করিয়া তাহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত রাখিতে চান। কারণ শ্রীধরস্বামী পূর্ব্বে কোন অদ্বৈতবাদীর সঙ্গ প্রভাবে অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়, তাঁহার লিখিত টীকাসমূহ হইতেও তাহার কিছুটা আভাষ পাওয়া যায়। **পরমানন্দ তীর্থ নামক জনৈক নৃসিংহ-উপাসক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী তখন শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রচারক ছিলেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদের আদি আচার্য্য শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামী শঙ্করাবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিলেন। তিনি 'আদি বিষ্ণুস্বামী' বলিয়াও জগতে প্রসিদ্ধ আছেন।** পরমানন্দ তীর্থের কৃপায় শ্রীধরস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতবাদ আশ্রয় করেন এবং শুষ্কজ্ঞানে প্রকৃত মোক্ষের সম্ভাবনা নাই, পরন্তু ভগবদ্ভক্তিই একমাত্র মোক্ষের উপায় ও উপেয়, তাহা বুঝিতে পারেন। তিনি গীতার টীকার শেষে লিখিয়াছেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-বচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভক্তিরেব মোক্ষ-হেতুরিতি সিদ্ধম্। * * * * পরমানন্দ শ্রীপাদাব্জ-রজঃশ্রী-ধারিনাধুনা শ্রীধরস্বামী-যতিনা কৃতা গীতা সুবোধিনী।"

শ্রীধরস্বামীপাদ মায়াবাদী সম্প্রদায়ভুক্ত হইলে তাহারা কি তাঁহার উক্ত গীতার সিদ্ধান্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন? যদি না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর মায়াবাদী শ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা কেন?

স্বামীপাদের গীতার টীকা-প্রকাশ সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিতেছি। একদা শ্রীধরস্বামী তীর্থ পর্য্যটনের পর কাশীধামে উপস্থিত হইয়া গীতার টীকা রচনা করেন। ঐ টীকোক্ত বিচার দেখিয়া অদ্বৈতবাদী মায়াবাদিগণ নানাপ্রকার আপত্তি তুলিয়া তাহাতে দোষ প্রদর্শন করিবার যত্ন করেন। পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাস্ত করিলেও তাহারা শ্রীধরস্বামীর সুবোধিনী টীকা গোড়ামীবশতঃ মানিয়া লইতে স্বীকার করেন নাই। তৎপর বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শম্ভু অর্থাৎ কাশীর বিশ্বনাথের নিকট সকলে একত্রিত হইয়া মীমাংসা প্রার্থনা করিলে বিশ্বনাথ পণ্ডিতগণকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করিয়াছিলেন,—

"অহং বেত্তি* শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি **শ্রীনৃসিংহ-প্রসাদতঃ।**"

উক্ত শ্লোকের দ্বারা জানা যায় শ্রীধরস্বামী কাশীবাসী অদ্বৈতবাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। **এইরূপে পরমানন্দ তীর্থ-কর্ত্তৃক শ্রীধরস্বামীর এবং শ্রীধরস্বামী-কর্ত্তৃক অন্যান্য মায়াবাদিগণের পরাভব হইয়াছিল।**

"বিল্বমঙ্গল"

বিল্বমঙ্গলের পূর্ব্বনাম কাহারও কাহারও মতে **শিহ্লন মিশ্র বা চিৎসুখাচার্য্য।** বল্লভ-দিগ্বিজয় গ্রন্থের মতে অষ্টম শক-শতাব্দী বিল্বমঙ্গলের উদয় কাল। **ইনি পূর্ব্বজীবনে অদ্বৈতবাদী ছিলেন;** কিন্তু পরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব-ত্রিদণ্ডিবেষ গ্রহণ করেন। **শঙ্কর সম্প্রদায়ের দ্বারকা মঠের চিৎসুখাচার্য্য (কল্যব্দ ২৭১৫) বিল্বমঙ্গলের নাম পাওয়া যায়।** বল্লভ-দিগ্বিজয়ের মতে বিল্বমঙ্গল দ্বারকাধীশ-প্রতিষ্ঠাতা রাজ-বিষ্ণুস্বামীর প্রধান শিষ্য ছিলেন এবং ৭ শত (?) বৎসর বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ডে ভজন করিয়াছিলেন। ইনি কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার নাম 'লীলাশুক' হয়। বিল্বমঙ্গল কিভাবে অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবা মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হন, তাহা তিনি স্বরচিত একটী শ্লোকে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"অদ্বৈতবীথী-পথিকৈরুপাস্যাঃ স্বানন্দ-সিংহাসন-লব্ধদীক্ষাঃ।
হঠেন কেনাপি বয়ং শঠেন দাসীকৃতা গোপবধূ-বিটেন॥"

অর্থাৎ অদ্বৈত-মার্গের পথিকগণের দ্বারা উপাস্য এবং আত্মানন্দের সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াও আমি গোপী-লম্পট কোনও শঠ (কৃষ্ণের) দ্বারা বলপূর্ব্বক তাঁহার দাসীরূপে পরিণত হইয়াছি। ইহাই প্রকৃত বৈষ্ণব বিজয়।

ত্রিবিক্রমাচার্য্য

অচ্যুতপ্রেক্ষ তৎকালে মায়াবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সময় শঙ্করানন্দ বা বিদ্যাশঙ্কর, ত্রিবিক্রমাচার্য্য, পদ্মনাভাচার্য্য প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মায়াবাদিগণ শঙ্করের অদ্বৈতবাদের তীব্র সাধনা ও বিপুল প্রচার

---

* 'বেত্তি' এস্থলে আর্ষ-প্রয়োগ। 'বেত্মি' ইহার শুদ্ধ পাঠ।

করেন। আনন্দতীর্থ **মধ্বমুনি** দক্ষিণ-কানাড়া জিলায় উড়্পী গ্রামের সাত মাইল পূর্ব্ব-দক্ষিণে পাজকাক্ষেত্রে মধ্যগেহ নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে **বেদ-বিদ্যার গর্ভে ১০৪০ শকাব্দে মতান্তরে ১১৬০ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করেন**। ইনি বেদান্তের দ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়া মায়াবাদের সমুদয় যুক্তি খণ্ড-বিখণ্ড করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের সহিত উক্ত মায়াবাদি-আচার্য্য-চতুষ্টয়ের সম্মুখ-বিচার হইয়াছিল। রামানুজাচার্য্য যেরূপ যাদব প্রকাশের নিকট শিষ্যত্বের অভিনয় করিয়াছিলেন, সেইরূপ মধ্বমুনিও **অচ্যুতপ্রেক্ষ** নামক অদ্বৈত-বাদাচার্য্যকে স্বমতে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহার **শিষ্যত্ব** স্বীকারের অভিনয় করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের বিচার ও ভজন প্রতিভায় অচ্যুতপ্রেক্ষ পরাস্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যারণ্য মধ্বাচার্য্যের সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইলেও তাঁহার স্বমত পরিত্যাগ করেন নাই। পদ্মনাভাচার্য্য ও ত্রিবিক্রমাচার্য্যের সহিত সম্মুখ বিচারে মধ্বাচার্য্য তাহাদিগকে অদ্বৈতবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া বৈষ্ণব-মতে আনয়ন করিয়াছিলেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্য অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত আচার্য্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র নারায়ণাচার্য্য **'মধ্ববিজয়' ও 'মণিমঞ্জরী'** গ্রন্থ রচনা করেন। ত্রিবিক্রমাচার্য্য পরে মধ্ব-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি উভয়-দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকটেই শ্রবণ করিয়া নারায়ণাচার্য্য শঙ্কর সম্বন্ধে ও মধ্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জগৎকে জানাইয়াছেন। সুতরাং **শঙ্কর ও মধ্ব উভয় সম্প্রদায়েই শ্রীনারায়ণাচার্য্যের গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।** 'মণিমঞ্জরী' গ্রন্থ "মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত কোন আচার্য্যের লেখনী-নিঃসৃত বলিয়া সাম্প্রদায়িক দোষে দুষ্ট"—এ'প্রকার উক্তি সমীচীন নহে। এই সময়ে দেখা যাইতেছে—মধ্বাচার্য্য তাঁহার বিচার-যুক্তি ও শাস্ত্র-প্রমাণের প্রবল প্রতাপের দ্বারা শঙ্কর-সম্প্রদায়ের প্রধান আচার্য্যদ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তাঁহারা সরলতা ও নিরপেক্ষতা প্রযুক্ত পূর্ব্বকার মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া মধ্বমত অঙ্গীকার করেন। অপর দুইজন বিচারে পরাস্ত হইলেও নিরপেক্ষতার অভাবে ও সংস্কার বশতঃ মায়াবাদের অশুদ্ধতা পরিজ্ঞাত হইয়াও তাহার ক্ষীণধারা হৃদয়ে বহন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তৎকালে মায়াবাদ মূঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া তত্ত্ববাদী মধ্বের নিকট মস্তক মুণ্ডিত করিয়াছে। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বৈচিত্রী

অখিলকল্যাণ-গুণবারিধি পরমহংসকুল-সেবিত অমলপুরাণ-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগত শাস্ত্রসমূহ নিখিল জীবের নিত্য শাশ্বত মঙ্গল-বিধানের অনুকূলে যে ভাগবত-ধর্ম্মের প্রকটন করিয়াছেন, তাহাতে সকল শ্রেণীর ও সকল অধিকারী মাত্রেরই যে সেই ভাগবত-ধর্ম্মে সম্পূর্ণ যোগ্যতা ও অধিকার আছে এবং সকলেই যে সেই ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় ও অনুশীলনদ্বারা আত্মবৃত্তি জাগ্রত করত শুদ্ধভক্তি লাভ করিয়া সেই ভক্তিবলে শ্রীভগবানকে নিত্যকালের জন্য হৃদয়ে অবরুদ্ধ করিতে পারেন, সে-বিষয়ে প্রচুর আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন। সেই ভাগবতধর্ম্মের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে এস্থলে আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির ত্রিবিধ বৈচিত্রী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইতেছে।

স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও যে-সকল কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পণহেতু ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই **আরোপসিদ্ধা ভক্তি** বলে। আর স্বভাবতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও ভক্তির পরিকররূপে অর্থাৎ সহকারিরূপে সংস্থাপিত হইয়া যে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি ভক্তিত্ব লাভ করে, তাহাকে **সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি** বলে। জ্ঞানাদির অভাবসত্ত্বেও ভগবদাবির্ভাব-বিষয়ে সাক্ষাৎ তদানুগত্যরূপে ভক্তিত্বের অব্যভিচারী যে-সকল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই **স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি** বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলি না কেন? যেহেতু তাহা স্বরূপতঃ কর্ম্মবিশেষ, পরন্তু ভগবদর্পণ নিবন্ধনই ভক্তি-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্লোকে বিষ্ণুর শ্রবণ, বিষ্ণুর কীর্ত্তন এইরূপে বিশিষ্টের উল্লেখহেতু এই শ্রবণ-কীর্ত্তন 'স্বরূপসিদ্ধা' হইল, 'আরোপসিদ্ধা' হইল না। কারণ 'আরোপসিদ্ধা' ভক্তির লক্ষণে দৃষ্ট হইয়াছে যে, যাহাতে স্বভাবতঃ ভক্তিত্ব নাই, পরন্তু ভগবদর্পণহেতু ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাই 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি'। অতএব এস্থলে বিশিষ্ট শ্রবণাদির স্বভাবতঃ তাদৃশ ভক্তিত্বাভাব নাই বলিয়া তাহা 'আরোপসিদ্ধা' হইল না। সাধারণ শ্রবণাদির স্বভাবতঃ ভক্তিত্বাভাব থাকিলেও বিষ্ণুবিষয়ক শ্রবণাদির ভক্তিত্বাভাব নাই। শ্রীপ্রহ্লাদের পূর্ব্বজন্মে শ্রীনৃসিংহ-চতুর্দ্দশীর উপবাস যেরূপ 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' নহে এবং কুকুরমুখ-ভ্রষ্ট প্রাণভয়ে পলায়মান শ্যেনপক্ষীর ভগবন্মন্দির পরিক্রমণ যেমন 'আরোপসিদ্ধা

ভক্তি' নহে, সেইরূপ মূঢ় জনগণ-কর্ত্তৃক অন্যভাবে অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবদ্‌বন্দনও 'আরোপসিদ্ধা ভক্তি' নহে, পরন্তু 'স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি' বলিয়াই জানিতে হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধা ভক্তি অকৈতবা ও সকৈতবা-ভেদে পুনরায় দ্বিবিধা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আরোপসিদ্ধা ও সঙ্গসিদ্ধায় ভক্তিপদপ্রাপ্তিবিষয়ে সামর্থ্য যে ভক্তির সংসর্গে ঘটিয়া থাকে, তাহা যদি সেই ভক্তি মাত্রাপেক্ষী হয়, তাহা হইলেই তাহা অকৈতবা, নতুবা সকৈতবা ভক্তি হইয়া থাকে। 'স্বরূপসিদ্ধার' তাদৃশ মাহাত্ম্য যে ভগবানের সংসর্গে হয়, তাহার কর্ম্ম-জ্ঞানরূপ পরিকর যদি সেই ভগবানকে লক্ষ্য করিয়াই প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরূপসিদ্ধা অকৈতবা হইবে, আর যদি প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষায় কর্ম্ম-জ্ঞান তাহার পরিকর হয়, তাহা হইলে ঐ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি সকৈতবা হইয়া থাকে।

এই অকৈতবা ভক্তিই 'অকিঞ্চনা ভক্তি' নামেও উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্" শ্লোকেও অকৈতবা এবং সকৈতবা এই উভয়বিধ ভক্তির অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়া থাকে।

আরোপসিদ্ধা ভক্তি

অনন্তর আরোপসিদ্ধা ভক্তির বৈশিষ্ট্য আরও কিছু বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইতেছে। ভগবৎসম্বন্ধশূন্য হইলে সকাম অথবা নিষ্কাম উভয়বিধ কর্ম্মেরই গর্হণ বা নিন্দা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাব-বর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥" (ভাঃ ১।৫।১২) এই শ্লোক আলোচনা করিলে আমরা তাহা জানিতে পারি। তথায় বলিতেছেন যে, নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ নির্ম্মল জ্ঞানই যখন অচ্যুতভাব-বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, তখন সর্ব্বদা অভদ্রস্বভাব কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে নিষ্কাম হইলেও কিরূপে শোভা পাইবে? শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্র আরও দেখিতে পাওয়া যায়ঃ—

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥

(ভাঃ ২।৪।১৭)

তপস্বীসকল, দানপর ব্যক্তিসকল, যশস্বী ব্যক্তিগণ, মনস্বী ব্যক্তিসকল, বেদমন্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম সুমঙ্গল হইলেও অচ্যুত শ্রীভগবানকে অর্পণ না করিলে কিছুতেই মঙ্গললাভ করিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই সকল উপদেশ হইতে সহজেই সমস্ত কর্ম্মেরই ভগবদর্পণের একান্ত প্রয়োজনীয়তার বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। এইরূপে কর্ম্মসমূহের ভগবদর্পণই আরোপসিদ্ধা ভক্তি।

অনেকের ধারণা যে, বেদবিহিত কর্ম্মেরই ভগবদর্পণে বিধি, অপর তদিতর কর্ম্মের ভগবদর্পণে বিধি নাই, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভাগবতধর্ম্মের সাম্রাজ্য অতিশয় বিস্তৃত এবং প্রচুর আশ্বাসপ্রদ। শ্রীমদ্ভাগবতের "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্‌যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥ (১১।২।৩৬) এই শ্লোক আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, মানবগণ দেহাধ্যাস বা দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ অনাদিকাল হইতে অনুসৃত বা জন্মপরম্পরানুগত স্বভাবানুসারে কায়, বাক্য, মনঃ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি এবং আত্মদ্বারা যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই পরমপুরুষ নারায়ণের উদ্দেশ্যে সমর্পণ করিবেন, এইরূপ বিধি তথায় দৃষ্ট হইতেছে। গীতাশাস্ত্রেও স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভক্ত অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতেও সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মেরই ভগবদর্পণ-বিধিই দৃষ্ট হয়। যেমন—"যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্॥" (গীঃ ৯।২৭),—'হে অর্জ্জুন! তুমি যে-সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, যাহা ভক্ষণ কর, যাহা হোম কর, যে বস্তু দান কর, যে তপস্যা কর, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।' সুতরাং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অর্পণ-বিধিই শাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে।

এখন এই কর্ম্মসমূহের অর্পণ কি প্রণালীতে বিহিত হইলে তাহা ভাগবত-ধর্ম্মান্তরবর্ত্তিতা লাভ করে, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক। স্বভাবজাত কর্ম্মার্পণ প্রসঙ্গে শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্কর্ম্ম দুই প্রকারে ভগবানে অর্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে জ্ঞানকামিগণের দুষ্কর্ম্ম নির্ব্বিশেষভাবে এবং ভক্তিকামিগণের তাদৃশ কর্ম্ম 'আমার এইরূপ দুর্ব্বাসনা-দুঃখ দর্শনে করুণাময় ভগবান্ আমাকে কৃপা করুন' এইভাবে অর্পিত হইয়া থাকে। অথবা "যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িণী। ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥" 'অবিবেকিগণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ দৃঢ় প্রীতি থাকে, আপনার স্মরণকালে আমার হৃদয় হইতে তাদৃশ প্রীতি দূরীভূত না হউক।'—এই বিষ্ণুপুরাণোক্ত বাক্যানুসারে এবং "যুবতীনাং যথা যূনি যূণাঞ্চ যুবতৌ যথা। মনোঽভিরমতে তদ্বন্মনো মে রমতাং ত্বয়ি॥" যুবতীগণের যুবকপুরুষের প্রতি এবং যুবকগণের যুবতী রমণীর প্রতি চিত্ত যেরূপ আসক্ত হয়, আমার মনও আপনার প্রতি

সেইরূপ আসক্ত হউক,—এই পদ্মপুরাণোক্ত প্রণালী অনুসারে 'আমার সুকর্ম্মে এবং দুষ্কর্ম্মে যে অনুরাগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে ভগবদ্‌বিষয়ক হউক'—এইরূপে অর্পিত হয়। কামিগণের সর্ব্বতোভাবেই সকল দুষ্কর্ম্মার্পণ কর্ত্তব্য।

অনাসক্তভাবে বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ঐ কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিলেই নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি হয়। যজ্ঞাদিকল্পে স্বর্গলাভাদিরূপ যে ফল শ্রুত হয়, তাহা কেবলমাত্র অসৎকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সৎকর্ম্মে রুচি-উৎপাদনের জন্যই জানিতে হইবে।

বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসা শাস্ত্রে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

ক্লেশভূর্য্যল্পসারাণি কর্ম্মাণি বিফলানি বা।
দেহিনাং বিষয়ার্ত্তানাং ন তথৈবার্পিতং ত্বয়ি॥ (ভাঃ ৮।৫।৪৭)

হে ভগবন্! বিষয়পীড়িত দেহিগণের কর্ম্মসমূহ যেরূপ ভূরিক্লেশদায়ক ও অল্পফলযুক্ত কিম্বা সর্ব্বতোভাবেই বিফল হইয়া থাকে, কিন্তু আপনার ভক্তগণের আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্মসমূহ কখনও তাদৃশ বিফল হয় না।

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ধৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বৈদিক কর্ম্মার্পণের প্রশংসামুখে এইরূপ বিপুল আশ্বাসবাণী প্রদান করিয়াছেন—"বিষয়ার্ত্তানাং কর্ম্মাণি ক্বচিৎ ক্লেশভূরি যেষু তথাপ্যল্পং ফলং যেষু তথা ভূতানি ভবন্তি ক্বচিৎ কৃষ্ণাদিবৎ বিফলানি বা ভবন্তি। ত্বয্যর্পিতং কর্ম্ম তু ন তথা। কিন্তু ক্লেশং বিনা যথাকথঞ্চিৎ কৃতস্য কামনয়াপ্যর্পণে তৎকামস্যা-বশ্যকপ্রাপ্তিঃ। সা চ সর্ব্বত উৎকৃষ্টা ভবতি। তথা তন্মাত্রফলেন চ পর্য্যাপ্তির্ন ভবতি। সংসার-বিধ্বংসাদিফলত্বাদিত্যর্থম্। তদুক্তম্" (ভাঃ ১১।২।৩৫)। "যানাস্থায় নরো রাজন্ ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ। ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেন্ন পতেদিহ॥" ইতি (ভাঃ ৫।১৯।২৬) "সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাম্' ইত্যাদি চ,—যথৈব নাভিঃ শ্রীঋষভদেবরূপং ভগবন্তং পুত্রত্বেনাপি লেভে।" শ্রীগীতাসু (২।৪০) "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥" ইতি

"বিষয়ার্ত্তগণের কর্ম্মসমূহ কোনস্থলে ক্লেশই বহু এবং অল্পই সার যাহাতে, তাদৃশ কোন কোনস্থলে আবার কৃষিকর্ম্মের ন্যায় নিষ্ফলই হয়। কিন্তু আপনার প্রতি অর্পিত কর্ম্ম তাদৃশ হয় না। পরন্তু অনায়াসে যেকোনরূপে অনুষ্ঠিত ঐ কর্ম্ম যদি কামনাসহকারেও অর্পিত হয়, তথাপি সেই কামনানুযায়ী ফলের

প্রাপ্তি অবশ্যই হইয়া থাকে, আর ঐ প্রাপ্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টরূপেই হয়। বিশেষতঃ তাবন্মাত্র ফলপ্রদানেই উক্ত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় না, যেহেতু উহার সংসার বিধ্বংসাদিরূপ ফলসমূহও শ্রুত হইয়া থাকে। যথা (ভাঃ ১১।২।৩৫) —'হে রাজন্! যে ভাগবতধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কোনকালেও বিপন্ন হয় না এবং চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া ধাবমান্ হইলেও যে পথে ভাগবত-ধর্ম্মাবলম্বীর স্খলন বা পতন হয় না।' (ভাঃ ৫।১৯।২৭)। 'মানুষ কোনবস্তু প্রার্থনা করিলে ভগবান্ তাহার প্রার্থিত বস্তু অবশ্যই দান করেন।' মহারাজ নাভিও এইরূপে ভগবান্ শ্রীঋষভদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীগীতায়ও উক্ত হইয়াছে যে, 'ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আরম্ভেরও কখনও ব্যর্থতা ঘটে না, ইহাতে মন্ত্রাদি অঙ্গের বৈকল্যেও প্রত্যবায় হয় না এবং ইহা স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠিত হইলেও অনুষ্ঠাতাকে মহাভয় হইতে ত্রাণ করে।"

এই কর্ম্মার্পণরূপ ভাগবতধর্ম্মযাজন ফলে মানব তাপত্রয়রূপ দুশ্চিকিত্স্য ব্যাধির হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্। (ভাঃ ১।৫।৩২)

"হে ব্রহ্মণ! ব্রহ্মস্বরূপ ঈশ্বর শ্রীভগবানে কর্ম্মসমর্পণই তাপত্রয়ের উপশম-কারক সংসূচিত হইতেছে।"

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ আবার দুইভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক ভগবৎপ্রীণনরূপ এবং অপর ভগবানে কর্ম্মত্যাগরূপ। এ সম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

প্রীণাতু ভগবানীশ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতকপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥

সনাতন ঈশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মদ্বারা প্রীত হউন, এই বুদ্ধিতে সাধকপুরুষ যে কর্ম্ম করেন, তাহাই উত্তম ব্রহ্মার্পণ, অর্থাৎ ভগবদর্পণ। অথবা পরমেশ্বরে সম্যগ্ভাবে কর্ম্মফল অর্পণ করিবে, ইহাও কর্ম্মের অত্যুৎকৃষ্ট ভগবদর্পণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

এই কর্ম্মার্পণে কামনা, নৈষ্কর্ম্ম্য ও কেবলা ভক্তি—এই ত্রিবিধ নিমিত্ত অর্থাৎ হেতু বা উদ্দেশ্য বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়। পরন্তু কেবল নিষ্কামত্ব সম্ভব হয় না; যেহেতু জীব যাহা অনুষ্ঠান করে, তৎসমুদয় কামনারই চেষ্টাস্বরূপ;

শাস্ত্রে ইহা উক্ত হইয়াছে। কামনা ও নৈষ্কর্ম্ম্যস্থলে কর্ম্মত্যাগই প্রধানভাবে লক্ষ্য, পরন্তু সে স্থলে ভগবৎপ্রীণনের আভাসমাত্র রহিয়াছে ; যেহেতু কামনা ও নৈষ্কর্ম্ম্যস্থলে স্বার্থপরতাই বর্ত্তমান। কিন্তু ভক্তিস্থলে ভগবৎপ্রীণনই মুখ্য উদ্দেশ্য, যেহেতু ভগবৎপ্রীণনই ভক্তির প্রাণস্বরূপ।

প্রচুর সুকৃতিসন্ধ সৌভাগ্যবান্ সাধুসকল ভগবৎপরিতোষণ উদ্দেশ্যেই সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান বা কর্ম্মার্পণ বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচেতাগণের নিম্নোক্ত উক্তির মধ্যেও আমরা তাহার দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করিতে পারি।—

যন্নঃ স্বধীতং গুরবঃ প্রসাদিতা বিপ্রাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ সদানুবৃত্ত্যা।
আর্য্যা নতাঃ সুহৃদো ভ্রাতরশ্চ সর্ব্বাণি ভূতান্যনসূয়য়ৈব ॥
যন্নঃ সুতপ্তং তপ এতদীশ নিরন্ধসাং কালমদভ্রমপ্সু।
সর্ব্বং তদেতৎ পুরুষস্য ভূম্নোবৃণীমহে তে পরিতোষণায় ॥

(ভাঃ ৪।৩০।৩৯-৪০)

হে ভগবন্। আমরা বহুকাল পর্য্যন্ত উত্তম অধ্যয়ন, গুরুগণের প্রসাদ সম্পাদন, নিরন্তর আনুগত্যসহকারে বিপ্র, বৃদ্ধ, পূজনীয়, সুহৃদ ও ভ্রাতৃগণের প্রতি প্রণাম, অসূয়ারহিত হইয়া সর্ব্বভূতে নমস্কার এবং উপবাস সহকারে জলমধ্যে তপস্যা প্রভৃতি যে-সকল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎসমস্তই বিরাট পুরুষরূপী আপনার পরিতোষণের জন্য বরণ করিতেছি।

প্রচেতাগণ এইরূপে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত যাবতীয় সৎকর্ম্ম এবং কর্ম্মফল শ্রীভগবানে অর্পণদ্বারা আরোপসিদ্ধা ভক্তির আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা উপলক্ষে আর্ত্তি-প্রসূনাঞ্জলি

শ্রীগৌরবাণীর মূর্ত্ত বিগ্রহ, জাগা'তে নিখিল জগতজন।
মোহনিদ্রা হ'তে সুচির কালের, অবতরিলেন শ্রীগৌর জন ॥
বৃষভানুজার একান্ত দয়িত, দয়িতদাস তাই প্রভুর নাম।
জানা'তে জীবেরে ভানুজার প্রীতি, প্রেমিক প্রভুর নিয়ত কাম ॥

দেখাতে, বিশ্বে ভকতি-ধনের, মহান খনির সুগুপ্তদ্বার।
ভকতশ্রেষ্ঠ—শ্রীগৌরপ্রেষ্ঠ, প্রেমিকজ্যেষ্ঠের প্রেমাবতার॥
শ্রীগৌর-নিতাই, তাঁর নিজজন, যতেক দয়াল আসিলা ভবে।
সকলের দয়া নিঃশেষে নিঙাড়ি, নিরমিলা বিধি প্রভুরে তবে॥
দয়াল প্রভুর প্রেমদান-লীলা, মহিমার কণ গণিবে যে—।
চৌদ্দভুবনে, বৈকুণ্ঠ ভবনে, তদূর্দ্ধেও কেহ নাই নাই হে॥
প্রভু গৌরহরি বিশ্বে অবতরি, আপামরে দিলা নিগূঢ়প্রেম।
সে সু-আদর্শ আপনি আচরি, দীনে হীনে দিলা সে গৌরপ্রেম॥
যাচিয়া যাচিয়া প্রতি ঘরে গিয়া, নাও নাও বলি' 'হাঁকিলা ডাক'।
উত্তম, অধম, পাপী-তাপী জন, বরিয়া সকলে ছাড়িলা শোক॥
দ্বিতীয় বস্তুর অভিনিবেশেতে, হ'য়েছিল ভয় যা'দের মনে।
বস্তু-পরশে ছাড়ি' সব ভয়, অশোক-অভয় অমৃত মানে॥
শ্রীগৌরহরির অপার মহিমা, জানা'তে বিশ্বে শ্রীগৌরজন।
গৌরনাম-ধাম-কাম-সেবাচরি', প্রচারিলা বিশ্বে তা অবিরাম॥
কুতর্ক-কুলিশ কঠোর হৃদয়ে, প্রবেশি' প্রভুর চেতন-বাণী।
করিলা সরস স্নেহের পরশে, স্নিগ্ধ-শীতল হৃদয় খানি॥
এহেন প্রভুর গুণগণ সীমা, কণ পরশিতে ক্ষুদ্র প্রয়াস।
যাহাতে নিখিল বিশ্বজনার, কল্যাণ-বারিধির সুপ্রকাশ॥
তাই করযোড়ে দীন আর্ত্তস্বরে, যাচিছে দয়াল প্রভুর দান।
যাহাতে অমৃত অশোক-অভয়, করিবে জুড়া'বে তাপিত প্রাণ॥
দয়িত দাসের শ্রীদয়িত সেবা—, মধুরিমারসে সরস হিয়া।
যাঁ'দের হ'য়েছে, প্রভু প্রিয়জন, তাঁদের সঙ্গেতে রজনীদিবা॥
যাপিতে প্রয়াস এ দীন-হীনের, হ'বে কি সফল সে মোর আশ্।
প্রভুপ্রিয়জন-চরণ-শরণ, লভিলে পূরিবে সে অভিলাষ॥
সাধু প্রসঙ্গেতে অবতরে যা'তে, কৃষ্ণনাম-গুণ-চরিতকথা।
অমৃত হইতে পরম অমৃত, বরষে, সরষে হৃদয় যথা॥
অসীম শকতি ধরে সে বাণীতে, নাশিতে সুচির হৃদয় ব্যথা।
বিলাতে ভকতি-প্রেম-পয়োনিধি, অমিয় বারির প্রবাহ যথা॥

স্নপিতে নিয়ত তাহাতে সুধীর, সুমেধাগণের নিয়ত কাম।
লভিয়া অমৃত বিতরে নিয়ত, ইহাই মরতে ভূরিদা-দান॥
ভূরিজনগণ শিরোমণি প্রভু, আছিলা জগতে যতেক দিন।
শোক-মোহ-ভয় সকলি বিনাশি', প্রবাহিলা সান্দ্র প্রেমের বাণ॥
আজি সে প্রভুর প্রকট-বাসরে, আনন্দের মাঝে হৃদয়ে ব্যথা।
কেবলই বাজিছে এ দীন-হীনের, বিরহ দুঃখের ঘোর নিবিড়তা॥
প্রভুপাদ নিজ চরণ-পরশে, দুর্ল্লভ ধন, চরণ সেবায়।
মহান্ সুযোগ সব জগজনে, দিলা এ দিনে মুক্ত হিয়ায়॥
আজি সেই দিনে প্রভুপাদ মোর, চরণ প্রসারি বসিছেন যথা।
কে মোর বান্ধব! ল'বে সেইখানে, দিবে সে সুযোগ—জুড়া'বে হিয়া॥
প্রভু মোর নিত্য গোলোক ধামেতে, দয়িতের সেবায় ঢালিছে প্রাণ।
প্রিয়জনগণে আকর্ষি' তথায়, সেবাসুখ দিতে নিয়ত কাম॥
(হে) প্রভু প্রিয়জন! নাও মোরে তথা, দাও মোরে প্রভুর চরণে স্থান।
(হে) পতিত পাবন বৈষ্ণব ঠাকুর! এ পতিতের কর পূর্ণ কাম॥

—**শ্রীমৎ নন্দগোপাল দাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী**

বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা

(২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাহার সম্প্রদায়কে অবৈষ্ণব সাজাইতে এবং লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে ড. সাহেব কত না প্রযত্ন করিয়াছেন তাহার আরও একটী বিচার নিম্নে প্রকাশ করিলাম।—

Now a question arises how the religion, preached by Chaitanya, be recognised as Vaisnava religion while the followers of Chaitanya used to worship Krishna and Radha.

It may be argued that Krishna and Radha in the Mahabharata and the Bhagavata are found as the incarnations of Vishnu and Lakshmi. So the worship of Krishna and Radha stands as that of Vishnu and Lakshmi. But Chaitanya and his followers are the worshippers of Krishna and Radha as found in Brahmavaivarta Purana. "Above all there lies Shri Gokula Vrajadhama, known as the white island called Vrindavana, where God in black body is found etc. (Chaitanya Charitamrita —Adi-V)

শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া আমাদের ড. সাহেবের ঊর্ব্বর মস্তিষ্ক আর কূল কিনারা পাইতেছে না। আত্মপক্ষ সমর্থনে তজ্জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেও আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কৃষ্ণচরিত্র হইতে নিম্নলিখিত অংশটুকু তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"It is known before that Krishna is the incarnation of Vishnu. He (the author of Brahmavaivarta Purana) says that it is Krishna, who creates Vishnu, not to speak that Krishna is the incarnation of Vishnu. Vishnu resides in Vaikuntha, Krishna in Rashamandala. Vaikuntha lies far down Rasha-mandala." (Krishnacharitra—Bankim Chandra)

ড: সাহেব বলিতে চাহেন—যেহেতু মহাপ্রভু তাঁহার সম্প্রদায়কে রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন সেইহেতু তাঁহারা বৈষ্ণব নহে, তাঁহারা কার্ষ্ণ হইতে পারেন। তাঁহার মতে বিষ্ণু পরতত্ত্ব; বিষ্ণু হইতেই কৃষ্ণ এবং অন্যান্য অবতারগণের আবির্ভাব। নারায়ণ বা বিষ্ণুতত্ত্ব হইতেও কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ তাহা কেবলমাত্র শ্রীল ব্যাসদেব রচিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লক্ষিত হয়। মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে নারায়ণ হইতেই শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের অবতার বলা হইয়াছে।

এক্ষণে বিচার্য্য—মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—এই তিনখানি শাস্ত্রের লেখক একই ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। একই ব্যক্তির রচিত বিশেষতঃ ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতারের লেখনীতে কখনই স্ববিরোধ (Self contradiction) থাকিতে পারে না। তাহাতে স্ববিরোধ দর্শন করা দর্শকেরই অযোগ্যতা ভিন্ন ব্যাসদেবের ত্রুটী হইতে পারে না। সুতরাং ইহা ড: সাহেবের এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থকগণেরই অযোগ্যতা নিশ্চয়ই। এই

সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করিতে তথাকথিত পাণ্ডিত্য কখনই সক্ষম হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবত-বক্তা সূত গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণকে অবতার মধ্যে গণনা করিয়াও নিজ-ক্রটী সংশোধনার্থ তজ্জন্য পরিশেষে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়া নিজবাক্যের ছিদ্রকে বন্ধ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের এই সম্পূর্ণ শ্লোকটী—

"এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে। (ভাঃ ১।৩।২৮)

অনুধাবন করা ডক্টরেট্ বিদ্যাদ্বারা সম্ভবপর নহে। ইহা ভগবদনুগ্রহ সাপেক্ষ। "ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে। সেইত ঈশ্বর তত্ত্ব বুঝিবারে পারে॥" যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপ গুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ॥

জড়বিদ্যাবলে শাস্ত্র বুঝিতে গেলে শাস্ত্রের আপাতঃ বিরোধপর বাক্যগুলি সঠিক অনুধাবন করা যাইতে পারে না। তাহারা নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক-বিচার গ্রহণ করিবেন। তজ্জন্য ভগবদনুগ্রহ ভক্তগণমাধ্যমে লাভ করিয়াই শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব হয়। একথা আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বিশেষ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছি। সুতরাং 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' শ্লোকটীর বিচার-বিষয়ে সত্যদ্রষ্টা ভক্তপ্রবর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকার পরম পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর শিক্ষা অবশ্যই আলোচনা করিব। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে সূত গোসাঞি মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব্ব-অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে, তোমার ভাল ত' ব্যাখ্যান।
পরব্যোমে নারায়ণ স্বয়ং-ভগবান্॥
তেঁহ আসি' কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি, কি আর বিচার॥
তারে কহে, কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয় মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি, পশ্চাদ্বিধেয়॥
'বিধেয়' কহিয়ে তারে, যে বস্তু অজ্ঞাত।
'অনুবাদ' কহি তারে, যেই হয় জ্ঞাত॥
যৈছে কহি,—এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র—অনুবাদ, ইহার বিধেয়—পাণ্ডিত্য॥
বিপ্র বলি' জানি, তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে, পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ॥
তৈছে ইহ অবতার, সব তাঁর জ্ঞাত।
কার অবতার?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
'এতে'—শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয় সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাঁহার বিশেষ-জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব 'কৃষ্ণ'-শব্দ আগে অনুবাদ।
'স্বয়ং-ভগবত্তা' পিছে বিধেয়-সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা—ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত, অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ—ঐছে করি তা ব্যাখ্যান্॥
ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি, কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ॥
যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং-ভগবান্'-শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন, কুব্যাখ্যা-খণ্ডন॥
"অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথানিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥" (ভাঃ ২।১০।১-২)
আশ্রয় জানিতে কহি এ নব পদার্থ।
এ নবের উপপত্তি-হেতু সেই আশ্রয়ার্থ॥
কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্ব্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব-বিশ্বের বিশ্রাম॥
'দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ॥'
(ভাবার্থদীপিকা)

*　　*　　*　　*

এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেহ পুরুষাদি সবার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৫।১)

*　　*　　*　　*

সেই ত' ভক্তের বাক্য নহে ব্যভিচারী।
সকল সম্ভবে তাঁতে, যাঁতে অবতারী॥
অবতারীর দেহে সব অবতারের স্থিতি।
কেহো কোনমত কহে, যেমন যার মতি॥
কৃষ্ণকে কহয়ে কেহ—নর-নারায়ণ।
কেহো কহে, কৃষ্ণ হয় সাক্ষাৎ বামন॥
কেহো কহে, কৃষ্ণ ক্ষীরোদশায়ী অবতার॥
অসম্ভব নহে, সত্য বচন সবার॥

কেহো কহে, পরব্যোমে নারায়ণ-হরি।
সকল সম্ভবে কৃষ্ণে, যাতে অবতারী॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ২য় অঃ)

এই সিদ্ধান্তগীতাতেও স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যক্ত করিয়াছেন—

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতা॥ (গীঃ ১০।৮)

অর্থাৎ অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত—সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্তিসহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত'। অপর সকলেই 'অপণ্ডিত'।

ডঃ সাহেব এখন বিচার করিয়া দেখুন—তিনি 'বুধ' এবং 'অবুধ' এই দুইটীর মধ্যে কোনটীতে পরিগণিত হইবার যোগ্য। এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থকগণকেও আমরা সেই পর্য্যায়মধ্যে গণ্য করিতে বাধ্য হইব কি না?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৭।৭ শ্লোকে দেখা যায়—

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মনিগণা ইব॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব অপেক্ষা অন্য কিছুই উন্নততত্ত্ব নাই। অতএব নারায়ণ তত্ত্ব হইতে কৃষ্ণতত্ত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না; পরন্তু কৃষ্ণতত্ত্ব হইতেই নারায়ণ তত্ত্বের আবির্ভাব—হইাই সিদ্ধান্ত। শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়াই সমস্ত বস্তু বর্ত্তমান। নারায়ণ, রাম, নৃসিংহ, মৎস্য, কূর্ম্মাদি সমস্ত তত্ত্বই কৃষ্ণের আশ্রিত তত্ত্ব, কৃষ্ণ সকলের মূল আশ্রয়। শ্রীমদ্ভাগবতের "দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্" শ্লোকটী ও তাহারই ভাবার্থদীপিকা টীকার "দশমে দশমং লক্ষ্যমাশ্রিতাশ্রয়বিগ্রহম্। শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ" শ্লোকটীকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় এই ৭।৭ শ্লোকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন না কি?

বেদের বাক্য বিচার করিলেও এই একই সিদ্ধান্ত লভ্য হইয়া থাকে। যথা —ঋগ্বেদ কৃষ্ণোপনিষদ্—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈঃ কার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্ব্বাহ্যে যন্মণ্ডলং তল্লভতে কৃতী। অর্থাৎ ওঁ কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দঘন, কৃষ্ণ আদিপুরুষ, কৃষ্ণ পুরুষোত্তম, কৃষ্ণ কর্ম্মাদিমূল, কৃষ্ণ সকলের একমাত্র প্রভু, কৃষ্ণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদি ঈশ্বরপ্রমুখ দেবগণের প্রভু ও পূজ্য,

কৃষ্ণ অনাদি, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাইরে যত মঙ্গল, কৃষ্ণসেবক কৃতী ব্যক্তি তৎসমস্ত মঙ্গল শ্রীকৃষ্ণকেই লাভ করিয়া থাকেন।

নারায়ণ যদি পরাৎপর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হইতেন, তাহা হইলে নারায়ণের পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবী নারায়ণের সেবা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার জন্য বিল্ববনে তপস্যা করিতেছেন কেন? নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের গুণাধিক্য ও রসাধিক্য ইহাদ্বারাই প্রকাশ পাইয়াছে। শাস্ত্রে নারায়ণে ৬০টী গুণ এবং শ্রীকৃষ্ণে ৬৪টী গুণ পরিপূর্ণরূপে বর্ণিত আছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী প্রভৃতি সকল পথের পথিকগণ নিজ নিজ পথলভ্য ব্রহ্ম, পরমাত্মা, নারায়ণাদি সকল তত্ত্বকে পরিত্যাগ করত গোপবধুবিট্ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বে আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীশুকদেব সনকাদিতে ইহার আদর্শ দেখা যায়। দণ্ডকারণ্যবাসী ৬০ হাজার ঋষিগণকে রামচন্দ্র তাঁহার লীলায় সেবাদান করিতে পারেন নাই। তাঁহারা গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়াছেন। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"---বলিতে অধিকারী। অন্য কোন তত্ত্ব ইহা বলিতে অধিকারী নহে। "আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থাপি"-শ্লোকে ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে উল্লিখিত 'হরি'-শব্দ কৃষ্ণপর বুঝিতে হইবে। এই সিদ্ধান্ত বিচার করিলে সকল মত বা পথ এক বা সমান ফলদায়ক এই বিচার খণ্ডিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ উপাসনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—ইহাই সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের কোন সেবক-সেবিকা কৃষ্ণকে পরিত্যাগ করত নারায়ণে আসক্তি হইয়াছে, ইহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এমনকি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেও গোপীগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করত শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণ করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবত।

সুতরাং "যথা তরোর্মূল নিষেচনেন তৃপ্যতি তৎস্কন্ধ ভুজোপশাখা * * * * তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা" ন্যায়ই অবলম্বনে সর্ব্বমূল শ্রীকৃষ্ণের সেবার দ্বারা বিষ্ণুতত্ত্বেরও সেবা অবশ্যই হইয়া থাকে। তজ্জন্য কৃষ্ণসেবকগণকে বৈষ্ণব বলিলে কোন সিদ্ধান্ত বিরোধ হয় না। পরন্তু তাঁহাদের অধিকার সাধারণ বিষ্ণুসেবক হইতে বহুগুণে উন্নত প্রকাশ পায়। ডঃ সাহেব ইহা কি কখনও বুঝিতে পারিবেন?

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীগুরু-স্বরূপ

মাদৃশ গুরু-অভিমানী, অথচ লঘু হইতে লঘুতম ব্যক্তির পক্ষে 'শ্রীগুরুর স্বরূপ' বর্ণনা করিবার প্রয়াস 'বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার' ন্যায় ধৃষ্টতামাত্র। তথাপি গুরুদেবের অপার মহিমার কথা স্মরণ করিয়া মনে লোভের সঞ্চার হইতেছে। তাই যিনি এই ভবসমুদ্রে আমার দেহ-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ, সেই মদীয় গুরুপাদপদ্মের শ্রীচরণসরোজে ভক্তিপূর্ণ অনন্তকোটী ভূলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ-প্রণাম পুনঃ পুনঃ জ্ঞাপনপূর্ব্বক গুরুর স্বরূপ কীর্ত্তন করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

যিনি দিব্যজ্ঞানপ্রদানপূর্ব্বক সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত মায়া-কবলিত জীবকে উদ্ধারপূর্ব্বক পূর্ণতত্ত্ব গৌর-কৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করত কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করাইয়া নির্ভয় করেন, যিনি ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবকসূত্রে জীবের অহংগ্রহোপসনা-প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা দুরাকাঙ্ক্ষারূপ সম্ভোগবাদ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, সেই কৃপাঘনমূর্ত্তি মহাজনই যুগ-যুগান্তর ধরিয়া আমাদের নিত্যগুরু। জীব মায়ামুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলাইয়া যাইতে থাকিলে অপার-করুণাময় কৃষ্ণ স্বয়ং বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া শাস্ত্ররূপে, শাস্ত্রার্থপ্রদর্শক গুরুরূপে এবং অন্তর্যামী আত্মা-রূপে জীবকে নিজতত্ত্ব অবগত করান। তাই শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে,—

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
'শাস্ত্র-গুরু-আত্ম'-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৩)

শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া মহামায়ার কারাগারে ত্রিগুণাত্মক শৃঙ্খলে আবদ্ধ জীবকে কৃষ্ণের সংসারে প্রবেশের অধিকার দান করেন। তিনিই জীবের ভগবদ্‌ভজনের যাবতীয় অনর্থ-গ্রন্থি উপদেশদ্বারা ছিন্ন করিয়া জীবকুলকে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করেন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ও কৃষ্ণৈকশরণ। সদ্‌গুরুর লক্ষণ বলিতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২১)

—"বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তে সুনিপুণতা এবং ভগবৎ-অনুভূতি লাভ করিবার

ফলে যিনি প্রাকৃত ক্ষোভের বশবর্ত্তী নহেন, তিনিই সদগুরু। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তম শ্রেয় অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন।" শাস্ত্রের অন্যত্রও উপরিউক্ত শ্লোকের প্রতিধ্বনি,—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই গুরু হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ৮।১২৭)
কিবা বর্ণী, কিবা শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য প্রবীণ॥ (প্রেমবিবর্ত্ত)

যখন জীবগণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাত্মক বিষয়কে তাহাদের অধীন জ্ঞান করিয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়দ্বারা তাহা ভোগপূর্ব্বক 'অহং ভোক্তা' অভিমান করেন; তখন এইরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান হইতে মুক্ত করিবার জন্য শ্রীগুরুদেবই তাহাদের সহায়-সম্বল হন। নানাবিধ ভোগবাদ অনাত্মতত্ত্বেই আশ্রিত। শ্রীগুরুদেব আত্মতত্ত্ববস্তু হইবার ফলে অনাত্মতত্ত্ব তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। মনোধর্ম্মে প্রপীড়িত ও হৃদ্‌রোগে জর্জ্জরিত দুর্ব্বল জীব যখন প্রেয়ঃকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া আত্মবঞ্চিত হইতে থাকেন; তখন গুরুদেব তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আত্মপ্রতারণার হাত হইতে রক্ষা করেন। উপাস্য-বস্তু শ্রীকৃষ্ণকে 'বাগানের মালী' সাজাইতে গিয়া জীবের কর্ত্তৃত্বাভিমান উপস্থিত হইলে শ্রীগুরুদেব তাহা ছিন্ন করিয়া জীবকে অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিযুক্ত করেন। জড় পাণ্ডিত্য, সংযম, পবিত্রতা, জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রী প্রভৃতিকে বড় মনে করিলে জীব কখনও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। তখন স্বয়ং গুরুদেব জড় পাণ্ডিত্যাদির তুচ্ছতা প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবকে কৃপা করিয়া অতিমর্ত্ত্যশিক্ষা প্রদান করেন। যুগ-যুগান্তরের সভ্যসমাজ ও বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত শিক্ষাগুলিকে একত্রিত করিলেও সেই অপ্রাকৃত শিক্ষার নিকট উহা অতি তুচ্ছ, হেয়, ক্ষুদ্র ও নিতান্ত ব্যর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে।

ভগবদ্ভজনে বা ভগবদ্দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে শরণাগতি ও গুরু-কৃপাই মূল। জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ জানাইয়াছেন,—"ভক্তি আরম্ভই হয় না, যদি শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলিয়া কোন বস্তু না থাকেন। আশ্রয়-বিচারে নিজশক্তির উপর নির্ভরতাই অনর্থযুক্ত অবস্থা। গুরুই কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত সাক্ষাৎকারের যোগসূত্র। কৃষ্ণ এই জগতে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকে প্রেরণ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা করুণার পরিচয় প্রদর্শন করেন; সেই করুণাশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহই

শ্রীগুরুপাদপদ্ম।" শ্রীগুরুর কৃপাসিক্ত বারি পান করিয়াই শিষ্য বাঁচিয়া থাকে। শ্রীগুরুই শিষ্যের জীবন ও প্রাণাপেক্ষা শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র।

পূর্ণত্ব ও নিত্যত্ব উভয়ই গুরুদেবের গুরুত্বে বর্ত্তমান

শ্রীগুরুদেব—অমর অর্থাৎ নিত্যবস্তু। গুরুপাদপদ্ম—নিত্য, তাঁহার সেবক—নিত্য ও তাঁহার সেবাও—নিত্যা। —"নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য, নিতাই-পদ সদা কর আশ।"

শ্রীগুরুদেবের অতিমর্ত্ত্য চরিত্রে কেহ মর্ত্ত্যবুদ্ধি করিলে তাঁহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শ্রীগুরুদেব জীবকে মরণ-কবল হইতে উদ্ধার করিয়া নিত্যজীবন দান করেন বলিয়া তাঁহার পূর্ণ গুরুত্ব। তিনি পূর্ণ ও নিত্যগুরু। জীবের সংশয় নিবৃত্তির জন্য তিনি কৃপা করিয়া জগতে অবতীর্ণ হন। জগতের প্রত্যেক বস্তুই তাঁহার সেব্যের সেবোপকরণ। সমগ্র জগৎ গুরুপাদপদ্মের প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব। গুরুর সম্বন্ধ প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে পরিষ্কাররূপে পরিস্ফুট। জনক-জননী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আত্মীয়স্বজনাদি—ইহাঁরা লৌকিক গুরু হইলেও কালাধীন হওয়ায় ইহাঁদের নিত্যত্ব নাই। বিদ্যালয়ের গুরু, আধ্যক্ষিক জ্ঞানদাতা গুরু, জীবের ইচ্ছার ইন্ধন-সরবরাহকারী গুরু, গীত শিখাইবার গুরু—ইহাঁরা 'গুরু' নামে পরিচিত হইলেও ইহাঁদের 'গুরুত্ব' সার্ব্বকালিক বা নিত্য নয়। মোটকথা জাগতিক গুরুবর্গের আংশিক গুরুত্ব। ইহাঁরা জীবকে মরণ-ধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন না। তাই তাঁহাদিগকে 'অসৎ' 'অনিত্য'-বিশেষণে ভূষিত করা হয়। অসদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিয়া জীব 'অসৎ' বস্তু লাভ ব্যতীত নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। আবার নির্ব্বিশেষজ্ঞানী, যোগী, তপস্বী প্রভৃতি যে-সকল গুরু স্বীকার করা হয়, তাঁহাদের নিত্যত্ব নাই। ত্রিপুটীবিনাশে গুরু ও শিষ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। যোগসিদ্ধিতে কৈবল্যলাভের পর গুরু-সেবার প্রয়োজন বোধ হয় না। সুতরাং তাৎকালিক বা ক্ষণিক গুরু-স্বীকারবাদে পরাভক্তির কোন আশ্রয় নাই। শুধুমাত্র কৃষ্ণভক্ত গোলোকের নিত্যত্ব, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলার নিত্যত্ব, গুরুপাদপদ্মের নিত্য-সত্যত্ব, এবং নিজের পৃথক্ সত্তা গোলোকে নিত্য অবস্থিত—এই সমস্তকথা বিশেষরূপে ধারণপূর্ব্বক সংসার-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন।

শ্রীগুরুদেব বাহ্য জগতের চিন্তাস্রোত হইতে অনন্তকোটী যোজন দূরে অবস্থিত। তাঁহার Position বা ভূমিকা Shifted বা পরিবর্ত্তনশীল নয় বলিয়া

তিনি গুরু বা সবচেয়ে ভারী জিনিষ। শ্রীগুরুদেব কখনও জাগতিক ব্যক্তির ন্যায় সঙ্কীর্ণ ধারণা পোষণ করিবার পক্ষপাতী নহেন। দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হইলে জীব empiricism অর্থাৎ অভিজ্ঞানদ্বারা গুরুর Inadequacy অর্থাৎ অসম্পূর্ণতার পূর্ণতা সাধন করিবার চেষ্টা করেন। শ্রীগুরুদেব Absolute Truth অর্থাৎ বাস্তব সত্যের সেবক ; বাস্তব সত্য কখনই খণ্ডিত সত্য নহে।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহই শ্রীগুরুদেব। শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ভগবৎ-প্রকাশ বলা হয় না। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব লঘু শিষ্যের নিকট সাক্ষাৎ 'শ্রীহরি-স্বরূপ' বা 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-স্বরূপ' বলিয়া 'ওঁ বিষ্ণুপাদ' নামে অভিহিত। মায়াবাদীর দৃষ্টিতে গুরুদেবকে 'স্বয়ং কৃষ্ণ' বলিয়া জানিলে বাস্তবিকপক্ষে পাষণ্ডতাই হয়। মায়াবাদীরা উপাসনা বা ভক্তিমার্গ অস্বীকার করিয়া গুরুদেবকে বস্তু-মাত্রেরই ন্যায় 'ব্রহ্ম' বলিয়া ভ্রম করেন।

শ্রীহরিনাম যেরূপ ভগবান্ ও ভক্তি—উপাস্য ও উপাসনা যুগপৎ, গুরুদেবও সেইরূপ যুগপৎ ভগবান্ ও ভক্ত। গুরুদেব অবশ্যই ভোক্তা-ভগবান্ নহেন। তিনি ভগবান্ হইয়াও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণসেবক, ভক্তরাজ বা পরমভক্ত, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসক। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ এই প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"শ্রীভগবানই আচার্য্যরূপে শিষ্যের নিকট প্রকাশিত হন। শ্রীমদাচার্য্যের আচরণে হরিসেবা ব্যতীত অন্য কার্য্য নাই। তিনি সাক্ষাৎ আশ্রয়-বিগ্রহ। যদি কেহ হরিসেবাবিমুখ হইয়া আচার্য্যত্বের অভিমান করেন, তাহা হইলে তাঁহার সুদুরাচারকে কেহই সদাচার বলিয়া গ্রহণ করেন না। আচার্য্যের অনন্যভজনই তাঁহার ভগবৎপ্রকাশত্বের পরিচায়ক। ভোগে অসন্তুষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়পরায়ণগণ আচার্য্যের সুষ্ঠু আচরণেও ঈর্ষা করেন। আচার্য্যদেব—সেব্য-ভগবানের অভিন্নাঙ্গ, সুতরাং তাঁহার প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিলে ভগবান্ ও তৎপরিকরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া জীবের দুর্গতি হয়।"

অন্যত্রও জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের সুষ্ঠু বিচার ও তত্ত্বদর্শন,—

"সচ্চিদানন্দ ভগবানের গায়ে হাত আছে, সেই হাত দিয়ে তিনি যেন তাঁর পা চুলকুচ্ছেন। ভগবানের হাতও তাঁর দেহই—ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা করছেন। ভগবান্ নিজেই নিজের সেবা শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। আমার গুরুদেবও সেইরূপ ভগবান্ হ'তে অভিন্ন—ভগবানের

সহিত এক দেহ—'সেব্য-ভগবান্' আর 'সেবক-ভগবান্'—'বিষয়-ভগবান্' আর 'আশ্রয়-ভগবান্'। মুকুন্দ—সেব্য-ভগবান্—বিষয়-ভগবান্, আর মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্—আশ্রয়-ভগবান্। আমার গুরুদেবের তুল্য ভগবানের প্রিয় আর কেহ নাই, তিনিই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।" শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীধ্যানচাঁদ গোস্বামী, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী এবং মদীয় গুরুপাদপদ্ম প্রমুখ আচার্য্যগণ 'গুরুদেব কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক' তাহা জানাইয়া দিয়া আমাদিগকে বিবর্ত্তের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। শাস্ত্রের সর্ব্বত্র 'গুরুদেব বিষয়-জাতীয় ভগবান্ নহেন, আশ্রয়-জাতীয় ভগবান্' বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়াই শাস্ত্রে কৃষ্ণরূপে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণ Enjoyet Absolute অর্থাৎ ভোক্তা-ভগবান্, আর শ্রীগুরুদেব Enjoyed Absolute অর্থাৎ ভোগ্য-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ গুরুদেবের ভগবানের সহিত অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। শ্রীরূপাভিন্ন-বিগ্রহ গুরুদেব সমদর্শী, অদোষদর্শী ও সেবাবিলাসী। সচ্চিদানন্দময় গুরুদেবের সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রেমময়তায় পরিপূর্ণ। তিনি তাঁহার সেবা-সৌন্দর্য্যের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নয়ন ও মনকে মুগ্ধ করিয়া তাঁহাকে চিরঋণী ও বশীভূত করান। গুরুদেব যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবন্ধু, শ্রীকৃষ্ণও সেইরূপ গুরুদেবের প্রাণবন্ধু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম কৃষ্ণকান্তা বা কৃষ্ণযোষিৎ—নিত্যসিদ্ধ ব্রজবাসী। তিনি মধুর-রসাচার্য্য ও শ্রীমতী রাধিকার নিজজন। বিভিন্ন রসের ভক্তগণ গুরুদেবকে বিভিন্নরূপে দর্শন করেন। শ্রীগুরুদেবকে দাস্যরসের ভক্তগণ দাস্য-রসিকরূপে, সখ্যরসের ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়সখারূপে, বাৎসল্যরসের ভক্তগণ বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহরূপে এবং মধুর বা উজ্জ্বল-রসের ভক্তগণ মধুর-রসাচার্য্য শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়সখী বলিয়া অনুভব করেন। সাধক ও সিদ্ধের গুরুদর্শনে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য রহিয়াছে।

দীক্ষাগুরুর গুরুত্ব স্বীকার করাতেই শিক্ষাগুরুর গুরুত্ব

শাস্ত্রে পাওয়া যায়,—পারমার্থিক গুরু তিনপ্রকার :—(১) শ্রবণ-গুরু (২) ভজনশিক্ষা-গুরু ও (৩) দীক্ষাগুরু। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরু বা শ্রবণ-গুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু অনেকক্ষেত্রে একই ব্যক্তি হইতে পারেন। শিক্ষাগুরুর বহুত্ব, কিন্তু দীক্ষাগুরু একজনই। অনেক দীক্ষাগুরু গ্রহণের নিষেধ থাকায় আগমমন্ত্র-

শাস্ত্রকুশল গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয়। মন্ত্রদীক্ষাই জীবের প্রতি দীক্ষাগুরুর অনুগ্রহ। দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥

ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন,—হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুতে সামান্য নরবুদ্ধি করিয়া অনাদর করিবে না, গুরু সর্ব্বদেবময়।

শিক্ষাগুরু দ্বিবিধ,—(১) ভজনানন্দী মহান্ত গুরু ও (২) ভজনাকুল বিবেকদাতা চৈত্যগুরু। শাস্ত্র বলিয়াছেন;—"শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ॥" (চৈঃ চঃ আদি ১।৪৭)

বিবেকদাতা চৈত্যগুরু মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য জীবের হৃদয়ে প্রেরণার সঞ্চার করেন। মহান্তগুরু ব্যতীত ভজনহীন দুরাচারের কখনও হরিভজনের শিক্ষা প্রদান করিবার কেহ নাই। দীক্ষাগুরু অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রদাতা শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা সংশোধিত করিয়া তাহাতে স্বীয় সেবানুভূতি উন্মেষিত করেন। দীক্ষাগুরু হইতে অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার সুষ্ঠুভাবে বিষ্ণুসেবন-শিক্ষা অভিধেয়-নামে কথিত। আশ্রয়-বিগ্রহ শিক্ষাগুরুকে অভিধেয়-বিগ্রহ বলা হয়। সম্বন্ধজ্ঞানদাতা দীক্ষাগুরু ও বিষ্ণুসেবন-শিক্ষাদাতা অভিধেয়-বিগ্রহ গুরু অপৃথক্। দীক্ষাগুরুর গুরুত্ব যিনি অস্বীকার করিয়া শিক্ষাগুরুর অভিমান করেন, তিনি "শিক্ষাগুরু"-পদবাচ্য হইতে পারেন না। "দীক্ষাগুরু ত' শিষ্যকে শুধুমাত্র মন্ত্র দিয়াই খালাস, শিক্ষাগুরুকে তাহার সমস্ত কিছুই দেখাশোনা করিতে হয়"—এই দীক্ষাগুরুর প্রাধান্য অস্বীকারকারী বাক্যকে অবলম্বন করিয়া শিক্ষাগুরু-অভিমানী শিষ্যকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলে তাহার সেই শিক্ষা 'বৎসহীনা বন্ধ্যা গাভী পালনের' ন্যায় নিরর্থক হইবে। উদাহরণস্বরূপে বলা যায়, একজন কৃষক ভূমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে বীজ বপন করিলেন এবং অন্য একজন কৃষক বীজ হইতে উদ্ভূত চারাগাছগুলির রক্ষণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় কৃষক যদি প্রথম কৃষকের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি কৃষকের পরিচয়ে পরিচিত হইতে পারেন না। কারণ প্রথম কৃষক যদি বীজ বপন না করিতেন তবে চারাগাছই পাওয়া যাইত না, তাহার রক্ষণ ত' দূরের কথা। পত্রলেখক আছেন বলিয়া তবেই ত' পত্রবাহকের গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে মদীয় পরম গুরুদেব শ্রীল কেশব গোস্বামী মহারাজ যাহা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—"দীক্ষাগুরুর পূজা সর্ব্বাগ্রে

কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যায়,—মন্ত্রদাতা গুরুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবাশিক্ষা প্রদান করেন, তিনিই শিক্ষাগুরু। যিনি দীক্ষাগুরুর সেবা-শিক্ষায় বিমুখ, তিনি শিক্ষাগুরু পদবাচ্য নহেন। তিনি বৈষ্ণবই হইতে পারেন না, কারণ তিনি দীক্ষাগুরুর মর্য্যাদা দিতে শিক্ষা করেন নাই।"

অতএব সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ শ্রীগুরুর স্বরূপ জানিতে এবং আত্মকল্যাণ লাভ করিতে পারেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির নিম্নোক্ত শ্লোকটী বিচারপূর্ব্বক সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিয়া হরিভজনের পথে অগ্রসর হওয়া উচিত। শ্লোকটী এই,—"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্। ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥" (ভাঃ ১১।২০।১৭) —"পটুতর নৌকাসদৃশ এই নরদেহটী ভজনের মূল বলিয়া আদ্য, সুলভ ও সুদুর্ল্লভ। গুরুই দেহ-তরণীর কর্ণধারস্বরূপ। কৃষ্ণকৃপারূপ অনুকূল বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়াও যিনি এই সংসারসমুদ্র পার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী।"

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীশ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজানুকম্পিত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের (বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য) আনুগত্যে শ্রীধাম-নবদ্বীপস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে গত ২৫শে ফাল্গুন (ইং ১০/৩/৮৭) মঙ্গলবার হইতে ১লা চৈত্র (ইং ১৬/৩/৮৭) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা এবং ঔদার্য্য-মাধুর্য্য-বিগ্রহ, কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীশচীনন্দনের ভুবনমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

এই উৎসব উপলক্ষে বাংলার প্রায় সকল স্থান, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, বাংলাদেশ, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চল হইতে পঞ্চসহস্রেরও অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসব আরম্ভের ২/৩ দিন পূর্ব্ব হইতেই যাত্রীগণের সমাবেশ হইতে থাকে। সমিতির পক্ষ হইতে এই সকল যাত্রীগণের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। কিরূপ সুশৃঙ্খলতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্য

দিয়া এই উৎসব উদ্‌যাপিত বা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা দেখিলেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়—ভাষা তাহার সুষ্ঠুপ্রকাশে পরাজয় স্বীকার করে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছায় পরিক্রমার পূর্ব্বদিবসে বারিবর্ষণে ধরিত্রী-দেবী শীতলতা প্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার রুদ্র-রূপ প্রকটিত হইতে পারে নাই। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একটী যাত্রীও কোনরূপ পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই—যদিও ঔষধাদিসহ সুচিকিৎসকগণ পরিক্রমাকালে চিকিৎসার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

২৪শে ফাল্গুন, সোমবার সন্ধ্যায় অধিবাস-বাসরে শ্রীধাম-পরিক্রমার সঙ্কল্প গ্রহণ করা হয়। এই দিন ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে সমিতির অন্যান্য সন্ন্যাসীবৃন্দ শ্রীধামনবদ্বীপ-পরিক্রমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন যে, ভগবৎপ্রীতি কামনা-কামনা নহে, যেহেতু ঈশ্বরের সুখবিধান নিখিল জীবের একমাত্র কাম্য এবং ইহাদ্বারাই জীব কৃতকৃত্য হয়। এজন্য ভগবৎ প্রীতিমূলক যে কোনও প্রকার সঙ্কল্পগ্রহণই—মনুষ্যত্বের পরিচায়ক; ভগবৎ সেবাবিহীন হইয়াও অন্যাভিলাষীর সঙ্কল্পগ্রহণই—আসুর-মনোবৃত্তি আবাহন করে।

২৫শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার প্রাতে নগর-সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীমায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া কীর্ত্তনাখ্য ভক্তিযাজনক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ হইতে পরিক্রমা আরম্ভ করিয়া পূর্ব্ব-প্রচারিত পরিক্রমা-সূচী অনুযায়ী শ্রীমধ্যদ্বীপ (স্মরণাখ্য), শ্রীকোলদ্বীপ (পাদসেবনাখ্য), শ্রীঋতুদ্বীপ (অর্চ্চনাখ্য), শ্রীজহ্নুদ্বীপ (বন্দনাখ্য), শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ (দাস্যাখ্য), শ্রীরুদ্রদ্বীপ (সখ্যাখ্য), সীমন্তদ্বীপ (শ্রবণাখ্য) ও শ্রীঅন্তর্দ্বীপ (আত্মনিবেদনাখ্য) প্রভৃতি নবধাভক্তির পীঠস্থান সমূহ ও তত্তৎ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপূর্ব্বক ২৯শে ফাল্গুন, শনিবার পরিক্রমা সমাপ্ত করেন।

৩০শে ফাল্গুন, রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে সারাদিন শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিষেকান্তে ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীগৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তৎপরে চলচিত্রযোগে শ্রীধাম-নবদ্বীপ, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা ও হরিদ্বার-পরিক্রমার চিত্র প্রদর্শিত হয়।

অদ্য শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট হইতে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত হরিভজনোৎসুক ভক্তগণ শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

১লা চৈত্র, সোমবার অর্থাৎ সাধারণ-মহোৎসবের দিনে উপস্থিত যাত্রী ব্যতীত আগন্তুক সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রায় লক্ষাধিক ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

—নিজস্ব সংবাদ

শ্রীচরণে মিনতি

এসেছিলে তুমি ধরার ধূলিতে ক'রেছ নজির সৃষ্টি।
তোমার অপার করুণা লভিতে পাই যেন দিব্যদৃষ্টি॥
তুমি শিখায়েছ—এ ধরাতে কেন এই যাওয়া-আসা।
মূর্খ আমরা পারি না বুঝিতে এমনই কর্ম্মনাশা॥
যে নাম বিলায়েছ তুমি ধরণীর দ্বারে দ্বারে।
সে নাম জপিতে পারি না মোরা বৃথা কর্ম্মের ভারে॥
হে প্রভু! কর দয়া যেন স্মরিয়া কর্ম্মফল।
জনম জনম যেন লভি তোমা' শ্রীচরণ-তল॥
এ আশা নিয়ে লভিনু জীবন, প্রভু কর আশীর্ব্বাদ।
হয় যেন জ্ঞান বুঝিতে তোমায়, পাই যেন পরসাদ॥
সদা যেন শুনি ঐ বাঁশরীর মিষ্ট ধ্বনি।
আর যেন নয়নেতে হেরি মৃদঙ্গের মধুর বাণী॥
তোমা অপরূপ রূপে মজি যেন চিরকাল।
তব নাম উচ্চারিতে পারি যেন দিয়ে করতাল॥
তব নাম নিয়ে যেন জুড়ায় এ মর-দেহের ক্লান্তি।
তব নাম নিয়ে পাই যেন অমৃত-লোকের শান্তি॥
তব নাম নিয়ে ভুলি যেন ইহ জগতের কোলাহল।
তব শ্রীচরণরেণু পেতে যেন বাড়ে মনোবল॥
তব প্রসন্ন চিত্ত হেরি যেন বার-বার।
বিরাজিছ তুমি হৃদি জুড়ে সবাকার॥
শুদ্ধাভকতি লভি যেন তব বাণী উচ্চারিয়া।
দিগ্বিদিক-হারা হই যেন তব শ্রীপাদ হেরিয়া॥
মার্জ্জনা কর প্রভু ক্ষমিয়া সকল ত্রুটী।
সুমতি দাও হে প্রভু, শুধু এ মিনতি॥

—শ্রীঅশোক রায়
(আগর, মেদিনীপুর)



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য।

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি মৈলে পও সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ২৯ মধুসূদন, অনিরুদ্ধ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে বৈশাখ, বুধবার, ১৩৯৪, ইং ১৩।৫।৮৭ | ৩য় সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে একোনবিংশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। ত্বাং যোগিনশ্চিন্তয়ন্তি ত্বাং যজন্তি চ যজ্ঞিনঃ।
হব্য-কব্যভুগেকস্ত্বং পিতৃ-দেব-স্বরূপধৃক্ ॥ ৭৩॥

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—(হে পরমাত্মন্!) যোগিগণ তোমাকে চিন্তা করেন, যাজকগণ তোমাকেই পূজা করেন এবং তুমিই দেব ও পিতৃরূপ ধারণপূর্ব্বক হব্য ও কব্য গ্রহণ করিয়া থাক অর্থাৎ তাঁহাদের প্রার্থনামত বাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাক ॥ ৭৩ ॥

২-৩। রূপং মহৎ তে স্থিতমত্র বিশ্বং, ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদাস্তেষ্বন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্॥ ৭৪॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি-বিশেষণানামগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি, তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥ ৭৫॥

হে ঈশ! তোমার মহৎরূপ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, এই জগৎ তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ, তদপেক্ষা সূক্ষ্মরূপ ভূতভেদ অর্থাৎ জরায়ুজাদি, তাহাদের মধ্যে তোমার অতীব সূক্ষ্মরূপ অন্তরাত্মা এবং তদপেক্ষাও পর, সূক্ষ্মাদি-বিশেষণের অগোচর যে অচিন্ত্য-পরমাত্মরূপ আছে, সেই পুরুষোত্তম তোমাকে নমস্কার॥ ৭৪-৭৫॥

৪। সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা ভব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ সুরেশ্বর॥ ৭৬॥

হে উৎপত্তিস্থান! সর্ব্বাত্মন্! হে সুরেশ্বর! সর্ব্বভূতের মধ্যে তোমার যে গুণাশ্রয়ভূতা অপরা অর্থাৎ জড়শক্তি আছে, সেই শাশ্বতী প্রকৃতিকে নমস্কার করি॥ ৭৬॥

৫। যাতীতগোচরা বাচাং মনসাঞ্চাবিশেষণা।
জ্ঞানি-জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে চেশ্বরীং পরাম্॥ ৭৭॥

যাহা বাক্য-মনের অগোচর, অবিশেষণ অর্থাৎ জাতি-গুণাদি-বিশেষণশূন্য এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-পরিচ্ছেদ্য, সেই ঈশ্বরী, পরা অর্থাৎ চিচ্ছক্তিকে বন্দনা করি॥ ৭৭॥

৬-৮। ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥ ৭৮॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥ ৭৯॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥ ৮০॥

যাঁহার ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই এবং যিনি অখিল জগতের ব্যতিরিক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, সেই ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার। যাঁহার প্রাকৃত নাম ও রূপ নাই, যিনি অন্তর্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অস্তিত্বদ্বারা উপলব্ধ হন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার। দেবতাগণও যাঁহার পরমরূপ দর্শনে অসমর্থ হইয়া অবতারগণের অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি॥ ৭৮-৮০॥

৯-১০। যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভম্।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮১ ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ যস্যাভিন্নমিদং জগৎ।
ধ্যেয়ঃ স জগতামাদ্যঃ প্রসীদতু মমাব্যয়ঃ ॥ ৮২ ॥

যে ঈশ অশেষ জগতের অন্তঃকরণে থাকিয়া শুভাশুভ অবলোকন করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; সেই জগৎকারণ ধ্যেয় অব্যয় আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮১-৮২ ॥

১১-১২। যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ বিশ্বমক্ষরমব্যয়ম্।
আধারভূতঃ সর্ব্বস্য স প্রসীদতু মে হরিঃ ॥ ৮৩ ॥
নমোঽস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ ॥ ৮৪ ॥

অক্ষয়, অব্যয় (প্রধান-মহদাদিরূপ) এই বিশ্ব যাঁহাতে ওতপ্রোত অর্থাৎ দীর্ঘসূত্র ও তির্য্যক্‌সূত্রদ্বারা বস্ত্রের ন্যায় গ্রথিত ও অনুস্যূত, সকলের আধারভূত সেই শ্রীহরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার; যিনি সর্ব্ব, তাঁহাকে নমস্কার; যাঁহাতে সমস্ত লীন হয়, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৮৩-৮৪ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৪৯ পৃষ্ঠার পর]

চতুর্থ-বৃষ্টি

রাগানুগা ভক্তিবিচার

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবলা বৈধী ভক্তি বিচার করিয়াছি। বৈধী ভক্তি ব্যতীত সাধনভক্তির আর একটী অঙ্গ আছে; তাহার নাম রাগানুগা সাধনভক্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হরিতোষণ দুইপ্রকারে সাধিত হয়। বিধি হইতে একপ্রকার সাধন নিঃসৃত হয়; রাগসম্বন্ধে অন্যপ্রকার সাধন নিঃসৃত

হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্ত্বিক পার্থক্য বিচার করা আবশ্যক। কর্ত্তব্য-বুদ্ধিক্রমে বিচারসহত যে ঈশসাধন-প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার নাম বৈধী ভক্তি। কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকৃত হয়, তাহার নাম বিধি। স্বাভাবিক রুচি হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয়, তাহার নাম রাগ। ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ হইয়া পড়ে (১)। রাগ যে বস্তুপ্রতি ধাবিত হয়, সেই বস্তুই তাহার ইষ্ট বস্তু। রাগকার্য্যে বিচার ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকের প্রয়োজন নাই। রাগ সিদ্ধবৃত্তি-স্বরূপ। জড়বদ্ধ জীবের আত্মায় যে রাগ ছিল, তাহা আত্মা দেহাত্মাভিমানরূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থকে বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে। কাহার পুষ্পে, কাহার খাদ্যে, কাহার পেয় বস্তুতে, কাহার মাদকদ্রব্যে, কাহার বস্ত্রে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনীর প্রতি রাগ ধাবিত হইয়া জীব-সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতন্নিবন্ধন বদ্ধজীবের ভগবদ্বিষয়রাগ সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। রাগস্বরূপা ভক্তি জীবের পক্ষে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে হিতাহিত বিচারপূর্ব্বক ভগবদুপাসনাই একমাত্র কর্ত্তব্য। এই হিতাহিতবিবেক হইতে বিধির জন্ম। বিধি যত্নপূর্ব্বক রাগের স্বাস্থ্য অনুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের বিপরীত তত্ত্ব নহে। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় **Rule, Rite, Ritualism** বলে ও রাগকে **Free spontaneous attachment** বলে। বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব হইলেও বিশুদ্ধাবস্থায় একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট। নির্ম্মলবিধি রাগের সহায়। নির্ম্মলরাগ ভগবৎ ইচ্ছারূপ বিধির অনুগত। ভগবৎপক্ষে বিধির জয়। জীবপক্ষে রাগের আদর। জড়জগতে রাগ ও বিধির যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল রাগের অস্বাস্থ্যনিবন্ধন। রাগ স্বাস্থ্যলাভ করিলে বিধি স্বকার্য্যোদ্ধারপূর্ব্বক সহজেই নিবৃত্ত হয়। অতএব স্বাস্থ্য অবস্থায় জীবসম্বন্ধে রাগই সর্ব্বপ্রধান। অসদ্বস্তুগত রাগ যেরূপ অধম, সদ্বস্তুগতরাগ সেইরূপ উত্তম, ঔষধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য্য অনন্ত, কিন্তু বিধির কার্য্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্টরাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। শুদ্ধজীব অর্থাৎ জড়-মুক্তজীব

বিধি ও রাগ

বিধি ও রাগ বিপরীত তত্ত্ব নহে

নির্ম্মলবিধি রাগের সহায়

নির্ম্মলরাগ বিধির অনুগত

(১) ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৭২

ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের আশ্রয় নাই। বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবল্লীলার উপকরণস্বরূপ শুদ্ধজীবই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞানবিচারে প্রদর্শিত হইবে যে, ব্রজবাসিজন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী নয়। এস্থলে ইহার উল্লেখমাত্র করা যাইতেছে।

রাগাত্মিকা ও রাগানুগা ভক্তি

ব্রজবাসিগণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের শাস্ত্রবর্ণন-শ্রবণপূর্ব্বক বদ্ধজীবের যে তদনুকরণে লোভ জন্মে, তদ্দ্বারা যে ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে (১)। এস্থলে যথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির উত্তেজক, শাস্ত্রযুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয় (২)। অন্যান্য উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিধি যে কার্য্যে জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার যত্ন করে, ভাগ্যক্রমে একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজনা করে, তখন ঐ ভক্তিকে সাধনকালে বৈধী ভক্তি বলা যায় না। তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। অতএব সাধনভক্তি দুইপ্রকার। বৈধসাধনভক্তি ও রাগানুগা সাধনভক্তি। বৈধসাধনভক্তির বিবৃতি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা সাধনভক্তির বিবরণ লিখিতেছি।

রাগাত্মিকা ভক্তির আস্বাদকগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে প্রীতি করিয়া থাকেন, যিনি সেই সেই ভাবপ্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন, তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা ভক্তি বৈধী সাধনভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সমুদয় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধভক্তগণ বিধিদ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল অঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু রাগানুগা ভক্তির সাধকগণ রাগানুগা প্রবৃত্তির দ্বারাই তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত হন (৩)। শরীরযাত্রানির্ব্বাহ শারীরকর্ম্ম মানসকার্য্য ও সামাজিক ক্রিয়া, বদ্ধজীবের জীবননির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন।

---

(১) রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ।
তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্। ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৪৭

(২) তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৪৮

(৩) বৈধভক্তাধিকারী তু ভাবাবিষ্কারনাবধিঃ। অত্র শাস্ত্রং তথা তর্কমনুকূলমপেক্ষতে॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা॥
সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ॥
ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।১৪৯-১৫২

জীবনকে বহির্ম্মুখ হইতে না দিয়া ভক্তির সাধক করিবার জন্য যে-সকল বৈধ-চেষ্টা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও রাগানুগা ভক্তিসাধকের প্রয়োজন। রাগানুগা ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ। সাধনকালে জীবন কি ভাব গ্রহণ করিবে? অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধী ভক্তির অঙ্গসকল স্বীকার না করিলে, জীবন হয় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহির্ম্মুখ হইয়া রাগানুগা বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বভাবে ভগবদালোচনা স্বীকৃত না হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারে না। রাগানুগা-বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণকীর্ত্তনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে যেমত বৈধভক্তজীবনে নৈতিকসেশ্বরধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়া একটু বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ রাগানুগ ভক্তজীবনে বৈধজীবন কিয়ৎ পরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে। তাহাতে স্থলবিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোনস্থলে রূপান্তর হইয়া পড়ে। সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তন কোন শাস্ত্রবিধি দ্বারা ঘটে না, ভক্তদিগের রুচি হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া যায় না। উদাহরণ কেবল বৈধবিষয়েই স্থির থাকে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে-সকল বিভাগ ও সম্বন্ধবিচার আছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধবিচার সুতরাং থাকে।

দ্বিবিধা রাগানুগা ভক্তি

ভক্তিরস-তত্ত্বে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এস্থলে বিস্তৃতরূপে লিখিতে গেলে পুনরুক্তিদোষ ঘটিবে। সংক্ষেপতঃ এইমাত্র জ্ঞাতব্য যে, রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় দ্বিবিধা, যথা ঃ—১। কামরূপা (১), ২। সম্বন্ধরূপা (২)।

বিষয়সম্ভোগতৃষ্ণাকে কাম বলে। ইন্দ্রিয়ার্থই বদ্ধজীবের বিষয়, অতএব

---

(১) সা কামরূপা সম্ভোগতৃষ্ণাঃ যা নয়তি স্ফুটম্।
যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ ॥
ইয়ন্তু ব্রজদেবীষু সুপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।
আসাং প্রেমবিশেষোঽয়ং প্রাপ্তঃ কামপি মাধুরীম।
তত্তৎক্রীড়ানিদানত্বাৎ কাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথাম্বিতি।
ইত্যুদ্ধবাদয়োঽপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ ॥
কামপ্রায়া রতিঃ কিন্তু কুব্জায়ামেব সম্মতা ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৮৩-২৮৭

(২) সম্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাদ্যভিমানিতা।
অত্রোপলক্ষণতয়া বৃষ্ণীণাং বল্লভা মতাঃ ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৮৮

ইন্দ্রিয়তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন। যে-স্থলে পরমতত্ত্বরূপ ভগবান্ বিষয়রূপে বৃত হন, সে-স্থলে বিষয়সম্ভোগতৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপভেদ নাই, কেবলমাত্র বিষয়ভেদ আছে। নিত্যসিদ্ধ জীবস্বরূপ ব্রজগোপীগণের বিষয়ান্তর অভাবে প্রেমকেই ব্রজতত্ত্বে কাম বলা যায়, যেহেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই। তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা। তাঁহাদের ভক্তির অনুকরণকারী জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামরূপা। জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, সাধ্য ও সাধকের মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধরূপা বলে না। কামরূপা রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য সুখের অন্বেষণ বা উদ্যম নাই (১)।

কামরূপা

প্রভুদাস-সম্বন্ধ, সখা-সম্বন্ধ, পিতাপুত্র-সম্বন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ এইরূপ চারিটী মুখ্য-সম্বন্ধগত রাগাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধরূপা। তাহার অনুকরণকারী জীবের সম্বন্ধরূপা রাগানুগা ভক্তি সাধনকালে লক্ষিত হয় (২)।

সম্বন্ধরূপা

কোন ব্রজবাসী ভক্তের ভাবে সাধক লুব্ধ হইয়া তাঁহার অনুচরস্থলে আপনাকে স্থির করিয়া তাঁহার আনুগত্যসহকারে তাঁহার ভাবে সিদ্ধদেহে

---

(১) কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপানুগামিনী।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা॥
শ্রীমূর্ত্তের্মাধুরীং প্রেক্ষ্য তত্তল্লীলাং নিশম্য বা।
তদ্ভাবাকাঙ্ক্ষিণো যে স্যুস্তেষু সাধনতানয়োঃ।
পুরাণে শ্রূয়তে পাদ্মে পুংসামপি ভবেদিয়ম্॥
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।২৯৭-৩০২

(২) রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে।
কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥
সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি।
যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তি কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ২।৩০৩, ৩০৫-৩০৬

অন্তরঙ্গ ভগবদ্ভজন করিবেন। যে-পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থারূপ ভাবোদয় না হয়, সে-পর্য্যন্ত নিজ ভজনের অনুকূল বৈধীভক্তির অঙ্গ-সকল বহিরঙ্গসাধনরূপে স্বীকার করিবেন। শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগকে অনুশীলন, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের সশ্রদ্ধ সেবা, তাঁহাদের কথার আলোচনা, ভক্তিপীঠরূপে স্থলবিশেষে বাস, অথবা মানসে ব্রজবাস করিবেন।

সিদ্ধদেহে ভজন

বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই একমাত্র কারণ। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই একমাত্র কারণ। কেহ কেহ বৈধী ভক্তিকে প্রেমভক্তির মর্য্যাদাস্বরূপ বলিয়া তাহাকে মর্য্যাদামার্গ বলিয়া নাম দিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তিকে প্রেমভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈধীভক্তি সর্ব্বদাই ঐশ্বজ্ঞানযুক্ত। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বদাই ঐশ্বজ্ঞানশূন্য (১)। কোন কোন স্থলে বৈধভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন। আগামী বৃষ্টিতে রাগজনিত ভগবদ্ভক্তজনের লক্ষণাদি বিচারিত হইবে। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৩ পৃষ্ঠার পর]

Ellipse-এর দুটো focus, একটা নিকটের আর একটা দূরের blind focus. যে focusটা বৃত্তাভাসের পরিধির নিকট পৌঁছায় সেটা ঢের দূর। মানুষ empiricism-এর দ্বারা অনেক দূরে পৌঁছাবে মনে করে; কিন্তু যে পরিধিটি নিকটে থাকে, একটু ছেড়ে দিলেই সেটা পাবে—যেটুকু মানুষের আছে, সেটা ছেড়ে দিলেই পাবে। কতকগুলি মানুষ মনে করে, খুব বেড়ে গিয়ে পরিধির নিকট পৌঁছাবে—ব্রহ্ম হয়ে যাবে, কিন্তু বেড়ে গিয়ে ব্রহ্ম হবার পিপাসা দুর্ব্বুদ্ধি মাত্র। মানুষের কতটুকু আছে? ক্ষুদ্রতা ছেড়ে দেওয়া

(১) যদৈশ্বজ্ঞানশূন্যত্বাদ্বৈধাং রাগে প্রধানতা ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।২।২৮

সহজ, কিন্তু অভাব পূর্ণ করতে গিয়ে ফলাবটি করে জগতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার জন্য ব্যস্ততা অবিবেচনার কার্য্য।

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং দেব্যা বিমোহিতমতির্ব্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ॥
(ভাঃ ৬।৩।২৫)

—এই বিচারে অভাব পূরণ করে নেব—জ্ঞানের অভাব, শক্তির অভাব, অর্থের অভাব দূর করে প্রচুর জ্ঞান, অর্থ, শক্তি সঞ্চয় করে বড় হব। কিন্তু মহাপ্রভু বলেন, তোমার কতটুকু আছে? আর কতটা অভাবই বা পূর্ণ করবে। তার থেকে তোমার যা বিন্দুমাত্র আছে, সেটুকু ছেড়ে দাও না কেন? ভোগীর চেহারায় বিশ্বদর্শন-চেষ্টা, ইন্দ্রিয়তর্পণ-চেষ্টা ছেড়ে দাও—অভিমান-শূন্য হও। যে যা চায়, তাকে তা দিয়ে অমানী হয়ে যাও। তাহলে অল্প প্রয়াসেই কার্য্য হবে। যদি সহ্য করতে পার, কে তোমার কতটুকু অন্যায় করতে পারবে? সমতালাভ করে ঝগড়া করলে বড় হবার চেষ্টা আছে জানতে হবে। বাকীটুকু পূরিয়ে নেবার চেষ্টা না হওয়াই ভাল। অনেকটা সুবিধা হবে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করা হয়। যোগসিদ্ধি, কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা স্বর্গসুখাদির চেষ্টা প্রভৃতির নিরর্থকতা সহজেই জানা যায়।

একটী বৃক্ষে দুটী জিনিষ, সেবকের রস একপ্রকার, সেব্যের রস অন্য প্রকার। সেব্য গ্রহণ করে সেবককে সেবার সুযোগ দেন; ভগবান্ সেবকের সেবা করেন, সেবক ভগবানের সেবা করেন। একটা কথা আছে—'শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব'; 'বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বৈষ্ণবগণের মধ্যে শম্ভুই শ্রেষ্ঠ, তাঁর আরাধ্য রামচন্দ্র। যেমন কথা আছে 'রামেশ্বর'। রাম-ঈশ্বর যাঁর অথবা রামের ঈশ্বর যিনি। 'মদন্যস্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি' —অভক্তসম্প্রদায় এর তাৎপর্য্য না বুঝতে পেরে কুব্যাখ্যা করে অর্থবিপর্য্যয় করে। তারা চৈতন্যদেবের উপদেশ হতে পৃথক্ থাকে। তিনি কৃষ্ণভজনের কথাই বলেছেন, তাঁর উপদেশ না বুঝলে বিপথগামীই হব। রসময়ের রসবৃদ্ধির যত্ন করা কর্ত্তব্য। রস শুকালে, জড়রস বৃদ্ধি করলে সর্ব্বনাশ।

রস-বিচারটী সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার। রসময় রসিকশেখর কোন্ রস কি ভাবে প্রকাশ করে রসাস্বাদন করছেন এটী বিচার করলে আমরা জানব —'রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ।' সব রস কৃষ্ণের পাদপদ্ম থেকে বেরিয়েছে, তার কতক স্বাংশগণে আছে, এঁদের নিজ নিজ বৈকুণ্ঠ আছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বুদ্ধ, কল্কি—এঁরা কোন

কোন রস কি ভাবে আস্বাদন করেছেন তা জানা দরকার। করুণাবতারের কথা বুঝতে না পেরে যে অমঙ্গল, তা হতে রক্ষা পাবার জন্য ভাগবত শুনা দরকার। অনেকের বিচার—কৃষ্ণ অপেক্ষা বুদ্ধতে ভাল গুণ। ভোগীর ভোগ তাদের জন্য রেখে দিয়ে তিনি নিজে নির্ভোগ হয়েছেন। এটী ভাল। স্ত্রী, পুত্র ছেড়ে গাছতলায় বসে তপস্যা করেছেন, আর কৃষ্ণ কামদেব হয়ে নিজ বহু কামনার তৃপ্তি করেছেন। তাই বুদ্ধ ও কৃষ্ণ আসামীদ্বয়ের মধ্যে বুদ্ধকেই রায় দিলাম। তার উত্তর নারদঋষি দিয়েছেন,—

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্॥

কৃষ্ণের লীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধকে তপস্বিমাত্র বুঝলে—কৃষ্ণের অবতার জ্ঞান না করলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার বিচারটাই বহুমানন হয়। অন্য সব নিষ্ক্রিয় হলে ভোগী সব মজা লুটবে। এদের পাষণ্ডতা কত বেশী! সাধুরা জঙ্গলে থাকুক, আমরা ঘরে বাস করে ইন্দ্রিয়-তর্পণ করব, তাদের সাধুতার কথা আমাদের কাছে না আসুক। ভোগ করে কৌশলে লোক ঠকান। অনেকে বলেন, গৌড়ীয়মঠের সারস্বত-শ্রবণ-সদন বড় হবে কেন? তা থেকে আমাদের বেশ্যালয় বড় হল না কেন? মোটরগাড়ীতে আমরা চড়ব—কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে এঁদের চড়ে কাজ নেই, কৃষ্ণ নিরাকার বুদ্ধ হয়ে জঙ্গলে যান; কিন্তু বুদ্ধিমান নারদ বলেছেন, হরির আরাধনায় জগতের সব দ্রব্য লাগিয়ে দেওয়া হোক, নচেৎ তপস্যা, ধর্ম্মকর্ম্ম প্রভৃতির নামে শয়তানেরই প্রশ্রয় দেওয়া হবে, হরি আরাধনাই মূল বস্তু। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য সব জিনিষ ভগবান্ ও ভক্তের সেবায় লাগান। ভক্ত ভোগ করেন না, ত্যাগও করেন না, ভগবানের ভোগ দেন, কিন্তু বোকা লোক তা বুঝে না। যে মুহূর্ত্তে 'আমি ভোগ করব, বুদ্ধি হয়, তখনই ভক্তি থেকে খারিজ হয়ে ব্যভিচাররত, অসৎ হয়ে পড়ে। ভোগের দ্রব্য মাঝ পথে মেরে নেবারবুদ্ধি হলে সর্ব্বনাশ। রসের একমাত্র ভোক্তা—ভগবান্, সুতরাং আমার তপস্বী জীবন হওয়াই ভাল। 'অন্যান্য সকলের জীবন দিয়ে ভগবানের সেবা করব এই বিচারই ভাল। শুধু তপস্যা করার কোন মূল্য নেই। যেমন—এক সংখ্যার ডাইনে শূন্য বসালে দশ দশ গুণ বৃদ্ধি হয়ে যায়, কিন্তু সংখ্যা বাদ দিলে সব শূন্য;

তদ্রূপ ভগবানের সেবা বাদ দিয়ে যা কিছু করা যায়, সবই নিরর্থক হয়ে যায়; সুতরাং বৌদ্ধদিগের বিচারের সহিত ভক্তসম্প্রদায়ের বিচার পৃথক্।

যেমন বরাহ-উপাসকগণ 'বারাহী', নৃসিংহ-উপাসকগণ 'নারসিংহী', রামোপাসক 'রামাৎ', কৃষ্ণ-উপাসক 'কার্ষ্ণ' বলে উক্ত হন, কিন্তু তাঁরা সকলেই বৈষ্ণব; কিন্তু বুদ্ধের উপাসক বৌদ্ধগণকে কেন বৈষ্ণব বলা হয় না? তার উত্তর এই যে—বুদ্ধকে তারা বিষ্ণুর অবতার বলে স্বীকার করে না, তিনি একজন সাধক, তপস্যা করে সংযত হয়ে কষ্টমুক্ত হয়েছেন—এই প্রকার বিচার করে। তারা জানে না, যে তারা নিজে বৈষ্ণব। সুতরাং তাদের কর্ম্মের সফলতার বদলে নিষ্ফলতা আসে। তপস্যা ত' ভগবৎসেবার জন্যই করতে হবে।

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥

অচেতনের সেবায় কি ফল? বৌদ্ধ-সম্প্রদায় কৃষ্ণলীলা বুঝতে না পেরে বুদ্ধদেবে যে কারুণ্যরস আছে, তার বহুমানন করে। বুদ্ধের করুণা-বিস্তার ভাল কথা, কিন্তু তুমি করুণা গ্রহণ করছ না কেন? বুদ্ধকে তপস্বী মাত্র দাঁড় করাও কেন? তিনি যে তপস্যা করে জগতে করুণা বিতরণ করেছেন, সেটী মূল বস্তুর উদ্দেশ্যে পরিচালিত করবার জন্য। বুদ্ধের বিচারপ্রণালীতে হরিভজনই আছে, কিন্তু অবুঝ বৌদ্ধগণ তপস্যার নিরর্থকতাকেই প্রয়োজন জ্ঞান করেছেন, তাতে সবই বিফল—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

এই প্রকার প্রত্যেক অবতারের যে যে রস আছে, তা বিচার করলে জানতে পারব, সব রস অপেক্ষা কৃষ্ণের রসের উৎকর্ষ আছে। কৃষ্ণে ১২টী রস পরিপূর্ণভাবে আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। সেই রস পান করা দরকার, এটী প্রয়োজন-তত্ত্বে বিচার করা হয়েছে। মায়িকরস, জড়রস আংশিক বা অপূর্ণ, সেটা ফলপ্রদ নয়। (ক্রমশঃ)

———

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৫৭ পৃষ্ঠার পর]

'দ্বিতীয় শঙ্কর—বিদ্যারণ্য'

বিদ্যারণ্যের অপর নাম **'মাধব'**। তাঁহার পিতার নাম 'সায়ন'। এইজন্য কেহ কেহ বিদ্যারণ্যকে **'সায়ন-মাধব'**ও বলিয়া থাকেন। বিদ্যারণ্য পাণ্ডিত্য প্রতিভায় এইরূপ উচ্চাসন অধিকার করিয়াছিলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের পরে বিদ্যারণ্যের ন্যায় পণ্ডিত অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে আর কেহই আবির্ভূত হন নাই—বলিয়া প্রকাশ। এবং তিনি **শঙ্করের অবতার ও দ্বিতীয়-শঙ্কর** বলিয়া মায়াবাদি-সমাজে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময় মাধ্ব সম্প্রদায়ে **অক্ষোভ্যমুনির** আবির্ভাব হয়। ইনি ন্যায় শাস্ত্রের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ইনি উক্ত দ্বিতীয়-শঙ্করকে সম্মুখ বিচারে আহ্বান করেন এবং বিচারকালে রামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাপণ্ডিত মহামতি **শ্রীশ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য্যকে** উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে মধ্যস্থ নিরূপণ করিয়া উভয়ই উভয়ের সহিত বিচার-সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। এস্থলে বলা বাহুল্য যে—মধ্ব-সম্প্রদায়ের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের 'স্বয়ং ভগবানের অবতারত্ব' ও 'ভজনের বৈশিষ্ট্যাদি' লইয়া বিশেষ বিবাদ চলিতেছিল। এমন কি উভয় সম্প্রদায় মধ্যে কন্যা-পুত্রের বিবাহস্থলে আদান-প্রদান, শ্রাদ্ধাদিতে ভোজন প্রভৃতি সামাজিক সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হইয়াছিল। বিদ্যারণ্যের ন্যায়-শাস্ত্রে অধিক পাণ্ডিত্য না থাকায়, অক্ষোভ্য তীর্থের সহিত তাঁহার পরাজয় হইল। অক্ষোভ্যমুনির ন্যায়সঙ্গত বিচার-অসিতে বিদ্যারণ্যের মায়াবাদারণ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। অক্ষোভ্য-বিজয় সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিত সমাজে নিম্নলিখিত শ্লোকটী সুপ্রসিদ্ধ আছে—

"অসিনা তত্ত্বমসিনা পর-জীব প্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমরণ্যানি হ্যক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ॥"

ইহার পর হইতে বিদ্যারণ্যের প্রতাপ কমিয়া গেল। অক্ষোভ্যমুনি ও বিদ্যারণ্যের আবির্ভাব ন্যূনাধিক চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে।

জয়তীর্থ

তৎপর বৈষ্ণব-সমাজে জয়তীর্থের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জয়তীর্থ অক্ষোভ্যমুনিরই শিষ্য। অক্ষোভ্যমুনির কৃপায় জয়তীর্থ একজন দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত **'তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকা'** নাম্নী

বেদান্তের শ্রীমাধ্বভাষ্য-টীকা ও **'ন্যায়সুধা'** নামক গ্রন্থ বিচার-জগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে—**"সুধা বা পঠনীয়া"** বসুধা বা পালনীয়া।" তখন গুরুশিষ্য উভয়েরই প্রচণ্ড প্রচারফলে অদ্বৈতবাদ গিরিগহ্বরে লুক্কায়িত হইল।

গৌড়পূর্ণানন্দ নামক মধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্য্য "তত্ত্বমুক্তাবলী" বা মায়াবাদ শতদূষণীতে মায়াবাদের একশত প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসতীর্থ "ন্যায়ামৃতম্" "ভেদোজ্জীবনম্" প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মধ্বাচার্য্যের প্রায় তিনশত বৎসর পরে আবির্ভূত **বাদিরাজতীর্থ (দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য)** "যুক্তিমল্লিকা", পাষণ্ডমতখণ্ডনম্", "সুধাটিপ্পনী" প্রভৃতি গ্রন্থে মায়াবাদকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠাশালী মায়াবাদী মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া ভাগবতসিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন। **কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ পর্য্যন্ত কোন বৈষ্ণবই অদ্বৈতবাদীর নিকট মস্তক অবনত করেন নাই।**

প্রকাশানন্দ সরস্বতী

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে অদ্যাবধি প্রায় ৪৮১ বৎসর (গ্রন্থ-প্রকাশ কাল)। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া দিব্যালোকে আলোকিত হইয়াছিল। চেতনালোকের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বহু অদ্বৈতবাদী-পতঙ্গ আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের স্থিতিকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে। এই সময় তিনি বারাণসীক্ষেত্রে মায়াবাদ সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য গৌরবে 'বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী' দ্বারা অদ্বৈতবাদীর নূতন জীবনীশক্তি লাভ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব বহুদূর হইতেই অর্থাৎ (শ্রীধাম মায়াপুর হইতেই) তাঁহার নাম ও বিচার শ্রবণ করিয়া স্নেহবশে বলিয়াছিলেন—

কাশীতে পড়ায় বেটা প্রকাশানন্দ।
সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড॥

(চৈঃ ভাঃ মঃ ৩।৩৭)

শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ অবতারী ভগবান্। প্রকাশানন্দ অদ্বৈতমতের সিদ্ধান্ত অনুসারে—ভগবান্ নিরাকার, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি বিচার তাঁহার শিষ্যগণকে

শিক্ষা দিলে ভগবানের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা হয়—বলিয়া তিনি উক্তি করিয়াছেন। প্রতি যুগেই ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া অদ্বৈতবাদিগণের কাহাকে কাহাকে বিনাশ ও কাহাকে কাহাকে বৈষ্ণবমতে আনয়ন করিয়াছেন। চৈতন্যদেব এ যুগে পরম কৃপা করিয়া কাহারও বিনাশ না করিয়া নিজ বিশুদ্ধ মতে আনয়ন বা নিজসেবায় নিযুক্ত করিয়াছেন।—এবার "প্রাণে না মারিল কারে"। তাই শ্রীচৈতন্যদেব প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে উদ্ধারকল্পে সদলবলে কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত বিচারে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের বহু দোষ উদ্ঘাটন করিয়া অনেক বিচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই বিচার-কালে সরস্বতীপাদের বহু শিষ্য, ছাত্র প্রভৃতি অসংখ্য অদ্বৈতবাদী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা চিত্রার্পিতের ন্যায় উভয়ের বিচার মনোযোগ-সহকারে অনুধাবন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর বিচারের সারবত্তা ও যাথার্থ্য উপলব্ধি করিয়া সরস্বতীপাদ তাঁহার নিকটে বিচারে পরাস্ত হন এবং তাঁহার নিকট মস্তক বিক্রয় করেন।

"সেই হইতে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
(চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪৯)
প্রকাশানন্দ তাঁর আসি' ধরিলা চরণ॥"
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৬৯)

চৈতন্যদেবের কৃপায় ও প্রচারের ফলে শুধু **প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদই তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন এমন নহে, সমস্ত বারাণসী-বাসী মায়াবাদী সকলেই নিস্তারলাভ করিয়াছিলেন**। এবং বারাণসী ক্ষেত্র শঙ্করক্ষেত্র না হইয়া নিমাইক্ষেত্র নদীয়া-নগরে পরিণত হইয়াছিল। তাই কবিরাজ গোস্বামী অনুমান ৪৫০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—

"সন্ন্যাসী পণ্ডিত করে ভাগবত বিচার।
বারাণসীপুর প্রভু করিলা নিস্তার॥
নিজ লোক লঞা প্রভু আইলা বাসাঘর।
বারাণসী হইল দ্বিতীয় নদীয়া-নগর॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৫৯-১৬০)

এইরূপে চৈতন্যদেব মায়াবাদী বা অদ্বৈতবাদী প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদকে বেদান্তের অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্তে স্থাপন করিয়া কাশীতে মায়াবাদরূপ দুষ্কৃতির বিনাশ সাধন করিলেন।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম

কাশীতে যে প্রকার সন্ন্যাসিসমাজে উক্ত সরস্বতীপাদ সমাজপতি ছিলেন, তেমনি শ্রীক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের একাধিপত্য ছিল। তিনি ষড়্‌দর্শনের এবং সর্ব্বশাস্ত্রের বিশেষতঃ মায়াবাদের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া তিনি 'সার্ব্বভৌম' নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে থাকাকালীন তাঁহার নিকট বেদান্ত শ্রবণের ছল করিয়া তাঁহার উদ্ধার মানসে তথায় গিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম বেদান্তের অদ্বৈত বা শাঙ্কর-ব্যাখ্যা করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; মহাপ্রভু তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া মৌনাবলম্বন করেন। তদ্দর্শনে সার্ব্বভৌম মহাশয় তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রসঙ্গে পাঠকবর্গকে চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। শ্রীচৈতন্যদেব সার্ব্বভৌমের বিচারের নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। সার্ব্বভৌম নিজমতের অসারতা বুঝিতে পারিলেন এবং চৈতন্যদেবের শরণাপন্ন হইলেন।—

আত্মনিন্দা করি' লৈল প্রভুর শরণ।
কৃপা করিবারে তবে প্রভুর হৈল মন॥
দেখি সার্ব্বভৌম দণ্ডবৎ করি' পড়ি'।
পুনঃ উঠি' স্তুতি করে দুই কর যুড়ি'॥
প্রভুর কৃপায় তাঁর স্ফুরিল সব তত্ত্ব।
নাম-প্রেমদান-আদি বর্ণেন মহত্ত্ব॥

(চৈঃ চঃ মঃ ৬।২০১, ২০৪, ২০৫)

চৈতন্যদেবের প্রচারের বৈশিষ্ট্যে মায়াবাদ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় এবং শঙ্করের গোবর্দ্ধন মঠ ভূগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া সমাধি লাভ করে।

সেই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের সেবকগণও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার সেবার্থে মায়াবাদ বিনাশের সহায়ক হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য্যগণও চৈতন্যদেবকে সাক্ষাদ্ ভগবান্ জানিয়া তাঁহার প্রদর্শিত বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে মস্তক অবনত করিয়া, তাঁহার লীলার সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে **সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'কেশব-কাশ্মিরী', বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের বা শ্রীধরস্বামি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য 'বল্লভের' নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।** ইঁহারা দুইজনই চৈতন্যদেবের

নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী **কেশব কাশ্মিরীর** কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই। তিনি দিগ্বিজয় করিতে গিয়া চৈতন্যদেবের নিকট পরাস্ত হইয়া ভাগবতধর্ম্মের শিক্ষালাভ করেন। পরিশেষে তিনি নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের **বেদান্ত কৌস্তুভাদি** গ্রন্থ রচনা করিয়া তৎসম্প্রদায়ের প্রভূত পুষ্টি-সাধন করেন। **বর্ত্তমান সময়ে নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি চৈতন্য-দেবের প্রচারের ফলস্বরূপ বলিয়া জানিতে হইবে।**

উপেন্দ্র সরস্বতী

কাশীনিবাসী উপেন্দ্র সরস্বতী অদ্বৈতবাদের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ছিলেন। আচার্য্য বল্লভ ইহাকে বিচারে পরাস্ত করার দরুণ, তাহার চিত্তে হিংসার উদয় হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে উদ্যত হইলে জীবন সংশয় জানিয়া বল্লভ কাশী পরিত্যাগ করেন। ইহা ছাড়া তিনি বিজয় নগরেও একটী মহা অদ্বৈতবাদীকে বিচারে পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে বল্লভাচার্য্য মায়াবাদের বিনাশ করিয়া শ্রীচৈতন্যসেবার সাহায্য করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বৈচিত্রী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ৬৩ পৃষ্ঠার পর]

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

ইতঃপূর্ব্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি যে, স্বভাবতঃ ভক্তিবিশিষ্ট না হইয়াও যে কর্ম্ম বা জ্ঞান ভক্তির সহকারীরূপে স্থাপিত হইয়া ভক্তিত্ব লাভ করে, তাহাই সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি। ভাগবতধর্ম্মের উপদেশ করিতে গিয়া শ্রীমদ্-ভাগবত শাস্ত্র এইরূপ উক্তি করিয়াছেন :—

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষদ্ধা যথোচিতম্॥ (ভাঃ ১১।৩।২২-২৩)

'গুরুদেবকে নিজ পূজ্য দেবতাজ্ঞানে নিষ্কপটভাবে তাঁহার সেবানুষ্ঠানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে; ঐ ধর্ম্মসমূহদ্বারা আত্মপ্রদ শ্রীহরি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। প্রথমতঃ সর্ব্ববিষয়ে মনের অনাসক্তি অভ্যাস করিবে; অনন্তর সাধুসঙ্গ এবং তদনন্তর দীনে দয়া, সমজনে মৈত্রী, উত্তমে বিনয় যথাযথ-রূপে শিক্ষা করিবে।'

এইস্থলে উক্ত মনের অনাসক্তি অভ্যাস, দয়া, মৈত্রী ও বিনয় শিক্ষা প্রভৃতি জ্ঞানকর্ম্মাদি চেষ্টারূপ অঙ্গসমূহ স্বরূপতঃ ভক্তিত্ববিশিষ্ট না হইয়াও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির সহাকারিরূপে তাহাদেরও ভক্তিত্ব বা ভাগবতধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ততা লাভ হইয়াছে।

কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি আবার সকামা, কৈবল্যকামা ও ভক্তিমাত্রকামা—এইরূপে ত্রিবিধা হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তদ্বারা ক্রমশঃ তাহা দেখান হইতেছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভক্তি এইরূপ মহিমান্বিতা ও শক্তিশালিনী যে কর্ম্ম ও জ্ঞানাদি চেষ্টাদ্বারা যে কিছু ফললাভ হয়, ভক্তির অনুশীলনকারী কর্ম্মজ্ঞানাদি চেষ্টা ব্যতিরেকেও উক্ত ফলসমূহ অনায়াসেই লাভ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত যথা :—

"যা বৈ সাধন সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।
তয়া বিনা তদাপ্নোতি নরো নারায়ণাশ্রয়ঃ॥"

ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থপ্রাপ্তি-বিষয়ে যে-সমস্ত সাধন সম্পত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে, নারায়ণাশ্রিত পুরুষ উক্ত সাধন সম্পত্তি ব্যতীতই পুরুষার্থ চতুষ্টয় লাভ করিয়া থাকেন।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত হইতে আমরা জানিতে পারিলাম তথাপি তত্তদ্‌বিষয়ক বাসনানুসারে তত্তদ্‌বিষয়ে রুচি উৎপন্ন হয় বলিয়া তত্তদ্‌বিষয়ার্থ মিশ্রত্ব ঘটিয়া থাকে, জানিতে হইবে। সকামা প্রায়শঃ কর্ম্মমিশ্রাই হইয়া থাকে। উক্তস্থ কর্ম্ম শব্দে ধর্ম্মই গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের (৬।১।৪০) শ্লোকে "বেদ-প্রণিহিতো ধর্ম্মঃ" যমদূতের এই উক্তি হইতে 'যাহা বেদ প্রণিহিত তাহাই ধর্ম্ম' এইরূপে সামান্যত ধর্ম্মলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ" গীতার এই উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বেদ ত্রৈগুণ্যবিষয়ক। তাদৃশ বেদকর্ত্তৃক যাহা প্রণিহিত অর্থাৎ প্রবর্ত্তমান নিবন্ধনসিদ্ধ, তাহাই ধর্ম্ম; পরন্তু ভক্তি যেরূপ অজ্ঞানতঃ ও সিদ্ধ হয়, ইহা সেরূপ নহে। গীতায়

ও এইরূপ ধর্ম্মের কর্ম্মসংজ্ঞা উক্ত হইয়াছে। যথা—"ভূতভাবোদ্ভাবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" অর্থাৎ ভূতভাবোদ্ভাবকর বিসর্গই কর্ম্মসংজ্ঞক বলিয়া জানিবে। বিসর্গ-শব্দের অর্থ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগ; অতএব উহাদ্বারা উপলক্ষিত যাবতীয় ধর্ম্মই কর্ম্মসংজ্ঞক হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য্য। উহার অর্থাৎ বিসর্গ শব্দের বিশেষণরূপে 'ভূতভাবোদ্ভাবকর' অর্থাৎ ভূতগণের (প্রাণিগণের) যে সকল ভাব বা বাসনা তাহাদের উদ্ভবকর (জনক)—এই পদটী প্রযুক্ত হওয়ায় ভগবদ্ভক্তিকে ইহা হইতে পৃথক করা হইয়াছে।

অনন্তর ভক্তিসঙ্গতির জন্য একাদশ স্কন্ধে (১১।১৯।২৭) 'ধর্ম্মো মদ্‌ভক্তিকৃৎ প্রোক্তঃ'—'যাহা আমার ভক্তিজনক, তাহাই শাস্ত্রে 'ধর্ম্ম' নামে প্রোক্ত হইয়াছে' —এই বাক্য শ্রীভগবৎ-কর্ত্তৃক ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য উক্ত হইয়াছে। উক্তস্থলে ভগবানে অর্পণ এবং ভক্তির সহায়করূপে অনুষ্ঠিতব্য নিবন্ধন ভক্তিজনকত্ব উক্ত হইতেছে। ঈদৃশ কর্ম্মদ্বারা মিশ্রিত সকাম ভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

প্রজাঃ সৃজেতি ভগবান্ কর্দ্দমো ব্রহ্মণোদিতঃ।
সরস্বত্যাং তপস্তেপে সহস্রাণাং সমা দশ॥
ততঃ সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন কর্দ্দমঃ।
সংপ্রপেদে হরিং ভক্ত্যা প্রপন্নবরদাশুষম্॥ (৩।২১।৬-৭)

অনন্তর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রজা সৃষ্টির জন্য আদিষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্দ্দম সরস্বতী-তটে দশ সহস্র বৎসর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ভক্তিসহকারে অনুষ্ঠিত সমাধিযুক্ত ক্রিয়াযোগদ্বারা প্রপন্নবরদায়ক শ্রীহরিকে সম্প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীজীবপাদ এই শ্লোক প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, এ স্থলে তাঁহার ভগবদ্দর্শন-হেতু উৎপন্ন অশ্রুপাতরূপ চিহ্নদ্বারা জানিতে হইবে যে, তিনি অর্থাৎ কর্দ্দম নিষ্কাম ছিলেন। নিষ্কাম হইলেও কেবলমাত্র ব্রহ্মার আদেশ বিষয়ে গৌরব হেতুই তাঁহার কামনা জন্মিয়াছিল। সুতরাং এটী অকৈতবা সকামা ভক্তির দৃষ্টান্ত। কারণ এখানে কামনার আকারটি মাত্র দেখা যাইতেছে, বস্তুতঃ ভক্তিই প্রধান বা উদ্দেশ্য।

কৈবল্যকামা ভক্তি কোনস্থলে কর্ম্ম-জ্ঞান মিশ্রা এবং কোনস্থলে জ্ঞান-মিশ্রা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাদশ স্কন্ধে—'জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্'—'ঐকাত্ম্য-দর্শনই জ্ঞান-নামে অভিহিত হয়?'—এই বাক্যে জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। অনন্তর কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রার দৃষ্টান্ত উক্ত হইতেছে—

অনিমিত্ত নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ (ভাঃ ৩।২৭।২২-২৩)

অনিমিত্ত-নিমিত্ত স্বধর্ম্ম অর্থাৎ যে স্বধর্ম্ম নিমিত্ত অর্থাৎ ফল প্রবর্ত্তক নহে, তাদৃশ নিষ্কাম স্বধর্ম্ম, অমল আত্মা, মদ্‌বিষয়ক কথা শ্রবণপরিপুষ্টা তীব্র ভক্তি, দৃষ্ট-তত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ এবং তীব্র আত্মসমাধি-দ্বারা ইহলোকে পুরুষের প্রকৃতি দহ্যমানা হইয়া অগ্নির যোনিস্বরূপ মন্থনকাষ্ঠ যেরূপ অগ্নিকর্ত্তৃক দহ্যমান হইয়া ক্রমশঃ বিলুপ্ত হয়, সেইরূপ তিরোহিতা হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে লক্ষিতব্য বিষয় আত্মসমাধিতে ধ্যাতা ও ধ্যেয় বস্তুর পার্থক্যজ্ঞান রহিতাবস্থাকেই প্রয়োজনীয়তারূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় ভক্তি তথায় অঙ্গীরূপে গৃহীত না হইয়া অঙ্গরূপে গৃহীত হওয়ায় এটী সকৈতবা কৈবল্যকামা ভক্তিমধ্যে পরিগণিত হইবে।

পূর্ব্বে কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইল, এখন জ্ঞানমিশ্রার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি :—

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাববিমলাশয়।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ (ভাঃ ১১।১৮।২১)

মুনিপুরুষ নির্ভয়স্থান আশ্রয়পূর্ব্বক মদীয় ভাবদ্বারা বিমলচিত্ত হইয়া আমার সহিত অভিন্নরূপে এক আত্মার চিন্তা করিবেন এটীও সকৈতবা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত।

অনন্তর ভক্তিতে কর্ম্মমিশ্রার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ॥
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনম্॥

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্ম্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

(ভাঃ ১১।১৯।২০-২৪)

শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রিয় ভক্ত উদ্ধবকে বলিতেছেন,—"হে উদ্ধব! নিরন্তর মদ্‌বিষয়ক অমৃতায়মান কথাসমূহে শ্রদ্ধা, মদীয় কথার অনুকীর্ত্তন, পূজা বিষয়ে পরিনিষ্ঠা, স্তোত্রবাক্যসমূহদ্বারা আমার স্তব, পরিচর্য্যায় আদর, সর্ব্বাঙ্গদ্বারা প্রণাম, বিশেষভাবে আমার ভক্তের পূজা, সর্ব্বভূতে আমার জ্ঞান, মদীয় কৃত্য-সমূহে সর্ব্বাঙ্গের চেষ্টা, বাক্যদ্বারা মদ্‌গুণোচ্চারণ, আমার প্রতি চিত্ত-সমর্পণ, সর্ব্ববিধ কাম পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশ্যে ইষ্ট—অর্থাৎ যাগ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যার অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ আত্মনিবেদনকারী পুরুষগণের মদ্‌বিষয়ে ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। তৎকালে এই ভক্তের অন্য কোন অর্থই অবশিষ্ট থাকে না।

এইস্থলে অকৈতবা ভক্তিমাত্রকামা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ উপরিউক্ত ভক্তির আদর্শে কর্ম্মচেষ্টার আকার মাত্র আছে, কিন্তু কর্ম্মের হেয়তা একেবারেই নাই। সুতরাং এই ভাগবত ধর্ম্মে কায়-মনোবাক্যে কেবলমাত্র ভগবানের জন্য বিশিষ্টরূপে চেষ্টাই প্রদর্শিত হইয়াছে। যাঁহার শ্রীভগবানে অকিঞ্চনাভক্তি বর্ত্তমান আছে, দেবগণ সর্ব্ববিধগুণের সহিত তাঁহার শরীরে অবস্থান করেন,—শাস্ত্রের এই সকল উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, এই প্রকার ভক্তিমাত্রকামী পুরুষের অপর কোন অর্থ অর্থাৎ সাধ্য বা সাধন অবশিষ্ট থাকে না, পরন্তু তৎকর্ত্তৃক অনাদৃত হইয়াও সমস্ত বিষয় তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

এখন কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইতেছে :—

নিষেবিতা নিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেন নিত্যশঃ॥
মদ্ভিষ্ণ্যদর্শন-স্পর্শ-পূজা-স্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥

আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥

(ভাঃ ৩।২৯।১৫-১৯)

নিষেবিত অর্থাৎ সম্যগনুষ্ঠিত নিষ্কাম শ্রদ্ধাদিযুক্ত স্বধর্ম্ম নাতিহিংস্র অর্থাৎ অতিহিংসারহিত (নিজ প্রাণ ধারণার্থ ভগবন্নিবেদনোপযোগী শাক-পত্র প্রভৃতি জীবাবয়ব স্বীকাররূপ কিঞ্চিত হিংসা), উত্তম-দেশকালাদিযুক্ত নিষ্কাম পাঞ্চরাত্রিক কথিত বৈষ্ণবানুষ্ঠান, মদীয় ধীষ্ণ অর্থাৎ অর্চ্চা শ্রীমূর্ত্তিসমূহের দর্শন, স্পর্শ, পূজা, স্তুতি ও অভিবন্দন, ভূতসমূহের মধ্যে আমার ভাবনা, সত্ত্ব, অসঙ্গম অর্থাৎ বৈরাগ্য, মহদ্‌গণের সম্মান, দীনগণের প্রতি অনুকম্পা, আত্মতুল্য পুরুষগণের প্রতি মৈত্রী, যম, নিয়ম, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসমূহের অনুশ্রবণ, মদীয় নাম-সংকীর্ত্তন, সরলতা, মহাপুরুষ সঙ্গ এবং নিরহঙ্কার প্রভৃতি গুণদ্বারা মদ্ধর্ম্মা পুরুষের পরিসংশুদ্ধ-চিত্ত আমার গুণশ্রবণমাত্রই আমার প্রতি ধ্রুবানুস্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা অকৈতবা কর্ম্ম-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির দৃষ্টান্ত।

অতঃপর শ্রীচিত্রকেতুর প্রতি শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের উক্তি হইতে ভক্তিমাত্রকামা ভক্তিতে জ্ঞানমিশ্রার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞান-বিজ্ঞান সংতৃপ্তো মদ্ভক্তঃ পুরুষো ভবেৎ॥ (ভাঃ ৬।১৬।৬২)

পুরুষ স্বকীয়, তেজঃদ্বারা অর্থাৎ বিবেকবলদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক বিষয় বিমুক্ত হইয়া এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সন্তৃপ্ত হইয়া আমার ভক্ত হইয়া থাকেন।

এখানে শ্রীশুকদেবাদির ন্যায় প্রেমলাভেচ্ছু জ্ঞানী-ভক্তের জ্ঞানলাভের পর বিজ্ঞানলাভ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার ও প্রেমলাভ করিয়া প্রেমিক ভক্তের গণে গণিত হইবার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান এস্থলে আকার মাত্র, প্রেমই প্রয়োজন। সুতরাং এটী অকৈতবা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির দৃষ্টান্ত। কয়েকটী দৃষ্টান্তদ্বারা সঙ্গসিদ্ধা ভক্তির বিশেষতা প্রদর্শিত হইল। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তিসার মহারাজ

শ্রীবৈষ্ণব-পাদপদ্মে কৃপা-প্রার্থনা

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

পরম করুণাময় বৈষ্ণব গোঁসাই।
তোমা সম কৃপাবান্ ত্রিভুবনে নাই॥
অদোষদরশি তুমি পতিতপাবন।
তুমি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণধনে মহাজন॥
তোমার হৃদয় কৃষ্ণ-বিশ্রামের স্থান।
তুমি যে কৃষ্ণের জীবন, ধন, প্রাণ॥
বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি।
কি ক'রে জানিব তোমা আমি মূঢ়মতি॥
পবিত্র হয় যে গঙ্গাজল পরশিলে।
তোমা দর্শনে পবিত্র হয় অবহেলে॥
করুণাসাগর ওহে বৈষ্ণবঠাকুর।
চরণে রাখহ মোরে করিয়া কুকুর॥
উচ্ছিষ্ঠ প্রদানে কর মঙ্গল-বিধান।
তোমার চরণপদ্ম নিত্য করি ধ্যান॥
অপরাধ কৈলে পদে কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে।
জন্মজন্মান্তরে তারে নরকেতে পাড়ে॥
তীর্থকে যে তীর্থ কর তুমি ত' মহান্।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান॥
(তব) উচ্ছিষ্ঠ চরণধূলি আর পদ-জল।
গ্রহণ করিলে হয় ভকতি কেবল॥
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি করুণাসাগর।
অনন্ত পতিত জীব করিলে নিস্তার॥
বৈষ্ণবঠাকুর তব চরণে প্রণাম।
জন্মজন্মান্তরে যেন গাই তব নাম॥

সদা অপরাধী আমি কি হইবে গতি।
অপরাধ ক্ষমি' শুদ্ধ নামে দেহ রতি॥
পদে স্থান দিয়া কর দাস-অনুদাস।
চরণকমলে মাত্র—এই অভিলাষ॥
বৃক্ষ হইতে সহিষ্ণু অমানী-মানদ।
তৃণ হইতে সুনীচ কীর্ত্তনে আনন্দ॥
তোমার দর্শনে কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি হয়।
অবিদ্যা-তিমির হরে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
ভক্ত-ভাগবত তুমি জগতের গুরু।
অযাচিতে কর দয়া, বাঞ্ছা-কল্পতরু॥
পদধূলি করি' রাখ চরণে তোমার।
প্রার্থনা করয়ে সদা এ কাঙাল ছার॥

—শ্রীরামচন্দ্র ব্রহ্মচারী, বিদ্যানন্দ
(শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মাদ্রাজ)

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সন্ন্যাস

বর্ত্তমানে রাজনীতির মত ধর্ম্মনীতিতেও ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ, আনুগত্য-হীনতাদির প্রবেশ ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" এবং আনুগত্যময় জীবনই সকলে আদরপূর্ব্বক অনুসরণ করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে কতিপয় সঙ্কীর্ণ বিচারসম্পন্ন অর্ব্বাচীন ব্যক্তি প্রাচীন পরম্পরাগত আনুগত্যের পবিত্র সূত্রকে ছিন্নভিন্ন করিয়া বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দকে নষ্ট করিতে চাহেন এবং মনঃকল্পিত ভজন-প্রণালী আবিষ্কার করিতে ও তাহাকে প্রামাণিক বলিয়া স্থাপন করিতে নিজের গরিমা প্রকাশ করেন। সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদসৃষ্টিকারিগণ ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, তাহাদের এই অসাধু প্রয়াসে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরসুন্দরের মনোঽভীষ্ট সেবার পরিবর্ত্তে তাহারা গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে শ্রীশ্যামলাল হকিমদ্বারা সম্পাদিত "মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ (স্মারিকা" প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত স্মারিকায় শ্রীধাম বৃন্দাবনের কতিপয় পরম শ্রদ্ধেয় সিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণব আচার্য্যগণের ও বিদ্বজ্জনের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ সুন্দর প্রবন্ধসমূহ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে স্বয়ং সম্পাদকের এবং দুই একজন অর্ব্বাচীন লেখকের বিদ্বেষমূলক, অশাস্ত্রীয় এবং সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্দকে নষ্ট করিবার মত কতকগুলি প্রবন্ধও মুদ্রিত হইয়াছে। ঐ প্রবন্ধগুলি পড়িয়া ঐকান্তিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

উক্ত স্মারিকায় ক্রমাগত কতকগুলি কুসিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে। যেমন—"কলিযুগে সন্ন্যাস অসিদ্ধ ও অবৈদিক, শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবের সন্ন্যাস ও গৈরিকবস্ত্র ধারণ করা নিষিদ্ধ। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যাদির সন্ন্যাস অবৈদিক, বর্ণাশ্রম ত্যাগ ব্যতীত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের কোন সম্বন্ধ নাই, শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের বিচারে পার্থক্য আছে, শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী একই ব্যক্তি" ইত্যাদি। এই ভ্রান্ত বিচারগুলি দেখিয়া পরমপূজ্য বৈষ্ণবগণ আমাকে উহার প্রতিবাদ করিবার জন্য প্রেরণা দেন। তাঁহাদের আদেশ-নির্দ্দেশ মস্তকে ধারণ করিয়া এই পবিত্র কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক শ্রীচৈতন্য-আম্নায়ের দশমাধস্তন আচার্য্য-কেশরী নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ—মদীয় পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে "শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সন্ন্যাস" প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছি।

ভারতীয় সংস্কৃতি অথবা সনাতন ধর্ম্মের মেরুদণ্ড হইতেছে—বর্ণ-ব্যবস্থা এবং তাহার আত্মা হইতেছে—ভগবৎপ্রেম; বর্ণ-ব্যবস্থা এবং ভগবৎপ্রেমে শরীর ও আত্মার ন্যায় সম্বন্ধ। আত্মা প্রধান হইলেও বদ্ধাবস্থায় যেমন স্থূল শরীরও সর্ব্বথা উপেক্ষনীয় নহে, তদ্রূপ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই ধর্ম্মের শেষসীমা—এবিচারও ঠিক নহে। আত্মধর্ম্মরূপ ভগবৎ সেবায় প্রতিষ্ঠিত হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের লক্ষ্য পূর্ণ হইয়া যায়। অতএব সে-অবস্থায় বর্ণাশ্রমধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া ঐকান্তিক ভগবদ্ভজনে তৎপর হইতে পারা যায়। যেখানে বর্ণ-ব্যবস্থা নাই; তথায় আত্মধর্ম্মরূপ বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির অভাব দেখা যায়। সেক্ষেত্রে অধিকপক্ষে ভক্তির আভাস বা ভক্তির বিকৃত প্রতিফলনই দৃষ্টিগোচর হয়। তজ্জন্য সকল ভারতীয় সম্প্রদায়ে দৈব-বর্ণাশ্রমের আদর পরিলক্ষিত হয়। ভক্তিসাধক

নিজের সাধন-ভজনের অনুকূল কোন একটী আশ্রমে থাকিয়া অথবা অধিকারী হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া ভজন করিতে পারেন। বিশেষতঃ অনর্থনিবৃত্ত জাতভাব ব্যক্তির উপরে বর্ণাশ্রম-বিধির কোন বাধ্য-বাধকতা নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বাহ্যতঃ অঙ্গীকার করিয়া তাহার প্রতি আসক্তি এবং তদভিমান হইতে দূরে থাকিয়া সাধন-ভজন করাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের অভীষ্ট। কিন্তু শ্রীহকিমজীর অদ্ভুত এবং অর্ব্বাচীন বিচার ইহার বিপরীত। শ্রীহকিমজীদ্বারা লিখিত "গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সন্ন্যাস এবং গৈরিক বসন ধারণ" প্রবন্ধের বিপক্ষে তাহার লিখিত প্রধান প্রধান যুক্তিসমূহ নিম্নে লিখিত হইতেছে :—

(১) "বেদসমূহে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এ তিন আশ্রমের পরে, চতুর্থ আশ্রম সন্ন্যাসের বর্ণনা দেখা যায়। অন্য কোনপ্রকার সন্ন্যাসের কথা বৈদিক শাস্ত্রে উল্লেখ নাই। বেদবিরোধী বুদ্ধদেব একটী নতুন সন্ন্যাসবিধি প্রচলন করেন। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন এবং আট বৎসর বয়সেই প্রথম তিনটী আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই চতুর্থ সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার এই সন্ন্যাস অবৈদিক। তাঁহারই অনুকরণে পরবর্ত্তী কতিপয় আচার্য্য তাঁহাদের সম্প্রদায়ে সন্ন্যাস প্রচলন করিয়াছেন; যথার্থতঃ সে সন্ন্যাস বেদবিহিত নয়।

(২) "কলিকালে সন্ন্যাস বর্জ্জিত আছে,—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

(শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত কৃষ্ণ জন্মখণ্ড ১৮৫।১৮০)

(৩) "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের রীতি প্রচলিত নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণাশ্রিত শ্রীরূপ-সনাতনাদি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। গৃহত্যাগের পূর্ব্বে তাঁহাদের যে নাম ছিল পরবর্ত্তিকালে তাঁহারা সেই নামেই পরিচিত ছিলেন।

(৪) "শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উদ্ধারের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজকে উপলক্ষ্য করাইয়া শ্রীসার্ব্বভৌমের মুখে সন্ন্যাসের অনাবশ্যকতা, অপকারিতা ও ভক্তিধর্ম্মের বিরোধীতা নিরূপণ করাইয়াছেন। (শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩।৩।৩০)

(৫) "শ্রীমন্মহাপ্রভু কাহাকেও সন্ন্যাস-গ্রহণের উপদেশ দেন নাই। বরং তিনি 'এত সব ছাড়ি' আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হইয়া লয় কৃষ্ণের শরণ॥' (চৈঃ চঃ ২।২২।৫০) দ্বারা বর্ণাশ্রম ত্যাগেরই উপদেশ দিয়াছেন।

(৬) "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অঃ ১৩।৬০ পয়ারে) শ্রীসনাতন গোস্বামী শ্রীবৈষ্ণবের জন্য গৈরিকবসন ধারণ করা নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। 'রক্তবস্ত্র বৈষ্ণবের পরিতে না যুয়ায়'।

(৭) "ভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে সন্ন্যাসের উল্লেখ দেখা যায় না।

(৮) "কবি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের ১৮ অধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে "ভক্তস্যানাশ্রমিত্বঞ্চ"—ভক্তের জন্য অনাশ্রমিত্বের নিরূপণ করিয়াছেন।"

বিশুদ্ধ সাম্প্রদায়িক তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ শ্রীহকিমজী সাধারণ পারমার্থিক শিষ্টাচারকে জলাঞ্জলি দিয়া, বৈষ্ণব-অপরাধকে ভয় না করিয়া জড়বিদ্যানিপুণ শুষ্ক তার্কিক এবং পরমার্থ অনুভূতিরহিত কয়েকজন অর্ব্বাচীন লেখকের অপসিদ্ধান্তমূলক বিচারের অনুকরণে বৃথাই শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে বাক্‌বিতণ্ডা ও ভেদসৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে উল্লিখিত তথ্যগুলিকে গোপন রাখিয়া স্বকপোলকল্পিত বিবরণ দিয়াছেন এবং বিশুদ্ধ ভক্তিসম্প্রদায়ের শিরোমণি আচার্য্য শ্রীমধ্বাচার্য্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামীকেও মুক্তিবাদী অবৈদিক সন্ন্যাসী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী প্রভৃতিকেও অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ঘোষণা করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। আমরা ক্রমশঃ তাহার এই শাস্ত্রবিরোধী অপরাধময় যুক্তিসমূহের অসারতা প্রদর্শন করিতেছি :—

(১) শ্রীহকিমজীর উক্ত প্রবন্ধকে দেখিলে মনে হয়, তিনি শ্রীযুক্ত রাধা-গোবিন্দ নাথের সম্পাদিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে"র লিখিত ব্যাখ্যা-বিবৃতি-গুলিকেই বেদ মনে করিয়াছেন। যদি তিনি বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি এবং পুরাণাদি শাস্ত্র যথার্থ পড়িতে পারিতেন, তবে ঐরূপ অশাস্ত্রীয় বিচার প্রকাশ করিতেন না ; হইতে পারে, তাঁহার সংস্কৃত-ভাষার অনভিজ্ঞতা তাঁহার নিজের শ্রুতি-স্মৃতি আদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে বাধক। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ঐ সকল শাস্ত্র নিজে না পড়িয়া তাঁহার ঐরূপ প্রবন্ধ লিখা সর্ব্বথা অনুচিত হইয়াছে। তাঁহার বুঝা উচিত ছিল, এরূপ লিখিলে শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-সমাজে তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। 'সন্ন্যাস' একটী বৈদিক রীতি, তাহা সার্ব্বকালিক সত্য। সন্ন্যাস-গ্রহণ-বিষয়ে নিম্নে শ্রুতি-স্মৃতি এবং পুরাণের কতিপয় প্রমাণবাক্য প্রদত্ত হইল :—

(ক) "স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্

গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরারনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥"

উপরিউক্ত মন্ত্র জাবালোপনিষদ্ ৪।১ ; (খ) যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ (সংখ্যা-১) (গ) পরমহংস পরিব্রাজকোপনিষদেও (সংখ্যা-২ । দুই-একটী শব্দের পাঠভেদে অনুরূপ পাওয়া যায়। মন্ত্রের অর্থ :—রাজর্ষি জনক, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"ভগবন্! সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার ও বিধি বর্ণন করুন।" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন,—"প্রথমে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন করা উচিত। অনন্তর গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের যথাযথ পালন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করা উচিত। শেষে বাণপ্রস্থ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। যদি গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবস্থাতেই সংসারের প্রতি প্রবল বৈরাগ্য উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস-গ্রহণের বিধি আছে। অথবা বৈরাগ্য প্রবল হইলে গৃহস্থাশ্রম বা বানপ্রস্থ যে কোন আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস-গ্রহণের বিধি আছে। সাঙ্গবেদ সমাপ্ত হইয়াছে বা হয় নাই, সাগ্নিক হইয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে অথবা হয় নাই, বিবাহিত অথবা বিধুর যে কোন অবস্থাতেই তীব্র বৈরাগ্য হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার বিধি আছে।

পুনঃ শুক্লযজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষদে,—

(ঘ) অথ পরিব্রাড্ বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষনো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সংন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

(ঙ) এষ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবেতি সংন্যাসো ব্রহ্ম বিদিত্যেবমেবৈষ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ১৬ ॥ ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলু শক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতত্র সর্ব্বং ভুস্বাহেত্যপ্সু পরিত্যজ্যাত্মনমন্বিচ্ছেৎ ॥১৮॥

যাঁহারা পরিব্রজা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা গৈরিক প্রভৃতি দ্বারা কাষায়িত বস্ত্র ধারণ করিয়া, মস্তক মুণ্ডন করাইয়া, অপরিগ্রহ অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্রাদির সংসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। অনন্তর বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি সাধনপূর্ব্বক দ্রোহ বর্জ্জন করিবেন এবং পবিত্র নির্জ্জনস্থানে ব্রহ্ম উপাসনা করিবেন। আতুর ব্যক্তি কেবল বাণী এবং মনের দ্বারা সন্ন্যাস করিবেন ॥ ১৫ ॥

এখন এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, সন্ন্যাসরীতি যথার্থ অথবা কল্পিত? তাহার উত্তরে বলিতেছেন,—সন্ন্যাসরীতির উদ্ভব লোকপিতামহ ব্রহ্মার দ্বারা হইয়াছে। এই সন্ন্যাস-পথ অবলম্বন করিয়া সন্ন্যাসিগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হন। অতএব সন্ন্যাস-পথ কল্পিত নহে,

যথার্থ। অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উপদেশ গ্রহণ করিয়া 'ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য'! এই সম্বোধনদ্বারা উপদেশ গ্রহণ করিলেন ॥ ১৬ ॥

তদনন্তর পরমহংসাবস্থা উপস্থিত হইলে ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিখা, বসন, জলপাত্র, কন্থা, কৌপীন এবং উত্তরীয়াদি সন্ন্যাস-লিঙ্গও পরিত্যক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

(চ) স্মৃতিতে,—

"বিরক্ত সর্ব্বকামেষু পরিব্রাজ্যং সমাশ্রয়েৎ। একাকী বিচরেন্নিত্যং ত্যক্ত্বা সর্ব্বপরিগ্রহম্। একদণ্ডী ভবেদ্বাপি ত্রিদণ্ডী বাপি বা ভবেৎ। ত্রিদণ্ডং কুণ্ডিকা চৈব ভিক্ষাধারং তথৈব চ। সূত্রং তথৈব গৃহ্যীয়ান্নিত্যমেব বহূদকঃ ঈষৎকৃত কষায়স্তু লিঙ্গমাশ্রিত্য তিষ্ঠত"—(বিষ্ণুস্মৃতি ৬।২, ১০, ১২, ১৮)।

সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কামনা হইতে বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করা উচিত। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া একলা ভ্রমণ করিবে, অযাচিতভাবে যাহা পাওয়া যায় তাহার দ্বারা অথবা ভিক্ষার দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিবে। একদণ্ড বা ত্রিদণ্ড ধারণ করিবে। বহূদক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী ভিক্ষাপাত্র, কমণ্ডলু, যজ্ঞোপবীত এবং হাল্কা রং এর গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিয়া হৃদয়ে সতত ভগবৎ চিন্তন করিবে।

(ছ) হারীৎ স্মৃতিতেও (৬।৬-৮),—

ত্রিদণ্ডং বৈষ্ণবং সম্যক্ সততং সমপর্ব্বকম্।
বেষ্টিতং কৃষ্ণ গোবালরজ্জুমচ্ছতুরঙ্গুলম্ ॥ ৬ ॥
শৌচার্থমাসনার্থং চ মুনিভিঃ সমুদাহৃতম্।
কৌপীনাচ্ছাদনং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিনীম্ ॥ ৭ ॥
পাদুকে চাপি গৃহ্নীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্।
এতানি তস্য লিঙ্গানি যতেঃ প্রোক্তানি সর্ব্বদা ॥ ৮ ॥

চার-অঙ্গুল পরিমিত কাপড় এবং কৃষ্ণ গাভীর কেশের দ্বারা নির্ম্মিত দড়ি-দ্বারা জড়ানো সমগ্রন্থীযুক্ত বাঁশের ত্রিদণ্ড ধারণ করিবে। শৌচ এবং আসনের বিচারের জন্য ঋষিগণের কথিত কৌপীন, শীত নিবারণের জন্য কন্থা এবং খড়ম (কাষ্ঠ পাদুকা) গ্রহণ করিবে। অন্য কোন বস্তু সংগ্রহ করিবে না। এইগুলি সন্ন্যাসিগণের সার্ব্বকালিক (চারিযুগের) চিহ্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

(জ) মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও কলিযুগে চারটী বর্ণের ও তদ্বহির্ভূত সাধারণ লোকেরও সন্ন্যাসের অধিকার নিরূপিত হইয়াছে :—

অবধূতাশ্রমো দেবি কলৌ সন্ন্যাস উচ্যতে।
বিধিনা যেন কর্ত্তব্যস্তং শৃণু সাম্প্রতম্ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্ব কর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যা-নিপুণাঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ ॥
ব্রাহ্ম ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রঃ সামান্য এব চ।
কুলাবধূত-সংস্কারে পঞ্চানামাধিকারিতা ॥
বিপ্রানামিতরেষাঞ্চ বর্ণীনাং প্রবলে কলৌ।
উভয়ত্রাশ্রমে দেবি! সর্ব্বেষামধিকারিতা ॥

(মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮ম উল্লাস)

হে দেবি! কলিযুগে অবধূত-আশ্রমকে সন্ন্যাস আশ্রম বলা হয়। তাহার যে বিধি তাহা শ্রবণ করুন,—সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের প্রতি বিরক্তি জন্মিলে এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে অধ্যাত্মবিদ্যাতে নিপুণ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। সন্ন্যাস-সংস্কারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বর্ণবহির্ভূত সাধারণজন—এই পাঁচপ্রকার লোকেরই অধিকার আছে। এমনকি কলি প্রবল হইলেও বিপ্র এবং অন্যবর্ণের লোকেরও সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে।

(ঝ) মনুস্মৃতিতে (১২।১০),—

বাগ্‌দণ্ডো অথ মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ।
যস্যৈতে নিহিতা বুদ্ধৌ ত্রিদণ্ডীতি স উচ্যতে ॥

কায়, বাক্ এবং মনোদণ্ড ধারণকারীকে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী বলা হয়।

(ঞ) অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে চারটী আশ্রমের উৎপত্তি-প্রসঙ্গে সন্ন্যাসের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

গৃহাশ্রমো জঘনতো ব্রহ্মচর্য্যং হৃদো মম।
বক্ষঃস্থলাদ্বনে বাসঃ সন্ন্যাসঃ শিরসি স্থিতঃ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।১৭।১৪)

আমার জানুদেশ হইতে গৃহস্থাশ্রম, হৃদয় হইতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য, বক্ষোদেশ হইতে বানপ্রস্থাশ্রম এবং উত্তমাঙ্গ মস্তক হইতে সন্ন্যাসাশ্রম উদ্ভূত হইয়াছে।

আরও দেখা যায়,—

এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং, তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।২৩।৫৭)

অবন্তীদেশীয় ভিক্ষুক বলিলেন,—অতএব আমি পূর্ব্বতম মহর্ষিগণের সেবিত

এই পরাত্মনিষ্ঠারূপ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাদ্বারাই অনন্ত অপার অজ্ঞান-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইব।

(ট) স্কন্দপুরাণে,—

শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥

ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী শিখা রাখিবেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন এবং কমণ্ডলু গ্রহণ করিবেন। তাঁহারা কষায়বস্ত্র (গৈরিক বসন) ধারণ করিবেন ও পবিত্র থাকিয়া সর্ব্বদা গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবেন।

(ঠ) পদ্মপুরাণে (স্বর্গখণ্ড আদি ৩১ অধ্যায়),—

একবাসা দ্বিবাসাথ শিখী যজ্ঞোপবীতান্।
কমণ্ডলুকরো বিদ্বাংস্ত্রিদণ্ডো যাতি তৎপরম্॥

বিদ্বান্ ত্রিদণ্ডী যতি একটী বহির্ব্বাস ও উত্তরীয় বসন, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও কমণ্ডলু ধারণ করিয়া ভগবদ্ভাবে তৎপর থাকিবেন।

(ড) শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী-কর্ত্তৃক "শ্রীহরিভক্তিবিলাসের" পরিশিষ্ট-স্বরূপ রচিত "সংস্কার-দীপিকা"-গ্রন্থে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস সংস্কার, ডোর-কৌপীন এবং কাষায়বস্ত্র-ধারণের সুস্পষ্ট বিধি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই গ্রন্থের একটী প্রাচীন পুঁথি জয়পুর রাজকীয় পুস্তকালয়ে সংগৃহীত আছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে বৈদিক সন্ন্যাসিগণের মধ্যে অধিকাংশরূপে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসই গ্রহণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ একদণ্ডও গ্রহণ করিতেন। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ এবং আগমসমূহেও সর্ব্বত্র ত্রিদণ্ড এবং কোথাও কোথাও একদণ্ড-সন্ন্যাসের বিধির উল্লেখ দেখা যায়। সন্ন্যাসীর বহূদক অবস্থায় বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ডের সহিত প্রাদেশমাত্র জীবদণ্ড সম্মিলিত হইয়া ত্রিদণ্ডে চারিটী দণ্ড একত্র সংশ্লিষ্ট থাকে। শ্রীরামানুজ এবং বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসের প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা বৈদিক প্রথা। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রচলিত একদণ্ড সন্ন্যাসও বৈদিক সন্ন্যাস। বেদবিরোধী বৌদ্ধগণের মধ্যে সন্ন্যাস-গ্রহণের রীতি প্রচলিত নাই। তাঁহারা দণ্ডাদি সংস্কারবিহীন ভিক্ষুক হইয়া থাকেন। অতএব শ্রীহকিমজীর মন্তব্য—"শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধগণের সন্ন্যাসের অনুকরণ করিয়াছেন", তাহা সম্পূর্ণ স্বকপোলকল্পিত ভ্রমপূর্ণ মন্তব্য। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

"শ্রীধাম-মায়াপুরই
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান"-প্রবন্ধের
ভূমিকা

"শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান" সম্বন্ধে অনেক দোলো মামুলী-প্রবাদ দীর্ঘকাল যাবৎ মানুষের মনে রকমারিভাবে সংশয় উৎপন্ন করিতেছে। আধুনিক শিক্ষিত-সমাজ তাঁহাদের বিভিন্ন মন্তব্য বা অনুমান-ঘটিত অনেক কথা তাঁহাদের লিখিত পুস্তকাদিতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সত্যের প্রকাশ সত্য-বস্তু স্বয়ং করেন,—"ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সমষ্টির স্বার্থকে কেন্দ্র করিয়া উদ্দেশ্য-প্রণোদিত চেষ্টার দ্বারা কল্পিত প্রমাণ দেখান—বাস্তব সত্যের অপলাপ ব্যতীত আর কিছু নয়; তাহাতে প্রতিষ্ঠার নিত্যত্ব থাকে না। পরবর্ত্তিকালে সে-সমূহেরও অস্থায়ী দশায় পরিবর্ত্তন দেখা যায়। "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" একজন উদীয়মান ব্যক্তির কল্পিত বিদ্বৎপ্রতিভার গৌরবে কোন সিদ্ধান্ত কিছুকালের জন্য লোকসমাজে প্রচলিত থাকে। সেই প্রভাব অস্তমিত দশায় অন্য এক উদীয়মানের নবোদ্ঘাটিত সিদ্ধান্ত-প্রতিভায় পূর্ব্ব theory ম্লানদশা প্রাপ্ত হয়। ইহা পরিবর্ত্তনশীল জগতে বুদ্ধিমান্ মনীষিগণ লক্ষ্য করেন।

কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর পাঁচশত পূর্ত্তিবর্ষ বিগত হইল। শ্রীগৌরানুগ জনগণের জগতে জীবদ্দশায় প্রধান সেবা হইতেছে—শ্রীগৌরনাম, গৌরধাম, গৌরকাম, গৌরশিক্ষা, গৌর-মনোঽভীষ্ট নিজ নিজ অকৈতব শুদ্ধ আচারময় আদর্শের মাধ্যমে জগতের প্রতি মহাদেশে, প্রতি বর্ষে, প্রতি প্রদেশে, গ্রামে-গঞ্জে, প্রতি ঘরে, প্রতিজনে, সকল প্রাণীর মধ্যে বিস্তার করা। আমার শ্রীগুরুবর্গ তাঁহাদের সমগ্র অপ্রাকৃত জীবনী-শক্তি এই সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে সম্পূর্ণ নিয়োগ করিয়াছেন—বিমল অকৈতব প্রাণময় আদর্শের মাধ্যমে। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র শ্রীগৌরসুন্দরকে "ছন্নঃ কলৌঃ", "ত্রিযুগ" ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন পুরাণ, তন্ত্রাদি আগম-নিগম-শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণসমূহ পাওয়া যায়। বর্ত্তমানে মুদ্রিত পুস্তকাদিতে কালপ্রভাবে প্রমাণগুলি উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ব্যক্তিত্বের কবলে লুপ্তদশায় পরিণত হইয়াছে—"কালেন লুপ্তা"। শাস্ত্রকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্য-গোস্বামিগণ তাঁহাদের গ্রন্থাবলীতে ভূরি ভূরি শাস্ত্র-প্রমাণ আমাদের মঙ্গলের জন্য উদ্ধার করিয়া দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু আধুনিক সংস্করণগুলিতে সেই প্রমাণগুলি

কেন পাওয়া যায় না, সে-বিষয়ে অপহৃত মহাসম্পদগুলির অনুসন্ধান সম্বন্ধে মূল আসামীদের কোন মৌলিক সন্ধান এ যাবৎ হয় নাই।

বর্ত্তমানে কোন অবাঙ্গালী সম্পাদক-কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও মুদ্রিত ভবিষ্য-পুরাণে অনেক কথা পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র, ঊর্দ্ধাম্নায়-সংহিতা, অনন্ত-সংহিতা, শ্রীচৈতন্যোপনিষদ, কৃষ্ণ-যামল, শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণু-সহস্রনাম, রাধাসহস্রনাম প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সম্বন্ধে প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণম্"—ভাগবতে এই গৌর-রহস্য রহিয়াছে, "নানাতন্ত্র-বিধানেন" ইত্যাদি বাক্যেও। বিভিন্ন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ বিদ্বৎপ্রতিভায় এইসকল শাস্ত্র-বাক্যের প্রচুর অধ্যয়ন ও টীকা-টিপ্পনী করিয়াছেন; অথচ শ্রীগৌরাবতারের কথা তাঁহাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয় নাই; এই অবতারের ছদ্মতা বা গূঢ়ত্ব সংরক্ষণের জন্যই তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশিত হয়েন নাই। সেইজন্য শ্রীগৌরপার্ষদ-প্রবর শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদ বলিয়াছেন,—"অনাবেদ্যং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তিনিপুণৈঃ"—অর্থাৎ তাঁহার কৃপা ব্যতীত কেহ তাঁহাকে জানিতে পারেন না।

শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ কৃষ্ণসন্দর্ভে "যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি" বাক্যে শ্রীগৌর-তত্ত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীল স্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী, শ্রীল জীব গোস্বামী, শ্রীল কবি কর্ণপূর, শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি মহাজনগণের বাক্যে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা সম্বন্ধে অসংখ্য প্রমাণ-বাক্য থাকা সত্ত্বেও মানুষের মনে এত সংশয় কেন? এই প্রশ্নের উত্তরও শাস্ত্রে দিয়াছেন,—সুধীজনই ভাগ্যচক্ষে তাহা দেখিতে পান।

"ছন্নাবতার" শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং আপনাকে ভক্তভাবের স্বরূপ দেখাইয়া যেরূপ স্বীয় পরমোপাস্য রূপ গোপন করিয়াছেন, তদ্রূপ তাঁহার ধামও 'ছন্নরূপে' অবস্থিত থাকিয়াও ভাগ্যবান্ সত্যানুসন্ধিৎসু উপাসকের হৃদয়ে ও বাহ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকেন। যাঁহারা অবান্তর উদ্দেশ্য-প্রণোদিত সুবিধাবাদী হইয়া সত্যের অপলাপ করিয়া যাত্রী-সাধারণকে ভ্রান্ত-পথে ভ্রান্ত নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের বিষ্ণুমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সত্যদ্রোহিতাই করিতেছেন। তাঁহারা অনেকে সত্য তথ্য অবগত হওয়া সত্ত্বেও "সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ" বিচারে যতই বিপরীত আচরণ করুন না কেন, সত্যবস্তু কখনও অসত্য হয় না। বিশ্বের নির্ম্মৎসর সজ্জন-চক্ষে অধিকতররূপে তাঁহার সত্য-মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে। আমরা

চাই না, আমাদের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শাস্ত্র-সিদ্ধ, মহাজন-সিদ্ধ, প্রাচীন ঐতিহ্য-সিদ্ধ, জন্মস্থান শ্রীমায়াপুর-স্থানকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রভুর অবাঞ্ছিত কোন পত্র-পত্রিকা বা পুস্তিকা ছাপাইয়া প্রতিবাদ-বিবাদে নিযুক্ত হইতে। উদীয়মান সূর্য্যকে কখনও কাহারও চেষ্টায় উদিত হইতে হয় না; তিনি স্বয়ং উদিত হন। তদ্রূপ শ্রীধাম মায়াপুরের ক্ষেত্রেও কখনও 'প্রাচীনাদি' শব্দ প্রয়োগ করিয়া কৃত্রিম চেষ্টায় তাহার সত্যত্ব প্রতিপাদন করা যাইবে না। বরং সুধীজন সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা অপ্রাচীনকে 'প্রাচীন' বিশেষণ দিয়া কৃত্রিম অলঙ্কারে সজ্জিত করিবার মাধ্যমে দিব্য স্বতঃসিদ্ধ সত্যের অলঙ্কারে ভূষিত "শ্রীধাম মায়াপুরকে" আবরণ করিয়া অসত্যকে প্রতিপাদনের চেষ্টা মাত্র।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিরপেক্ষ সত্যের প্রতিপাদক ছিলেন। তিনি পরম সহিষ্ণু ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বলিয়া সর্ব্বজনবিদিত ছিলেন। তিনি যে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণায় তাঁহার জন্মস্থান এবং নবধা ভক্তির পীঠস্থান নয়টী দ্বীপ-সমন্বিত নবদ্বীপ-ধাম প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অদম্য প্রাণকোটি শক্তির পরিণামরূপে আমাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত সাধনার ফলরূপে পাইবার সৌভাগ্য হইয়াছে। বিগত ৩৫০ বৎসর পরে নবদ্বীপ-পরিক্রমার পদ্ধতি তিনিই শ্রীগৌরহরি ও তৎপরিকরগণ-কর্ত্তৃক অনুপ্রেরিত হইয়া পুনঃ-প্রচলিত করিয়াছিলেন। নিত্যসিদ্ধ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল চৈতন্যদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভগবানদাস বাবাজী মহারাজ ও তৎকালীন অখণ্ড বঙ্গের খ্যাতনামা রাজা, জমিদার, মহামহোপাধ্যায় বিখ্যাত পণ্ডিত-সমাজ এবং অন্যান্য নব্য-শিক্ষিত শীর্ষস্থানীয়গণ সকলেই তাঁহাকে ঈশ্বরেচ্ছায় এই মহৎ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লুপ্ত গৌরজন্মস্থান বাংলার ১৩০০ সালে প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীবিগ্রহ প্রকটকালে যে বিরাট মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহাতে ভারতের বিভিন্ন স্থানের বিশিষ্ট মনীষিগণ যোগদান করিয়া উক্ত মহোৎসব সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই বৎসরও পঞ্চশতপূর্ত্তি বর্ষের ন্যায় অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়াছিল এবং উপস্থিত প্রতিটি দর্শনার্থীই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। সেকালে এই মায়াপুর সম্বন্ধে দ্বিতীয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী-দল ছিল না; এই শ্রীমায়াপুরকেই প্রভুর জন্মস্থান বলিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের কণ্ঠে জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইয়াছিল। সেইসব প্রাচীন রেকর্ড প্রয়োজনে প্রদর্শিত হইতে পারে। ঐ সময়ে শ্রীল

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে মহৎ সেবাকার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহার বিরোধিতা করা দূরে থাকুক, বরং শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্ব্বিশেষে সকলেই আনন্দিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং তৎসহযোগী মহামনীষিগণের প্রশংসায় মুখরিত হইয়াছিলেন। সেকালে দ্বিতীয় নকল কোন 'প্রাচীন মায়াপুরের' সৃষ্টির নামগন্ধও ছিল না।

পরবর্ত্তিকালে আমাদের পরমারাধ্য গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের (শ্রীল প্রভুপাদ) সময়ে ব্রজমোহন দাস বাবাজী (শ্রীহট্টিয়া) শ্রীমায়াপুরে কোন নারীকে সঙ্গে লইয়া মঠের সংলগ্ন কোন গৃহে আশ্রয়প্রার্থী হইলে শ্রীল প্রভুপাদ 'ত্যাগীর পক্ষে স্ত্রীলোক সঙ্গী রাখা শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ'—এই বিচারে আশ্রয় দিতে অপারগ হওয়ায় যত বিপরীত চেষ্টার কারণ ঘটিয়াছিল। শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত বাবাজীকে স্ত্রীলোকহীন হইয়া একাকী মঠে অবস্থান করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করিলে, তিনি স্ত্রীলোকবিহীন হইয়া থাকিতে পারিবেন না বলিয়া মত প্রকাশ করেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া 'দ্বিতীয় মায়াপুর' সৃষ্টি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন।

সেই বাবাজী মহাশয় শহর-নবদ্বীপের কতিপয় স্বার্থপর বিরোধী ব্যবসায়ী-মহলে এবং তজ্জাতীয় ত্যাগী-সম্প্রদায়ের নিকট কান্নাকাটি করিয়া রামচন্দ্রপুর নকল-মায়াপুরকে "প্রাচীন" বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়া যাহাতে আসল মায়াপুরের মহিমা লুপ্ত বা খর্ব্ব করা যায় সেজন্য অনুরোধ করাতে তাহারা উক্ত বাবাজী মহাশয়ের কার্য্যে সহায়তা করিতে সম্মত হন। সেজন্য তাহারা রামচন্দ্রপুর লালাবাবুদের কাছাড়ীবাড়ির সংলগ্ন একটী স্থান সংগ্রহ করিয়া নিমাইয়ের জন্মস্থান, নাড়ীপোতা স্থান ইত্যাদি নামকরণপূর্ব্বক একটী শিশু নিম্ববৃক্ষ রোপণ করিয়া মায়াপুরের গৌর-সূতিকা-গৃহের ন্যায় ছোট একটী সিমেন্টের চালাঘর প্রভৃতি নকল প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি করেন। সুতরাং এখন সত্যের প্রতিযোগী স্বার্থান্বেষীদের অপচেষ্টার কিছুটা সাফল্য লাভ হওয়ায় তাহারা অতি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া অনেক কিছু বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছেন এবং আরও কিছু করিবেন বলিয়া আস্ফালন করিতেছেন। এই ব্যাপারে ৫০/৫৫ বৎসর পূর্ব্বে বহু মামলা-মোকদ্দমা হইয়াছে এবং ঐ স্থানে "প্রাচীন মায়াপুর" নামে জাকঘর সৃষ্টির জন্য বহু চেষ্টাও হইয়াছে। কিন্তু তৎকালীন নিরপেক্ষ সরকারপক্ষ তাহা আদৌ সমর্থন করেন নাই। মামলায় উচ্চ আদালতের (**High Court**) রায় অনুযায়ী এপারেই (গঙ্গার পূর্ব্বপারে) "শ্রীমায়াপুর"

নামে ডাকঘর থাকিয়া গেল। উহারা এপারে "মিঞাপুর ডাকঘর" নামকরণের বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। এস্থানকে 'মিঞাপুর' প্রতিপাদন করিতে পারিলে তাহাদের স্বার্থ চরিতার্থ হইত। কিন্তু কেহই ত' কখনও ঐ শব্দ ব্যবহার করেন না, এমন কি মুসলমানেরাও করেন না। বিগত ৮০/৯০ বৎসরের মধ্যে এই শ্রীমায়াপুরে যত শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের সমাগম এবং মহদনুষ্ঠান হইয়াছে তাহা একটী বিরাট ইতিহাস। এ বিষয়ে উহাদের মাৎসর্য্য এই যে, প্রতি বৎসর এখানে প্রায় দশ কোটি যাত্রীর সমাগম হয়।

বলিতে দুঃখিত হই,—কিছুদিন পূর্ব্বে নূতন সৃষ্ট কোন একখানি দৈনিক পত্রিকায় ওদের পক্ষীয় জনৈক ঘোষাল মহাশয় একটী প্রবন্ধে এখানকার ইতিহাস-বিরুদ্ধ অবান্তর কতকগুলি আজে বাজে কথা লিখিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। আমি সংক্ষেপে কয়েকটী কথা উল্লেখ করি,—তাহাতে সুধী সমাজ নিরপেক্ষ বিচার করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উক্ত লেখক কতদূর ভ্রম, প্রমাদাদি বিপরীত দোষযুক্ত। তিনি লিখিয়াছেন—"ইস্‌কন্ সৃষ্টির পর মিঞাপুর 'মায়াপুর' হইয়াছে। ইস্‌কনস্থ "অচ্যুতানন্দ"-নামক একটী সাহেব মায়াপুর সৃষ্টির ব্যক্তিবিশেষ।" সকলেই জানেন, ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা—বিশ্ববিশ্রুত শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ। তাঁহার একটী নগণ্য পাশ্চাত্য শিষ্য এই অচ্যুতানন্দ। প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ তাঁহার শ্রীগুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর এবং পরম-গুরুদেব শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মঙ্গলময় কীর্ত্তি প্রসার করিবার জন্য এখানে শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয়-মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীমায়াপুরের অলৌকিক মহিমা প্রসার ও প্রচার করিয়া শ্রীধামের প্রভূত মহিমা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিস্তার করিয়াছেন। আজ এখানে পৃথিবীর সকল স্থান হইতে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে। তাঁহাদের মধ্যে বহু প্রতিভাশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিও থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে অধিকাংশই সত্যের অনুসন্ধান করিবার পক্ষপাতী। তাহারা শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ লোক, ভুলক্রমেও কখনও "প্রাচীন মায়াপুরের" নামগন্ধ করেন না; কিংবা ঐরূপ একটী স্থান, তাহা স্মৃতিতে আদৌ আনেন না বা জানেন না।

উক্ত অচ্যুতানন্দ ওখানে ১৪/১৫ বৎসর পূর্ব্বে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীঘোষাল মহাশয় কত বড় ভ্রান্ত তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন যে, মিঞাপুরকে "মায়াপুর" করিয়াছেন ইস্‌কনের সৃষ্টিকারী অচ্যুতানন্দ সাহেব। তিনি জানেন না, ইস্‌কনের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? লুপ্ত শ্রীমায়াপুরের পুনঃ প্রকাশ

কোন্ মহাজন-কর্ত্তৃক হইয়াছিল—কত পূর্ব্বে ? ইহারাই এখন বড় বড় লেখার বিদ্বেষমূলে এইসব সাধারণ ইতিহাস-জ্ঞানহীন অনুচানমানী ব্যক্তিসকল মহাজনবাক্য অগ্রাহ্য করিয়া 'অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী' কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখক সাজিয়া বসিয়াছেন। জানিনা, কি-প্রকারে ইহারা দুঃসাহসের পরিচয় দিতে গিয়া বেপরোয়া অসত্যের সৃষ্টি করিয়া অনভিজ্ঞ লোকগুলিকে ভ্রান্ত-পথের নির্দ্দেশ দিতেছেন ? পত্রিকা-কর্ত্তৃপক্ষও যেন সব জানিয়াও জানেন না। তাঁহারা ভ্রান্ত মতবাদীদের পোষক হইলেন কি করিয়া তাহা চিন্তা করিয়া স্থিরচিত্তে বুঝিয়াছি, ইহা যে ঘোর কলিকাল ; সুতরাং সেই পক্ষের অনুগত লোকও থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? লেখক মহাশয় খুব আত্মতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে কতদূর শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি অকপট প্রাণতার নিষ্ঠা, তাহা গৌরকৃষ্ণই জানেন।

পরিশেষে সকলের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে,—শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রধান শিক্ষা "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"—এই শ্রীগৌর-শিক্ষাকে জীবাতু করিয়া যেন বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদের প্রখর ধ্বনিতে অসহিষ্ণু হইয়া বিরুদ্ধবাদীদের ন্যায় অপরাধপূর্ণ তাণ্ডবনৃত্যে প্রমত্ত না হই এবং আমার বিশ্বব্যাপী বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের মহদাশয়বান জনগণও যেন এই তুচ্ছ কার্য্যে প্রবৃত্ত না হ'ন। আমাদের ঐরূপ শ্রীগৌর-মনোহভীষ্টের প্রতিকূল কার্য্যে সময় দিবার অবকাশ নাই। শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের ভাষায়, "হে সাধব সকলমেব বিহায় দূরাৎ, চৈতন্যচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্"—এই মন্ত্রে আমরা যেন নিজেদের সর্ব্বাত্ম নিয়োগ করিতে পারি। সেজন্য সকলের কাছে সকাকু বিনীত প্রার্থনা জানাইতেছি।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

———

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পঞ্চশতবর্ষ আবির্ভাবপূর্ত্তি উৎসবে ভারতের
মাননীয় আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেন এবং
মণিপুরের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীতম্পক সিংহের

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগমন

বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে নদীয়াবাসীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশততম আবির্ভাব-পূর্ত্তি উৎসবের আয়োজন চলিতেছে এবং সারা ভারতে গৌরভক্তবৃন্দ তাহার আস্বাদন করিতেছেন। নবদ্বীপের প্রায় সব মঠ-মন্দির এই আয়োজনে ব্যস্ত। সরকারী তরফে পদস্থ অফিসারবৃন্দ ঘন ঘন সভা করিতেছেন—কিরূপে এই বিরাট ব্যাপারে ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করিবেন। প্রথম প্রয়োজন—অস্থায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা, দ্বিতীয়—পানীয় জল সরবরাহ, তৃতীয়—রাস্তাঘাটের সংস্কার ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা, গঙ্গা পারাপারের ব্যবস্থা ও সর্ব্বশেষ স্বাস্থ্যরক্ষা। সরকারী অফিসারগণ এ বিষয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। সকল মঠের পরিচালকগণকে লইয়া আলোচনা চলিতেছে। আলোচনা-সভায় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ ভাষণ দিলেন। একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,—"এত চিন্তার প্রয়োজন নাই, যাঁহার ব্যবস্থা তিনিই সমস্ত ঠিক করিয়া লইবেন; আমরা এ বিষয়ে যতই আলোচনা করিব ততই বিষয়টী জটীল আকার ধারণ করিবে।" এইরূপে শ্রীগৌর-জন্মোৎসবের মহাপবিত্র দিন সমুপস্থিত। প্রত্যহই প্রভাতে এবং সায়ংকালে কীর্ত্তনদল লইয়া স্থানীয় যুবকবৃন্দ ও সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণ নগর কীর্ত্তনের দ্বারা নদীয়ার পথ পরিক্রমা চলিতে লাগিল।

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভক্তবৃন্দ একত্রিত হইয়াছিলেন এবং সাতদিনব্যাপী পরিক্রমা হয়। প্রত্যহ উষঃকালে মঙ্গলারতি, হরিনাম সংকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষরূপে পূজা-হোম-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হয়। মহারাজগণ সনাতন ধর্ম্মের বাণী বিশেষভাবে সমবেত ভক্তগণের নিকট বুঝাইয়া দেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে ভক্তবৃন্দ গৌড়ীয় মঠে একত্রিত হইয়াছিলেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাঁচশত বর্ষপূর্ত্তি উৎসবে যোগদানপূর্ব্বক তাঁহার অপ্রাকৃত শিক্ষামৃত আস্বাদনের নিমিত্ত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই ধরাধামে আবির্ভাব—একটী বিশেষ সময় এবং স্থান

লইয়া চিহ্নিত ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে জানিতে পাই—তিনি সর্ব্বজাতির মধ্যে নাম-বিতরণ এবং কলিহত জীবের উদ্ধারের একটী সহজ পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদর্শিত এই পথ অনুসরণ করিলে জাগতিক কোলাহল, পারস্পরিক ভেদাভেদ এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কিছুই সংঘটিত হইত না।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি বর্ত্তমানে সারা ভারতে অষ্টাদশটী শাখামঠ স্থাপন করিয়াছেন। এই শাখামঠগুলির মাধ্যমে নাম-প্রচার চলিতেছে। পারমার্থিক জাতিগঠনের শিক্ষার জন্য এই সমিতির অক্লান্ত কর্ম্মীবৃন্দ শহরে-গ্রামে-গঞ্জে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত বাণী প্রচার করিয়া যাইতেছেন। প্রায় বাটলক্ষ শুশ্রূষু নর-নারী এই মহা পবিত্র নামে আকৃষ্ট। দাতব্য চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে অসহায় রোগীদের সেবা, সংস্কৃত প্রচারের জন্য চতুষ্পাঠী, দেশ-বিদেশ ভ্রমণের জন্য ভক্তবৃন্দ লইয়া বিভিন্ন ধামও তীর্থস্থানগুলি দর্শন করান, মেধাবী দরিদ্র ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের ধর্ম্মপথে লইয়া আসা এবং দরিদ্র অসহায়গণকে প্রসাদদান করা —এই সমস্ত বিশেষ কর্ম্ম লইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ অগ্রসর হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পাঁচশততম আবির্ভাবপূর্ত্তি উৎসবে যে ভক্তবৃন্দ যোগদান করেন তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভারতের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন ও মণিপুর রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীতম্পক সিংহ। তাঁহারা শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইয়া ভক্তবৃন্দের উদ্দেশ্যে সুললিত ভাষণ দান করেন। ভক্তগণের পরিক্রমা টি. ভি. তে কলিকাতা কেন্দ্র হইতে প্রদর্শিত হয়। প্রত্যহ শ্রীসমিতির সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ-মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত জীবনী ও শিক্ষামৃত এবং ভাগবত-ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন।

অত্রসহ পাঠক-পাঠিকাগণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপসচিবের লিখিত পত্র-সম্বলিত এই প্রতিবেদন প্রকাশ করিলাম।

—শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায়
চারিচারাপাড়া, নবদ্বীপ

মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের উপসচিবের প্রশংসাসূচক অভিমত



পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাকরণ

স্বরাষ্ট্র বিভাগ

শ্রীগৌরাঙ্গের অশেষ করুণায় শ্রীধামনবদ্বীপে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠটী সপরিবারে দেখার এবং সেখানে থাকার সৌভাগ্য কয়েকবার হয়েছে। মঠটীর অবস্থিতি এবং এখানকার মন্দিরটী সত্যই সুন্দর। মন্দিরের বিগ্রহগুলি —বিশেষ করে শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্বেতপ্রস্তরমূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রতিষ্ঠাতা গুরুদেব শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের সমাধি মন্দিরটী এবং সেখানকার গুরুদেবের মূর্ত্তিটীও খুবই সুন্দর। শিষ্যবর্গ এবং অতিথিবৃন্দের জন্য এঁদের বিরাট অতিথিভবনটি এবং সেখানকার সুযোগ-সুবিধা সত্য সত্যই মনোমুগ্ধকর। শিষ্যদের এবং অতিথিদের প্রসাদ পাওয়ার জন্য যে বিরাট অথচ সুব্যবস্থা আছে তা প্রশংসা পাবার মত। এঁদের নিজস্ব ছাপাখানা, হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় এবং সংস্কৃত চতুষ্পাঠী, শিশু-পাঠাগার, ভাগবত শিক্ষাকেন্দ্র, সাধারণ পাঠাগার স্থানীয় জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য তথা ধর্ম্মও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা পালন করছে।

সারা ভারতে এঁদের ১৮টী শাখা বর্ত্তমানে আছে। সেখান থেকে হিন্দু তথা বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে মহান্ বাণী প্রতিনিয়ত এঁরা প্রচার করছেন, আণবিক বিভীষিকার জগতে তা হয়ত একদিন শান্তির ললিতবাণী বলে স্বীকৃতি লাভ করবে।

এবছর দোলপূর্ণিমায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের ৫০০ বছর পূর্ত্তি উৎসবে শ্রীনবদ্বীপ-ধামের মধ্যে এঁরা যে বিরাট আয়োজন করেছিলেন—যেখানে ভারতের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅশোক কুমার সেন এবং মণিপুরের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীতম্পক সিং যে সুললিত ভাষণ দিয়েছিলেন এবং ঐ উৎসব উপলক্ষে সারা দেশ থেকে আগত প্রায় ১,০০,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল তা সত্যই বিস্ময়কর

এবং এই বিরাট উৎসব সুপরিচালনার জন্য শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মাননীয় সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ এবং সহ-সচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারা যায় না। উপস্থিত মন্ত্রীদ্বয়কে অভ্যর্থনার সুব্যবস্থার জন্য নবদ্বীপধামের স্থানীয় অধিবাসী ধর্মপ্রাণ শ্রীনীলমণি মুখোপাধ্যায় মহাশয়কেও ধন্যবাদ জানাতে হয়।

সবশেষে, নিজে সারাজীবন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে এবং অসংখ্য সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে লিপ্ত থেকে যে যৎসামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠের পরিচালক মণ্ডলীর মহান্ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতি আমি নিজে অত্যন্ত অনুরক্ত এবং তাঁদের সেবাকার্য্যে অত্যন্ত মুগ্ধ। একথা স্বীকার করতে আমার কোন সঙ্কোচ নেই।

এঁদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কামনা করে নিজেকে ধন্য মনে করি।

তারিখ,
পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ,
কলিকাতা— ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৮৬

স্বাঃ—**সুধাংশুশেখর গায়েন।**
উপ-সচিব
স্বরাষ্ট্র বিভাগ।
S. S. GAYEN
Deputy Secretary
Home (P & A R) Dept.
Govt. of West Bengal

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

১৮ই আশ্বিন, ৫ই অক্টোবর, ১৯৮৭

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

গৌড়ীয়-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুচারুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ৪ বামন, সঙ্কর্ষণ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৩৯৪, ইং ১৫।৬।৮৭ | ৪র্থ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীপ্রহ্লাদ-কৃতম্ শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম কৃষ্ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রথমেঽংশে বিংশেঽধ্যায়ে]

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ,—

১। ওঁ নমঃ পরমার্থার্থ স্থূলসূক্ষ্মাক্ষরাক্ষর।
ব্যক্তাব্যক্ত কলাতীত সকলেশ নিরঞ্জন ॥ ৯ ॥

[পরমবুদ্ধিমান্ শ্রীপ্রহ্লাদ একাগ্রমতি, অব্যগ্র ও কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া পুনর্ব্বার অনাদি শ্রীপুরুষোত্তমের স্তব করিতে লাগিলেন,—]

শ্রীপ্রহ্লাদ কহিলেন,—হে পরমার্থ! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা তোমাকে নমস্কার; হে অর্থ! তোমাকে নমস্কার। হে স্থূল! তোমাকে নমস্কার;

হে সূক্ষ্ম! তোমাকে নমস্কার। হে ক্ষর! তোমাকে নমস্কার; হে অক্ষর! তোমাকে নমস্কার। হে ব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অব্যক্ত! তোমাকে নমস্কার। হে কলাতীত! তোমাকে নমস্কার; হে সকল! তোমাকে নমস্কার। হে ঈশ! (নিয়ামক!) তোমাকে নমস্কার; হে নিরঞ্জন! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

২। গুণাঞ্জন গুণাধার নির্গুণাত্মন্ গুণস্থির।
মূর্ত্তামূর্ত্ত মহামূর্ত্তে সূক্ষ্মমূর্ত্তে স্ফুটাস্ফুট ॥ ১০ ॥

হে গুণাঞ্জন! (স্বকীয় সত্তা-প্রকাশদ্বারা গুণসকলের অনুরঞ্জক!) তোমাকে নমস্কার। হে গুণাধার! তোমাকে নমস্কার। হে নির্গুণাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। হে গুণস্থির! তোমাকে নমস্কার। হে মূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে অমূর্ত্ত! তোমাকে নমস্কার; হে মহামূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার; হে সূক্ষ্মমূর্ত্তে! তোমাকে নমস্কার। হে স্ফুট! (ভক্তগণের নিকট প্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার; হে অস্ফুট! (অন্যের পক্ষে অপ্রকাশস্বরূপ!) তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥

৩। করাল-সৌম্য-রূপাত্মন্ বিদ্যাবিদ্যালয়াচ্যুত।
সদসদ্রূপ সদ্ভাব সদসদ্ভাব-ভাবন ॥ ১১ ॥

হে করালরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে সৌম্যরূপ! তোমাকে নমস্কার। হে আত্মস্বরূপ! তোমাকে নমস্কার; হে বিদ্যাবিদ্যালয়! তোমাকে নমস্কার। হে অচ্যুত! তোমাকে নমস্কার, হে সদসদ্রূপ-সদ্ভাব! (কার্য্য-কারণের উৎপত্তিস্থান!) তোমাকে নমস্কার; হে সদসদ্-ভাবভাবন! (কার্য্য-কারণের পালক!) তোমাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

৪। নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাত্মন নিষ্প্রপঞ্চমলাশ্রিত।
একানেক নমস্তুভ্যং বাসুদেবাদিকারণ ॥ ১২ ॥

হে নিত্যানিত্য-প্রপঞ্চাত্মন্! তোমাকে নমস্কার; হে নিষ্প্রপঞ্চ! তোমাকে নমস্কার। হে অমলাশ্রিত! (বিশুদ্ধজ্ঞানিজনাশ্রিত!) তোমাকে নমস্কার। হে এক! (সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত!) তোমাকে নমস্কার। হে অনেক! (এক হইয়াও কায়ব্যূহ বিস্তারকারী!) তোমাকে নমস্কার। হে বাসুদেব! তোমাকে নমস্কার। হে আদিকারণ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

৫। যঃ স্থূল-সূক্ষ্মঃ প্রকটঃ প্রকাশো, যঃ সর্ব্বভূতো ন চ সর্ব্বভূতঃ।
বিশ্বং যতশ্চৈতদবিশ্বহেতোর্নমোঽস্তু তস্মৈ পুরুষোত্তমায় ॥ ১৩ ॥

যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, প্রকট ও প্রকাশ-স্বরূপ, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব সৃষ্ট, সেই পুরুষোত্তমকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

৬। দেব প্রপন্নার্ত্তিহর প্রসাদং কুরু কেশব।
অবলোকন-দানেন ভূয়ো মাং পাবয়াচ্যুত ॥ ১৬ ॥

(শ্রীপ্রহ্লাদ তদ্গতচিত্তে স্তব করিতে থাকিলে ভগবান্ পীতাম্বরধারী হরি আবির্ভূত হইলেন ; তাঁহাকে অবলোকনমাত্র সসম্ভ্রমে উত্থিত হইয়া গদ্গদস্বরে বলিতে লাগিলেন,—)

হে দেব ! শরণাগতের দুঃখহারি কেশব ! প্রসন্ন হও ; হে অচ্যুত ! পুনশ্চ দর্শন দিয়া আমাকে পবিত্র কর ॥ ১৬ ॥

৭। নাথ ! যে যে নিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ ১৮ ॥

(শ্রীভগবান্ প্রহ্লাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিতে বলিলে প্রহ্লাদ কহিলেন,—) হে নাথ অচ্যুত ! যে যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই দেহেই যেন তোমার প্রতি আমার সর্ব্বদা ঐকান্তিকী ভক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

৮। যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু ॥ ১৯ ॥

অবিবেক (বিষয়াসক্ত) ব্যক্তিদিগের বিষয়ভোগে যেমন অবিচালিত প্রীতি বর্ত্তমান, তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি অপসৃত না হউক ; অথবা হে লক্ষ্মীপতে ! তোমার অনুস্মরণাসক্ত আমার হৃদয় হইতে জড় বিষয়প্রীতি নির্গত হউক ॥ ১৯ ॥

৯। কৃতকৃত্যোঽস্মি ভগবন্ বরেণানেন যৎ ত্বয়ি।
ভবিত্রী ত্বৎপ্রসাদেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ॥ ২৬ ॥

("আমার প্রতি তোমার ভক্তি ত' আছেই পুনর্জ্জন্মেও এইরূপ থাকিবে, আমার অনুগ্রহে তোমার সকলই সিদ্ধ হইবে" ভগবান্ ইহা বলিলে প্রহ্লাদ কহিলেন,—) হে ভগবন্ ! আমি কৃতার্থ হইয়াছি যে, তোমার প্রসাদে আমার তোমার প্রতি অচলা ভক্তিলাভ হইবে ॥ ২৬ ॥

১০। ধর্ম্মার্থ-কামৈঃ কিং তস্য মুক্তিস্তস্য করে স্থিতা।
সমস্ত-জগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থিরা ত্বয়ি ॥ ২৭ ॥

হে ভগবন্! ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদির প্রয়োজন কি? তুমি সমস্ত জগতের মূল; তোমার প্রতি যাঁহার স্থিরভক্তি থাকে, মুক্তি তাঁহার করস্থিত—করতলগত ॥ ২৭ ॥

১১। যস্ত্বেতচ্চরিতং তস্য প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
শৃণোতি তস্য পাপানি সদ্যো গচ্ছন্তি সংক্ষয়ম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রহ্লাদং সকলাপৎসু যথা রক্ষিতবান্ হরিঃ।
তথা রক্ষতি যস্তস্য শৃণোতি চরিতং সদা ॥ ৩৯ ॥

যে ব্যক্তি মহাত্মা প্রহ্লাদের এই চরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ সদ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। শ্রীহরি প্রহ্লাদকে যেমন সকল বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি সর্ব্বদা তাঁহার চরিত্র পাঠ ও শ্রবণ করেন, তাঁহাকেও সেইরূপ রক্ষা করেন ॥ ৩৬, ৩৯ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৮৮ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম-বৃষ্টি

প্রথম-ধারা

ভাবভক্তিবিচার

প্রেমভক্তিই সাধনভক্তির ফল। প্রেমভক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম (১)। প্রেমকে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণস্বরূপ বলা যায়। ভাব বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, রুচিদ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তিসামান্যলক্ষণে কৃষ্ণানুশীলনকার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে, সেই অবস্থাকে

প্রেমভক্তির দ্বিবিধ অবস্থা

(১) ক্লেশঘ্নী শুভদা মোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী চ সা ॥
ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজমবিদ্যা চেতি তত্ত্রিধা।
অপ্রারব্ধং ভবেৎ পাপং প্রারব্ধং চেতি তদ্বিধা ॥

ভাব বলা যায় (১)। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশরূপ, কিন্তু মনোবৃত্তিগত হইয়া প্রকাশ্যরূপে ভাসমান হয়। এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদস্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি বিষয়াস্বাদের হেতুরূপে প্রতিপন্না। এস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, রতি চিত্তত্ববিশেষ জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয়। বদ্ধ-জীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিদ্বিভাগগত ভাবের জড়-সম্বন্ধীয় বিকৃতিমাত্র। জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয়, তখন ঐ রতি সম্বিদংশে ভগবৎ-সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয়-সকলের আস্বাদনের হেতু হয়। তৎকালেই হ্লাদিনী অংশে স্বয়ং আহ্লাদ প্রদান করে। রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজস্বরূপ। রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আসিয়া সহায়তা করে, তখন ভাবযোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেমবৃক্ষকে প্রকট করে। রসতত্ত্ববিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ভাব ও প্রেম বা রতি

রতিই প্রেমকল্পতরুর বীজ

দুর্জাত্যারম্ভকং পাপং যৎ স্যাৎ প্রারব্ধমেব তৎ।
শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা॥
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদ্যাখ্যাতানি মনীষিভিঃ।
সুখং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি তত্রিধা॥
মনাগেব প্ররূঢায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥
সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হৃদ্বিধা চাস্যদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা॥
ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥
কৃত্বা হরিং প্রেমভজং প্রিয়বর্গসমন্বিতম্।
ভক্তির্যশীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী মতা॥
অগ্রতো বক্ষ্যমাণায়াস্ত্রিধা ভক্তেরনুক্রমাৎ।
দ্বিশঃ ষড়্‌ভিঃ পদৈরেতন্মাহাত্ম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ১ম লঃ

(১) শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪র্থ লঃ
আবির্ভূয় মনোবৃত্তৌ ব্রজন্তী তৎস্বরূপতাম্।
স্বয়ং প্রকাশমানাপি ভাসমানা প্রকাশ্যবৎ॥
বস্তুতঃ স্বয়মাস্বাদস্বরূপৈব রতিস্ত্বসৌ।
কৃষ্ণাদিকর্ম্মকাস্বাদহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৪র্থ লঃ

রতিই প্রেমের অত্যন্ত সূক্ষ্মাংশবিশেষ, যাহা হইতে আর কোন স্বরূপগত সূক্ষ্মাংশ নাই। শতসংখ্যক অঙ্কে যেমন এক একটী অখণ্ডিত অতি সূক্ষ্ম বিভাগ (ইংরাজী ভাষায় unit বলে), প্রেমতত্ত্বে রতি তদ্রূপ একটী অখণ্ডিত সূক্ষ্ম বিভাগ। সাধনভক্তিতে রুচি, শ্রদ্ধা, আসক্তি প্রভৃতি যে-সকল ভাব দেখা গিয়াছিল, সে-সকল এক অঙ্গস্থলীয় রতির ভগ্নাঙ্কবিশেষ। সাধনাঙ্গে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, সে শ্রদ্ধা ও রুচি রতিরই ভগ্নাঙ্ক বটে, কিন্তু ঐ ভগ্নাঙ্কের প্রতিবিম্বিত ভাব। নীতিবিরুদ্ধ-জীবনে রতির ভগ্নাঙ্কসকল অত্যন্ত বিকৃত। নৈতিক জীবনে উহারা কিয়ৎ পরিমাণে বিধিবদ্ধ। সেশ্বরনৈতিকজীবনে তাহারা অধিকতর বিধিবদ্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃতপ্রায়। সাধনভক্ত জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় তাহা পূর্ণাঙ্ক নয়। ভাগবতজীবন উদিত হইলেই একাঙ্কস্থলীয় রতি উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয়। প্রাপ্তরতি পুরুষের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চসম্বন্ধ থাকে। প্রপঞ্চোন্মুখতাই রতির বিকৃতি। ঈশোন্মুখতাই তাহার বিকৃতিমুক্তি বা স্বীয় প্রকৃতি।

রতি প্রেমের সূক্ষ্মাংশ

রতির বিকৃতি ও স্বীয় প্রকৃতি

রতি বা ভাব দুইপ্রকার, যথা :—

১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব, ২। প্রসাদজ ভাব।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুইপ্রকারে বিভক্ত হয়; যথা :—(১) বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাব, (২) রাগানুগসাধনাভিনিবেশজ ভাব (১)।

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে। সেই রুচি সাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয়। ইহাই সাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। পদ্মপুরাণোক্ত রাগানুগা ভক্তা স্ত্রীর ভাব-প্রাপ্তিই রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজভাবের উদাহরণ (২)।

প্রসাদজভাব দুইপ্রকার যথা :—

---

(১) বৈধীরাগানুগামার্গভেদেন পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্বিবিধঃ খলু ভাবোঽত্র সাধনাভিনিবেশজঃ॥
সাধনাভিনিবেশস্তু তত্র নিষ্পাদয়ন্ রুচিম্।
হরাবাসক্তিমুৎপাদ্য রতিং সঞ্জনয়ত্যসৌ॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ

(২) ইত্থং মনোরথং বালা কুর্ব্বতী নৃত উৎসুকা।
হরিপ্রীত্যা চ তাং সর্ব্বাং ব্রাজিমেবাত্যবাহয়ৎ॥ পাদ্মে

১। কৃষ্ণপ্রসাদজ ভাব, ২। ভক্তপ্রসাদজ ভাব।

কৃষ্ণপ্রসাদ তিনপ্রকার,—১। বাচিক, ২। আলোকদান ও ৩। হার্দ্দ (১)।

ত্রিবিধ কৃষ্ণপ্রসাদ

ভগবান্ যখন কাহারও প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্যদ্বারা আনন্দবিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ হয়। ভগবান্ স্বীয় মূর্ত্তিদর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোকদান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হার্দ্দপ্রসাদ বলে। নারদাদিভক্ত-প্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে। সে সমুদয় ভক্তপ্রসাদজ ভাব (২)। ভক্তদিগের একটী মহতী শক্তি উদিত হয়।

ভক্তপ্রসাদজভাব

তাঁহারা সেই শক্তিক্রমে কৃপাপূর্ব্বক অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও ব্যাধ নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তিসঞ্চার-সম্বন্ধে কএকটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভক্ত-দিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাত্র হউক, তাঁহারা তাহাকে কৃপা করিয়া শক্তির সঞ্চার করিতে পারেন। ভাবভক্তগণ

শক্তিসঞ্চার

সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অনুকরণীয় শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বলদ্বারা বহির্ম্মুখ-দিগের প্রাক্তনযোগ্যতাক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগানুগসাধনপর ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণদ্বারা বহির্ম্মুখ লোকের প্রাক্তন অনুসারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন (৩)। এস্থলে আরও বিচার্য্য এই যে, জীবগণ সাধনক্রমে ভাবভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রায়িক। প্রসাদজভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি ও বিধিসমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু। এরূপ প্রসাদকে

---

(১) সাধনেন বিনা যস্তু সহসৈবাভিজায়তে।
স ভাবঃ কৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ ইতীর্য্যতে॥
প্রসাদা বাচিকালোকদানহার্দ্দাদয়ো হরেঃ।
প্রসাদ আন্তরো যঃ স্যাৎ স হার্দ্দ ইতি কথ্যতে॥ ভঃ রঃ সিঃ পূঃ ৩য় লঃ

(২) গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্ম্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ॥ ভাঃ ৭।৪।৩৬

(৩) প্রাপ্তশ্রদ্ধ পুরুষ এইরূপ বলেন :—
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং, হস্তৌ চ কর্ম্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে, দৃষ্টিঃ সতাং দরশনেঽস্তু ভগবত্তনূনাম্॥ ভাঃ ১০।১০।৩৮

অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান করিতে পারেন না, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে স্বতন্ত্র বলিলে এরূপ অধিকার তাঁহার পক্ষে অন্যায় নয়। ন্যায় কাহাকে বলে? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সাধারণে ন্যায়পক্ষ বলে। যে ব্যক্তি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্র ও তাঁহার অধীন। মনুষ্য-সম্বন্ধে যাহা প্রমাণ, তদ্দ্বারা যে ন্যায় অন্যায় স্থির হয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতোভাবে অতীত।

ভক্তভেদে পঞ্চবিধ রতি

ভক্তভেদে রতি পঞ্চবিধ (১)। রসবিচারস্থলে তাহাদের পৃথক্ বিচার করা যাইবে।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে, তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে যে-সকল পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক, তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। বিধিবন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে, আচারও কিয়ৎপরিমাণে স্বৈরতা স্বীকার করে। ভাবজীবন যে বৈধজীবনের এককালীন পরিবর্ত্তন করে তাহা নয়, কিন্তু ভাবুকের কার্য্যসকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণরতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয় (২)। ভাবুক স্বৈর ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোনপ্রকার পুণ্যপাপে রুচি থাকে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না। কাহার অনুকরণও করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না। শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদি সংরক্ষণক্রিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্যকার্য্যেই যখন তাচ্ছিল্য, তখন পাপকার্য্য কোন-প্রকারেই তাঁহা হইতে সম্ভব হয় না। রতির চালনাক্রমে কোন কোন স্থলে বৈধ আচারে বৈগুণ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া বৈধভক্তগণ কোন

ভাবে উৎপাতের সম্ভাবনা নাই

---

(১) ভক্তানাং ভেদতঃ সেয়ং রতিঃ পঞ্চবিধা মতা ॥ ভঃ রঃ সি ১।৩।২৪

(২) ভাবলক্ষণানি ;—

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিৎ হসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ ॥ ভাঃ ১১।৩।৩২

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণের্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ ॥ ভাঃ ১১।২।৩৯

নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ। ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্ত স্তন্ময়োঽনুচকার হ।
ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ। অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলিলামীলিতেক্ষণঃ ॥

ভাঃ ৭।৪।৪০-৪১

প্রকারেই অসূয়া প্রকাশ না করেন। জাতভাব ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ (১)। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধভক্তের ভক্তিধন ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাবভক্তের জীবন সাধনভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ; তথাপি ভাবজীবনের কএকটী নূতন লক্ষণ সর্ব্বদাই আলোচনীয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯১ পৃষ্ঠার পর]

দ্বাদশ অধিবেশন

যস্যালীয়ত শঙ্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

সেই কোন এক পুরুষোত্তম বস্তুকে নমস্কার করি, যিনি স্বীয়-লীলা-বৈচিত্র্য-প্রদর্শন-কল্পে জলধিকে স্বীয় শঙ্ক-সীমায় লীন করিয়েছিলেন (মৎস্যাবতার), যাঁর পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডল সংলগ্ন হয় (কূর্ম্মাবতার), যাঁর দন্তে পৃথিবী (বরাহাবতার), যাঁর নখে হিরণ্যকশিপু বিলীন হয়েছেন (নৃসিংহ-অবতার), যাঁর পাদপদ্মে দ্যাবা পৃথিবী বিলীন আছে ('ত্রেধা নিদধে পদম্' বিচারে বামনদেব), যাঁর ক্রোধে ক্ষত্রপ্রকৃতি ব্যক্তিসকল বিনষ্ট হয়েছিল (পরশুরামাবতার), যাঁর শরে দশানন রাবণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল (রামাবতার), যাঁর পাণিতে প্রলম্বাসুর নিহত হয়েছিল (শ্রীবলদেব), বিশ্ব যাঁর ধ্যানে বিলীন (বুদ্ধাবতার), আর যাঁর অসিতে অধার্ম্মিককুল বিনষ্ট হবে (কল্কি)। সেই মৎস্যকূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী ভগবান্‌কে নমস্কার করি। এই শ্লোকটী শ্রীজয়দেবের "বেদানুদ্ধরতে" শ্লোকের সঙ্গে একতাৎপর্য্যবিশিষ্ট।

---

(১) জনে চেজ্জাতভাবেঽপি বৈগুণ্যমিব দৃশ্যতে।
কার্য্যা তথাপি নাসূয়া কৃতার্থঃ সর্ব্বথৈব সঃ॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৫৯

কপটতা করার দরুণ বলদেবের দ্বারা প্রলম্বাসুর বধ হয়েছিল। যেমন বুদ্ধ তপস্যা, ধ্যান প্রভৃতি করে সমগ্র বিশ্বের সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়েছিলেন, অর্থাৎ কৃষ্ণের করুণামূর্ত্তির প্রকাশবিশেষ হয়ে শোকরতির সামগ্রীযোগে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হয়ে পশু-হিংসাদি বাধা দিয়েছিলেন, সেই প্রকার স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্ব বলদেব প্রলম্বাসুরকে ধ্বংস করেছিলেন, শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে ধ্বংস করেছিলেন, বরাহদেব পৃথিবী ধারণ করেছিলেন, কূর্ম্মদেব মন্থনদণ্ড মন্দারপর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করে কণ্ডূয়ন-জন্য সুখানুভূতিক্রমে নিদ্রালু হন, নৃসিংহদেব নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেছিলেন। সেই দেবতাটি কৃষ্ণই; নিমিত্ত উপলক্ষণে বিভিন্ন রস প্রকট করে ভিন্ন ভিন্ন নৈমিত্তিক অবতারোচিত বৈভব-লীলা প্রকাশ করেছেন। হয়গ্রীবাসুর-কর্ত্তৃক অপহৃত বেদ জলধিগর্ভে নিমজ্জিত ছিলেন, মাছের আঁইসে জলধির জল শুকিয়ে গেল, তাতে বেদ উদ্ধার হল। সত্যব্রত রাজার সময়ে কৃতমালা নদীর ধারে দক্ষিণ দেশে মৎস্যাবতারের প্রকট-লীলা রাজাকে ওষধি ও নৌকাদানে প্রলয় হতে রক্ষা করেন। অর্থাৎ স্বর্গ প্রমুখ বিশ্ব জড়রসে নিমগ্ন ছিল, তাকে পৃষ্ঠে ধারণ করে দেবপ্রাপ্য দ্রব্যাদি দান করেছেন।

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎসংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

(ভাঃ ১২।১৩।২)

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণ-জনিত-সুখ-হেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ুসমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রয়েছে—কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না।]

ভাগবত ১২শ স্কন্ধের সেই বিচারে মন্দাররূপ জগন্মণ্ডলকে পৃষ্ঠে ধারণ করেছিলেন। জগৎ আলাদা ছিল না, ভগবৎপৃষ্ঠে লীন হয়েছিল, বামনদেব দ্যাবাপৃথিবীকে পদদ্বারা আক্রমণ, রামচন্দ্র রাবণকে শরদ্বারা আঘাত করেছিলেন; আর কল্কি অধার্ম্মিককুলকে অসিদ্বারা বিনাশ করবেন। চার যুগে এই দশ অবতার। অবতারী—স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র।

'এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।'

এই বিচারে সেই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের কথা পাই। তাঁতে বিশেষ রস

মধুররসের বিচার পাই। তদন্তর্গত সকল রস। অন্য কোন লীলায় এই রসটী পাই না। বৎসল রসের বিচার কিছু কিছু পাই রামচন্দ্রে। যেমন দশরথ রাজা পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন, কৌশল্যা প্রধানা মহিষী হলেও তিনি কৈকেয়ীর প্রতিজ্ঞা রক্ষণার্থ বাৎসল্য-রসসেবা হতেও ন্যূনাধিক বঞ্চিত হলেন; এখানে আপনারা বেশ বিচার করে দেখবেন, নন্দের বাৎসল্য কি প্রকার। নন্দ স্বীয়নন্দন কৃষ্ণে কিরূপ আসক্তি ও সেবাপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন। দশরথের রামসেবা আর বসুদেব-নন্দের কৃষ্ণসেবা এই দুইটীর তুলনা করলে দেখা যায়, দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞা—নিজবাক্য-রক্ষণার্থ প্রিয়পুত্র স্বয়ং বিষ্ণু রামকে রাজ্য হতে অবসর দিয়ে বনে পাঠিয়েছিলেন—

যঃ সত্যপাশপরিবীতপিতুর্নিদেশং
স্ত্রৈণস্য চাপি শিরসা জগৃহে সভার্যঃ।
রাজ্যং শ্রিয়ং প্রণয়িনঃ সুহৃদো নিবাসং
ত্যক্ত্বা যযৌ বনমসূনিব মুক্তসঙ্গঃ॥

কিন্তু নন্দ তা করেন নি। যখন অক্রূর কংসবধের জন্য কৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে গেলেন, সেই সময় নন্দ কৃষ্ণকে ফিরিয়ে নেবার জন্য কতই না যত্ন করেছিলেন। কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় গিয়েছিলেন (পরবর্ত্তী সময়ে স্যমন্তপঞ্চক হতে আগমন ব্যতীত আর ব্রজে আসেন নি), নন্দ কৃষ্ণকে ব্রজে ফিরিয়ে আনার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু দশরথ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হয়ে কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রামকে বনে পাঠিয়ে দিলেন। অবশ্য দশরথ রামের জন্য নিজ প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু বৎসল-রসের কি পরিমাণ ক্ষতি হল, সাধুগণ বিচার করুন। নন্দের ও দশরথের বাৎসল্য আলোচনা করলে দেখা যায়—দশরথ বিধিবাধ্য হয়ে রামকে সিংহাসন হতে অবতরণ করিয়ে বনে পাঠালেন, আর নন্দ ব্রজে বাৎসল্যরসে সর্ব্বতোভাবে পুত্র-সেবায় যত্ন করলেন। তাহলে রামচন্দ্রের উপাসনাকারী দশরথ রামসেবায় বিচলিত হন, কিন্তু নন্দের কৃষ্ণসেবায় আদৌ বিচলন দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন, বৎসল-রসের ব্যাপার ত' রামচন্দ্রেও আছে, এখানে রসের বিচার আলোচ্য।

কৃষ্ণ দ্বাদশরসের একমাত্র আশ্রয়। কেউ বলেন, রামই ত' কৃষ্ণ, তখন রামের উপাসনাতেই কাজ মিটবে; কিন্তু দেখুন, দণ্ডকারণ্যবাসী ষাট হাজার ঋষি বহুকাল তপস্যা করে রামের অপূর্ব্ব রূপলাবণ্য ও অগণিত গুণগান দর্শনে প্রোৎসাহান্বিত হয়ে যখন বিচার করলেন, এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুরুষকে

আলিঙ্গন করাই কর্ত্তব্য—মধুররতি-বিশিষ্ট হয়ে তাঁকে পেতে পারলেই ভাল, তদুত্তরে সর্ব্বরসাশ্রয় রামরূপী কৃষ্ণ বললেন—'আমি একপত্নীধর, আমার দ্বিতীয়পত্নী গ্রহণের উপায় নেই, কেননা সীতা একপতিব্রতা।' সীতা রাবণের যত্ন-মধ্যে প্রবিষ্ট হন নি। শূর্পনখা প্রভৃতি যখন রামের নিকট সেই রকম বিচারে আগ্রহান্বিত হয়েছিল, তখন রামচন্দ্র তাদিগকে স্বীকার করেন নি, কেননা তাঁর (রামচন্দ্রের) একমাত্র পত্নী সীতা, সুতরাং দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণকে তাঁর প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছিল। তখন পুরুষশরীর তাপসগণ জন্মান্তরে স্ত্রীদেহ—গোপীগর্ভে জন্ম লাভ করে কৃষ্ণসেবায় অধিকার লাভ করেছিলেন।

'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।'

যদি কোন আত্মা ঐ প্রকার বিচারে ভগবানের সঙ্গে মধুররতিতে আগ্রহান্বিত হন, তাঁর নিত্যা সুপ্ত-প্রকৃতি উদিত হয় যে, ভগবান্‌ই একমাত্র পতি, তাঁকেই পাওয়া দরকার, তবে পুনরায় ফিরে গিয়ে গোপীগর্ভে নিত্য-জন্মলাভ করে কৃষ্ণপাদপদ্ম পেতে হবে,—তাপসদেহ বা অন্য কোন অনিত্য দেহে তাঁকে পাবার উপায় নি। রামচন্দ্র সেই তাপসদেহকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। মধুর রতিতে এই যে চিত্র, সেই প্রকার বৎসলরতি-বিচারে যদি কেউ বলেন যে, দশরথ রামকে সেবা করে পুত্ররূপে পেয়েছিলেন—তাতে বিচার এই,—

শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম॥

কতকগুলি লোক বেদশাস্ত্র অধ্যয়নে ব্যস্ত, কেউ স্মৃতিশাস্ত্র আলোচনায়, কেউ মহাভারত-শ্রবণে ব্যস্ত, এঁদের সকলেরই বিচার—'আমরা ভবার্ণবে ডুবে যাচ্ছি,' এ হতে রক্ষা পাওয়া দরকার, কিন্তু শুদ্ধ বাৎসল্যরসরসিকের বিচার এই যে,—আমি সেই নন্দেরই বন্দনা করি, যাঁর অলিন্দে স্বয়ং পরব্রহ্ম হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। আমি (ভবভয়ে ভীত হয়ে) বেদ, স্মৃতি, মহাভারতাদি শুনতে যাব না। সংসারকষ্ট থেকে নিবৃত্তির জন্য কেউ স্বাধ্যায়নিরত হন, কেউ বা স্মৃত্যাদির অনুশীলন করেন, তাঁরা নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে ভাগবতকথা ভোগময়কর্ণে বিকৃতভাবে শ্রবণ করেন, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ পর্য্যন্ত; পঞ্চমবর্গের কথা—একমাত্র-ভগবান্‌ই প্রীত হউন, বিচারে তাঁদের চেষ্টা নাই। আমার সুবিধা হউক আর ভগবানের কেবলমাত্র সুখ হউক এই বিচারদ্বয়ে বিশেষ

পার্থক্য রয়েছে। একজন ভক্ত, আর একজন অভক্ত। অভক্ত সর্ব্বদা 'নিজের' সুবিধা খুঁজেন, 'আমি ধার্ম্মিক সাধু হই, আমার কিছু প্রয়োজন সিদ্ধ হউক'—এই সমস্ত বিচার করেন। সূর্য্যের নিকট থেকে ধর্ম্ম, গণেশের পূজা করে অর্থ, শক্তির নিকট হতে কামনাপূর্ত্তি এবং রুদ্রের নিকট হতে মোক্ষ আদায় করাই তাঁদের বিচার। চার জনের নিকট থেকে আদায় করব, কিন্তু তাঁদের দেব কি? না, কপটতা, যদি আদায়ের ব্যাঘাত কর, তবে পূজা ছাড়ব; কিন্তু বিষ্ণুপূজা সে রকম নয়, আমরা আদায় নেবার পরিবর্ত্তে তিনিই আমাদের সর্ব্বস্ব আদায় করে নেবেন, তিনি কামদেব। অন্য দেবতার কাছে কেবল আদায় নেবার জন্য পূজার নামে কপটতা করা কামকামীর কার্য্য, কিন্তু ভক্তের কৃত্য কামদেব বিষ্ণুর কামনাই পরিতৃপ্ত করা। একজন সেব্যের সেবা কিসে হয় তার জন্য ব্যস্ত, আর অপরে 'সেবক' নাম নিয়ে তাঁদের কল্পিত সেব্যের পকেটে হাত দেবার জন্য ব্যস্ত। শিবাদি-পূজায় ছলনা করে কিছু আদায়ের চেষ্টামাত্র; কিন্তু "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা:"—শ্লোকে ভগবান্ বলছেন—"এঁরা অবিধি অর্থাৎ অন্যায়পূর্ব্বক আমাকে চাকর করে নিজেরা প্রভু হবেন, আমার কাছ থেকে কিছু আদায় করবেন, কিন্তু আমি সেয়ানা, আমি আদায় নেব, তাঁদের দিয়ে সেবা করিয়ে নেব। আমার ভক্ত আবার আমা অপেক্ষাও চতুর, তারা আমার সেবা ছাড়া আর কিছুই চায় না। আমি অভক্তকে আমার মূর্ত্তি দেখাই না, অন্য মূর্ত্তি প্রকট করি।" ভক্তসকল প্রভুকে সেবা করেন বলে প্রভু নিজের মূর্ত্তি বদল করেন না, কিন্তু অভক্তের নিকট ভগবানকে যাত্রাদলের সাজ পরার মত কাপড়-চোপড় পরে অন্য দেবতার চেহারা করতে হয়।

নারায়ণ, বিষ্ণু, মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, নৃসিংহাদি সবই বিষ্ণুদেবতা। অন্যদেবতা—বিষ্ণু নহেন যাঁরা; তাঁদের কাছ থেকে আমরা কিছু না কিছু চাই,—যেন ব্যাঙ্কে টাকা রেখে চেক্ কেটে টাকা বের করে নিই, টাকা দাদন দিয়ে তা আবার সুদ সমেত আদায় করি—সেই রকম আমাদের যে ভগবান্‌কে নমস্কারাদি দাদন দেওয়া, তাও তাঁর থেকে কিছু আদায় করে নেওয়ার ফন্দি। 'বরং দেহি, ধনং দেহি' প্রভৃতি 'দেহি' 'দেহি' করে কোন প্রার্থনা ভগবানের কাছে নেই, তাঁর (ভগবানের) ভক্তবাৎসল্য-বিচারে অনুমোদিত যা আকাঙ্ক্ষা, তাই পূরণ করাই ভক্তের বিচার। অভক্তেরা বলছেন গণদেবতা ঈশ্বর। গতকল্য গণেশচতুর্থী গেল, বাংলাদেশে গণেশের পূজা খুবই কম, এখানে কেবল দোকান-ঘরে অর্থসিদ্ধির জন্য গণেশমূর্ত্তি দেখা

যায়, কিন্তু উৎকল দেশে ও বোম্বাই প্রভৃতি পাশ্চাত্য অঞ্চলে গণেশের পূজা খুব বেশী।

চারপ্রকার দেবতার পূজার বিনিময়ে সেবককে সেব্যের জন্য নিত্যকাল সেবাই দিতে হয়, কিন্তু ভগবানের অন্যরূপ সেবা সেবকের ইন্দ্রিয়তোষণ মাত্র। অন্য-দেবতা-পূজকের সেবা-চেষ্টা-প্রদর্শন কেবল ছলনামাত্র, বণিকের দোকানে জিনিষ কিনতে গেলে যেমন 'ফেল কড়ি মাখ তেল' বিচার—সেইরকম। ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গকামী যখন মহাদেবের পূজা করেন, তখন মুক্তিকামী হয়ে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' বলেন, তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে যাব—এই রকম বিচার করেন, ওকেই তাঁরা মঙ্গলপ্রাপ্তি বলে মনে করেন। মোক্ষকামীর—মুমুক্ষুর এই প্রকার চিন্তাস্রোত। বুভুক্ষা হতে আর তিনপ্রকার (গণেশ, শক্তি, সূর্য্য) দেবতার পূজা। প্রার্থনার প্রার্থী আমরা, তাঁরা (দেবতারা) আমাদের সেবা করেই খালাস। আমরা যেমন বলে থাকি 'আপনার কি সেবা করতে পারি? আমার প্রতি কি আদেশ হয়? বলুন' এই প্রকারে তাঁরা যেন আমাদের (প্রার্থীর) আদেশ প্রতীক্ষায় থাকেন। ভগবদ্ভক্তের ঐ রকম কৈতবময়ী প্রার্থনা নেই। ভগবান্ কামদেবের প্রীতিই তাঁদের একমাত্র প্রার্থনীয় বিষয়। পঞ্চোপাসনার প্রণালী ভাগবতে সম্পূর্ণ নিরস্ত হয়েছে। পূর্ব্বে একমাত্র একক বিষ্ণু নারায়ণই ছিলেন—"একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেশানঃ"—ব্রহ্মরুদ্রাদি ছিলেন না। তাঁ (ভগবান্) থেকেই এই দুই মূর্ত্তি প্রকট হয়েছেন। ব্রহ্মার অনুগ্রহে জগৎ প্রকাশ এবং মহাদেবের দ্বারা বিনাশ হয়। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যদেব ও ব্যাসরায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মধ্ব-সম্প্রদায়ের তদানীন্তনকার প্রধান প্রধান আচার্য্যবর্গের সহিত সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার ও আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। রঘুবর্য্য তখন উডুপী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। ব্যাসরায় রঘুবর্য্যের পরে ক্রমশঃ অধ্যক্ষতা লাভ করেন। তিনি অতি দীর্ঘায়ু ছিলেন।

ন্যায় শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া পণ্ডিত সমাজ আজও তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। কাহারও মতে তিনি ১৪৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে জীবিত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এবং জীবনের শেষ ৬০ বৎসর তিনি উডুপী মঠের অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার অবস্থিতিকাল সম্বন্ধে মতদ্বৈত থাকিলেও শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল ইহা অনুমান করিতে কোনও বাধা নাই। কারণ, শ্রীচৈতন্যদেব অনুমান ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে উডুপী ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। সেই সময় আচার্য্য 'ব্যাসরায়' তখকার মাধ্ব মঠের অধ্যক্ষপদে সমাসীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবান্ হইলেও আধ্যক্ষিক পণ্ডিত সমাজ তাঁহাকে ন্যায়-শাস্ত্রের অধিদেবতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহার ন্যায়-শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য প্রতিভার কথা শ্রবণ করিয়া রঘুবর্য্যতীর্থ, ব্যাসরায় প্রভৃতি মনীষিবৃন্দ তাঁহার পাদপদ্ম দর্শনে আসিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের ন্যায়শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি আরও ন্যায়-শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ব্যাসরায়ের রচিত "ন্যায়ামৃত" গ্রন্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাতের ফলস্বরূপ বলিয়া মনে হয়। চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুগত জনগণের প্রচণ্ড প্রচার-প্রতাপে যে মায়াবাদের সার্ব্বভৌম বিচার দগ্ধীভূত হইয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃতে'র প্রবল স্থতীক্ষ্ণ ধারায় বিধৌত হইয়া অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ হইতে বসিয়াছিল। এমন সময় অদ্বৈতবাদিকুল অত্যন্ত বিপদে পড়িয়া প্রাণ রক্ষার জন্য **'বিপদে মধুসূদন'** বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

মধুসূদন সরস্বতী

মায়াবাদের আর্ত্তনাদ নিবারণের জন্য ভস্মীভূত মায়াবাদের ভস্ম লইয়া পণ্ডিতকুলচূড়ামণি **'মধুসূদন'** 'অদ্বৈতসিদ্ধি'রূপ সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। মধুসূদন পূর্ব্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়া পরগণার উনসিয়া নামক একটী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নবদ্বীপে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কাশীতে শ্রীরাজ-তীর্থের নিকট বেদান্তের মায়াবাদপর ভাষ্যসমূহ অধ্যয়ন করেন এবং আচার্য্য 'ব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের খণ্ডন চেষ্টায় "অদ্বৈতসিদ্ধি" নামক এক সমৃদ্ধিশালী বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করেন। এই অদ্বৈতসিদ্ধি রচনার পর মধুসূদন মনে মনে ইহার খণ্ডন সম্ভাবনা জানিয়া অপর সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের নিকট ইহা কখনও অধ্যয়নের জন্য দিতেন না—সর্ব্বদাই অতি গোপনে রাখিতেন। ব্যাসরায়ের

শিষ্য ব্যাসরাম তাঁহার দুরভিসন্ধি জানিয়া ছদ্মবেশে অদ্বৈতসিদ্ধি অধ্যয়নের ছল করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করেন; এবং ন্যায়ামৃতের **"তরঙ্গিনী" নাম্নী টীকা** রচনা করিয়া মধুসূদন নির্ম্মিত **'অদ্বৈতসিদ্ধি'রূপ মন্দির চুর্ণ-বিচুর্ণ করিয়া** ফেলেন। তৎকালে অচিন্ত্যভেদাভেদাচার্য্য পণ্ডিতকুলমুকুটমণি শ্রীল জীব গোস্বামীপ্রভু প্রকট ছিলেন। মধুসূদনের সহিত শ্রীকাশীধামে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন তিনি বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য মধুসূদনের নিকট বৃন্দাবন হইতে কাশীতে আসিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক, মধুসূদনের সহিত শ্রীল জীবপাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—এ সম্বন্ধে বিশেষ কোনও মতভেদ লক্ষ্য করা যায় না। কাশীতে অবস্থানকালে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার হয়। সেই বিচারের ফলে **মধুসূদনের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মে।** এবং শ্রীজীবগোস্বামীর কৃপায় তিনি অদ্বৈতজ্ঞান অপেক্ষা ভাগবত-ধর্ম্মের অর্থাৎ ভক্তি-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করেন এবং তাঁহার জীবনের শেষ কীর্ত্তিস্বরূপ **"ভক্তিরসায়ন"**-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে তিনি ভক্তিকেই একমাত্র পরম পুরুষার্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল,—

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থম্
পরমিহ **মুকুন্দে ভক্তিযোগং 'বদন্তি'**।
নিরুপমসুখ-সম্বিদ্রূপমস্পৃষ্টদুঃখম্
তমহমখিল-তুষ্ট্যৈ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ব্যনজ্মি॥

অর্থাৎ "শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া জীবের চরম কল্যাণরূপ অখিলতুষ্টির নিমিত্ত দুঃখসম্পর্কশূন্য অতুলনীয় সুখ ও সম্বিৎ-শক্তিস্বরূপা **মুকুন্দে ভক্তিযোগ,** যে ভক্তিযোগকে (শ্রীজীব গোস্বামিপাদের ন্যায়) গুরুবর্গ নবরসমিলিত এবং একমাত্র (কেবলম্) পরম পুরুষার্থ বলিয়া ইহ জগৎকে জানাইয়াছেন, তাহাই বর্ণন করিতেছি।"

উক্ত শ্লোকের 'বদন্তি' এই বহুবচনান্ত শব্দের দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামিপাদকেই তাঁহার গুরুস্বরূপ জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি **গৌরবে বহুবচন** ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে মধুসূদন মায়াবাদের কেবল-জ্ঞানের পরমপুরুষার্থতার বিচার ত্যাগ করিয়া **কেবল ভক্তিকেই পরম পুরুষার্থ** বলিয়া জানাইয়াছেন।

জয়পুরে মায়াবাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে অদ্বৈতবাদের নির্ব্বাণের পরে মধুসূদনের নির্ম্মিত সমাধিমন্দির শ্রীজীবপাদ ও ব্যাসরাম-কর্ত্তৃক ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। ভগ্নস্তূপের মধ্য হইতে প্রেতাত্মার ন্যায় কতিপয় প্রচ্ছন্ন অদ্বৈতবাদী জমায়েৎ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের সেবাবিরোধী সম্প্রদায় জয়পুরের রাজগৃহে উৎপাত করিতেছিল। সেই উৎপাত নিবারণার্থ বৃন্দাবন হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের প্রতিনিধি-স্বরূপ গৌড়ীয় বেদান্তচার্য্য **শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ** প্রভু আহূত হইয়াছিলেন। জয়সিংহ তখন তথাকার অধিপতি ছিলেন। গোবিন্দ নাম ব্যতীত প্রেতাত্মার ও রাধা-বিরহিত ঐশ্বর্য্যপর তত্ত্বের সেবকগণের কল্যাণ নাই জানিয়া শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু বেদান্তে **গোবিন্দভাষ্য রচনা** করিয়া মায়াবাদের ও ঐশ্বর্য্যবাদের কুদৃষ্টি হইতে রাজপুরীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পর হইতে বলদেবের কৃপায় জয়পুর মায়াবাদ ও ঐশ্বর্য্য-সেবাবাদ হইতে মুক্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে মাধুর্য্যময় ভক্তিধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষিত হইল।

মায়াবাদের প্রেতাত্মা

চৈতন্যদেব ও তদ্‌ভৃত্যগণের আবির্ভাবের পর অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রকৃত মায়াবাদী স্থূলতঃ পরিদৃষ্ট হইত না। মাঝে মাঝে যাহাদিগকে মায়াবাদাশ্রিত বলিয়া মনে হইত তাহাদিগকে অশরীরী বায়ুভূত নিরাশ্রয় স্বরূপ মায়াবাদের প্রেতাত্মা বা তাহার তর্পণকারী বলিয়াই মনে হইত। উক্ত প্রেতাত্মাগণের উদ্ধারের জন্যও বৈষ্ণব ওঝাগণ সময় সময় আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিতেছি। রামানুজ-সম্প্রদায়ের **রামশাস্ত্রী** শৃঙ্গেরী মঠের স্বামী সচ্চিদানন্দকে বিচারে পরাস্ত করেন। প্রতিবাদী-ভয়ঙ্কর **অনন্তাচার্য্য** উক্ত সম্প্রদায়েরই আর একজন পণ্ডিত। তিনি দিগ্বিজয়ের জন্য বহির্গত হইয়া বারাণসী-ক্ষেত্রে অদ্বৈতবাদী রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রীদ্বয়কে বিচারে পরাস্ত করেন। মধ্ব-সম্প্রদায়ের **সত্যধ্যান তীর্থও** কাশীতে অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া **'অদ্বৈতমতবিমর্ষ' ও 'ত্রিপুণ্ড্রধিক্কার'** নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

পঞ্চভঙ্গীন্যায়

ব্যাসতীর্থের 'ন্যায়ামৃত' গ্রন্থের প্রতিপক্ষে মধুসূদন সরস্বতীর 'অদ্বৈতসিদ্ধি', 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র খণ্ডনে মধ্ব-সম্প্রদায়ের ব্যাসরামতীর্থ রচিত "তরঙ্গিনী",

তরঙ্গিনীর প্রতিপক্ষে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মানন্দ লিখিত "ব্রহ্মানন্দীয়" এবং তাহার খণ্ডনরূপে মধ্ব-সম্প্রদায়ের "বনমালামিশ্রিয়" গ্রন্থপঞ্চক 'পঞ্চভঙ্গী' নামে প্রসিদ্ধি আছে। শুনা যায় মহীশূর রাজগ্রন্থাগারে এখনও উহা সংরক্ষিত আছে। এই পঞ্চভঙ্গী মায়াবাদ ও তাহার যাবতীয় যুক্তিতর্কের খণ্ডন প্রমাণিত করিয়াছে।

বৈষ্ণবাচার্য্য ব্যতীত অন্যান্য মনীষিগণ-কর্ত্তৃক মায়াবাদ খণ্ডন

মায়াবাদের অসৎ সিদ্ধান্তের প্রতি বৈষ্ণবগণ ব্যতীত **নৈয়ায়িক, মীমাংসক, শৈব, সাংখ্য** মতের আচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণও কটাক্ষ করিয়া বিশেষ নিন্দাবাদ, দোষ প্রদর্শন ও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গঙ্গেশ উপাধ্যায়, রাখালদাস ন্যায়রত্ন, নারায়ণ ভট্ট (যিনি অদ্বৈতবাদী নৃসিংহ আশ্রমের শিষ্য নারায়ণ আশ্রমকে সম্মুখ বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন), ভাস্করাচার্য্য, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি মহাত্মগণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের অবস্থা

আধুনিক যুগে মায়াবাদ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে জগতে বিস্তারিত হইয়াছে ও হইতেছে। যান্ত্রিক যুগে যান্ত্রিক সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত দেশের সহিত যোগসূত্র স্থাপন হওয়ায় ভারতীয় মায়াবাদ বিভিন্ন দেশের মায়ার রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন প্রকারের অভিনয়ের সহিত সম্মিলিত হইয়া মায়াবাদের বিচিত্র রূপ গড়িয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করিলেও এবং কাহারও কাহারও মতে মায়াবাদের আপাতবিরুদ্ধযুক্তি থাকিলেও উহারা বিভিন্নভাবে মায়াবাদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন মায়াবাদ বা কেবলাদ্বৈতমত ভারত হইতেই পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হয়। আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতে আসিয়া এই কেবলাদ্বৈতবাদ শিক্ষা লাভ করিয়া যান। এবং কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাহা নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন।

'পঞ্চোপাসনা' ও 'সমন্বয়বাদ' মায়াবাদের দুইটী আধুনিক অবৈধ সন্তান। **রাজনীতি কুশল আকবর তাহার রাজনৈতিক সুবিধার জন্য সমন্বয়-বাদ প্রচার করিয়াছিলেন।** তাহা **হইতেই তাঁহার "দীন-ই-লাহি" ধর্ম্ম** গড়িয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক যুগে সামাজিক ও প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক-

গণ সুবিধাবাদ সংগ্রহের জন্য মায়াবাদ-কুলগৌরব সমন্বয়বাদের আদর করিতেছেন। আবার বৈষ্ণবধর্ম্মের নাম করিয়াও মায়াবাদের নানারূপ তাহাতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রবেশ করিয়াছে। আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই, সহজিয়া, সখিভেকী, অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গনাগরী, প্রভৃতি মতবাদিগণ বহুরূপী প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। উড়িষ্যার অতিবাড়ী জগন্নাথ দাস, আসামের শঙ্করদেব সকলেই ন্যূনাধিক বিগ্রহ-বিরোধী ও প্রচ্ছন্ন মায়াবাদী। শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভাবের পর উদিত রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু প্রভৃতি সমন্বয় পন্থিগণ সকলেই ন্যূনাধিক মায়াবাদী। এই মায়াবাদ যে আধুনিক জগতে কত বিচিত্র মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ঊনবিংশ শতাব্দীতে **ঠাকুর শ্রীশ্রীল** ভক্তিবিনোদ ও তৎপরে গৌড়ীয় মঠাচার্য্য জগদ্গুরু **ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী** গোস্বামী ঠাকুর নির্ভীককণ্ঠে ও সিংহ-হুঙ্কারে বিশ্লেষণ ও প্রচার করিয়া সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের চক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছেন। তিনি যে কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থসমূহ প্রচার করিয়া এই মায়াবাদাদি কুমত ও কুসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়াছেন—এরূপ নহে; পরন্তু সমগ্র বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের বেদান্ত-গ্রন্থাদি প্রকাশ, প্রচার ও আলোচনার সুযোগ প্রদান করিয়া বহুরূপী মতান্ধকারকে শ্রীচৈতন্য-সিদ্ধান্তবাণী ও ভাগবতার্ক-মরীচিমালায় প্রখরতম তেজে ভস্মীভূত করিয়াছেন। এমনকি সুদূর পাশ্চাত্য জগতে যেখানে ভোগ-বাসনা, কামনার উচ্ছৃঙ্খল-নৃত্য অবিরতভাবে চলিতেছে সেই দেশও অর্থাৎ **লণ্ডন ও আমেরিকা** প্রভৃতিতেও তাঁহার নিজজনগণকে প্রেরণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী স্বার্থক করিয়াছেন। মহাপ্রভু জানাইয়াছেন,—

"পৃথিবীতে আছে যত নগর আদি গ্রাম।
সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥"

এই বাণীর স্বার্থকতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের জীবনেই পরিস্ফুট হইয়াছে। **(ক্রমশঃ)**

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা ও স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বৈচিত্রী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১০১ পৃষ্ঠার পর]

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

যে অনুষ্ঠানদ্বারা সাক্ষাদ্‌ভাবে স্বতঃই ভক্তিত্ব নিরূপিত হয়, তাহাকেই শাস্ত্রে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে। যেমন শ্রীভগবদ্-বিষয়ক কথার শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি, শ্রীভগবন্মূর্ত্তির অর্চ্চন-বন্দনাদি, শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীভগবন্মন্দির পরিক্রমণাদি অনুষ্ঠানে ভক্তিত্ব স্বভাবতঃই অনুস্যূত রহিয়াছে, সুতরাং এই সমস্তই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এস্থলে একটী ব্যতিরেক দৃষ্টান্তদ্বারা বিষয়টি আরও কিঞ্চিৎ স্পষ্টীকৃত করিতে চেষ্টা করা যাইতেছে। যেমন কোথাও কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। তাহার উৎপন্ন শস্য বা ফলাদি শ্রীভগবানের সেবাতেই অর্পিত হইবে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি শ্রীভগবৎ সেবায় নিযুক্ত হইলে কৃষিকর্ম্মরূপ কর্ম্মাঙ্গটী ভক্তঙ্গে পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু সেই কৃষিকার্য্যটি কি উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা না জানা পর্য্যন্ত কেবল তাহার আকৃতি অর্থাৎ ভূমিকর্ষণ, বীজরোপণাদি কার্য্য দেখিয়াই তাহাকে কেহই ভক্তঙ্গের অনুষ্ঠান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং এই কৃষিকর্ম্মটি সাক্ষাদ্ ভক্তি বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলিয়া গৃহীত হইবে না, গৌণী ভক্তি বা আরোপসিদ্ধা ভক্তি মধ্যে গণিত হইবে।

ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের ভাষায় স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির লক্ষণ এইরূপ :—

সাক্ষাৎ ভক্তির কার্য্য যাহাতে নিশ্চয়।
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির ক্রিয়া তাহাই হয়॥
শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধ-ভজন।
স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বলি তন্নাম কীর্ত্তন॥
কৃষ্ণেতে সাক্ষাৎ তাহাদের মুখ্য গতি।
আরোপসিদ্ধা সঙ্গসিদ্ধার গৌণভাবে স্থিতি॥
স্বতঃসিদ্ধ আত্মবৃত্তি শুদ্ধা ভক্তিসার।
বদ্ধজীবে মনোবৃত্তে উদয় তাহার॥
কৃষ্ণোন্মুখ জড়দেহে তাহার বিস্তৃতি।
এ জগতে ভক্তিদেবীর এইরূপ স্থিতি॥

এই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও উপাসকগণের সঙ্কল্পগুণানুসারে কোথাও সকামা,

কোথাও কৈবল্যকামাগুণবিশিষ্ট রূপেও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিও আবার তামসী ও রাজসী ভেদে দ্বিবিধ হইয়া থাকে। তামসী ভক্তির উদাহরণ, যথা :—

অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥

(ভাঃ ৩।২৯।৮)

যে ক্রোধযুক্ত ভিন্নদৃক্ পুরুষ হিংসা, দম্ভ বা মাৎসর্য্য অভিসন্ধি করিয়া আমার প্রতি ভক্তি করেন, তিনি তামসভক্ত নামে অভিহিত হন। ভিন্নদৃক্ পুরুষ অর্থে নিজের মধ্যে যেরূপ সুখ-দুঃখ বর্ত্তমান সেইরূপ সকল প্রাণীর মধ্যেই সুখ-দুঃখ বর্ত্তমান রহিয়াছে—ইহা যিনি অবগত নহেন, সেইরূপ অনুকম্পারহিত পুরুষকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

রাজসীভক্তির উদাহরণ, যথা :—

বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।৯)

যে পৃথগ্ভাব পুরুষ যশ বা ঐশ্বর্য্য অভিসন্ধি করিয়া অর্চ্চাদিতে আমার অর্চ্চন করেন তিনি রাজসভক্ত নামে কথিত হইয়া থাকেন। এখানে পৃথগ্ভাব অর্থে যে পুরুষের শ্রীভগবান্ হইতে অন্যত্র ভাব অর্থাৎ স্পৃহা বর্ত্তমান কিন্তু শ্রীভগবানে ভাব বা স্পৃহা নাই, তাদৃশ পুরুষ। ভগবানের পূজা করিয়াও ভগবান্ ব্যতীত অন্য রজোভাবোদ্দীপক বস্তু বা বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন, এইরূপে রাজসত্বের কারণ প্রদর্শিত হইতেছে।

অতঃপর স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে কৈবল্যকামার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে :—

কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১০)

যে পৃথগ্ভাব পুরুষ মোক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া পরতত্ত্বে কর্ম্মার্পণ করেন অথবা যষ্টব্যবুদ্ধিতে যাগ করেন, তিনি সাত্ত্বিক ভক্ত নামে কথিত হইয়া থাকেন।

উপরিউক্ত শ্লোকের শেষাংশই এস্থলে উদাহরণরূপে গৃহীত হইয়াছে। যষ্টব্যবুদ্ধিতে যাগ করেন অর্থে নিত্য বিধিদ্বারা প্রাপ্তিহেতু সকলেরই ভগবদ্পূজন অবশ্য কর্ত্তব্য—এই বুদ্ধিতে 'যাগ করেন' অর্থাৎ পরমেশ্বরের পূজা করেন, পরন্তু ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞানহেতু নহে—সুতরাং পূর্ব্ববৎ পৃথগ্ভাব অর্থাৎ ভক্তি হইতে পৃথগ্মোক্ষ বস্তুকেই পুরুষার্থরূপে ভাবনা করেন, এইহেতু তাঁহার ভক্তি সাত্ত্বিকভক্তিরূপে পরিগণিত হইতেছে।

অনন্তর যাহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষ প্রতিপাদনের জন্য প্রথমতঃ এই ভক্তি-ভেদসমূহ নিরূপিত হইল, সম্প্রতি ভক্তিমাত্রকামত্বনিবন্ধন নিষ্কামা, নির্গুণা, কেবলস্বরূপা সেই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি নিরূপিত হইতেছে। পূর্ব্বেও অকিঞ্চনাখ্য-রূপে হইাই সর্ব্বোচ্চ স্থানে উক্ত হইয়াছে।

উক্ত ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন :—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ (ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪)

আমার গুণশ্রবণমাত্রই সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাজলের ন্যায় সর্ব্বগুহাশয় আমার প্রতি যে অবিচ্ছিন্না মনোগতি হইয়া থাকে, তাহা এবং পুরুষোত্তমবিষয়ে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা যে ভক্তি, তাহা নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণরূপে উদাহৃত হইয়াছে। আমার ভক্তগণ আমাকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইলেও মদীয় সেবা ব্যতীত সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য বা একত্ব গ্রহণ করেন না। যাহা-দ্বারা পুরুষ ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ নামে উদাহৃত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত কেবলা ভক্তি, নির্ম্মলা ভক্তি, উত্তমা ভক্তি বা আত্যন্তিক ভক্তিযোগ সম্পর্কে আমরা কয়েকটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ ইহা সাক্ষাদ্‌ভাবে বা স্বতঃই ভক্তিত্ববিশিষ্ট হইবে, দ্বিতীয়তঃ ইহা শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকর বৈশিষ্টের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ মুখ্য ভক্ত্যঙ্গবিশিষ্ট হইবে, তৃতীয়তঃ ইহাতে শ্রীভগবানের অনুকূলভাবে সুখতাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য সকলপ্রকার তাৎপর্য্য রহিত হইবে, চতুর্থতঃ ইহার নিরবচ্ছিন্নত্ব বা নৈরন্তর্য্যের কদাপি ব্যাঘাত হইবে না অর্থাৎ সততানুবর্ত্তিতা সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হইবে। এইরূপে স্বরূপসিদ্ধা কেবলা ভক্তির বৈশিষ্ট্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব ভক্তিসার মহারাজ

অধমার বিজ্ঞপ্তি

সংসার কুটিল পঙ্কে ডুবিয়া মরি।
বিষয়ে হইনু মগ্ন ভুলিনু শ্রীহরি॥
হায়! পঙ্কে থাকিয়া না হইনু পঙ্কজ।
কুকর্ম্মে খাটানু শ্রীহরি-দত্ত দ্বিভুজ॥
খেলাঘরে মত্ত হ'য়ে নাহি দেখি বেলা।
সাথী মোর চলে গেল ভেঙ্গে দিয়ে খেলা॥
চারিদিকে হেরি ঘিরিয়াছে অমানিশা।
কি করিব, কোথা যা'ব, নাহি পাই দিশা॥
সেক্ষণে শ্রীগুরু দাঁড়ালেন মোর পাশে।
কত জনম বসে আছি তাঁহারি আসে॥
প্রেম-মাধুর্য্যে সুন্দর অভয়-মূরতি।
নিরাশ্রয়-জনে পেল তাঁরে চির-সাথী॥
আনিয়া মঙ্গল-প্রদীপ মঙ্গল করে।
সকল দুঃখ-জ্বালা প্রভু নিয়েছ হরে'॥
ঘৃণ্য আমি, কৃপা করি' রাখিলে চরণে।
হেনা কৃপা লভি যেন জীবনে মরণে॥
এই ভিক্ষা চাহি প্রভু তোমারি চরণে।
মুহূর্ত্ত ভুলি না, সদা রহিবে স্মরণে॥
নিবেদন করি পদে হৃৎ-শতদল।
স্নেহ-পরশে জীবন হইবে উজ্জ্বল॥
যে প্রসাদে দিব পাড়ি দুর্গম পারাবার।
শ্রীগুরুর পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥

—শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা দেবী
বড়কৈমারী (কোচবিহার)

———

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৫৯৮ পৃষ্ঠার পর]

জীবের স্বরূপ কি? ভগবৎদাসত্ব, ভগবৎসেবা তার একমাত্র কৃত্য। সেই কথাটা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং সম্পর্কটা এখানে রয়েছে। সনাতন ধর্ম্মের কতকগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে, নীতি-আদর্শ রয়েছে। সেগুলো আমরা যারা মেনে নিচ্ছি, তারা সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। বর্ত্তমানে সনাতন ধর্ম্মের নামে বহু জিনিস বাজারে চলছে। সেটার সঙ্গে উহার কোন সম্পর্ক নাই। সনাতন ধর্ম্ম কি বলছেন—ভগবানই নিত্যসত্য, পরমারাধ্যতম। কে তিনি? —সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ। বাজারে দেখুন, আজ যত Negetive idea নিয়ে বসে আছি আমরা। ভগবানকে অস্বীকার করতে গেলে যতগুলি যুক্তির প্রয়োজন, সেগুলি নিয়ে আমরা বসে আছি এবং সেইটাই যেন আমাদের খুব বাহাদুরীর বিষয় হয়ে পড়েছে। প্রথমমুখে শিখেছি আমরা ভগবান্ নাই, যদি আছেন তিনি নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিঃশক্তিক্। এইসব বিশেষণ-গুলো তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বসে আছি। যদি বা মানলাম তথাপি তিনি Non entity, তিনি সাংকেত পুরুষ, তাঁর কোন ক্ষমতা নাই—সেটুকু বুঝাতে চাচ্ছি, বলতে চাচ্ছি। যদি আমার Guardian দের একথা বলি, তাহলে তারা কি সন্তুষ্ট হবেন—কখনই নয়। তাহলে ভগবান্ যে আমাদের সর্ব্বোপরি Guardian, whole time guardian, তিনি কি করে খুশী হতে পারেন। ভগবানকে যে কোন প্রকারে অস্বীকার করার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে চলছি আমরা। কিন্তু যেখানে বলা হয়েছে ভগবান্ নির্গুণ, নিঃশক্তিক্, নির্ব্বিশেষ, শাস্ত্রে তার তো সুন্দর ব্যাখ্যা দেওয়া আছে পাশাপাশি। সে ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু আমরা নিচ্ছি না, আমাদের মাথায় ঢোকে না।

ভগবান্ নিরাকার কেন বললেন?—তাঁর কোন প্রাকৃত আকার নাই, তিনি অপ্রাকৃত আকারবান্। সেইজন্য কথাটা বলা হয়েছে। ভগবান্ নির্গুণ কেন?—তাঁর কোন প্রাকৃত গুণ নাই, তিনি অপ্রাকৃত গুণবান্। এইরকম ব্যাখ্যা তো শাস্ত্রে দিয়েছেন। নিরাকারত্বের ব্যাখ্যা শাস্ত্রে যেভাবেই থাকুক না কেন, শাস্ত্র সেটা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বুঝাইয়াছেন। সেই প্রেমময় ভগবান্ কখনও মৎস্যকুলে, কখনও কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহরূপে আবির্ভূত হচ্ছেন। কবি জয়দেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত থেকে যে ২৪ অবতারের

মধ্যে ১০ অবতার বেছে লিখলেন। একটা সুন্দর দার্শনিক বিচার দেখাতে চেয়েছেন তিনি এর মধ্যে। আস্তিক্য দর্শনের ক্রমোন্নতি পর্য্যায় (Development of Thism) জিনিষটা বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। সেই ভগবান্ প্রথমে (Aquatic animal) জলজ প্রাণীর মধ্যে, তারপরে তিনি উভচর প্রাণীর (Amphibious) মধ্যে এলেন। তারপর ভগবান্ শুধু স্থলচর প্রাণীতে এলেন বরাহমূর্ত্তিতে। তারপর অর্দ্ধেক মানুষ ও অর্দ্ধেক পশুরূপে অর্থাৎ নৃহরিরূপে, এবং শেষে মনুষ্যাকারে এলেন। কিন্তু তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণঅবয়ব বিশিষ্ট নন। এইভাবে তিনি সমস্ত জিনিসটাকে বুঝাতে চেয়েছেন। শাস্ত্র আলোচনা করলে আমরা শাস্ত্রে যে বিভিন্ন আলোচনা রয়েছে সেটা জানবার সুযোগ পাই, কিন্তু সে সময়-সুযোগ কোথায়।

শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন—'অপাণিপাদো জবানো গ্রহীতা'—সেই ভগবানের হাত, পা আছে, সাধারণ হাত, পা নয়, সেই হস্ত দিয়ে ভক্তের উপাহৃত দ্রব্য তিনি গ্রহণ করেন। শ্রীচরণ আছে—হাজার হাজার মাইল হেঁটে গিয়ে ভক্তের জন্য তিনি সাক্ষ্যপ্রদান করেন। 'পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃনোত্যকর্ণঃ'—তাঁর সাধারণ চোখ নাই কিন্তু অনন্ত বিশ্বের সবকিছু তিনি দেখছেন। সাধারণ কাণ নেই তাঁর তথাপিও অনন্ত বিশ্বের সবকিছু তিনি সবসময় শুনছেন, সব খবর রাখেন তিনি। 'স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা'—তাঁকে আমরা জেনে, বুঝে উঠতে পারছি না, কিন্তু তিনি সব খবর রাখেন। 'তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তম্'—সেই যে অনন্ত পুরুষ, মহান্ ব্যক্তি, তাঁকে আমি প্রণাম জানাই। বেদে-উপনিষদে তো এইভাবেই তত্ত্বদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাস্যস্ব তদেব ব্রহ্ম।" সেই ভগবান্ থেকে অনন্ত বিশ্বের সবই সৃষ্টি হয়েছে, তাঁরই শুভাশীর্ব্বাদে সবকিছু তাতে সুবিন্যস্ত এবং মহাপ্রলয়ের সময় তাতে সবকিছুই লয়। সেই তত্ত্ববস্তু হলেন পরমতত্ত্ব ভগবান্। ভগবৎতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন,—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্ জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে॥

সেই ভগবানের তিনটী ধারণা আছে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্। এই তিনটী শব্দে তাঁহাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্রহ্ম কাকে বলছেন?—সেই তত্ত্ববস্তুর অসম্যক প্রকৃতি, তাকে বলে ব্রহ্ম। পরমাত্মা—তাঁর অংশ। ভগবান্—পরিপূর্ণতম বস্তু। অর্থাৎ এখানে Positive Degree, Compe rative

Degree এবং Superlative- Degree ব্যবহৃত হয়েছে। 'ভগবান'-শব্দ যখন ব্যবহার করা হয়েছে তখন তার পূর্ব্বে আর কোন বিশেষণ দেওয়া যাচ্ছে না। উপভগবান্, মহাভগবান্ এমন বিশেষণ হয় না। ভগবান্ শব্দ বলছেন কেন?

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ো ॥
জ্ঞান বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

এই পূর্ণতত্ত্ববস্তু যিনি, তাঁকেই বলা হয় ভগবান্। তাঁরই ভক্ত—অণুচৈতন্য জীবাত্মা। যাঁরা বলছেন আজকাল জীব ও ব্রহ্ম দুইই এক, ভুল Theory পরিবেশণ করছে তাঁরা। জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, উপাস্য-উপাসক-উপাসনা, ভক্ত-ভক্তি-ভগবান্—এই তিনটী একীভূত হয়ে যায় না কখনও। এর বাস্তব ও পৃথক্ অস্তিত্ব চিরকাল আছে এবং থাকবে, সেই কথাই বলা হয়েছে।

সাধক-সাধিকা সাধনার দ্বারা ভগবানের সমান লোক লাভ করে। তা না হলে তাঁর সেবা করা যায় না। সারূপ্য—ভগবানের যেমন রূপ, ভক্তের ও তেমন রূপ লাভ হয়। সার্ষ্টি—ভগবানের মত ঐশ্বর্য্য তিনি ভক্তকে দিয়ে দেন। সামীপ্য—ভগবানের কাছে না থাকলে তাঁর সেবা হয় না। সাযুজ্য—ভগবানের সহিত মিশে যাওয়ার যে বুদ্ধি, আমি ভগবান্ হয়ে যাব, ভগবানের সিংহাসন দখল করব—এই যে বিচার এটা হল Anarcism, এর জন্য সাজা আছে। এটা মুক্তি শব্দে ব্যবহার করলেও একটা সাজা আছে। ভগবানের হাতে অসুর-দানবের মৃত্যু হলে যেখানে গতি হয়, তাদের সেখানে গতি হয়।

সিদ্ধলোকস্তু তমসঃ পারে যত্র বসন্তি হি।
সিদ্ধা ব্রহ্মাসুখে মগ্না দৈত্যাশ্চ হরিণা হতাঃ ॥

সেখানে গিয়ে তাদের নজরবন্দী (Interned) করে রাখা হয়। কখনও Anesthesia দিয়ে অজ্ঞান করে রাখা হয়। এটা তো নিশ্চয় ভাল অবস্থা নয়। আমি চিনি হব; না চিনি খাব, সেবাসুখ আস্বাদন করব; না বুঁদ হয়ে যাব। শাস্ত্র বলছেন—সেবাসুখ আস্বাদনের বিষয়। তাতে বৈচিত্র্য আছে, বৈশিষ্ট্য আছে। তাই জীবাত্মা ভগবানের সেবা করে আনন্দ লাভ করে।

যদি প্রশ্ন হয়—আমরা জীবাত্মা অনন্ত বিশ্বে কেন বেঁচে থাকতে চাই। শাস্ত্র উত্তর দিচ্ছেন—"অমৃতস্য পুত্রাঃ।" আবার উত্তর দিচ্ছেন সেই অখিল-রসামৃত মূর্ত্তি ভগবান্—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি।" আমরা মরতে চাই না কেন?—আমাদের মৃত্যু নাই, অজ, অমর, সেইজন্যই মৃত্যুর ইচ্ছা নাই আমাদের, কেউ মরতে চাই না আমরা। যদি কখনও কেউ মৃত্যু বরণ করতে

চাচ্ছি, ওটা একটা লোক দেখানো। সাংসারিক ক্লেশে পড়ে ঐ ভাবটা ব্যক্ত করি মাত্র, কিন্তু মৃত্যুর ইচ্ছা নাই। কবি বলছেন,—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।' আবার বলছেন,—'মরণরে তুঁহু মোর শ্যাম সমান।' সব কথাকে Clarify করেছেন শাস্ত্রে। জীবাত্মা মরতে চাচ্ছে না কেন? যেহেতু অমৃতের সন্তান সেহেতু মৃত্যুর ইচ্ছা নাই। তাহলে মরতে হয় কার? জন্ম হয় কার? শাস্ত্র বলছেন—দেহেরই জন্ম হয় এবং দেহেরই মৃত্যু হয়। জীবাত্মা যখন কোন শরীরে প্রবেশ করেন তখন আমরা বলি জন্ম, আর যখন জীবাত্মা কোন দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত বা উৎক্রান্ত হয়, তখন বলি মৃত্যু। সুতরাং জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু হয় না, জড়দেহেরই জন্ম-মৃত্যু হয়—সেই কথা সনাতন শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন। ভক্ত, জীবাত্মা তার সাধনার দ্বারা অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ভগবানকে লাভ করে।

জীবাত্মা দুইরকম—(১) বদ্ধ, (২) মুক্ত। যখন আদিসৃষ্টিতে জীবাত্মার সৃষ্টি হয়েছিল তখন রুচি পরীক্ষা হয়েছিল। শিশুর যেমন অন্নপ্রাশন হয়, নামকরণ হয়, রুচি পরীক্ষা হয়, তদ্রূপ জীবাত্মার রুচি পরীক্ষায় যাঁরা পাশ করেছেন তাঁরা ভগবানের কাছে থেকে নিত্য সেবাসুখ লাভ করছেন। আর আমরা যারা সব পরীক্ষায় ফেল করেছি তারা এই মায়ার কারাগারে এসে হাজির হয়েছি। এখানে এসে অহং মম বুদ্ধি নিয়ে বাক-বিতণ্ডা করছি। সেই যে বদ্ধ জীব কিসের দ্বারা পুনরায় ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে সেই কথা গীতা-ভাগবতে উপদিষ্ট হয়েছে।

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥

কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলছেন—তুমি যাবে আমার কাছে, আমার কাছে গেলে তোমার এই চতুর্দ্দশ ব্রহ্মাণ্ডে মহামায়ার কারাগারে আর ফিরিয়া আসিতে হবে না। আমার ধাম সেই রকম। সাধন-ভজনের তো ক্লেশ আছে, ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন আছে। 'কষ্ট করলে কেষ্ট পাওয়া যায়' কথাটা তো আছে। শাস্ত্র বলছেন—ধর্ম্মজগতে প্রবেশের প্রথম দ্বার হচ্ছে আহারশুদ্ধি। 'আহারশুদ্ধৌ সত্বশুদ্ধিঃ, সত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ, স্মৃতির্লম্ভে সর্ব্বগ্রন্থিনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' আহারশুদ্ধি কি তাহা আমরা বুঝি না, অথচ আহারশুদ্ধি হল ধর্ম্মজগতে প্রবেশের প্রথম অধিকার। সাত্ত্বিক আহার-বিহার সম্বন্ধে গীতা-ভাগবতে পরিষ্কার বুঝানো হয়েছে।

যাতযামং গতরসং পূতিপর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥

কিন্তু আমরা ওটা মানতে চাই না। ঋষিগণ কিছু ভুল করেননি, শাস্ত্রে বিধি-ব্যবস্থা ঠিক দেওয়া আছে। আমরা ঠিক বুঝি না। প্রাকৃত নীতি আর শাস্ত্রীয় সন্নীতি অনেক তফাৎ। সাধারণ নীতিতে গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে বোঝাতে চাচ্ছেন, তোমার সামনে কৌরবরা বসে আছেন। এই কৌরবদের তুমি বধ কর, এরা আততায়ী। আততায়ীর সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন সেখানে।

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্র-দারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

এরা আততায়ী। এদের বধ কর। এদের বধ করলে কোনরূপ অপরাধ হবে না। অর্জ্জুন কৌরবদের উপর বাণ প্রয়োগ করতে পারলেন না। কারণ তিনি বললেন এরা সব আমার গুরুজন, শালা, সম্বন্ধী বসে আছেন, আমি এদের বধ করতে পারি না। তারপর কৃষ্ণ বলছেন—আমি তোমাকে প্রাকৃত সাধারণ নীতির কথা বলেছি। এখন শোন—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিরিতি স্মৃতেঃ।"

কৌটিল্য চাণক্যের যে অর্থশাস্ত্র তার থেকে অনেক উপরের কথা হল ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা। সেই ধর্ম্মশাস্ত্রে আমি বলে রেখেছি "মা হিংসাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।" কাউকে হিংসা কর না। আমার দুটো কথা তুমি একই সঙ্গে পালন কর—এই কৌরবদের বধ কর, তোমার কোন পাপ হবে না। আবার বলছি এদের বধ করতে পার না তুমি। পারেননি অর্জ্জুন, অর্জ্জুন সেখানে ভান করছেন আমি জানি না, বুঝি না প্রভু। আমাকে জানিয়ে দিন বুঝিয়ে দিন।

প্রশ্ন করলেই তো উত্তর পাওয়া যায় না। প্রশ্নকারী যিনি তাঁর কিছু অধিকার থাকা প্রয়োজন। সেই অধিকারের কথা গীতায় বলেছেন—হে অর্জ্জুন! যদি তোমার কিছু উত্তর নিতে হয়, তাহলে তোমার কিছু অধিকার আছে কিনা তাহা তোমার দেখা প্রয়োজন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

তত্ত্বদর্শী সদ্‌গুরু দেখবেন প্রশ্নকর্ত্তা যিনি, শিষ্য যিনি তার এটা শুনবার অধিকার আছে কি না, এ প্রশ্ন করার অধিকার আছে কি না। কি কি

অধিকার? প্রণিপাত—আমি কিছু জানি না, বুঝি না, আমাকে দয়া করে বলুন এই ভাবটি থাকা চাই। পরিপ্রশ্ন—আমি জানব, বুঝব, শিখব। আর তৃতীয় অধিকার সেবাবৃত্তি। এই তিনটী থাকলে পরে প্রশ্ন করলে উত্তর আসে, অন্যথায় উত্তর আসে না। সাধন-ভজনের ক্ষেত্র হচ্ছে এইটা। শাস্ত্রে যতকিছু বলা আছে সব বিধি-নিষেধ তার ভিতরে। বিধি-নিষেধের ভিতরে যত কথা আছে—দুঃসঙ্গ বর্জ্জন আর সাধুসঙ্গ গ্রহণ—এ দুটোকে পাশাপাশি রেখে নিতে হবে। দুঃসঙ্গ কি যদি আমি না বুঝি তাহলে দুঃসঙ্গ ত্যাগ করা যায় না, আবার সৎসঙ্গ কি যদি না বুঝি তাহলে সৎসঙ্গ আমি করিতে পারি না। সনাতন শাস্ত্রে কথাগুলো সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি আস্তিক ও নাস্তিক এই দুইপ্রকার ব্যক্তির সমানই সম্মান। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

হে অর্জ্জুন! এ জগতে বহুরকমের নাস্তিক আছে। এই নাস্তিকরা হল আসুরিক ভাবাপন্ন, আর যারা আস্তিক তারা দৈবী ভাবাপন্ন। তাহলে তো দুটো পৃথক্ জিনিস। নাস্তিক যারা তারা কাকেও মানছে না, কাকেও আমল দিচ্ছে না। সুতরাং নিজেকেও মানছে না তারা। আস্তিক যারা তারা তো সবাইকে মানছেন, সম্মান দিচ্ছেন। প্রত্যেকের প্রতি যতটুকু শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখা দরকার ঠিক ততটুকুই শ্রদ্ধা-ভক্তি তারা রাখছেন। সেই বিধি-ব্যবস্থা তার বিচারের মধ্যে আছে। সুতরাং কতটুকু মানবো আর কতটুকু মানবো না সেটা তো সনাতন শাস্ত্রে বিবৃত হয়েছে। আমরা তো সেখান থেকে শিখবো। নাস্তিকের বহু তালিকা দিয়ে গেছেন কৃষ্ণ।—

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥

একদল বলছেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। কিছু লোক বলছেন তোমার ব্রহ্ম যদি সত্য হয়, তাহলে জগৎও সত্য। জগৎ ক্ষয়িষ্ণু, ধ্বংসশীল হতে পারে, কিন্তু যেটা আমরা চোখের সামনে দেখছি সেটা অস্বীকার করা যায় না। আর একদল বলছেন 'জগদাহুরনীশ্বরম্'—ভগবান্ বলে কেউ নাই, বিশ্বস্রষ্টা কেউ নাই। 'অপরস্পরসম্ভূতম্' Atom Molicules Theory—কণাদের বৈশিষ্ট্য বলছেন অণু পরমাণুর সংঘাতে এটা সৃষ্টি হয়েছে। আর একদল বলছেন—হ্যাঁ ভগবানকে মেনে নিতে পারি, তবে তিনি আমাদের ও

জগৎ সৃষ্টি করেন নি। তিনি তাঁর কামনা-বাসনা চরিতার্থ করেছেন। ঠিক এই জাতীয় নাস্তিকের দল জগৎ ছেয়ে গেছে। এরা সমাজের প্রতিটি স্তরে বসে আছে। নাস্তিকতা তাই আমাদের সমাজের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছে। আস্তিক্যবাদ নাই কেন? যদি প্রশ্ন করেন তাহলে আমি বলতে পারি যে নিরীশ্বর শিক্ষা থেকে আজ এই নাস্তিকতা এসেছে সমাজে, নিরীশ্বর শিক্ষাই এই নাস্তিকতার জন্য দায়ী।

আশ্চর্য্য লাগে যারা কাকেও মানছেন না তারা বলছেন আমাকে মান, শুনলে হাসিও লাগে। শাস্ত্র যুক্তি দিয়ে বোঝাছেন—"বেদাঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং, ধর্ম্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণম্। এতৎপ্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য কুর্য্যাদ বচনং প্রমাণম্॥" বেদ প্রমাণ, স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ, ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য প্রমাণ—এই বাক্যকে যারা প্রমাণ বলে মানে না তাদেরকে কে প্রমাণ বলে মানে। শাস্ত্র তো এইভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন। সুতরাং সেই প্রেমময় ভগবানের অস্তিত্ব সর্ব্বকালস্বীকৃত। "নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য"—ভগবান্ সত্য, ভক্তি সত্য, ভক্তও সত্য। সেই কথা সনাতন ধর্ম্মের মূল Principle, মূল Theory। সেই ভগবানকে পাওয়া যাবে কি করে—ভক্তিদ্বারা, 'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'। এবং প্রাপ্তব্য বিষয় কি?—ভগবৎ প্রেম। যখন আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্ম এক হবে তখন একটা মিলন আসতে পারে। তা না হলে মিলন কি করে হবে, বিশ্বভাতৃত্ব, বিশ্বমিলনটা কি করে সম্ভবপর। আমরা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথকভাবে নিজেদের ধর্ম্ম স্বীকার করে নিচ্ছি। কেহ দেহধর্ম্মী, কেহ মনোধর্ম্মী আর কেহবা আত্মধর্ম্মী। সকলের যদি আত্মধর্ম্ম কাম্য হয়, অভ্যাসযোগ কাম্য হয়, তবে তো মিলনটা হবে। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ (Diametrically opposite) চিন্তা নিয়ে তো বসে আছি। কি করে সেখানে মিলন হবে। সুতরাং বিভিন্ন ধরণের চিন্তার পুঁটলি নিয়ে যদি আমরা বসে থাকি তাহলে সাম্যবাদ কখনও হবে না। শাস্ত্র বলছেন যে একই ধরণের আত্মকল্যাণপর চিন্তা সকলের হতে হবে। তবেই সেখানে মিলনটা সম্ভবপর হতে পারে। তা না হলে ওটা বৃথা।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ধার করা হয়েছে তিনটে শাস্ত্রের শব্দ—সাম্য (Equality), স্বাধীনতা (Liberty) এবং মৈত্রী (Fraternity)। এই শব্দ তিনটে রাজনীতির নয়, ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা। ঋষিগণের সুচিন্তিত অভিমত। তারা সারাজীবনে যেটা অভ্যাস করেছেন, সেই জিনিসগুলো ধ্যান-ধারণা করে তারা জানিয়েছেন। সুতরাং সাম্যবাদ সেখানে কি করে আসতে পারে

যেখানে কথায় আছে Co-existance, কথায় আছে Equal distribution। সেটা সম্ভবপর নয়, কেননা সেখানে পৃথক্ পৃথক্ স্বার্থ আছে। সকলের স্বার্থ যখন এক হতে পারে তখন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত বলেছেন,—"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।" 'দুরাশয়া'—যাদের আশয়টা উল্টোপাল্টা তারা কি করে সব মেলাবেন। স্বার্থপতি হচ্ছেন ভগবান্ বিষ্ণু। 'স্ব'-অর্থে আত্মা। আত্মার কল্যাণ চিন্তাই হইল স্বার্থ। আমরা সমগ্র বিশ্ববাসী যদি আত্মার কল্যাণ চিন্তা করি তাহলে সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী সফলতা লাভ করতে পারে। তা না হলে তো হচ্ছে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই সাম্যবাদের কথা বলে গেছেন। তিনিই প্রথম মিথ্যার বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কাজী দলন করেছেন তিনি। শিক্ষা কি সেখানে? চাঁদকাজী বিচারক, গভর্ণর। তার কাছে হাজার হাজার শিষ্যবর্গ নিয়ে তিনি নাম-সঙ্কীর্ত্তন করে হাজির হলেন। মহাপ্রভুর শিক্ষার কণামাত্র গ্রহণ করে মহাত্মা গান্ধীজি Non-Violence, Non co-operation movement চালিয়েছেন। এটা বহু সুচিন্তিত অভিমত। আজ বিশ্বে সুচিন্তাশীল মনীষিরা রয়েছেন যারা এটা তাদের সুচিন্তিত অভিমত। সুতরাং সেই প্রেমময় ভগবান্ সবসময় জগতের অশেষ কল্যাণ চিন্তা করেছেন, করছেন এবং করবেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সন্ন্যাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীশ্যামলাল হকিমজীর আরও অসত্য মন্তব্য এই যে, তিনি লিখিয়াছেন, "আচার্য্য শ্রীরামানুজ এবং বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসের রীতি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের অনুকরণে প্রচলিত হইয়াছে।"

আমরা পূর্ব্বেই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছি যে, তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হইলেই যে-কোন বর্ণ বা আশ্রম হইতে যে-কোন বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব ৮ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হইতে আচার্য্য শ্রীশঙ্করদ্বারা গৃহীত সন্ন্যাস বেদবিহিত।

বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব তাঁহার বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত (পঞ্চভেদ মুক্তিতেও জীব ও ঈশ্বরে ভেদ, জীব হরির অনুচর প্রভৃতি) ও তাঁহার বৈষ্ণব-উপাসনা-প্রণালী যথাযথ রাখিয়াও যে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা শঙ্কর-সন্ন্যাসের অনুকরণে নহে। কেননা আচার্য্য শ্রীশঙ্কর একদণ্ড-সন্ন্যাসের মূল-প্রবর্ত্তক নহেন। তাঁহার বহুপূর্ব্বে বৈদিক কাল হইতেই একদণ্ড এবং ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষদ্ অনুসারে সন্ন্যাসের মূল-প্রবর্ত্তক লোকপিতামহ ব্রহ্মা এবং পূর্ব্বকালে সংবর্ত্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, দত্তাত্রেয়, সূত, বামদেব এবং হারিতাদি মহান্ ঋষিগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, পরে পরমহংসাবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তি-কালে শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের সাতশত ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহারা সকলেই শুদ্ধবৈষ্ণব এবং ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ছিলেন।

"শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয়"-গ্রন্থানুসারে শ্রীবল্লভাচার্য্য বৃদ্ধ-অবস্থায় শ্রীমাধবেন্দ্র যতির নিকট কাশীর হনুমান-ঘাটে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "পূর্ণানন্দ যতি" সন্ন্যাসনাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে শুদ্ধ-বাৎসল্যরসের উপাসক ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে তিনি পরবর্ত্তিকালে গৌরশক্তি গদাধরের নিকট হইতে জগন্নাথ-পুরীতে যুগলকিশোর উপাসনার মন্ত্র গ্রহণ করিয়া মধুর রসে শ্রীকিশোরগোপালের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—

বল্লভভট্টের হয় বাৎসল্য উপাসন।
বালগোপাল-মন্ত্রে তিহোঁ করেন সেবন॥
পণ্ডিতের সনে তাঁর মন ফিরি গেল।
কিশোরগোপাল-উপাসনায় মন দিল॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৭।১৪৪-১৪৫)

অতএব কেবল মুক্তিবাদীগণই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য সকল আচার্য্যগণই শঙ্কর-সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসের অনুকরণ করিয়াছেন—এই আক্ষেপও সর্ব্বথা অলীক এবং কল্পনাপ্রসূত।

আমরা শ্রীবিষ্ণুস্বামী এবং শ্রীবল্লভাচার্য্যের সম্বন্ধে ইহা প্রদর্শন করিয়াছি যে, তাঁহারা ভক্তিপরায়ণ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী ছিলেন। নিম্নে শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের সম্বন্ধে বিচার করিব। শ্রীহকিমজী প্রথমে ঐ দুজনের সন্ন্যাসকে অবৈদিক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন ; আবার পরে বাধ্য হইয়া বৈদিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সন্ন্যাসকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত বিধি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। নিষ্কাম বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম পালনে মুক্তি

হয়; অতএব তাঁহাদের মুক্তি-সাধনে সন্ন্যাসগ্রহণ উচিত মনে করেন। কিন্তু গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের লক্ষ্য 'প্রেম'। তাঁহার বিচারানুসারে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসরীতির একেবারে প্রয়োজন নাই।

শ্রীহকিমজীর এই উক্তিও অজ্ঞানপ্রসূত এবং অপরাধমূলক। শ্রীরামানুজ এবং শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রামাণিক গ্রন্থসমূহ হইতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিই এইরূপ স্বকপোলকল্পিত এবং যুক্তি-প্রমাণহীন মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারে না। শ্রী-সম্প্রদায়ের শ্রীভাষ্য বেদার্থসংগ্রহ, প্রপন্নামৃতাদি প্রামাণিক গ্রন্থ-অনুসারে জীব স্বরূপতঃ ভগবৎকিঙ্কর। তাঁহাদের মতানুসারে জীবের ব্রহ্মের সহিত কখনও একাত্মতা সম্ভব নহে। বৈকুণ্ঠে ভগবানের কৈঙ্কর্য্যই পরমা মুক্তি। শ্রীমধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব হরির নিত্য অনুচর এবং শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম-সেবাপ্রাপ্তিই মুক্তি। (১) অতএব এই দুটী সম্প্রদায়ের ভগবৎসেবাপর তাৎপর্য্যময়ী মুক্তি শ্রীশঙ্করাচার্য্য-কথিত নির্ব্বিশেষ মুক্তি অর্থাৎ জীব-ব্রহ্ম-ঐক্য হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন।

কেবলমাত্র 'মুক্তি'-শব্দ দেখিয়াই সর্ব্বক্ষেত্রে তাহাকে ভক্তি বিরোধী বলিয়া মনে করিতে হইবে না। যদি তাহাই হয়, শ্রীমদ্ভাগবতে "কৈবল্যৈক-প্রয়োজনম্" শ্লোক দেখিয়া হকিমজী কি শ্রীমদ্ভাগবতকেও মুক্তিবাদী গ্রন্থ বলিয়া তাহাকে গৌড়ীয় বিচারধারার বিরোধী মানিবেন?

'মুক্তি' এবং 'কেবল' শব্দসমূহকে দেখিয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বিশেষ-মুক্তিকে বুঝিতে হইবে না। তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহণ করা উচিত। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভৃতি আচার্য্যগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণ এবং অকাট্য যুক্তিসমূহ-দ্বারা 'কেবল' শব্দে 'বিশুদ্ধপ্রেম' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রীতিসন্দর্ভে তিনি 'মুক্তি'-শব্দের যথার্থ তাৎপর্য্য—'প্রেমসেবা' নিরূপণ করিয়াছেন। (২) অতএব উক্ত দুইটী সম্প্রদায়ের সহিত শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের কোন তাত্ত্বিক বিরোধ নাই। সকল বৈষ্ণব-সম্প্রদায়েই বিষ্ণুতত্ত্ব উপাস্য। ব্রহ্ম এবং জীবে সেব্য ও সেবক সম্বন্ধ; ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং ভগবৎসেবাই প্রয়োজন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং পরব্যোমপতি নারায়ণ তত্ত্বতঃ অভিন্ন। কেবলমাত্র উপাস্য এবং উপাসনার বৈশিষ্ট্যদ্বারাই সম্প্রদায়ভেদ গৃহীত হইয়া

---

(১) শ্রীমন্মধ্বমতে—হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগৎ তত্ত্বতো
ভেদো জীবগণাঃ হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
(শ্রীজয়তীর্থ এবং ত্রিবিক্রমাচার্য্য রচিত গ্রন্থে)

(২) মোক্ষং বিষ্ণ্বিখিলাভম্—(প্রমেয়রত্নাবলী, প্রীতিসন্দর্ভ সংখ্যা—২)

থাকে। অতএব শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের রীতি যেভাবে প্রচলিত, সেইরূপেই শ্রীমধ্বানুগত শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়েও সন্ন্যাসের রীতি শাস্ত্রানুকূল এবং গ্রহণীয়। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী, শ্রীবিষ্ণুপুরী, শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী এবং পরমানন্দপুরী প্রভৃতি সন্ন্যাসীবৃন্দের কেবল কৃষ্ণপ্রেমই লক্ষ্য ছিল। এই তথ্যকে শ্রীহকিমজী বা অন্য কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। ইঁহারা সকলেই প্রথমে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়া পরে ঐকান্তিক ভক্তির অনুকূলে নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ"—এই সিদ্ধান্তবাণী-অনুসারে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মূল-মহাজনের আনুগত্যে এই সম্প্রদায়েও সন্ন্যাসের রীতি সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য।

(২) তাঁহার দ্বিতীয় আক্ষেপ এই যে, কলিকালে সকল সম্প্রদায়ের জন্যই সন্ন্যাস নিষিদ্ধ আছে। তাহার প্রমাণস্বরূপ তিনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, কৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৮৫।১৮০)

অর্থাৎ—অশ্বমেধযজ্ঞ, গোমেধযজ্ঞ, সন্ন্যাস, মাংসদ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপত্তি—কলিকালে এই পাঁচটী পরিবর্জ্জনীয়।

এস্থলে ইহাই বিচার্য্য যে—বেদ, উপনিষদ, পুরাণ এবং স্মৃতির উপদেশগুলি সার্ব্বকালিক। যেখানে উপযুক্ত সকল প্রামাণিক শাস্ত্রসমূহ সমস্বরে সকলযুগের জন্য সন্ন্যাস এবং গৈরিকবস্ত্র ধারণের বিধান করিয়াছেন, সেখানে কেবলমাত্র ব্রহ্মবৈবর্ত্তের একটী শ্লোকের বলে কলিযুগে সন্ন্যাসের নিষেধপর বিচার কোন বিশেষ পরিস্থিতি বা কোন বিশেষ প্রকারের সন্ন্যাসের জন্যই উচিত মানিতে পারা যায়। সকলক্ষেত্রে সকল প্রকার সন্ন্যাসের জন্যই তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণেরই অন্যত্র সন্ন্যাস এবং গৈরিক বসন ধারণের বিধিও দেখা যায়,—

দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্ত-বস্ত্রং মাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ২।৩৬।৯)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'অশ্বমেধং'-শ্লোকের প্রমাণ শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু চাঁদকাজীকে গো-বধের বিরুদ্ধে বুঝাইবার জন্য উপস্থাপিত করিয়া-

ছিলেন, সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে নহে। পদ্মপুরাণে তিনপ্রকার সন্ন্যাসের উল্লেখ দেখা যায়,—কর্ম্মসন্ন্যাস, জ্ঞানসন্ন্যাস ও বেদসন্ন্যাস। যথা—

"জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎ বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্ত্বন্যে ত্রিবিধা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(পদ্মপুরাণ, আদি ৩১ অধ্যায়)

কলিযুগে ইহাদের মধ্যে কেবল কর্ম্ম-সন্ন্যাসই নিষিদ্ধ। ইন্দ্রিয়গণ শিথিল হইলে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদি সুখভোগে অসমর্থ হইয়া আত্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশ্যরহিত হইয়া যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। ভগবদ্ভক্তগণ কর্ম্মী নন। অতএব তাঁহাদের জন্য কর্ম্মসন্ন্যাসের কোন প্রশ্নই উঠে না। জ্ঞান-সন্ন্যাসের লক্ষ্য-সাযুজ্য-মুক্তি। "আরুহ্য কৃচ্ছ্রেন পরং পদং ততঃ, পতন্ত্যধোঽনাদৃত-যুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।২।৩২)—শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকানুসারে পতনের আশঙ্কা থাকার জন্য তাঁহারা জ্ঞান-সন্ন্যাসও গ্রহণ করেন না; তাঁহারা কেবল বেদ-সন্ন্যাস বা বিদ্বৎ-সন্ন্যাসই গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ঐ বিদ্বৎসন্ন্যাস গ্রহণও কেবলমাত্র পরাত্ম-নিষ্ঠার নিদর্শনমাত্র। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে ভাবে বিভোর হইয়া (শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩।৫৭) "এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ। অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব॥" —এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতে করিতে বলিলেন,—

পরাত্মনিষ্ঠামাত্র বেষ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ॥
সেই বেষ কৈল এবে বৃন্দাবন গিয়া।
কৃষ্ণ নিষেবন করি নিভৃতে বসিয়া॥ (চৈঃ চঃ মঃ—৩।৮-৯)

শ্রীমদ্ভাগবতে নরোত্তম সন্ন্যাসের (বিদ্বৎ-সন্ন্যাসের) বিধি দেওয়া হইয়াছে,—

যঃ স্বকাৎ পরতো বেহ জাত নির্ব্বেদ আত্মবান্।
হৃদি কৃত্বা হরিং গেহাৎ প্রব্রজেৎ স নরোত্তমঃ॥

যিনি স্বয়ং বুঝিয়া অথবা অন্যের উপদেশে এই সংসারকে দুঃখময় জানিয়া তাহা হইতে বিরক্ত হন এবং অন্তঃকরণকে বশীভূত করিয়া হৃদয়ে শ্রীহরিকে ধারণপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনি নরোত্তম।

অতএব পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রাখিয়া বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, দুঃখপূর্ণ সংসারের প্রতি বৈরাগ্য উদিত হইলে সাংসারিক আসক্তিসমূহকে

সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীমুকুন্দের ঐকান্তিকী সেবার জন্য (কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অতিরিক্ত) কলিযুগেও বিদ্বৎ-সন্ন্যাস বা নরোত্তম-সন্ন্যাস গ্রহণ শাস্ত্রসঙ্গত। যদি কোন ভক্তের জন্য গৃহস্থ-আশ্রমে থাকিয়া ভগবদ্ভজন করা নিন্দনীয় না হয়, তবে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস আশ্রমে থাকিয়া ভজন করিলে তাহা কি-প্রকারে নিন্দনীয় হইতে পারে ?

যেখানেই থাকা হউক না কেন, হরিভজন হওয়া চাই। যে সাধক ব্যক্তির যে আশ্রম হরিজনের অনুকূল, তাহার পক্ষে সেই আশ্রমে থাকিয়া বর্ণাশ্রমের প্রতি আসক্তি বা অভিমান পরিত্যাগ করিয়া হরিভজন করা উচিত। এবং যে আশ্রম প্রতিকূল হয় তাহা পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিকভাবে হরিভজন করা উচিত—ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সন্ন্যাসিগণেরও গৌড়ীয় ভজন রীতিতে অধিকার আছে। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সন্ন্যাসীও আচার্য্য বা গুরুরূপে মান্য। তাঁহারা কদাপি নিন্দনীয় বা বর্জ্জনীয় নহেন।

৩। (ক) হকিমজী বলিয়াছেন, "শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে সন্ন্যাসের রীতি নাই।" এই বিষয়ে সম্প্রদায় তত্ত্ববিৎগণের কথন এই যে, স্বয়ং ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই কলিকালে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে প্রকারে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং শ্রীকৃষ্ণ কোন সম্প্রদায় প্রদান করেন নাই, সেই প্রকার শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'একটী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রূপে গণ্য করা ভুল এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এই কার্য্যটী ভগবানের নয়। ভগবান্ এই কার্য্য তাঁহার সেবক-সেবিকা শ্রীব্রহ্মা, শ্রীলক্ষ্মীদেবী, শ্রীরুদ্র এবং সনৎকুমার আদির দ্বারা করাইয়া থাকেন। অতএব স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু কোন নূতন সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন নাই অথবা গঠন করেন নাই। তিনি নরলীলা-অনুরোধে বিশুদ্ধ গুরু-পরম্পরা রক্ষাহেতু শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ে দীক্ষাগ্রহণ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছেন। তিনি এমন আচরণের লীলা করিয়াও সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে উৎকর্ষতামূলক পরম মাধুর্য্যময় উপাস্য-তত্ত্বের পরম মাধুর্য্যময়ী অসমোর্দ্ধ উপাসনা পদ্ধতি প্রদান করিয়া উক্ত সম্প্রদায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করিয়াছেন।[১]

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীহকিমজীদ্বারা সম্পাদিত প্রথম সংস্করণ) মধ্যলীলা নবম পরিচ্ছেদ ২৪৯ পয়ারের চৈতন্যচরণ চুম্বিনী টীকাতে দ্রষ্টব্য। ঐ টীকা স্বয়ং হকিমজী লিখিয়াছেন।

এখানে এই সত্যোদ্ঘাটন করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ এবং অধুনা শ্রীহকিমজী যিনি তাঁহার পুরাণ সাম্প্রদায়িক বিচারধারা বদল করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক সিদ্ধ করিতে চান। ইঁহাদের কোন স্থির সিদ্ধান্ত নাই। ইঁহারা আধুনিক রাজনীতিজ্ঞদের মত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত পাল্টাইতে সিদ্ধহস্ত। তাঁহারা আজ যে সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করেন, আগামীকল্য তাহার বিপরীত বলেন। পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের বিচার বা সিদ্ধান্ত পাল্টাইলে সেই বিচার কখনই নির্ভরযোগ্য নয়। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ গুরুত্যাগ এবং সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তনের রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। আমরা পৃথক প্রবন্ধে ইহা স্বপ্রমাণে স্থাপন করিব। শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ তাঁহার সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণ পর্য্যন্ত শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শ্রীমধ্ব সম্প্রদায়ের অনুগত লিখিয়াছেন। কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাকে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে স্থাপন করিবার জন্য অলীক স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি যুক্তির উদ্ভাবনা করিয়াছেন। শ্রীহকিমজীও তদ্রূপ তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের টীকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায় সম্বন্ধে সন্ন্যাসবেষ আদি বিষয়ে একপ্রকার সিদ্ধান্ত এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার ঠিক বিপরীত সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়াছেন।

যেখানে ভজন সাধনের অভাব, তত্ত্বানুভূতি হয় নাই, যেখানে শ্রীগুরু এবং গুরুপরম্পরার প্রতি নিষ্ঠার অভাব থাকে, সেখানে স্থির সিদ্ধান্তে আরূঢ় থাকা যায় না। এইপ্রকার অস্থির সিদ্ধান্তের ব্যক্তিগণের বিচার গ্রহণ করিলে কেবল অনর্থ এবং বৈষ্ণব অপরাধই লাভ হয়, পরমার্থ নয়। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

কেমনে ধরিব ?

ক্ষুদ্র প্রাণে বিভু তোমায় কেমনে ধরিব ?
অনন্ত অসীম তুমি, কীটানু কীট যে আমি,
তবে কি হে তব কাছে যাইতে নারিব ॥ ১ ॥
বিশাল অবনী মাঝে, বল বিভু কেবা আছে,
আমার আপন জন কাহারে বলিব।
ক্ষুদ্র প্রাণে বিভু তোমায় কেমনে ধরিব ॥ ২ ॥
পিতা-মাতা ভ্রাতাদ্বয়, কেহ ত' আপন নয়,
মায়ামুগ্ধ হ'য়ে শুধু বলি আপনার।
তোমা বিনা বিভু আর কে আছে আমার ॥ ৩ ॥
অনন্ত অসীম হ'লে, কে আর আদরে কোলে,
লইবে আমারে বিভু আপন বলিয়া।
সান্ত অনন্তে যাবে কেমন করিয়া ॥ ৪ ॥
বিভু গো তবে কি হায়! দাস তব রাঙ্গা পায়,
সেবিবে না দিবানিশি হৃদয়ে ধরিয়া।
কেমনে যাইব বিভু দাও গো বলিয়া ॥ ৫ ॥
বিভু গো তোমার তরে, পরাণ কেমন করে,
অনন্ত হইলে মনে যাই শিহরিয়া।
কেমনে যাইব বিভু দাও গো বলিয়া ॥ ৬ ॥
বাস না হয় গো বিভু, আমি দাসী তুমি প্রভু,
এই ভাবে সেবি তব যুগল চরণে।
বল বিভু তব কাছে যাইব কেমনে ॥ ৭ ॥
বিভু গো সহে না আর, কে আর করিবে পার,
হৃদয় অনলে হায় হ'তেছে দহন।
ওগো বিভু দয়া ক'রে দাও শ্রীচরণ ॥ ৮ ॥

—শ্রীপ্রফুল্ল নাথ মিত্র

———

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা

ও

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা

মহোৎসবে আহ্বান

(পুরীধামের প্রথানুসারে)

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য,
১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব
গোস্বামী মহারাজ

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
১লা বৈশাখ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরেও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে উক্ত মঠে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিপূজা-পালন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে আগামী ১১ই আষাঢ়, ১৩৯৪ (ইং ২৬।৬।৮৭) শুক্রবার হইতে ২১শে আষাঢ়, ১৩৯৪ (ইং ৬।৭।৮৭) সোমবার পর্য্যন্ত একাদশ দিবসব্যাপী পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহের বিশেষ সেবা-পূজা, ভোগরাগ, আরাত্রিক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ-যাজনমুখে বিরাট মহোৎসবের অনুষ্ঠান হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও পরমোৎসাহিত হইবেন। এই মহৎ অনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। পরপৃষ্ঠায় দৈনন্দিন সেবাপঞ্জী প্রদত্ত হইল। শুদ্ধভক্তকৃপাপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

—ঃ সেবাপঞ্জী ঃ—

১। **১১ই আষাঢ়** (ইং ২৬।৬।৮৭), শুক্রবার—অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র ১০টা পর্য্যন্ত ওঁ বিষ্ণুপাদ **শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব** উপলক্ষে পাঠ, কীর্ত্তন, আরতি ও বক্তৃতা।

২। **১২ই আষাঢ়** (ইং ২৭।৬।৮৭), শনিবার—পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তনমুখে** গুণ্ডিচাবাড়ী গমন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠান্তে **গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন** এবং মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৩। **১৩ই আষাঢ়** (ইং ২৮।৬।৮৭), রবিবার—**শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা** ; অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তনযোগে শোভাযাত্রাসহ রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচাবাড়ী গমন। পরে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় আরাত্রিক, সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে **রথযাত্রা-প্রসঙ্গ** পাঠ।

৪। **১৪ই আষাঢ়** ২৯শে জুন সোমবার হইতে **১৬ই আষাঢ়**, ১লা জুলাই বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৫টা হইতে রাত্র পর্য্যন্ত সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে রথযাত্রা-প্রসঙ্গ পাঠ।

৫। **১৭ই আষাঢ়** (ইং ২।৭।৮৭), বৃহস্পতিবার—**হেরাপঞ্চমী**-দিবসে শ্রীলক্ষ্মী-বিজয় উৎসব। পূর্ব্বাহ্ণ ৭টা হইতে মধ্যাহ্ণ ১২টা পর্য্যন্ত গুণ্ডিচাবাড়ীতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও **নগর-সঙ্কীর্ত্তন**। অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ; সন্ধ্যায় আরাত্রিক, তদনন্তর শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

৬। **১৮ই আষাঢ়**, ৩রা জুলাই শুক্রবার হইতে **২০শে আষাঢ়**, ৫ই জুলাই সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন ও আরাত্রিকান্তে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠমুখে বক্তৃতা।

৭। **২১শে আষাঢ়** (ইং ৬।৭।৮৭), সোমবার—অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সঙ্কীর্ত্তন ও শোভাযাত্রাযোগে **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাত্রা**। পরে শ্রীমঠে সঙ্কীর্ত্তন, আরতি, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও সাধারণ মহোৎসব।

দ্রষ্টব্য ঃ—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে হইলে **'সাধারণ সম্পাদক'**-এঁর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।	অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য ॥	হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম ॥

৩৯শ বর্ষ | ৬ শ্রীধর, গর্ভোদশায়ী, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ | ৩২শে আষাঢ়, শুক্রবার, ১৩৯৪, ইং ১৭।৭।৮৭ | ৫ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীশঙ্কর-কৃতম্ শ্রীনৃসিংহদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ষট্‌ত্রিংশদধিক-দ্বিশততমোঽধ্যায়ে]

শ্রীশঙ্কর উবাচ,—

১। অনাদি-নিধনং দেবং সর্ব্বভূত-ভবোদ্ভবম্।
বিদ্যুজ্জিহ্বং মহাদংষ্ট্রং স্ফুরৎকেশর-সঙ্কটম্।
কল্পান্ত-মারুতক্ষুব্ধ-সপ্তার্ণব-মহাস্বনম্ ॥ ৬ ॥

[শ্রীমহাদেব নৃসিংহদেবের ধ্যান করিলে শ্রীনরসিংহ তৎক্ষণাৎ শিবকে দর্শন দান করেন ; তৎপরে শ্রীশঙ্কর দেবেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন,—]

শ্রীনৃসিংহদেব আদি-অন্তহীন, তাঁহা হইতেই সর্ব্বভূতের উদ্ভব হইতেছে,

তাঁহার জিহ্বা বিদ্যুতবৎ সমুজ্জ্বল, দন্তসকল অতি ভয়ঙ্কর, কেশরমালা স্ফুরিত হইতেছে। তদীয় গর্জ্জন কল্পান্তকালীন মারুত-বিক্ষুব্ধ-সপ্তসমুদ্র-নিঃস্বনবৎ গম্ভীর ॥ ৬ ॥

২-৩। বজ্রান্ততীক্ষ্ণনখর-চারুণা দারিতাননম্।
মেরুশৈল-প্রতীকাশমুদয়ার্ক-সমীক্ষণম্॥
হিমাদ্রি-শিখরাকারং চারুদংষ্ট্রোজ্জ্বলাননম্।
শুশ্রূষিতাতিরোষাগ্নি-জ্বালা-কেশরমালিনম্ ॥ ৭-৮ ॥

তদীয় দেহ উদীয়মান সূর্য্য-কিরণোদ্ভাসিত সুমেরু পর্ব্বতবৎ দীপ্যমান। হিমাদ্রি-শৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাদ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল! ক্রোধে তাঁহার কেশর-নিকর হইতে জ্বালামালা নির্গত হইতেছে ॥ ৭-৮ ॥

৪। রত্নাঙ্গদং সুমুকুটং হেমকেশর-ভূষিতম্।
শ্রোণিসূত্রেণ মহতা কাঞ্চনেন বিরাজিতা ॥ ৯ ॥

শ্রীনৃসিংহদেব রত্ননির্ম্মিত অঙ্গদ, শোভন মুকুট ও হেমময় কেশরসমূহে বিভূষিত ও কাঞ্চনময় কটিসূত্রে বিরাজিত ॥ ৯ ॥

৫। নীলোৎপল-দলশ্যামং রত্ন-নূপুর-ভূষিতম্।
তেজসাক্রান্তসকল-ব্রহ্মাণ্ডোদর-মণ্ডপম্ ॥ ১০ ॥

তিনি নীলোৎপলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, রত্নময় নূপুরে ভূষিত, স্বীয় তেজোদ্বারা জগৎ আক্রমণ করিয়া অবস্থিত আছেন; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উদরমণ্ডপে রহিয়াছে ॥ ১০ ॥

৬। আবর্ত্ত-সদৃশাকারৈঃ সংযুক্তং দেহরোমভিঃ।
সর্ব্বপুষ্প-বিচিত্রাঞ্চ ধারয়ংশ্চ মহাস্রজম্ ॥ ১১ ॥

আবর্ত্তসম রোমরাজিদ্বারা শ্রীনরসিংহের দেহ ব্যপ্ত হইয়াছে, তিনি সর্ব্বপুষ্প-রচিত বিচিত্র্য মাল্য ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১১ ॥

৭। নমস্তেঽস্তু জগন্নাথ নরসিংহবপুর্দ্ধর।
দৈত্যেশ্বরাস্ত্রসম্পূর্ণ-নখশুক্তি-বিরাজিত ॥ ১৪ ॥

হে নৃসিংহরূপধারিন্! জগন্নাথ! আপনাকে নমস্কার করি। আপনার শুক্তিতুল্য নখরাজি দৈত্যেশ্বর হিরণ্যকশিপুর নাড়ীসমূহে পূর্ণ হইয়া শোভা পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

৮। নমঃ সকলসংলগ্ন-হেমপিঙ্গল-বিগ্রহ।
নমোঽস্তু পদ্মনাভায় শোভনায় জগদ্‌গুরো॥ ১৫॥

হে দেব! আপনার নখকমলে হেম-পিঙ্গলদেহ-দৈত্য বিরাজিত আছে। হে জগদ্‌গুরো! আপনি পদ্মনাভ, অতি-সুশোভন, আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৫॥

৯-১০। কল্পান্তাম্ভোদ-নির্ঘোষ-সূর্য্যকোটিসমপ্রভ।
সহস্রযম-সন্ত্রাস সহস্রেন্দ্র-পরাক্রম॥ ১৬॥
সহস্রধনদ-স্ফীত সহস্র-বরুণাত্মক।
সহস্রচন্দ্রপ্রতিম সহস্র-গ্রহবিক্রম॥ ১৭॥

আপনি সহস্র যমের ত্রাস উৎপাদন করেন, সহস্র ইন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী, সহস্রধনদবৎ বর্দ্ধিষ্ণু, আপনি সহস্র চরণাত্মক; সহস্র-চন্দ্রতুল্য যশস্বী, সহস্রাংশু আদিত্যের ন্যায় পরাক্রমশালী॥ ১৬-১৭॥

১১-১২। সহস্ররুদ্র-তেজস্ক সহস্রব্রহ্ম-সংস্তুত।
সহস্ররুদ্র-সঞ্জপ্ত সহস্রাক্ষ-নিরীক্ষণ॥
সহস্রজন্ম-মথন সহস্রবন্ধ-মোচন।
সহস্রবায়ু-বেগোগ্র সহস্রাক্ষ-কৃপাকর॥ ১৮-১৯॥

হে দেব! আপনি সহস্ররুদ্রের ন্যায় তেজস্বী; আপনি সহস্রব্রহ্ম-সংস্তুত, সহস্র রুদ্র আপনার মন্ত্র জপ করেন; সহস্রাক্ষ সর্ব্বদা আপনাকে দর্শন করেন। হে দেব! আপনি সহস্র বায়ুর ন্যায় বেগবান্, আপনি সহস্রাক্ষকে কৃপা করিয়া থাকেন॥ ১৮-১৯॥

১৩-১৪। স্তুত্বৈবং দেবদেবেশং নৃসিংহবপুষং হরিম্।
বিজ্ঞাপয়ামাস পুনর্বিনয়াবনতঃ শিবঃ॥ ২০॥
নারসিংহমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেন্নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মনোরথপ্রদস্তস্য রুদ্রস্যেব ন সংশয়ঃ॥ ২৪॥

দেবদেবেশ্বর নৃসিংহরূপী হরিকে এইরূপে স্তব করিলে বিনয়াবনত শিবের সম্মুখেই শ্রীনৃহরি জগতের স্বাস্থ্যবিধানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। যে ব্যক্তি নিয়ত এই নৃসিংহস্তোত্র পাঠ করেন, ভক্তবৎসল নৃহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন

হইয়া রুদ্রকে যেমন বর প্রদান করিয়াছিলেন, স্তব-পাঠককেও সেইরূপ বর দিয়া থাকেন ॥ ২০, ২৪ ॥

[শ্রীনৃসিংহদেবের মন্ত্র জপ করিলে তিনি ভক্তজনের বিস্তৃত দুঃখজাল ছেদন করেন। অংশুমালী সূর্য্যদেব যেমন নীহার-জাল শুষ্ক করেন, শ্রীনৃহরিও সেইরূপ পাপরাশি বিনাশ ও ভজন-পথের বাধা-বিপত্তি বিদূরিত করেন।]

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১২৯ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়-ধারা

ভাবুক লক্ষণ

ভাবুকের নববিধ লক্ষণ

ভাবুকের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ হয়, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নয়প্রকার লক্ষণ সর্ব্বপ্রধান (১)।

১। ক্ষান্তি। ২। অব্যর্থকালত্ব। ৩। বিরক্তি। ৪। মানশূন্যতা। ৫। আশাবন্ধ। ৬। সমুৎকণ্ঠা। ৭। সর্ব্বদা নামগানে রুচি। ৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি। ৯। কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি।

ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষুভিত হয় না (২)। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয়জনের ক্লেশ বা মৃত্যু হয়, কোন সম্পত্তি নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা পীড়া হয়, তাহাতে ভাবভক্ত তাৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়ামাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎপাদপদ্মে নিযুক্ত থাকায় ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয়, আশা, শোক, মোহ—ইহারাই চিত্ত-ক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার।

১। ক্ষান্তি

---

(১) ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতে ভাবাঙ্কুরে জনে॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৫, ২৬

(২) ক্ষোভহেতাবপি প্রাপ্তে ক্ষান্তিরক্ষুভিতাত্মতা॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।২৭

কাল বৃথা না যায়, এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভাবুক সমস্ত কার্য্যেই ভাব-দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। যে কার্য্য উপস্থিত, তদুপযোগী ভগবল্লীলা স্মরণপূর্ব্বক সেই কার্য্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। সমস্ত কর্ম্মই ভগবদ্ভাবরূপে করিয়া থাকেন (১)।

২। অব্যর্থকালত্ব

ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায় (২)। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জাতভাব পুরুষের ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়া উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বিরক্ত (বিরকৎ) বাবাজী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাঁহারা ভেকধারণপূর্ব্বক আপনাদিগকে বিরক্ত মনে করেন। বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয়, এরূপ নয়। যদি ভাবোদয়ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে, ভাবক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয়, তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না। যাঁহাদের পক্ষে ভজনসম্বন্ধে অনুকূল হয় না, তাঁহারা অভাব খর্ব্ব করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন (৩)। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বতঃ হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটী যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক

৩। বিরক্তি

---

(১) বাগ্ভিঃ স্তবন্তো মনসা স্মরন্তস্তন্বা নমন্তোঽপ্যশিষং ন তৃপ্তাঃ।
ভক্তাঃ স্রবন্নেত্রজলাঃ সমগ্রমায়ুর্হরেরেব সমর্পয়ন্তি ॥
হরিভক্তিসুধোদয়ে

(২) বিরক্তির্বিষ্ণিয়ার্থানাং স্যাদরোচকতা স্বয়ম্। ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৩০
যো দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ভাঃ ৫।১।৪।৩৩

(৩) বিভূয়াচ্চেন্মুনির্বাসঃ কৌপীনাচ্ছাদনং পরম্।
ত্যক্তং ন দণ্ডপাত্রাভ্যামন্যৎ কিঞ্চিদনাপদি ॥ ভাঃ ১১।১৮।১৫
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাচং মনঃপূতং সমাচরেৎ ॥ ভাঃ ১১।১৮।১৬
একশ্চরেন্মহীমেতাং নিঃসঙ্গঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মক্রীড় আত্মরত আত্মবান্ সমদর্শনঃ ॥ ভাঃ ১১।১৮।২০

হইয়াছে। অনেকে জাতভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই, ক্ষণবৈরাগ্যক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করেন। স্ত্রী-পুরুষের কলহক্রমে, সাংসারিক ক্লেশবশতঃ বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদকদ্রব্যের বশ্যতাদ্বারা বা

অজাতরতি ব্যক্তির বাহিরে বিরক্তভাব-গ্রহণ নানা উৎপাতের হেতু

অবিবেকপূর্ব্বক যে তাৎকালিক সংসারবৈরাগ্য উদিত হয়, তাহার নাম ক্ষণবৈরাগ্য। সেই ক্ষণবৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থপ্রদান করিয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে, অত্যল্পকালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়া কোনপ্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করেন, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করেন। তাঁহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। এইপ্রকার অবৈধ-ভেকের পর্ব্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণবজগতের কোনপ্রকার মঙ্গল হইবে না। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রমধর্ম্মবিচারে অবৈধ-বৈরাগ্যকে জগন্নাশকার্য্যরূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ-বৈরাগ্য বর্ণাশ্রমধর্ম্মগত সন্ন্যাসাশ্রমাশ্রিত

আত্মীক্ষেতাত্মনো বন্ধং মোক্ষঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠয়া।
বন্ধ ইন্দ্রিয়বিক্ষেপো মোক্ষ এষাঞ্চ সংযমঃ ॥ ভাঃ ১১।১৮।২২
জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ।
সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ ॥
বেদবাদরতো ন স্যান্ন পাষণ্ডী ন হৈতুকঃ।
শুষ্কবাদবিবাদে ন কিঞ্চিৎ পক্ষং সমাশ্রয়েৎ ॥
নোদ্বিজেত জনাদ্ধীরো জনং চোদ্বিজয়েন্ন তু।
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন ॥
দেহমুদ্দিশ্য পশুবদ্বৈরং কুর্য্যান্ন কেনচিৎ।
অলব্ধ্বা ন বিষীদেত কালে কালেঽশনং ক্বচিৎ।
লব্ধ্বা ন হৃষ্যেদ্ধৃতিমানুভয়ং দৈবতন্ত্রিতম্ ॥
আহারার্থং সমীহেত যুক্তং তৎ প্রাণধারণম্।
তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় বিমুচ্যতে ॥
যদৃচ্ছয়োপপন্নান্নমদ্যাচ্ছ্রেষ্ঠমুতাপরম্।
তথা বাসস্তথা শয্যাং প্রাপ্তং প্রাপ্তং ভজেন্মুনিঃ ॥ ভাঃ ১১।১৮।২৮-৩৫
যস্তুসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি ॥ ভাঃ ১১।১৮।৪০

পাপকার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ-বৈরাগ্যের বিচার করা গেল, তাহা ভক্তজীবনগত মহদপরাধবিশেষ। শ্রীমদ্গোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত "সৎক্রিয়াসার-দীপিকার" পরিশিষ্ট গ্রন্থে ইহার বিচার পাওয়া যায়।

"বৈষ্ণব" "বৈরাগী" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তন্মধ্যে ভক্তিজনিত বৈরাগ্য অতি অল্পলোকের হইয়া থাকে। তাঁহাদের চরণে সর্ব্বদা দণ্ডবৎ প্রণাম করি। অবৈধ-বৈরাগিগণ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয় :—

চতুর্ব্বিধ অবৈধ বৈরাগী

১। মর্কটবৈরাগী। ২। কপটবৈরাগী।
৩। অস্থিরবৈরাগী। ৪। ঔপাধিকবৈরাগী।

(ক) মর্কটবৈরাগী

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদান্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইস্থলে যে বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কটবৈরাগী বলিয়াছেন (১)।

(খ) কপটবৈরাগী

মহোৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি, মরণসময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে। গৃহিগণ আদরপূর্ব্বক ভোজন এবং গাঁজা তামাকাদি অনর্থচেষ্টার জন্য অর্থ দিবে, এই ভরসায় যে-সকল ধূর্ত্ত লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপটবৈরাগী বলে (২)।

(গ) অস্থিরবৈরাগী

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্যের উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয়, তাহারা অস্থিরবৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকে না, তাইারা অতি শীঘ্রই কপটবৈরাগী হইয়া পড়ে (৩)।

---

(১) ক্ষুদ্রজীব সব মর্কট-বৈরাগী করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥
প্রভু কহে, মোর বশ নহে মোর মন।
প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥ চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।২২০,২২৪

(২) শ্রীঠাকুর মহাশয় আপনাকে উদ্দেশ করিয়া কপট-বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন,—
হইয়া মায়ার দাস, করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে, কপট বৈষ্ণববেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে॥ (শ্রীঠাকুর নরোত্তম)

(৩) সেইরূপে অস্থির ও ঔপাধিক বৈরাগীকে শিক্ষা দিয়াছেন :—

যাহারা মাদকদ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারে অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে একপ্রকার ঔপাধিক্য হরিভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতিদ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধরতির সাধন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।

(ঘ) ঔপাধিকবৈরাগী

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট ও ও জীবের অমঙ্গলসাধক।

ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয়, তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা, তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক। যথার্থ বিরক্তি, জাতভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবে না, কিন্তু ভক্তির অনুভাবস্বরূপ বলা যাইবে।

যথার্থ বৈরাগ্য ভক্ত-জীবনের অলঙ্কার

স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অভিমানশূন্যতার নাম মানশূন্যতা। যাহার উৎকৃষ্টতা নাই তাহার মান নাই। সেরূপ মানশূন্যতা ভক্তজীবনের অলঙ্কারমধ্যে পরিগণিত নহে (১)।

৪। মানশূন্যতা

জাতভাব পুরুষে ভগবৎপ্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ় হইয়া আশাবন্ধকে উৎপন্ন করে। সে সময়ে আর কুতর্কজনিত সন্দেহমাত্র থাকে না (২)।

৫। আশাবন্ধ

ওরে ভাই ভজ মোর গৌরাঙ্গচরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুঃখে, ডুবি গৃহ বিষকূপে,
দগ্ধ হৈল এ পাঁচ পরাণ।
রিপুবশেন্দ্রিয় হৈল, গৌরপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন॥ (শ্রীনরোত্তম ঠাকুর)

(১) উৎকৃষ্টত্বেঽপ্যমানিত্বং কথিতা মানশূন্যতা।

(২) আশাবন্ধো ভগবতঃ প্রাপ্তিসম্ভাবনা দৃঢ়া। ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৩২-৩৩

শ্রীমুখবচনং যথা ঃ—

ন প্রেমা শ্রবণাদিভক্তিরপি বা যোগোঽথবা বৈষ্ণবো-
জ্ঞানং বা শুভকর্ম্ম বা কিয়দহো সজ্জাতিরপ্যস্তি বা।
হীনার্থাধিকসাধকে ত্বয়ি তথাপ্যচ্ছেদ্যমূলা সতী
হে গোপীজনবল্লভ ব্যথয়তে হা হা মদাশৈব মাম্॥

৬। সমুৎকণ্ঠা

নিজাভীষ্টলাভে যে বৃহৎ লালসা, তাহাকে সমুৎকণ্ঠা বলে। জাতভাব ব্যক্তির ভগবান্‌ই একমাত্র নিজাভীষ্ট। তাহাতে সমুৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া পড়ে (১)।

৭। নামগানে সদা রুচি

জাতভাব পুরুষের ভগবন্নামগানে সর্ব্বদা রুচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু ভাল লাগে না (২)।

৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি

জাতভাব পুরুষ ভগবদ্‌গুণাখ্যানে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন (৩)। রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি। তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রতি।

৯। কৃষ্ণবসতিস্থলে প্রীতি

ভগবানের বসতিস্থলে প্রীতিই জাতভাব পুরুষের একটী লক্ষণ। ভগবানের বসতিস্থল দুইপ্রকার,—প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত জগতে যে-সমস্ত হরিলীলার পীঠ, সে সকলই প্রপঞ্চগত। তাহাতে পরা ভক্তি যোজনা করিলে, ভক্তিচক্ষে সে সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থলের নিদর্শনস্বরূপ হয়। প্রপঞ্চাতীত বসতিস্থল চিজ্জগৎ। চিজ্জগৎ দুইপ্রকার। শুদ্ধ চিজ্জগৎ ও ভৌম চিজ্জগৎ। শুদ্ধচিজ্জগৎ বিরজাপারে পরব্যোমস্বরূপ। তাহাতে যে-সকল ভিন্ন ভিন্ন রসপীঠরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্ঠে ভগবান্ তত্তৎ রসোপযোগী স্বরূপবিশিষ্ট হইয়া সেই সেই রসোপকরণস্বরূপ শুদ্ধজীবনিচয়ের সহিত নিত্য বিরাজমান। যে যে বদ্ধজীবগণ সেই সেই প্রকোষ্ঠস্থ রসের আস্বাদনপ্রিয়, সেই সেই জীবগণের চিদ্ভাগে ভক্তিপূতহৃদয়ে ভগবানের সেই সেই স্বরূপ বিরাজমান আছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব-হৃদয় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতিস্থল। ভগবানের প্রপঞ্চমধ্যগতলীলাস্থল ও ভক্তগণের ভজনপীঠসমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চবিজয় বলা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবল্লীলা-

---

(১) সমুৎকণ্ঠা নিজাভীষ্টলাভায় গুরুলুব্ধতা ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৩৭

(২) রোদনবিন্দুমরন্দস্যন্দিদৃগিন্দীবরাদ্য গোবিন্দ।
তব মধুরমধুরকথা গায়তি নামাবলীং বালা॥ ভঃ রঃ সিঃ ১।৩।৩৮

(৩) নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়স্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রি-শরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্যন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ ভাঃ ৩।২৫।৩৮

স্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণবক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসী-ক্ষেত্র, ভগবৎ কথাস্থান ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠানসমূহ ভগবদ্বসতিস্থল (১)। ঐ সমুদয় স্থলে বাস করিতে জাতভাব পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৪ পৃষ্ঠার পর]

অন্যদেবতার পূজা করতে হলে শালগ্রাম এনে তাঁদের প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কিন্তু তিনি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যের প্রতিষ্ঠার সাহায্য বিধান করে থাকেন।

প্রোজ্ঝিতকৈতব না হলে ভক্তিরসলাভের সম্ভাবনা থাকে না ; সেই রস-বিচারে দেখতে পাওয়া যায়, কৃষ্ণই একমাত্র অখিলরসামৃতমূর্ত্তি, একমাত্র আকর্ষক। অন্যান্য অবতারগণ তাঁরই বিভিন্ন প্রকাশ। তিনি আত্মারামগণকেও আকর্ষণ করে থাকেন, যাঁরা অন্যায় ভোগে ও ত্যাগে প্রবৃত্ত থাকেন না, তাঁদের তিনি আকর্ষণ করেন।

যদি কোন ব্যক্তি বলেন, ভগবান্ আমার পতি হউন, তা হলে রামের উপাসনাদ্বারা তাহা হয় না, কৃষ্ণের উপাসনা করতে হয়। যেমন অনূঢ়া গোপীগণ বলেছিলেন—

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে নমঃ॥

—দেবীর কাছে ইতর কামনা না করে কৃষ্ণকামনার বিচার আমরা অনূঢ়া গোপীগণের চিত্তবৃত্তিতে লক্ষ্য করি। আমরা ঐরকম মহাদেবের পূজার সময় বলে থাকি ;—

---

(১) পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গগূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিব্রররার্চ্চিতাঙ্ঘ্রিঃ॥

ভাঃ ১০।৪৪।১৩

বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোম সোম-
মৌলে সনন্দন-সনাতন-নারদেড্য।
গোপেশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রি পদ্মে
প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরুপাধিকাং মে॥

হে গোপেশ্বর, তুমি বৃন্দাবন নামক ভূমির একমাত্র অধীশ্বর (ক্ষেত্রপাল) এবং উমার সহিত বর্ত্তমান, তোমার ললাটে চন্দ্রাকৃতি তিলক, সনক, সনন্দন, নারদাদি বৈষ্ণবগণ তোমার পূজা করে থাকেন। ('বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ' বিচারে) তিনি একমাত্র ভগবানের শ্রেষ্ঠ উপাসক বলে সনকাদি সাতজন তাঁর পূজা করে থাকেন—(সনক, সনন্দন, সনাতন, সনৎকুমারাদি সপ্তমূর্ত্তি)। ভগবানের পূজা করতে হলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ-বিচারে সর্ব্বাগ্রে মহাদেবের পূজা করতে হয়। বদ্ধজীবগণ মহাদেবের পূজা করতে পারে না, একমাত্র মুক্ত-পুরুষই সুষ্ঠুভাবে তাঁর পূজা করতে পারেন। সেই মহাদেব সর্ব্বক্ষণ রামনাম-গানে মত্ত, ভগবান্ ও মহাদেবের পূজা পৃথক ঈশ্বরবুদ্ধিতে করতে হয় না। সকল দেবতা ভগবানেরই আশ্রিত, তাঁর পূজা করলেই সকল দেবতার পূজা হয়ে যায়। জীব যখন উপাধিশূন্য হবে, স্থূল সূক্ষ্ম শরীর ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তাঁর দ্বারা নিত্যকাল কৃষ্ণউপাসনা হবে।

তাহলে লোকে বলতে পারে যে, তবে কি কেবল বিষ্ণুর উপাসনাই হবে, অন্যান্য দেবতাগণ কি নষ্ট হয়ে যাবে? তা নয়, সব দেবতা ভগবান্‌কে আশ্রয় করেই রয়েছেন, সকলেই ভগবানের আশ্রিত এবং সকলেই ভগবানের পাদ-পদ্মেরই উপাসনা করেন।

যথা—'তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।' বিষ্ণুপাদপদ্ম সেবা না করা পর্য্যন্ত আমাদের অপবিত্রতা থাকে, ভোগের ভাব আসে, যেটা ধর্ম্মাদিকামী লোকের কামনা। কিন্তু কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, তাঁরা কেবল কৃষ্ণসেবাই করতে চান, তার বিনিময়ে কিছু চান না—

সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥

ভক্তের পদবী সামান্য নয়, তাঁরা খুব প্রকাণ্ড ব্যক্তি। তাঁরা এখানকার কোন লোভে লুব্ধ হন না, অভক্তগণ ভক্ত হবার ছলনায় যে বিট্‌লেমি করে, সেটা ভক্তি নয়। চব্বিশ ঘণ্টা কৃষ্ণ-সেবা করার বুদ্ধি যাঁদের, তাঁরাই সেবক।

পরমনির্ম্মৎসর হয়ে উরুক্রমের নিত্য সেবার সহায়তা করাই নিত্যা ভক্তি। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষবাসনা থাকা কাল পর্য্যন্ত ভক্তি হয় না। ভক্তির

চেহারা বটে, কিন্তু ভক্তির বিরুদ্ধ বিচার। তারা চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ত্বক দিয়ে সর্ব্বদা বিষয়-ভোগে দিন কাটাচ্ছে, তাদের ভক্তির সঙ্গে কোন সংস্রব নেই ; তাহলে শরীর থাকার দরুণই কি ভজনে অযোগ্যতা আছে ? তা নয়, ইন্দ্রিয়ের যেরূপ অপব্যবহার হচ্ছে, তা না করে তার দিকটা পরিবর্ত্তন করতে হবে। নাস্তিকই বলুন, অন্য দেবপূজকই বলুন, সকলেরই দর্শন ভিন্ন। চতুর্ব্বর্গাভিলাষীর দর্শন অন্যরূপ ; তাঁরা ধর্ম্ম, অর্থ, কামের জন্য সূর্য্য, গণেশ ও শক্তির পূজা এবং মোক্ষের জন্য শিবের উপাসনা করেন ; কিন্তু ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টি অন্য প্রকার। পঞ্চোপাসনার মধ্যে সেবার নামে যে চতুরতা, তাঁদের গীতার গীতে 'যজন্তি অবিধি পূর্ব্বকম্' বিষয়টা জানা থাকলে ঐ প্রকার বিচার হত না। সেবার নাম করে চতুরতা ঠিক নয়। যেমন ঠাকুরঘরে চোর বিষ্ণুপূজা করতে না ঢুকে বিষ্ণুপূজার উপকরণগুলি নিয়ে সরে পড়ে, সেই প্রকার ভোগিসম্প্রদায়ের বিচার। ভোগের জন্য ভগবানের পূজা হয় না, ভগবান্ কেবল সেবা নেন। প্রহ্লাদ বলেছেন—

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহির্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নিবদ্ধাঃ॥

যারা মায়াদ্বারা আবদ্ধ, ইন্দ্রিয়গণকে কেবল মেপে নেওয়া ধর্ম্মে নিযুক্ত রেখেছে, তারা বিষ্ণুকে স্বার্থগতি বলে জানে না। যা কৃষ্ণ নয়, সেইসকল বস্তু ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত। কৃষ্ণকে ভোগ করা যায় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত না করে তারা দুরাশয়যুক্ত। দুষ্ট আশয়, অসতী বুদ্ধি নিয়ে অন্যায়রূপে ভোগে নিযুক্ত। চক্ষু দিয়ে ছবি, সিনেমা দেখবে, রঙ্গালয়ে যাবে ; কাণ দিয়ে গান শুনবে, কিংবা রাজা বাহাদুর, রায় বাহাদুর প্রভৃতি টাইটেল্ নিয়ে প্রশংসার কথায় ব্যস্ত থাকবে —এরকম করে সময় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নয়, বাইরের দিকে অর্থচেষ্টা প্রয়োজন নয়, ওটা ভবঘুরের ব্যাপার। পৃথিবীতে যা আছে, সেটার জন্য ব্যস্ত হওয়া দিল্লীর লাড্ডুর মত, 'যো খায়া সো পস্তায়া, যো নেহি খায়া সোভি পস্তায়া'। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার ঠিক নয়, দুয়েরই অসুবিধা আছে। দুরাশয় ছেড়ে সদাশয় হতে হবে, সৎ—বিষ্ণু, তাঁতে আশয়যুক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসেবার কামনা, তা না হলে দুষ্টাশয়—বিষ্ণুর প্রভু হবার চেষ্টা। আমরা বাইরের প্রয়োজনকে আয়ত্তাধীন করার জন্য ব্যস্ত হয়েছি, কেন হয়েছি, —অন্ধকে গুরু করেছি বলে। একজন অন্ধ যেমন অন্য অন্ধের হাত ধরে নিয়ে গেলে দুজনেই খানায় পড়ে, সেইরূপ কর্ম্মিগুরু, জ্ঞানিগুরু, যোগিগুরু

প্রভৃতি বাস্তবিকই অন্ধ ; কোন জিনিষটা দেখবে, কে দেখবে এ সমস্ত বিচার হয় না বলে অন্ধ।

তারা ঈশতন্ত্রীতে বদ্ধ। ঈশতন্ত্রী—ঈশ্বরের তন্ত্রী—টানা ও পড়েন, দুটো সূতা দিয়ে কাপড় বুনা হয়, ঐ রকম বেদরূপ রজ্জুতে মানুষ বেশ করে আষ্টেপিষ্টে বদ্ধ হয়ে অসুবিধায় ঢুকে পড়েছে, তা থেকে অবসর পাওয়া দরকার। কৃষ্ণকে ভজন না করে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে, গৃহপতির সেবা না করে গৃহপতি হয়ে পড়ে গৃহব্রত হচ্ছে।

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

—গৃহিণীকেই গৃহ বলা যায়, যাতে সংসারটা হয়। সমাবর্ত্তন করে তাতে ব্রত হয়ে পড়েছে। কিন্তু ত্রিদণ্ড্যগ্রণী প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলেছেন—

স্ত্রীপুত্রাদি-কথাং জহুর্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্মরুন্নিয়মজং ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানাভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্যাসীদ্রসঃ॥

আমরা এজগতে রকম রকম রস পেয়ে গেছি। পণ্ডিতেরা কে কত পণ্ডিত, এই বলে বৃথা তর্কবিতর্ক করে দিন কাটাচ্ছেন। গৃহব্রতগণ স্ত্রীপুত্রাদি কথায় বড় আনন্দলাভ করছেন। "তনয়ো হি ভবেৎ পুংসাং হৃদয়ানন্দদায়কঃ" বিচার হয়েছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী এই প্রকার নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত। যখন শ্রীচৈতন্যদেব ভগবদ্ভক্তির কথা প্রচার করলেন, তখন ঐ সব জড়রস থেমে গেলে, ভক্তিরস প্রবল হল। সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য বিচার্য্য হলে অন্যান্য কর্ত্তব্য থাকে না। যাঁর যত পাণ্ডিত্য আছে, সব ছেড়ে দিলেন। মহামহা যোগীসকল সমাধিলাভের জন্য যমনিয়মাদি চেষ্টা ছেড়ে দিলেন। হঠযোগ বা রাজযোগ-প্রণালী—কর্ম্ম বা জ্ঞানযোগ-কথা সব ছেড়ে দিলেন। যাদের যা আস্বাদ্য পদার্থ হয়েছিল, যার যে রস প্রিয় বলে মনে হয়েছিল—যেমন বিষ্ঠার মাছি, সে পূতিগন্ধের দিকে দৌড়বে, সুগন্ধি ফুলের কাছে যাবে না ; কতকগুলি লোক রাজসিকী, কতকগুলি তামসিকী, কতকগুলি সাত্ত্বিকী প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয়ে জড়রসভোগে প্রমত্ত হয়ে শান্তিতে বাস করবার জন্য চেষ্টা করছিল ; কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যখন কৃষ্ণভক্তিরস প্রচার করলেন, তখন যার যেটাতে রসবোধ হচ্ছিল, সব রস কেটে গেল। জড়রসভোগী ও ত্যাগীর যথাক্রমে (জড়) রসসাহিত্য ও রসরাহিত্য-বিচার। কিন্তু ভক্তিরস ভোগীরও নয়, ত্যাগীরও নয়। ভোগী ও ত্যাগীর বিচার,

আর ভগবৎসেবারসের বিচার এক নহে। অন্বয়ভাবে দেখতে গেলে দুইটীতে সাদৃশ্য দেখে প্রথমমুখে এক মনে হয় বটে, কিন্তু ব্যতিরেকভাবে দেখতে গেলে উহা এক নয়, সম্পূর্ণ পৃথক্—আকাশপাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। বিবর্ত্তবাদীর বিচার ও মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার কখনই এক হতে পারে না। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৯ পৃষ্ঠার পর]

উপসংহার—

[ক] ঐতিহ্য

উপসংহারে অধিক কথা লিখিয়া আমি পাঠকবর্গকে ব্যস্ত করিতে চাহি না। আমি প্রতি খণ্ড-বিষয়ের শেষ অংশে অল্প-বিস্তর মন্তব্যসমূহ জ্ঞাপন করিয়াছি। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত আলোচনা করিলে জানিতে পারিবেন—**কোন বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষই মায়াবাদীর সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইয়া, শুদ্ধভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করিয়া মায়াবাদের শুষ্ক জ্ঞান-পথ গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে মায়াবাদিগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাঁহারাই শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণের সহিত সম্মুখ বিচারে পরাস্ত হইয়া তাহাদের স্বমত ত্যাগ করত বিষ্ণুর পরতত্ত্বত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন এবং জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন।**

আচার্য্য শঙ্করে দিগ্বিজয় আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন—তিনি যাহাদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে মণ্ডন-মিশ্রই সর্ব্ব প্রধান। মণ্ডনমিশ্র জৈমিনী মতের কর্ম্মী ও স্মার্ত্ত ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে ও শঙ্করকর্ত্তৃক পরাজিত অন্যান্য (?) মহাজনগণ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বেরই "শঙ্কর বিজয়" প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি। তৎপরে অদ্যাবধি কেবলমাত্র আচার্য্য 'নৃসিংহ আশ্রমের' জীবনী হইতে জানা যায়, তিনি **'শৈব পণ্ডিত' অপ্পয় দীক্ষিতকে বিচারে পরাস্ত**

করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের জ্ঞানবাদে আনয়ন করিয়াছিলেন। আচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিতের গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতে পঞ্চোপাসনা জাগরুক ছিল। আচার্য্য শঙ্কর অজ্ঞ জীবের জন্য পঞ্চোপাসনার উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাস্করের বিচার-পদ্ধতি অনুসারে ইহাঁকে প্রকৃত শৈব বলিয়াও মনে হয় না। যাহা হউক, তিনি যে বৈষ্ণব ছিলেন না এ বিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। অবৈষ্ণব অপ্পয় দীক্ষিত অবৈষ্ণবের অন্য কোনও জ্ঞানবাদ-মত গ্রহণ করিলে তাহাতে বৈষ্ণবগণের কোনও হানি নাই এবং জ্ঞানবাদেরও তাহাতে প্রাধান্য স্থাপিত হয় না।

সত্যযুগের চতুঃসন হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্করাবির্ভাব পর্য্যন্ত পঞ্চসহস্র (৫০০০) বৎসরের অদ্বৈতবাদ বা সোঽহং-বাদের বা মায়াবাদের ইতিহাস হইতে মায়াবাদিগণের জন্মবৃত্তান্ত বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—মন্ত্রে আমাদের উৎপত্তি স্থান নিরূপিত হয়। অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে প্রধান প্রধান পুরুষগণের উৎপত্তির অস্বাভাবিকতা হইতেই বোধ হয় তাঁহারা 'শক্তি ও শক্তিমানের' বিচার ত্যাগ করিয়াছেন এবং পিতৃমাতৃত্বের সমূলে উৎপাটন করিয়া অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তার ও তাঁহার মায়াশক্তির অস্বীকার করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের সংস্থাপক হইয়াছেন।

মায়াবাদের যুক্তিসমূহ কিভাবে বৈষ্ণবগণের যুক্তিদ্বারা নিরস্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন থাকিলেও এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা সন্নিবেশ করার সুবিধা না থাকায়, তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। এতৎ সম্পর্কে আমরা শ্রীল জীবপাদের 'ষট্‌সন্দর্ভ', 'ক্রমসন্দর্ভ', 'সর্ব্বসম্বাদিনী' ও শ্রীল বলদেব প্রভুর "গোবিন্দ-ভাষ্য", "সিদ্ধান্তরত্ন", "প্রমেয় রত্নাবলী", "বিষ্ণুসহস্রনাম-ভাষ্য", "উপনিষদ্-ভাষ্য"সমূহ এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-কুলের একমাত্র নিয়ামক, যতিরাজ-কুলসম্রাট-মুকুটমণি পরমহংসস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের** শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য' এবং শ্রীমদ্ভাগবতের বিবৃতি-সম্বলিত "গৌড়ীয় ভাষ্য" প্রভৃতি আলোচনা করিতে অনুরোধ করি।

[খ] নির্ব্বাণরূপ ফল-নিরোধ

মায়াবাদের জীবনী আলোচনা-মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মায়াবাদের আদ্যোপান্ত ইতিহাস ও তত্ত্বসমুদয় ঐতিহাসিক ভাবেই অর্থাৎ 'ঐতিহ্য'-প্রমাণের দ্বারাই অযৌক্তিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মায়াবাদ অত্যন্ত দুর্ব্বল

যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মুখ বিচারে চিরদিনই—অর্থাৎ **চতুঃসনাদি সত্যযুগ হইতে শঙ্করাদি অদ্য পর্য্যন্ত পরাভব স্বীকার করিয়া আসিতেছে।** তথাপি প্রাচীন কালেও এই মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করিয়া কেহ যদি ইহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, সেস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—**মায়াবাদ কথিত নির্ব্বাণ-মুক্তি মিথ্যা এবং কল্পনা-প্রসূত স্তোপবাক্য মাত্র।** ইহা কেবল ঐতিহ্য প্রমাণের দ্বারাই নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণ করিয়া দিতে পারা যায়। **বস্তুতঃ নির্ব্বাণ বলিয়া কোন অবস্থাই জীব লাভ করিতে পারে না এবং তাহা কাহারও লভ্যও হয় নাই।** অদ্বৈতবাদিগণের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত কেহই ঐরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিয়াছে—এরূপ দৃষ্টান্ত একটীও নাই। কারণ **গৌড়পাদ, গোবিন্দপাদ, শঙ্কর ও মাধবের জীবনী** আলোচনা করিলে, আমরা উক্ত সত্যে উপনীত হইতে পারি এবং উঁহারা কেহই যে উঁহাদের কথিত নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করেন নাই বা করিতে পারিবেন না, তাহা প্রতিপন্ন হইবে। আচার্য্য শঙ্করের জীবনীতে প্রকাশ যে, তিনি একদিন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকাকালে তাঁহার পরম গুরুদেব শ্রীগৌড়পাদ আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"শঙ্কর! তোমার গুরুদেব আচার্য্য গোবিন্দপাদের নিকট তোমার প্রভূত প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়াছি এবং তুমি আমার 'মাণ্ডুক্য কারিকা'র যে ভাষ্য রচনা করিয়াছ তাহা দেখাও।" আচার্য্য শঙ্কর তাহা প্রদর্শন করাইলে গৌড়পাদ তাহা হৃষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছিলেন।

শঙ্কর-জীবনের উক্ত ঘটনা হইতে জানা যায়, গৌড়পাদ ও গোবিন্দপাদ উভয়েই বিদেহমুক্তির পরে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি হইয়া থাকিলে গৌড়পাদ শঙ্করের সম্বন্ধে কোনও কথা গোবিন্দপাদের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রুত বিষয় পুনরায় গৌড়পাদ শঙ্করকে আসিয়া জ্ঞাপন করা কখনই সত্য বা সম্ভবপর হইতে পারে না। শঙ্করও তাঁহাকে 'মাণ্ডুক্য কারিকা'র ভাষ্য দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে অনুমোদন পাইয়াছেন ইহাও অসম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। উক্ত ঘটনা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে **গৌড় ও গোবিন্দের নির্ব্বাণ-মুক্তি হয় নাই—ইহা নিশ্চয় স্বীকার করিতে বাধ্য।**

নির্ব্বাণ মুক্তির যাহা লক্ষণ তাহাতে কি উক্ত ঘটনা সম্ভবপর হয়? আমার মতে ঘটনা কতক সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও নির্ব্বাণ-প্রাপ্তি সর্ব্বতোভাবে

মিথ্যা। তাঁহাদের কা কথা, স্বয়ং **শঙ্কর পুনরায় অবতীর্ণ হইয়া** মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। **ইহাই কি নির্ব্বাণ মুক্তির পরিণতি?** উক্ত আচার্য্যবর্গের নির্ব্বাণ-মুক্তির অদ্যাবধি এরূপ কোন **সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় না, যাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে নির্ব্বাণের পরেও পরস্পর কথপোকথন ও পুনরাবির্ভাব সম্ভব হয়। ইহা হইতে স্পষ্টই** বুঝা যায়, **'নির্ব্বাণ-মুক্তি' একটী মিথ্যা স্তোপবাক্য মাত্র** বা **লোক** সংগ্রহের চেষ্টা মাত্র; যেহেতু 'নির্ব্বাণ-মুক্তির' প্রধান প্রচারকগণ এমন কি, যাঁহারা ঐ মতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিলেও চলে, তাঁহারাও ঐ মুক্তি পান নাই—অন্যের কা কথা।

আরও একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শঙ্কর স্বপ্নতত্ত্বকে মিথ্যা জ্ঞান করিয়া 'জগন্মিথ্যাত্ববাদ' স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবনী প্রকাশক **মায়াবাদিগণ স্বপ্নকে সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন।** তাহার প্রমাণস্বরূপ আমরা বলিতে চাহি, শঙ্করের মাতা কুল-কলঙ্কিনী হওয়ায়, লোক লাঞ্ছনাভয়ে আত্মহত্যা করিতে গেলে **মঘমণ্ডনের প্রতি স্বপ্নাদেশ হইল যে—এই 'বিশিষ্টার' গর্ভে 'শঙ্কর' অবস্থান করিতেছেন।** সুতরাং তিনি যেন আত্মহত্যা করিয়া জীবন নাশ না করেন। কিছুদিন **পরে স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল। শঙ্কর আবির্ভূত হইলেন।** ইহাতে কি স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন হইল? বিশিষ্টার গর্ভে 'শঙ্কর' বলিয়া কি কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই? এসমস্ত কথাই কি 'স্বপ্নোপম' 'মায়োপম' 'মিথ্যা' বলিয়া জানিতে হইবে? এই সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা বিদ্যমান থাকিতে মায়াবাদের 'স্বপ্ন'-দৃষ্টান্ত অনুসারে জগৎকে কি মিথ্যা বলা চলে?

[গ] ব্রহ্মসূত্র (মায়ামাত্রন্তু ৩।২।৩) আলোচনা

এস্থলে আমি পাঠকবর্গের এই গ্রন্থালোচনার প্রথম পৃষ্ঠায় জীবনী 'আলোচনার' ধারা প্রসঙ্গের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই গ্রন্থের প্রকৃত নাম 'বৈষ্ণব-বিজয়' হইলেও 'মায়াবাদের জীবনী'র ইতিবৃত্ত বিষদ্ভাবে বর্ণনামুখে বেদান্ত দর্শনের **"মায়ামাত্রন্তু কাৎস্ন্যেনান্যভিবক্তস্বরূপত্বাৎ"**—(ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩ সূত্র) আদর্শ স্বরূপ উদ্ধার করিয়াছি। কারণ শঙ্করাচার্য্যের মতবাদ ব্রহ্মবাদ নহে, তাহা মায়াবাদ ইহা প্রদর্শন করাই আমার এই প্রবন্ধের শাস্ত্রানুমোদিত উদ্দেশ্য। পাঠকবর্গ ধীরভাবে এই প্রবন্ধের আদ্যপান্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন প্রকৃত শাস্ত্রীয় 'ব্রহ্ম'—'শূন্য' নহে এবং মায়াধীশ্বর অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার চিৎ-অচিৎ শক্তিসমূহের ঈশ্বরস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বয়ং

ভগবান্ কৃষ্ণ। কারণ শাস্ত্রকারগণের বর্ণনাভঙ্গী হইতে জানা যায়, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখিতে পাওয়া যায়, ভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া পরতত্ত্ব সম্বন্ধে—

বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (ভাঃ ১।২।১১)

এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে উক্ত ত্রিবিধ-তত্ত্বের সশক্তিক সবিশেষ তত্ত্বসমূহের দশাবতারাদির বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের আবির্ভাবসমূহের মধ্যে রাম, নৃসিংহ, বরাহ, প্রভৃতি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর সমূহের বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপরেই—

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্। (ভাঃ ১।৩।২৮)

এতদ্ব্যতীত শাস্ত্রের বহুস্থানে উক্ত ত্রিবিধ পরতত্ত্ব মধ্যে 'ব্রহ্মের' অতিরিক্ত 'পরব্রহ্ম' বা 'পরমব্রহ্ম' বহুস্থানে উল্লেখিত হইয়াছে; এমন কি আচার্য্য শঙ্কর কথিত 'আত্মা' শব্দেরও পরিবর্ত্তে পরমাত্মা শব্দের বহু উল্লেখ আছে। ইহা হইতে ব্রহ্ম বা আত্মা 'পরম' নহে। **পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মাই 'পরম' বলিয়া প্রমাণিত হয়—ব্রহ্ম পরম নহে।** আশ্চর্য্যের বিষয়, ভগবদ্ শব্দের পূর্ব্বে পরম শব্দ ব্যবহৃত হইয়া কোথাও 'পরম ভগবান্' উল্লেখিত হয় নাই। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, **ভগবৎতত্ত্বই পরতত্ত্ব, ব্রহ্ম পরতত্ত্ব নহে।** এবং বেদান্ত দর্শনে বেদব্যাস জিজ্ঞাসাধিকরণে ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার উত্তরে "অথাতঃ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই ব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণকেই বুঝাইয়াছেন। পরন্তু শঙ্কর কথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহে।

আচার্য্য শঙ্কর বলেন,—ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, সুতরাং তাহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির শক্তি কোথায়? তিনি আরও বলেন, ব্রহ্ম মায়াগ্রস্থ হইয়া জীব পর্য্যায়ে আসিলেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদির কর্ত্তা হইয়া থাকেন। মায়াগ্রস্থ ব্রহ্মই সমস্ত করিয়া থাকেন। তিনি তখন আর ব্রহ্ম থাকেন না—জীব পর্য্যায় গণিত হন। ইহাই মায়াবাদের প্রধান সূত্র। **এই জন্যই শঙ্কর মায়াবাদী।** তিনি প্রকৃত ব্রহ্মবাদী নহেন। এই বিচার প্রদর্শনের জন্যই ব্রহ্মসূত্রের 'মায়ামাত্রন্তু' ইত্যাদি সূত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং শঙ্কর এই সূত্রে তাঁহার সমস্ত মতবাদ অর্থাৎ মায়াবাদ-ভাষ্য করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-অবতারী

[পদাবলী-কীর্ত্তন]

(১)

কলিহত জীবের দশা হেরিয়া নয়নে।
অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে॥
বজ্রসম হুঙ্কারিয়া ডাকে বারে বারে।
এসো এসো ওহে প্রভু এসো দয়া ক'রে॥
এখনও কি র'বে প্রভু গোলোকে বসিয়া।
তোমার সাধের সৃষ্টি যায় যে ভাসিয়া॥
কলিহত জীবগণ পাপের সাগরে।
আনন্দে করিছে নৃত্য মরিবার তরে॥
জীবগণে উদ্ধারিতে নিজে কৃপা করি'।
অবতীর্ণ হও ওহে পারের কাণ্ডারী॥

(২)

কিবা অপরূপ স্বপ্ন জগন্নাথ হেরে।
নিজ অঙ্গজ্যোতি শচীর, প্রবেশে উদরে॥
ক্রমে ক্রমে শচীদেবী বুঝিতে পারিল।
তাঁর গর্ভে সন্তানের আবির্ভাব হৈল॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা-তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভলগ্নে জন্ম নিল গোরা দ্বিজমণি॥
আশীর্ব্বাদ করে সবে নদীয়া-নাগরী।
আনন্দের সীমা নাই গোরা-মুখ হেরি'॥
ক্রমে ক্রমে সেই শিশু বাড়িতে লাগিল।
লীলার সঙ্গিগণ নদীয়ায় আইল॥

(৩)

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের, রস আস্বাদনে,
মনেতে লইয়া সাধ।
রাধার ভাবেতে হইয়া ভাবিত,
আইলেন গোরা চাঁদ॥
সোণার বরণ, কৃষ্ণের গঠন,
আজানুলম্বিত বাহু।
ও মুখমণ্ডল, যেন পূর্ণশশী,
ভয়েতে কাঁপিছে রাহু॥
নাসিকা তাঁহার, যেন তিল ফুল,
আঁখি দু'টী যেন পদ্ম।
ভালে যেন তাহা, করে টলমল,
প্রেম-রসে সদা মত্ত॥

—শ্রীজগবন্ধু পাত্র (দাস)
হরিপাল (হুগলী)

পরমারাধ্যতম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ১০৮ শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫১ পৃষ্ঠার পর]

আমরা সেই যে ভগবত্তত্ত্ব, তাঁর যে উপদেশ-নির্দ্দেশ সেইটা পালন করবার জন্য প্রস্তুত থাকব। সনাতন ধর্ম্ম গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম কেন?—এটা জানতে গেলে, বুঝতে গেলে একজন গুরুর প্রয়োজন আছে। এটা নিজে বই পড়ে জানতে পারি না। একটা ছেলে অ, আ, ক, খ শিখতে গেলে নিজে পারে না, একজন শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। তাই সেই Spiritual Guide না হলে আমার সাধন-ভজন হয় না, তিনি আমাকে হাতে কলমে শিক্ষা দিচ্ছেন, দেবেন। সেজন্য সনাতন ধর্ম্ম গুরুনিষ্ঠ ধর্ম্ম। আবার বলছেন

—সনাতন ধর্ম্ম বেদনিষ্ঠ ধর্ম্ম। যারা আমরা বেদকে প্রমাণ বলে মেনে নিয়েছি তারা হলেন সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী। বেদ কি বলছেন?—ভগবানের নিত্য সত্ত্বা, জীবাত্মার নিত্য সত্ত্বা। শাস্ত্র কি বলছেন?—ইহলোক-পরলোক আছে। বহুলোকের মুখে আজকাল শুনি স্বর্গ-নরক বলে কিছুই নেই। ইহ যখন আছে তখন পর-টাকে অস্বীকার করার কি আছে। এ জগতে যদি ছেলে-মেয়েরা ভাল লেখাপড়া করে, তবে তাকে পুরস্কার দেওয়া হয়। আবার যদি অন্যায় করে, তবে তাকে সাজা দেওয়া হয়। পারমার্থিক ক্ষেত্রেও ঐ একই ধরণের পুরস্কার-তিরস্কারের ব্যবস্থা আছে। তাকেই বলে স্বর্গ-নরক। এতে অবিশ্বাস করার কি আছে। যুক্তি যখন আছে তখন অবিশ্বাস করার কোন প্রশ্নই আসে না।

সনাতন ধর্ম্ম বলছেন 'পুনর্জ্জন্মবাদ'। আজ আমরা অনেকের মুখে শুনতে পাই 'মুদলে আঁখি সবই ফাঁকি।' নাস্তিক চার্ব্বাকের কথা—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?'—বাজে কথা। সনাতন ধর্ম্মে যে পুনর্জ্জন্মবাদের কথা স্বীকৃত হয়েছে অন্য কোন ধর্ম্মে সেটা স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্বে এই নিয়ে একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সমগ্র পৃথিবীতে আজ এই নিয়ে Research হচ্ছে। এক দেশে জন্মগ্রহণ হচ্ছে, সেই ছেলেটা বা মেয়েটা বলছে আমি অমুক দেশে ও অমুকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। খোঁজখবর নিয়ে জানা যাচ্ছে হ্যাঁ ঘটনাটা ঠিক। একেই বলে পুনর্জ্জন্মবাদ। স্বয়ং ভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে বলছেন এই পুনর্জ্জন্মবাদের কথা,—হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে সনাতন ধর্ম্মের কথা বলছি এতে তোমার কোন প্রত্যবায়ো-লোকসান নেই। সবটাই তোমার লাভ, তুমি যতটুকু অনুশীলন করবে, ততটুকুই কর। কেননা তুমি যেটুকু করেছ সেটুকু তোমার Fixed deposite—কথাটা বুঝানো হয়েছে।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ॥

এই সনাতন ধর্ম্মের অল্পমাত্র যদি তুমি যাজন কর তাহলে তুমি মহাভয় হতে ত্রাণ লাভ করবে। ভয়ের কোন কথা নাই। সাধন ভজন করতে করতে যে Standerd-এ তুমি পৌঁছেছ তারপর থেকে পুনরায় আরম্ভ হবে —আমারই ব্যবস্থা। 'শুচিনাং শ্রীমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টঽভিজায়তে।' আবার ভক্তের ঘরে গিয়ে জন্ম দিয়ে দিচ্ছেন ভগবান্। পুনর্জ্জন্মবাদের কথা শাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে, একে অস্বীকার করার কোন কারণ নাই। স্বর্গ-নরক, পাপ-

পুণ্য কথাগুলি রয়েছে। আজ আমরা যারা ধার্মিক সবাইয়ের মধ্যে একটা চিন্তা আছে কি—আমরা স্বর্গে যাব। ওহে কিছু পুণ্য-কর, পুণ্য কর, স্বর্গে যাবে। এর পরে আর কোন কথা জানা নেই বা শেখা নেই তাদের। ভূর্ভুব স্ব —এটা ভূলোক, এরপরে ভুবলোক বা পিতৃলোক, তারপরে Third dimention-এ স্ব অর্থাৎ স্বর্গলোক। তারপরে আরও চারটে লোক আছে—ভূ, ভুর্ব, স্ব, মহ, জনো, তপ ও সত্য—জানা নেই আমাদের। তারপর বিরজা, তারপর সিদ্ধলোক, তারপর বৈকুণ্ঠধাম। এর কথা আমরা জানিও না, বুঝিও না—যেখানে গেলে আর ফিরে আসতে হয় না সেই ধাম হল বৈকুণ্ঠধাম—ভগবদ্ধাম। "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।" কৃষ্ণ বলছেন অর্জ্জুনকে—হে অর্জ্জুন! তুমি সেখানে যাবে, সেখানে গেলে আর কোনদিন ফিরে আসতে হবে না। সাধন-ভজনের মুখ্য বিষয়বস্তু কি? অন্যান্য যুগে যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সাধন ভজনের পদ্ধতি ছিল। সত্যযুগের লোকের হাজার হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল, তাই তারা তপস্যা করে ভগবানকে লাভ করেছেন। ত্রেতাযুগে যাগ-যজ্ঞ করে এবং দ্বাপর যুগে পূজার্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করেছেন। কিন্তু কলিযুগের লোক আমরা অল্পায়ু, অন্নগত প্রাণ, কোনরকম ধৈর্য্য-উৎসাহ আমাদের নাই। অতি অল্পে আমরা কাতর হয়ে পড়ছি। তাই শাস্ত্রে সহজ-সরল ব্যবস্থা দিয়েছেন।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

—হরিকীর্ত্তনের কথা বলেছেন। ভগবানকে আরাধনা করতে গেলে যে উপায়গুলি (**Means**) রয়েছে তার নাম দিয়েছেন ভক্ত্যঙ্গ (ভক্তির অঙ্গ)। এই ভক্ত্যঙ্গ ৬৪ প্রকারের। ৬৪ প্রকারে ভগবানকে সাধন-ভজন করা যায়। এতপ্রকারে করা কি করে সম্ভব? শাস্ত্র উহাকে কমিয়ে (**Minimise**) বললেন ৯ (নয়) প্রকার,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

এই নয় প্রকার ব্যবস্থা পাওয়ার পর আবার আমরা বলছি আরও একটু **Concession** করা হোক। তখন শাস্ত্র বললেন,—"সাধুসঙ্গ, নাম-কীর্ত্তন, শাস্ত্রশ্রবণ। ধামবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥ সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চঅঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ॥" এই পাঁচপ্রকারে কর। ইহাতেও হচ্ছে না, আবার **Concession** করুন। তখন শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়েছেন—'শ্রবণং

কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণম্'—তুমি ভগবানের নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কর। এটা যুগপৎ (Simultaneously) হয়। যেমন ধরুন কোন কথা বলছি আমি আপনাদের কাছে এটা আমার কীর্ত্তন হচ্ছে, আমি নিজে কানে শুনতে পাচ্ছি—আমার শ্রবণ হচ্ছে, আবার নিজে কিছু স্মরণ না করলে আপনাদের কাছে বলতে পারছি না। অতএব এই তিনটাই একই সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে। তথাপি আবার প্রশ্ন করছেন আমাকে একটা ব্যবস্থা দেওয়া হোক। তখন শাস্ত্র ব্যবস্থা দিয়েছেন—নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর। "নাম-সঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরমোপায়"—এই কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের কথা বলেছেন। এর মধ্যে বাকী ৬৩ প্রকার ভক্ত্যঙ্গ অনুস্যূত আছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এই নামসঙ্কীর্ত্তনের উপর বেশী জোর দিয়েছেন।— হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।

কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

বৃহন্নারদীয় পুরাণে এই শ্লোক বিবৃত হয়েছে। কিন্তু চৈতন্যমহাপ্রভু বিশেষ করে জগতে এসে বললেন যে, এই হরিনাম মহামন্ত্রের (ষোল নাম, বত্রিশ অক্ষর) দ্বারা তোমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হবে, সবকিছু কল্যাণ হবে। "কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন। কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥"—সাক্ষাৎভাবে ভগবানকে লাভ করা যাবে এই নামের দ্বারা তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এর মধ্যে আবার বিভিন্ন মতবাদ—কেউ বলছেন এটা চুপি-চুপি করতে হবে, কেউ বলছেন গুণগুণ করে করতে হবে, আবার কেউ বলছেন উচ্চৈঃস্বরে করতে হবে—কোন্‌টা সত্য? শাস্ত্র বলছেন যে—এটা তিনভাবে করা চলবে। প্রমাণটা কে?—স্বয়ং নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর। হরিনদী গ্রামে এক ধর্ম্মসভা হয়েছিল। সেখানে হরিদাস ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। নামতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন সেখানে তিনি। বললেন উচ্চৈঃস্বরে যে নাম-সংকীর্ত্তন সেইটাই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ।

"জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাধিকঃ।

আত্মানঞ্চ পুনাত্যুচ্চৈর্জপন্ শ্রোতৃন্ পুনাতি চ ॥"

সুতরাং উচ্চৈস্বরে নাম-সংকীর্ত্তন হল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেন?—শুধু চুপিচুপি নাম করলে নিজে নিজে শুনতে পায়, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করলে বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, পশু, পক্ষী সবাই শুনতে পায়। তাতে কল্যাণ অধিক। এইভাবে নাম-সংকীর্ত্তনের কথা বলেছেন সব জায়গায়।

কৃষ্ণনাম ভজ জীব আর সব মিছে।

পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥
এ ঘোর সংসারে, পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ।
সাধুসঙ্গ করি, হরি ভজে যদি,
তবে অন্ত হয় ক্লেশ॥

—তখন তার ক্লেশের শান্তি হয়। চৈতন্যমহাপ্রভু এই কথা জগৎকে জানাতে এলেন না, তিনি দান করলেন জীব কল্যাণের জন্য। আর তাঁর নিজের আসার যে কারণ ছিল তা চৈতন্যচরিতামৃতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কেন এলেন?—

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুত-মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশঃ বেতি লোভাৎ-
তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীশর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥"

এটা হল ভগবানের নিজস্ব ব্যাপার। শাস্ত্র আলোচনা করতে গেলে, ধর্ম্ম আলোচনা করতে গেলে দুটী বিষয় আছে—একটী হল জীবকল্যাণ বিশেষ, আর একটা হল ভগবানের নিজ আচরণ। এ দুটোকে আপনারা কখনও গুলিয়ে বা মিলিয়ে ফেলবেন না, তাহলে অন্যায় হবে। যেটা স্বয়ং ভগবানের আচরণ সেটা যেন আমরা কখনও আচরণ না করি, তাহলে মুস্কিল হয়ে যাবে। আর জীবকল্যাণসূচক যে আচরণ, জীবমঙ্গলজনক যে আচরণ সেটাই আমাদের আচরণ করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে। সেটাই Practice-এর ব্যাপার—অভ্যাসযোগের ব্যাপার। চঞ্চল চিত্ত স্থির হয় না, কিন্তু সেই চিত্ত স্থির করার জন্য গীতা-ভাগবতে সমস্ত ব্যবস্থা দিয়েছেন। অর্জ্জুন কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রশ্ন করছেন বহু উপদেশ পাওয়ার পরে, অনেক কথা তো তুমি বললে, এসব কথা তো আমার মনে থাকবে না। তখন কৃষ্ণ কি বলেছেন—

অসংশয় মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥

তুমি অভ্যাসযোগ, বৈরাগ্যযোগ অবলম্বন কর, তবে তোমার চিত্তবৃত্তি শুদ্ধ হবে, স্থির হবে, আত্মবৃত্তি শুদ্ধ হবে। সাধন-ভজনের যে ক্লেশ আছে সেটা তো আমাদের মেনে নিতে হবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর যে শিক্ষা সে শিক্ষাই একটা শ্লোকে যাহা আলোচনা করা আছে সেটা বর্ণনা করে আমার বক্তব্য

সমাপন করছি। চৈতন্যমহাপ্রভুর বিচার কি ? আজ এখানে তাঁরই পাঁচশতবর্ষ আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ধর্ম্মসভা আরম্ভ হয়েছে। সুতরাং তাঁর বিচারটা প্রথমে এবং শেষে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। চৈতন্যমহাপ্রভু জগৎকে কি শিক্ষা দিয়েছেন ?—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥"

'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়ঃ'—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপবৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই পরমারাধ্য বস্তু। 'রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা'—সেই প্রেমময় ভগবান্ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পূর্ণ পঞ্চরস এবং সপ্ত গৌণরস—হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, অদ্ভুত, বীভৎস্য, ভয়ানক ইত্যাদি Process-এ উপাসিত হন। কিন্তু ভগবানকে আরাধনা করবার শ্রেষ্ঠ ধাপ হচ্ছে এই মধুর রতি। এর দ্বারাই ব্রজগোপীগণ ভগবানকে আরাধনা করেছেন এবং ব্রজগোপীগণ যেভাবে আরাধনা করেছেন সেটাই হল শ্রেষ্ঠ রস। 'শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলম্'—শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে অমল শব্দপ্রমাণ। কেননা বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতা, ভাগবতের সবকিছুর বিচার এর মধ্যে দেওয়া আছে। এইজন্য বলছেন অমল প্রমাণ। যদি বুঝতে হয় ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা, বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা, তাহলে ভাগবত আলোচনা করতে হবে। মহাভারতের তাৎপর্য্য, বেদের অর্থ, গায়ত্রীর অর্থ যদি বুঝতে হয় তাহলে ভাগবত আলোচনা করতে হবে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বললেন সমস্ত শাস্ত্রের সার, গ্রন্থ-চক্রবর্ত্তী, রাজ-চক্রবর্ত্তী এই শ্রীমদ্ভাগবত হল অমল শব্দপ্রমাণ।

'সাধনং শুদ্ধভক্তিম্'—শুদ্ধভক্তিই হল একমাত্র সাধন। 'সাধ্যং তৎপ্রীতি'—সাধ্যবস্তু, প্রয়োজন বস্তু, প্রেম-প্রয়োজন—এইটাই হল চৈতন্যমহাপ্রভুর মত। 'চৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ'—আমাদের এইমাত্র আদর থাকা উচিৎ, অন্য আর যা কিছু বলা হয়েছে সেটা অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক। আমরা যারা সনাতন ধর্মাবলম্বী সেটা গ্রহণ করতে পারব না বা সনাতন ধর্ম্মের অভীষ্ট যে বিষয়বস্তু লাভ আমরা কখনও করতে সক্ষম হব না। আজ আমি এখানেই বক্তব্য সমাপন করছি।—

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় এবং সন্ন্যাস

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৫৭ পৃষ্ঠার পর]

সাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের আলোচনা করিলে স্পষ্টরূপে দেখা যাইবে যে, বিষ্ণুশক্তি বা বিষ্ণুদাসগণের দ্বারাই এখনও পর্য্যন্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তনের কার্য্য সাধিত হইয়া আসিতেছে। যদ্যপি "ধর্ম্মন্তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্" (ভাঃ ৬।৩।১৯) এবং "ধর্ম্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষান্নারায়ণাৎ" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৮।৫৪) ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের দ্বারা শ্রীভগবানকেই সনাতনধর্ম্মের মূল-প্রণেতা বলা হইয়াছে। তথাপি "অকর্ত্তা চৈব কর্ত্তা চ কার্য্যং কারণমেব চ" (মহাভারত শান্তিপর্ব্ব ৩৪৮।৬০) এবং "নেত্থম্ভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হতি সুরয়ঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত ২।১০।৪৫) শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় যে, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের মূল হইলেও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তন-কার্য্যে তাঁহার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব নাই। তাঁহার শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষগণের দ্বারাই তিনি এই কার্য্য সম্পাদন করাইয়া থাকেন। যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, শ্রী-সম্প্রদায়, চতুঃসন-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়, রামানুজ-সম্প্রদায়, মধ্ব সম্প্রদায় আদি নাম না হইয়া বাসুদেব-সম্প্রদায়, নারায়ণ-সম্প্রদায়, সঙ্কর্ষণ-সম্প্রদায়াদি নামই প্রসিদ্ধ হইত। বিষ্ণুতত্ত্ব সৎ বা সাত্বত-সম্প্রদায়গণের উপাস্য অধিদৈব। আবার তন্মধ্যেও বিষ্ণুপরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ অথবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে 'সহস্রাধিদৈবত' বলা হইয়াছে। এমতাবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবকে কেবল একটীমাত্র সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক গুরুমাত্র মনে করিলে, তাঁহাকেও ব্রহ্মা, লক্ষ্মী, চতুঃসন, রুদ্র, রামানুজ ও মধ্বাদির সমকক্ষ বা ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মানা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। কিন্তু এইরূপ মানিলে ইহা সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তজ্জন্যই শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিগণের গ্রন্থসমূহে এবং পরবর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ, শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরাদি শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-আচার্য্যগণ কোথাও "শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায়" এইরূপ উল্লেখ করেন নাই। অতএব শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুকে সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক কদাপি বলা যায় না।

শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থের নিকট প্রথমে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরবর্ত্তিকালে তীব্র বৈরাগ্য এবং ব্রজভাবে ভজন করিবার অত্যুৎকণ্ঠা জাগরিত হইলে কোন 'পুরী' উপাধিযুক্ত সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কতিপয় বিদ্বজ্জনের মতানুসারে তিনি শ্রীমধ্ব-

সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য শ্রীজয়তীর্থের দীক্ষিতশিষ্য অন্যত্র সন্ন্যাস গ্রহণকারী শ্রীবিষ্ণুপুরীর পরম্পরার কোন 'পুরীর' নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৯।১৪) শ্রীবিষ্ণুপুরীকে প্রেমকল্পতরুর ৯টী মূলের মধ্যে অন্যতম উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু (মতান্তরে লক্ষ্মীপতিতীর্থের শিষ্য), শ্রীঈশ্বরপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপরমানন্দপুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীকেশবপুরী, শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী এবং শ্রীসুখানন্দপুরী—ইঁহারা সকলেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সন্ন্যাসী শিষ্য। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মথুরানিবাসী সনোড়িয়া বিপ্র, মিথিলাবাসী রঘুপতি উপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকেই তাঁহার গৃহস্থ শিষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রীকেশব ভারতীও গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালেই শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট বৈষ্ণবী-দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ঐকান্তিকভাবে কৃষ্ণভজনের জন্য কোন 'ভারতী' উপাধিধারী সন্ন্যাসীর নিকট নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন। "প্রেমবিলাস" গ্রন্থের ২৩শ বিলাসে কেশব ভারতীকে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য বলা হইয়াছে।

শ্রীস্বরূপদামোদরও গৈরিকবসনধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত প্রেমিক মহাপুরুষগণ সকলেই প্রারম্ভ হইতেই পরম-ভাগবত ছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ঐকান্তিক কৃষ্ণভজনের সিদ্ধির জন্যই তাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহই অদ্বৈতবাদী শাঙ্কর-সন্ন্যাস গ্রহণের পরে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করেন নাই। শ্রীযুত হকিমজী এবং ডাঃ রাধাগোবিন্দনাথের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা সকলেই অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে ভক্তিমার্গে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শনহেতু পূর্ব্ববেষ এবং পূর্ব্বনাম পরিত্যাগ করেন নাই—এইরূপ উক্তি যথার্থ তথ্য এবং ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। তবে কি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন? সেই সময় কি ঈশ্বরপুরী, পরমানন্দপুরী প্রমুখ মহাজনগণ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহারা সকলেই কি অদ্বৈতবাদী ছিলেন? অথবা শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ যখন ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইলেন, তারপর তাঁহারা মাধবেন্দ্রপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন? যদি শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদ ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হওয়ার পর ঈশ্বরপুরী প্রভৃতিকে শিষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাস না দিয়া তাঁহাদিগকে অকিঞ্চন বেষ অথবা তাঁহারা যে বর্ণ ও আশ্রমে ছিলেন সেই বেষ দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি

পূর্ব্বেও ভক্তিমার্গে ছিলেন এবং পরেও ভক্তিমার্গে ছিলেন এবং ভক্তিমার্গে থাকাকালেই তিনি ঐসকল মহাজনগণকে গৈরিকবসন, দণ্ড আদি সন্ন্যাস-বেষ দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং স্বরূপদামোদর কি পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন এবং পরে ভক্তিমার্গে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? কদাপি নহে। কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনও এইরূপ সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ এবং অপ্রামাণিক তথ্য স্বীকার করিতে পারেন না। শ্রীহকিমজী বা তাঁহার মত বিরূপ বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ এ বিষয়ে কি কোন শাস্ত্রীয়তত্ত্ব-সিদ্ধান্তসম্মত প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছেন বা করিতে পারিবেন?

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরে তাঁহার ছয় গোস্বামিগণ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনরোত্তম ঠাকুর, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরাদি লীলা-পরিকরগণ স্বভাবতঃ নিষ্কিঞ্চন পরমহংস ছিলেন। তাঁহাদের সন্ন্যাসবেষ এবং গৈরিকবস্ত্রের অপেক্ষা ছিল না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু গৈরিকবসন এবং সন্ন্যাসবেষ ধারণ করিবার লীলা করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পদাশ্রিত সেবকাভিমানী ঐ সকল মহাজনগণ নিজেদের দীনহীন অযোগ্য মনে করিয়া এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেষের প্রতি গৌরব প্রদর্শন করিবার জন্য সন্ন্যাস এবং গৈরিক বসন ধারণ করেন নাই। অন্যদিকে বহু রাগানুগীয় অকিঞ্চন বৈষ্ণব গৌরপরিকরগণের নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বেষের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনহেতু এবং তাঁহাদের আনুগত্যে সমগ্র বিশ্বে গৌরবাণীর প্রচারহেতু পরমহংসবেষকে মস্তকে রাখিয়া তন্নিম্ন-বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত সন্ন্যাসবেষ এবং গৈরিকবস্ত্র ধারণও করিয়াছেন। এই দুইটী পদ্ধতি নিজের নিজের স্থানে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সিদ্ধান্তসঙ্গত। বর্ত্তমানকালে ঐ দ্বিতীয় প্রকারের নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাস বেষধারী মহাপুরুষগণের দ্বারা সমগ্র বিশ্বে শুদ্ধ হরিভক্তি প্রচার-প্রসার হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। নিম্নে ঐ সকল মহাপুরুষগণের নামোল্লেখ করা যাইতেছে,—

(১) শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী—শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর গুরু এবং খুল্ল-তাত। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র-ধুরন্ধর বিদ্বান্, স্বাভাবিক রসিক কবি এবং ভজনপরায়ণ ছিলেন।

(২) শ্রীবিশ্বরূপ প্রভু—শ্রীমন্মহাপ্রভুর অগ্রজ। সন্ন্যাসের নাম শ্রীশঙ্করারণ্য। প্রারম্ভিক বাল্যকাল হইতে পরম ভক্তিমান্ ছিলেন। জীবনে অদ্বৈতবাদের সহিত কোন সম্বন্ধ ছিল না।

(৩) শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী—ইনি অদ্বৈত-বংশজ, পণ্ডিত-ধুরন্ধর, বিদ্বান্

এবং তত্ত্ববিৎ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ছিলেন। বৃন্দাবনে বাস করিতেন। তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস এবং গৈরিক বসন ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম "পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ পরমানন্দপুরী" হইয়াছিল। তাঁহার লিখিত 'যতি দর্পণ'-নামক গ্রন্থে সন্ন্যাসের অধিকারী, আবশ্যকতা এবং বিধি প্রভৃতি বিষয়ে বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

(৪) শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দ—উপর্যুক্ত শ্রীপরমানন্দপুরী মহারাজের তৎ-কালীন অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ঐকান্তিক ভজনপরায়ণ শ্রীগৌরগত প্রাণ ছিলেন। ইঁহার সন্ন্যাসের নাম পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দপুরী ভাগবত স্বামী হইয়াছিল। ইহার লিখিত সংস্কৃত শ্লোকে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে মধ্বানু-গত হওয়ার 'ব্যবস্থাপত্র' বিশেষ প্রসিদ্ধ।

(৫) শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী—শ্রীধাম নবদ্বীপবাসী অদ্বৈতবংশীয় প্রখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনিও ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ধারণ করিয়া 'শ্রীগুরুগৌরবানন্দ মহারাজ' নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

(৬) শ্রীসার্ব্বভৌম মধুসূদন গোস্বামী—শ্রীধাম বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ শ্রীরাধা-রমণের গোস্বামিগণের অন্যতম প্রখ্যাত বিদ্বদ্বরেণ্য শ্রীসার্ব্বভৌম মধুসূদন গোস্বামী মহারাজ গৈরিকবস্ত্র এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৭) শ্রীবালকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীরাধারমণের (বৃন্দাবন প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ গোস্বামী। তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামীর নিকট গৈরিক বসন এবং ত্রিদণ্ড বেষ ধারণ করিয়াছিলেন।

(৮) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণের বিদ্বদ্বরেণ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা, বাগ্মীপ্রবর, শ্রীগৌরগত প্রাণ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কিছুদিন পূর্ব্বেই শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের মূল মঠ উডুপীর কুলপতি শ্রীবিদ্যা-মান্যতীর্থের নিকট নিজস্ব গৌড়ীয়-পরম্পরার তিলক, মন্ত্র, ভজন-প্রণালী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুষ্ঠু বিচারধারা যথাযথ রাখিয়াই গৈরিকবসন ও সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম হইয়াছে, 'শ্রীচৈতন্য-কৃষ্ণাশ্রয়তীর্থ মহারাজ'। তিনি বর্ত্তমানেও ভারতের সর্ব্বত্রই বিশেষ উৎসাহের সহিত শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন।

(৯) জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ—সমগ্র বিশ্বে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট শ্রীহরিনাম এবং শুদ্ধভক্তির প্রচারক, দেশ-বিদেশে গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা, বিশ্ববিশ্রুত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পুত্র শ্রীবিমলানন্দ সরস্বতী ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া "পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ" নামে প্রসিদ্ধ। তিনি দীনতাবশতঃ 'শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস' রূপে তাঁহার আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্য-প্রশিষ্য প্রবল প্রতিভাসম্পন্ন, বিদ্বান্, ঐকান্তিক ভজনপরায়ণ, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-নিষ্ঠাপরায়ণ শত শত সন্ন্যাসী সমগ্র বিশ্বে শ্রীগৌরবাণীর প্রচার করিয়াছেন এবং অদ্যাপি করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে পরমারাধ্য পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী, শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিনারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, (সকলেই শিষ্য) এবং শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-সুহৃদ অকিঞ্চন মহারাজ (সকলেই প্রশিষ্য) আদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীঅভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত মহোদয় জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সমগ্র বিশ্বে তাঁহার বহুযোগ্য শিষ্যগণকে গৈরিক বসন এবং সন্ন্যাস প্রদান করিয়া সর্ব্বত্রই শ্রীহরিনাম এবং শুদ্ধাভক্তি প্রচার করিয়াছেন। ইহাঁর সন্ন্যাসের নাম হইয়াছিল—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত স্বামী মহারাজ।

এই সকল মহাপুরুষগণের সেবা-প্রচেষ্টায় সংস্কৃত, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া, গুজরাটী, তামিল, তেলেগু আদি ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় এবং ইংরাজী, ফ্রেঞ্চ, চীনী, রাশিয়ান, জাপানী এবং বিশ্বের বিখ্যাত ভাষাসমূহে শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি বহু প্রামাণিক গ্রন্থ এবং পত্রিকাসমূহ প্রকাশিত হইতেছেন; বিশ্বের সর্ব্বত্র শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, শ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীরামসীতা এবং শ্রীজগন্নাথ-বলদেব-সুভদ্রাদির বিশাল বিশাল শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং আজও হইতেছে। লক্ষ লক্ষ শ্রদ্ধালু শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত নর-নারী করতাল এবং মৃদঙ্গ লইয়া জাতি-পাঁতি রাষ্ট্রগত ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া উচ্চস্বরে "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মত্ত হইতেছেন। শ্রীহকিমজী এবং তাঁহার শিক্ষাগুরুবর্গ কি এই সকল প্রখর প্রতিভাবান বিদ্বদ্বরেণ্য পরম নিষ্কিঞ্চন গৌরগতপ্রাণ ত্রিদণ্ডী যতিগণ এবং কষায়বস্ত্রধারী ব্রহ্মচারিগণকে স্বেচ্ছাচারী এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামীবৃন্দের আনুগত্য-বিহীন ঘোষণা করিয়া কি মহান্ বৈষ্ণব-অপরাধ করেন নাই? তিনি

স্ব-সম্পাদিত স্মারিকাতে এই গৈরিক বস্ত্রধারী ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসিগণের চিত্র এবং নাম দিয়া তাঁহাদিগকে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য অথবা শ্রীমন্মাধ্ব-গৌড়েশ্বরাচার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন কেন ?

এই প্রকার শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পূর্ব্বে এবং পরেও গৈরিক বস্ত্র এবং সন্ন্যাসের প্রচলন ছিল, সিদ্ধ হইতেছে।

৩। (খ) যে পর্য্যন্ত পূর্ব্বনাম এবং বেষ, শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ রাখিবার কথা, হকিমজীর এবিচারও সম্পূর্ণ ভ্রমপূর্ণ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পূর্ব্বনাম 'কুবের' ছিল। সন্ন্যাসের পর তাঁহার নাম-'নিত্যানন্দ' হইয়াছিল। শ্রীঅদ্বৈতচার্য্যের পূর্ব্বনাম 'কমলাক্ষ' বা 'কমলাকান্ত' ছিল। শ্রীসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বনাম 'অমর', গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের প্রদত্ত নাম 'সাকর মল্লিক' এবং পরবর্ত্তিকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম 'শ্রীসনাতন'। তদ্রূপ শ্রীল রূপ গোস্বামীর পূর্ব্বনাম 'সন্তোষ', হুসেন শাহ প্রদত্ত নাম 'দবির খাস', শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নাম 'শ্রীরূপ'। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের বেষাশ্রয়ের নাম—'শ্রীহরিবল্লভ দাস' হইয়াছিল।

শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর দ্বারা লিখিত "সংস্কার-দীপিকা"-গ্রন্থে ত্রিদণ্ডি বেষাশ্রয়-বিধিতে ভগবদ্দাসসূচক নাম-গ্রহণের বিধি দেখা যায়। পরবর্ত্তি-কালে প্রচলিত 'বেষাশ্রয়'-বিধিও এক প্রকার সন্ন্যাসেরই অন্তর্গত ব্যাপার। কেননা, নিঞ্চিন পরমহংসগণের জন্য কোন প্রকার বিধির অপেক্ষা থাকে না। তাঁহাদের উপরে বিধি-নিষেধ কখনই প্রযুক্ত নহে। উক্ত বেষাশ্রয়ের সময়েও ভগবদ্দাসসূচক নাম গ্রহণের রীতি আজও প্রচলিত আছে। অতএব শ্রীহকিমজীর এই মন্তব্যও বালকোলাহল মাত্র।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ

পরলোকে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী

অত্যন্ত বেদনার সহিত জানাইতেছি যে, আমাদের বিশেষ আপনজন শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী প্রভু বিগত ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৪ (ইং ৯।৫।৮৭) গৌর-একাদশী তিথিতে বিকাল ৫টায় আমাদিগকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

তাঁহার পূর্ব্বনাম শ্রীনিতাই সরদার, পিতার নাম শ্রীজয়গোপাল সরদার ও মাতার নাম শ্রীমতী সুবর্ণময়ী সরদার। তিনি পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত কৈখালী গ্রামে ১৩১৭ সালে তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন। শাস্ত্রের নির্দ্দেশিত—"পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" বাক্যকে অবলম্বন করিয়া ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে পার্থিব জগতের তথাকথিত আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করত সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান আশায় শ্রীধাম নবদ্বীপে আসেন এবং শ্রীগৌড়ীয়

বেদান্ত সমিতির মূলমঠ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে উপনীত হন। ঐ সময় শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমার প্রস্তুতিপর্ব্ব প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ তখন হাজার হাজার ভক্তবৃন্দদ্বারা মুখরিত। আলোকসজ্জা ও মাঙ্গলিক উপকরণে শ্রীমন্দির সুশোভিত। সন্ধ্যারতি সমাপ্ত হইলে মঠস্থ শ্রীহরিকীর্ত্তন নাট্যমন্দিরে শ্রীধাম-পরিক্রমার অধিবাস-সভার আয়োজন হয়। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। এই সভায় অন্যান্য মঠ হইতেও অনেক বৈষ্ণববৃন্দ উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতান্তে সভাপতির ভাষণে ভক্তবৃন্দের শ্রীধাম পরিক্রমা ও গৃহব্রতীগণের সংসার-পরিক্রমণে যে বিরাট্ পার্থক্য তাহা গূঢ়গম্ভীর ভাষায় দীপ্তকণ্ঠে বর্ণিত হইতেছিল। এই মহাপুরুষের বীর্য্যবতী বাণী শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে ত্যক্তাশ্রমে প্রবেশে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তাহারই ফলস্বরূপ মঠবাসী কোন প্রভুর সহায়তায় তিনি এই মহাপুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেন। সেই অবধিই তাঁহার মঠবাস।

পার্থিব জগতের বিচারধারায় তিনি নিরক্ষর হইলেও স্মৃতি-শক্তি প্রখর থাকায় শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে হরিকথা নিরন্তর শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার যেমন সূক্ষ্মানুভূতি লাভ হইয়াছিল—বহির্লক্ষণে তাঁহার সেবাব্রত জীবনই মঠবাসী সকলের আদর্শরূপে পরিণত হয়।

তাঁহার নিরলস সেবাবৃত্তি ও শ্রীহরিনামে অনুরক্তি আমাদের জীবনে চলার পথে আদর্শরূপ। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব্বকাল অবধি তিনি ছিলেন সেবাময় জীবনের স্ফূর্ত্তিবিগ্রহ। জীবনের সায়াহ্নকালে শারীরিক কিছু অপটুতা পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার ত্রিসন্ধ্যা আরতি-কীর্ত্তনে উপস্থিতি, প্রাতঃকালে শ্রীগঙ্গাস্নান, শ্রীমন্দির-মার্জ্জন, তুলসী-পরিচর্য্যা ও উদ্যানসেবা কোনদিনই বন্ধ হয় নাই।

শ্রীনবদ্বীপধামেই তিনি ২১ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত করেন। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান ও শ্রীধাম-পরিক্রমাদিতেও যোগদান করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের একটী বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি কখনই কাহারও সেবাগ্রহণ করিতে চাহেন নাই। কিন্তু জীবনের শেষ-সন্ধিক্ষণে শ্রীমান কমলকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তাঁহার অনেক সেবা করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন। তাহাদের চিকিৎসাদি ব্যবস্থা ও সেবা-শুশ্রূষা অবশ্যই আদর্শস্থানীয়। সমিতির সেবকবৃন্দের নিকট উক্ত তরুণ ব্রহ্মচারীদ্বয় অবশ্যই ধন্যবার্হ।

পরিশেষে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট প্রার্থনা,—তিনি যেন অপ্রাকৃত অমৃতলোক হইতে আমাদিগকে অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ করেন—যাহাতে তাঁহার সেবাময় জীবন আমাদের চলার পাথেয় স্বরূপ হয়। —জনৈক বিরহী

শ্রীশ্রীল গুরুমহারাজের
উত্তরবঙ্গ, আসাম, মেঘালয় ও মণিপুরে
গৌরবাণী প্রচার

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির মনোহভীষ্ট পূরণকল্পে নিখিল-ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ) এবং তদধীনস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ সদলবলে কলিকাতা মহানগরীস্থিত শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ হইতে বিগত ২৯।৩।১৯৮৭ তারিখে প্রচারে বহির্গত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—"পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥" সেই শ্রীগৌরবাণী প্রচারার্থে শ্রীল গুরুমহারাজ সর্ব্বপ্রথম উত্তরবঙ্গের মালদহ শহরের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী Paradise Hotel-এর মালিক শ্রীমণীন্দ্র নারায়ণ সাহা মহোদয়ের বিশেষ আহ্বানে তাঁহার গৃহে শুভগমন করেন। দুই দিবস তাঁহার গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবতের বিবিধ তত্ত্বসিদ্ধান্ত আলোচনামুখে স্থানীয় সুধী জনসাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় মালদহ-নিবাসী ভক্তবৃন্দকে অতৃপ্ত অবস্থায় রাখিয়া শ্রীল গুরুমহারাজ ১।৪।১৯৮৭ তারিখে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত রায়গঞ্জ উকিল-পাড়া-নিবাসী নিমানন্দ ক্লথ ষ্টোর্সের মালিক ভক্তপ্রাণ শ্রীযুত রাধেশ্যাম বসাক মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন স্থানে পাঠ, বক্তৃতা করিয়া তত্রস্থ শ্রদ্ধালু জনসাধারণকে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রদান করেন। শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে সুগম্ভীর সিদ্ধান্তপূর্ণ শ্রীভগবানের অমৃতময়ী কথা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় বহু ব্যক্তি কৃষ্ণ-ভজনোন্মুখী হন। রাজগঞ্জ হইতে শ্রীল গুরুমহারাজ পার্টীসহ কোচবিহার শহরস্থিত শ্রীসমিতির প্রচার-কেন্দ্র শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠে শুভগমন করেন। ভক্তগণের উপস্থিতিতে শ্রীমঠে ২ দিন ভাগবত পাঠমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতারীত্ব এবং তাঁহার অবদান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করেন। তাঁহার নিকট গৌরকথা শ্রবণ করিয়া শহরস্থ বহু ব্যক্তি গৌর অনুরাগী হন।

অতঃপর শ্রীল গুরুমহারাজ আসাম প্রদেশান্তর্গত কোকড়াঝাড় জেলার বাসুগাঁও টাউনে শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। দিবসত্রয় শ্রীমঠে, শ্রীরসিকশেখর দাসাধিকারী শ্রীযুক্তা ভারতী বড়ুয়ার গৃহে বক্তৃতামুখে শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন। জরুরী টেলিগ্রাম পাইয়া ১৩।৪।৮৭ তারিখে তিনি কলিকাতা

মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং ১৬ই এপ্রিল ১৯৮৭, বৃহস্পতিবার হরিদ্বার মঠের দলিল রেজিষ্ট্রী করিয়া ১৮।৪।৮৭তে বাসুগাঁও মঠে ফিরিয়া যান। তথা হইতে মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ ও বহু ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে শ্রীল গুরুদেব ২০।৪।৮৭ তারিখে গৌহাটী শহরের ভাস্করনগর নিবাসী শ্রীযুত সুজিত সেনগুপ্ত মহোদয়ের গৃহে শুভবিজয় করেন। মাননীয় শ্রীযুত সুজিত বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীসমিতির আশ্রিতা শিষ্যা। সস্ত্রীক তাঁহাদের আদর আপ্যায়নে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হন। এখানে ২০শে এপ্রিল হইতে দিবসত্রয় প্রত্যহ স্থানীয় ভক্তগণের সমাগম হইত। ২৪শে এপ্রিল শ্রীযুক্তা বিনোদিনী রাহার (পরলোকগত সতীশ চন্দ্র রাহা মহাশয়ের ধর্ম্মপত্নী) গৃহে পাঠ-কীর্ত্তন হয়। শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে পীযূষবর্ষিণী শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বিশেষ উপকৃত হন।

গৌহাটী শহরের উপকণ্ঠে পাণ্ডু রেলওয়ে কলোনীতে অবস্থানকারী মাননীয় শ্রীযুত শশাঙ্ক শেখর দাস মহোদয়ের কোয়ার্টারে ২২।৪।৮৭ তারিখে সকালবেলায় তাহার একান্ত প্রার্থনায় শুভগমন করেন। তাঁহাদের বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার এবং বৈষ্ণবসেবায় সকলেই মুগ্ধ হন। আনন্দনগরস্থ প্রফেসর শ্রীহরিদাস সরকার, রেলওয়ে কলোনীস্থ শ্রীসুধাংশু বিমল পাল, শ্রীনগেন চক্রবর্ত্তী, শ্রীমনোরঞ্জন হালদার প্রভৃতির আদরযত্নও বিশেষ প্রশংসনীয়। পাণ্ডু রেল কলোনীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে কালীমন্দিরে বিকাল ৫ ঘটিকায় এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত ধর্ম্মসভায় কয়েক হাজার শ্রোতার সমাগম হয়। শ্রীল গুরুমহারাজের শ্রীমুখে গুরুগম্ভীর শ্রবণমধুর ওজস্বিনী ভাষায় সিদ্ধান্তপূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত সনাতন ধর্ম্মের অন্বয়-ব্যতিরেক আলোচনা শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের সংশয় ও কুসংস্কার দূরীভূত হয় এবং সনাতন ধর্ম্মের অসমোর্দ্ধত্ব উপলব্ধি করেন।

২৪।৫।৮৭ তারিখে পার্টীসহ শ্রীল গুরুমহারাজ গৌহাটী হইতে বাসযোগে মেঘালয়ের রাজধানী শিলং শহরের জেল রোডস্থ গণেশ দাস হাসপাতালের সন্নিকট মাননীয় শ্রীযুত অনিল রঞ্জন পাল মহোদয়ের বাসাগৃহে পৌঁছান। শ্রীযুত অনিলবাবু এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী মীরা রাণীর বিশেষ আদর যত্ন ও শ্রদ্ধাভক্তিতে শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ মুগ্ধ হন। শ্রীল গুরুমহারাজের দর্শন তথা হরিকথা শ্রবণের জন্য প্রত্যহ ভক্তবৃন্দ আসিতেন।

শিলং পুলিশ বাজারস্থিত Assam Pharmacy-র মালিক শ্রীযুত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে (Polo Hills-এ) পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ ২৬।৪।৮৭

তারিখে ভাগবত পাঠের মাধ্যমে প্রচুর হরিকথা পরিবেশন করিয়া তত্রস্থ ভক্তদিগকে আনন্দদান করেন। সেখানে ঠাকুরের ভোগরাগ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থাও হইয়াছিল। শ্রীযুক্তা সাবিত্রী ভট্টাচার্য্য (জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীসুরজিৎ ভট্টাচার্য্য) মহোদয়ার গৃহেও উৎসবাদির অনুষ্ঠান হয়। ৩০।৪।৮৭ তারিখে শ্রীল গুরুমহারাজ শিলং লাইয়ুমখেরা রামকৃষ্ণ মিশন রোডস্থিত বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণ মাননীয় শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ রঞ্জন দেব (গভঃ কণ্ট্রাক্টর) বাবুর বাসভবনে শুভাগমন করত পরদিবস তাঁহার বাৎসরিক অনুষ্ঠান "শ্রীঅক্ষয় তৃতীয়ায়" শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ ও ব্রহ্মচারিগণের দ্বারা নাম-সঙ্কীর্ত্তন করাইয়া উৎসবের বাস্তব সৌন্দর্য্য দান করিয়া গৃহস্থের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হন। ৪।৫।৮৭ তারিখেও তাঁহার গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ২।৫।৮৭ এবং ৩।৫।৮৭ তাং এ স্থানীয় পুলিশ বাজারস্থ থানা রোডস্থিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের "সনাতন হিন্দু ধর্ম্মসভা হলে" দুইদিনব্যাপী এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন হইয়াছিল। উক্ত ধর্ম্মসভায় স্থানীয় শিলং কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ চন্দ্রশেখর ঠাকুর মহোদয় প্রধান অতিথিরূপে "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেক্রেটারী শ্রীবেণুমাধব গোস্বামীজীও সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। পরিশেষে শ্রীল গুরুমহারাজ সভাপতিরূপে দুই ঘণ্টাকাল সনাতন ধর্ম্মের দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ নিগূঢ় রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া স্থানীয় বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিকে নূতন দিব্যালোক প্রদান করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় সনাতন ধর্ম্মের অন্বয় এবং ব্যতিরেক দুইটী দিকই বিশেষভাবে আলোচিত হয়। সভাশেষে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ চলচ্চিত্রের (Film Projector) মাধ্যমে ভারতের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করান। বলাবাহুল্য, নিত্যস্রোতা পোলো হিলের শ্রীযুত বিনোদবিহারী পুরকায়স্থ মহাশয় প্রতিটী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

৩।৫।৮৭ তাং এ শিলং লাইয়ুমখেরা নিবাসী "জলপান মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের" মালিক বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণ মাননীয় শ্রীযুত শৈলেশ চন্দ্র ঘোষ মহোদয় জেল রোডস্থিত শ্রীদুর্গামণ্ডপে প্রায় পাঁচশত বৈষ্ণব ভক্তদের সেবার বন্দোবস্ত করেন। এই উৎসবে বিচিত্র মহাপ্রসাদ পাইয়া আহূত, অনাহূত, দুরাহূত ভক্তবৃন্দ সকলেই পরিতুষ্ট হন।

৫।৫।৮৭ তারিখে শ্রীল গুরুমহারাজ শিলংবাসী ভক্তগণকে বিরহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া জনৈক ব্রহ্মচারীসহ Flightযোগে শিলচর রওনা হইয়া যান। তাঁহাকে Aerodrome হইতে গৃহে লইবার জন্য তারাপুর-নিবাসী

শ্রীযাদব চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় (Govt. Contractor) তাঁহার নিজস্ব গাড়ী লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ৬।৫।৮৭ ও ৭।৫।৮৭ দুইদিনই মাননীয় চৌধুরী বাবুর গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় বহু ব্যক্তি শ্রীল গুরুমহারাজের অভূতপূর্ব্ব ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্ব্বক আনন্দলাভ করেন।

৮।৫।৮৭ হইতে ১০।৫।৮৭ তাং পর্য্যন্ত দিবসত্রয় শিলচর শহরের মধ্যবর্ত্তী-স্থানে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দির প্রাঙ্গনে মন্দির কমিটির উদ্যোগে এক বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। উক্ত তিনদিনই সনাতন ধর্ম্মই যে বৈষ্ণবধর্ম্ম, আত্ম-ধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম নামে কথিত, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং সনাতন ধর্ম্মের Ontological and Morphological aspect বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করেন। উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ তাঁহার উপলব্ধিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন।

১১।৫।৮৭ তাং এ বেলা ১১টায় Flight-এ শ্রীল গুরুমহারাজ জনৈক ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল রওনা হইয়া যান। ইম্ফল থাঙ্গাল বাজার (Thangal Bazar) "Royal Stores"-এর মালিক মাননীয় শ্রীযুক্ত রণধীর দাস মহোদয় তাঁহাকে Airport হইতে নিজস্ব বাসভবনে লইয়া যাওয়ার বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। অপরদিকে শ্রীকানাইলাল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ৪ মূর্ত্তিকে শিলচরে প্রচারে রাখিয়া শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ, শ্রীগোপীকান্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীসজ্জনানন্দ ব্রহ্মচারী বাসযোগে শিলচর হইতে ইম্ফলে সন্ধ্যায় পৌঁছেন। ১২।৫।৮৭ হইতে ১৭।৫।৮৭ তাং পর্য্যন্ত শ্রীযুত দাস মহাশয়ের গৃহে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মাধ্যমে বহু নূতন নূতন তথ্য অবতারণা করিয়া তত্রস্থ শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করেন। ১৫।৫।৮৭ ও ১৬।৫।৮৭ তারিখ দুইদিন শ্রীযুক্ত রণধীর বাবুর ভাইপো শ্রীসুজিত কুমার দাস প্রভৃতির নবনির্ম্মিত বাসভবনের পাঁচতলায় অবস্থান করেন এবং প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের অধিবেশনে বিবিধ সমস্যাবহুল বর্ত্তমান দুনিয়ায় সনাতন ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা, নাস্তিকতার চরম দুর্গতি এবং ভবিষ্যতে সারা পৃথিবী ভারতীয় বৈদিক সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইবে, তাহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করিয়া ভক্তবৃন্দের আশার আলো সঞ্চার করেন।

ইম্ফল-নিবাসী আবাল-বৃদ্ধা-বণিতার অধিকাংশ লোকের তিলক, মালা, শিখা-সূত্র তথা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রতি তাঁহাদের অগাধ শ্রদ্ধা-ভক্তির আদর্শ দেখিলে হৃদয়ে সত্যই অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয় এবং শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া হৃদয়

প্রেমাপ্লুত হইয়া যায়। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এবং তৃতীয় পাণ্ডব শ্রীঅর্জ্জুনের পদাঙ্কপূত পবিত্রভূমি মণিপুর আজও বৈষ্ণবকৃপার বিজয়-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া বৈষ্ণবেরই বিজয়গাথা কীর্ত্তন করিতেছে।

সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় শ্রীল গুরুমহারাজ ১৭।৫।৮৭ তাং এ শ্রীগোপীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে লইয়া Flightযোগে ইম্ফল হইতে গৌহাটী রওনা হন। পাণ্ডু নিউ কলোনীস্থ মাননীয় শ্রীযুত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ মহাশয় দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর গৌহাটী এয়ারপোর্টে শ্রীল গুরুমহারাজকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং তৎপরে মোটরগাড়ীতে কণ্ট্রাক্টর শ্রীমনোরঞ্জন হালদার মহাশয়ের গৃহে পৌঁছেন। পরদিবস শ্রীযুত সিংহ মহাশয়ের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক ২বেলা প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং স্থানীয় দেবালয়-প্রাঙ্গণে দার্শনিক ভাষণ দান করেন। ১৯।৫।৮৭ তাং এ পাণ্ডু এ-টি-রোডস্থ ইউনিক ট্রেডার্স-এর স্বত্বাধিকারী সজ্জনপ্রবর শ্রীগোবর্দ্ধন লাল রায় মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল গুরুমহারাজ তাঁহার নবনির্ম্মিত গৃহে শুভপদার্পণ করেন এবং সন্ধ্যায় ভাগবত ব্যাখ্যামুখে সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেন। মাননীয় গোবর্দ্ধন বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী গীতারাণী গুরু-বৈষ্ণব-গণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দান করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ২০।৫।৮৭ তাং এ শ্রীল গুরুমহারাজ গৌহাটী কাহিলীপাড়াস্থ শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব মহাশয়ের বিশেষ আহ্বানে তাঁহার বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহার ভক্তিমতী বৃদ্ধা মাতা শ্রীযুক্তা অষ্টমণি দেবীর সেবাযত্নে তথায় ২দিন অবস্থানপূর্ব্বক সেবাগ্রহণ ও পাঠ-বক্তৃতাদি করেন।

গৌহাটী হইতে আসাম, বাসুগাঁও, সাপটগ্রাম, গোলকগঞ্জ, ধুবড়ী, গোয়াল-পাড়া জেলার দুধনৈ, কৃষ্ণাই, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার প্রভৃতি স্থানে প্রচারাদি করিয়া উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িস্থিত শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ এবং পরে মিলনপল্লীস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। কয়েকদিন অবস্থান করিয়া শহরের বিভিন্নস্থানে পাঠ-বক্তৃতাদি করেন। বিগত ২০শে জুন শিলিগুড়ি হইতে যাত্রা করিয়া বহরমপুর, কলিকাতা মঠ হইয়া শ্রীসমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

———

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরব্রত ও নিয়মসেবা উপলক্ষে

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে ॥

তীর্থদর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে—ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি-বিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে, সাধুসঙ্গই তীর্থদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। মহাজনবাক্যে দেখিতে পাই—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

আজকাল বহু প্রমোদভ্রমণ-সঙ্ঘ নানাবিধ ইন্দ্রিয়তর্পণপর সুযোগসুবিধাদানে ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে আকৃষ্ট করিয়া থাকেন; কিন্তু ভক্তসঙ্গ ব্যতীত তীর্থ-দর্শনের যথাযথ ফল লাভ হয় না।

আমাদের তীর্থদর্শনের বৈশিষ্ট্য—

১। মঠবাসী সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিগণ-কর্ত্তৃক তীর্থদর্শন ও পরিক্রমাদির যাবতীয় পরিচালনার বন্দোবস্ত এবং তাঁহাদের শ্রীমুখে সর্ব্বদা শ্রীহরিকথা, বিশেষতঃ প্রাতঃ ও সন্ধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ, কীর্ত্তন ও শ্রবণ।

২। সাধুগণের নিকট দর্শনীয় তীর্থের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ।

৩। প্রত্যহ মহাপ্রসাদ সেবা।

৪। সঙ্কীর্ত্তনমুখে তীর্থাদি দর্শন ও পরিক্রমা।

৫। রিজার্ভড্ গাড়ীতে স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ** ও সমিতির সহ-সভাপতি **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ** পরিক্রমা পরিচালনা ও শ্রীধাম দর্শনাদির সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিবেন।

সংরক্ষিত আসনসংখ্যা সীমিত, সুতরাং পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ভক্তগণ সত্বর আসন সংরক্ষণ করিবেন।

ইতি—৩০শে বৈশাখ, ১৩৯৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

আগামী ১৮ই আশ্বিন (ইং ৫।১০।৮৭) সোমবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮ ঘটিকায় হাওড়া ষ্টেশনের ৭নং প্লাট্‌ফর্ম্ম হইতে শুভযাত্রা আরম্ভ হইবে। অতএব যাত্রিগণ ঐদিন সকাল ৭টার মধ্যে উক্ত প্লাট্‌ফর্ম্মে উপস্থিত হইবেন। পরিক্রমায় আনুমানিক একমাস সময় লাগিবে। হাওড়া অথবা শিলিগুড়ি হইতে শ্রীবৃন্দাবন যাওয়া ও আসা রেলভাড়া, শ্রীব্রজমণ্ডলের দূরবর্ত্তী স্থানের জন্য বাসভাড়া, কুলিভাড়া এবং দুইবেলা মহাপ্রসাদাদির জন্য প্রতি যাত্রীকে ১০০১৲ (এক হাজার এক) টাকা ভিক্ষাস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কদিগের (১২ বৎসরের নিম্নে) জন্য ৭০১'০০ (সাতশত এক) টাকা দিতে হইবে এবং ১২ বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়স্কদের সম্পূর্ণ টাকা লাগিবে। ২২শে ভাদ্রের (ইং ৮।৯।৮৭) মধ্যে ৩০০'০০ (তিনশত) টাকা অগ্রিম জমা দিলে আসন সংরক্ষিত করা হইবে। অবশিষ্ট ভিক্ষা যাত্রার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১০ই আশ্বিন (ইং ২৭।৯।৮৭) মধ্যে জমা দিতে হইবে। যাত্রিগণ একটী হাল্কা থালা, বাটী ও ঘটী সঙ্গে আনিবেন। বিছানা-পত্র ১২ কিলোর অধিক না হয়; বড় সুটকেশ ও ট্রাঙ্ক লইবেন না। খুব সংক্ষেপে শীতোপযোগী বিছানা সঙ্গে লইবেন। পাণ্ডা-বিদায়ের খরচ যাত্রীগণ বহন করিবেন।

দর্শনীয় স্থানসমূহ ঃ—

১। **মথুরা** ঃ—বিশ্রামঘাটে স্নান ও সঙ্কল্প গ্রহণান্তে ভূতেশ্বর মহাদেব, শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি, গোকর্ণেশ্বর, দীর্ঘবিষ্ণু, ধ্রুবঘাট, বিশ্রামাদি ২৪ ঘাট, অম্বরীষটীলা, রঙ্গেশ্বর মহাদেব, কংসবধ-স্থলী, দ্বারকাধীশ, শ্বেতবরাহ প্রভৃতি।

২। **মধুবন** ঃ— তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন।

৩। **গোবর্দ্ধন** ঃ—শ্রীগোবর্দ্ধন-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দকুণ্ড, মানসগঙ্গা, হরিদেব, শ্যামকুণ্ড-রাধাকুণ্ড, কুসুম-সরোবরাদি।

৪। **কাম্যবন** ঃ—বিমলাকুণ্ড, চরণপাহাড়ী, ব্যোমাসুর-গুহা, ভোজন-থালী, পিছল-পাহাড়ী, ডীগ প্রভৃতি।

৫। **নন্দগাঁও** ঃ—পাবন-সরোবর, কদম্বখণ্ডী, উদ্ধব-কেয়ারী, ঠের-কদম্ব, বর্ষাণা, খদীর বন, সঙ্কেত, কোকিলাবন, যাবটাদি।

৬। **কোশী** ঃ—চরণপাহাড়ী, ছোট-বড় বৈঠান, শেরগড়, খেলনবন, রামঘাট, বিহারবন ও ছত্রবন।

৭। **ভদ্রবন** ঃ—ভাণ্ডীরবন, মাঠবন, দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, মহাবন, গোকুল, রাভেল ও লৌহবন।

৮। **শ্রীবৃন্দাবন** ঃ—পঞ্চক্রোশী-পরিক্রমা, শ্রীগোবিন্দ-গোপীনাথ-মদন-মোহন, শ্রীরাধাদামোদর, শ্রীশ্যামসুন্দর, শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীরাধারমণ, নিকুঞ্জবন, নিধুবন, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর সমাধি ও ভজন কুটীর, বংশীবট, গোপেশ্বর মহাদেব, কেশীঘাট, চিরঘাট, কালীয়দহ প্রভৃতি।

৯। **বেলবন** ঃ—প্রেম সরোবর।

১০। **মহাবন গোকুল** ঃ—ব্রহ্মাণ্ডঘাট, চৌরাশীখাম্বা, উদূখলে বন্ধনস্থলী, দাউজী ইত্যাদি।

যোগাযোগ-বিষয়ে জ্ঞাতব্য

পত্রাদি-দ্বারা যোগাযোগ অথবা টাকা পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের অঞ্চলভিত্তিক সেই প্রান্তীয় যে-কাহারও নামে পাঠাইতে পারেন। তবে প্রাপকের নাম ও ঠিকানার উপরে "**পরিক্রমা-বিভাগ**" অবশ্যই উল্লেখ করিবেন।

যোগাযোগের নাম ও ঠিকানা—

১। **শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী,**
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ২৬৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

২। **শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী,**
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ৫৫-৭২২৭
২৮ হালদার বাগান লেন, কলিকাতা—৪

৩। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ**
শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ২১৫৯৬
শক্তিগড়, পোঃ শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং)।

৪। **শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী,**
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ৩১০
পোঃ তুরা, ওয়েষ্ট গারোহিলস্ (মেঘালয়)।

বিঃ দ্রঃ—(১) অনিবার্য্য কারণে ও দৈব-দুর্ব্বিপাকে পরিক্রমাপঞ্জী পরিবর্ত্তিত ও বিঘ্নিত হইলে কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। (২) স্বল্প-দুরস্থিত দর্শনীয়-স্থানে যাইতে অক্ষম ব্যক্তি নিজব্যয়ে যানবাহন করিবেন।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে সাদর আহবান

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ—তুরা, পিন্—৭৯৪০০১
জেলা—ওয়েষ্ট গারো হিলস্ (মেঘালয়)

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সেবকবৃন্দের উদ্যোগে সমিতির সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী **১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের** আনুগত্যে আগামী ১৯শে শ্রাবণ (ইং ৫/৮/৮৭) বুধবার হইতে ২৩শে শ্রাবণ (ইং ৯/৮/৮৭) রবিবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী **শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা** ও ৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৭/৮/৮৭) সোমবার **শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী** উপলক্ষে স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সমিতির শাখাকেন্দ্র শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কীর্ত্তন, বক্তৃতা, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, ছায়াচিত্র ও বিভিন্ন প্রদর্শনীযোগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলাদি প্রদর্শন এবং বিশেষভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদবিহারীজীউর মঙ্গলারাত্রিক, ভোগরাগ ও নন্দোৎসবের দিন সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিয়া সমিতির সেবকবৃন্দকে পরমানন্দিত ও উৎসাহিত করিবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য-দ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎ সেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে। বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—১৫শে বৈশাখ, ১৩৯৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—
সেবকবৃন্দ,
শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে জানিতে হইলে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে **শ্রীবল্লভদ্র দাস ব্রহ্মচারীর** নিকট উপরোক্ত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য বা প্রেরিতব্য।

—ঃ শ্রীজন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠান-সূচী ঃ—

৩০শে শ্রাবণ (ইং ১৬/৮/৮৭), রবিবার—

অধিবাস—সন্ধ্যা ৬ টায়।

কীর্ত্তন—সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে ৭টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ—রাত্রি ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত।

৩১শে শ্রাবণ (ইং ১৭/৮/৮৭), সোমবার—

মঙ্গলারতি ভোর ৪টায়।

নগর সঙ্কীর্ত্তন, মঙ্গলারতি অন্তে ৮টা পর্য্যন্ত নগর পরিক্রমা।

সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী পাঠ সকাল ৮-৩০টা হইতে সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত।

ধর্ম্মসভা ঃ সন্ধ্যা আরাত্রিকান্তে রাত্রি ৮টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত রামমঙ্গল, তদনন্তর ছায়াচিত্রযোগে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন।

১লা ভাদ্র (ইং ১৮/৮/৮৭), মঙ্গলবার—

মঙ্গলারতি—ভোর ৪টায়।

ভোগারতি—মধ্যাহ্নে

নন্দোৎসব ও প্রসাদ বিতরণ—দ্বিপ্রহর হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত।

সন্ধ্যায়—আরাত্রিকান্তে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা প্রদর্শন ও রামমঙ্গল।

বিঃ দ্রঃ—দৈব ও বিশেষ কার্য্যানুরোধে উৎসব-সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য।



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥ হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ৮ হৃষীকেশ, সঙ্কর্ষণ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে শ্রাবণ, সোমবার, ১৩৯৪, ইং ১৭।৮।৮৭ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতম্ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ১৩৯তমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১। মুনে স্তোত্রং প্রবক্ষ্যামি বাসুদেবস্য মুক্তিদম্।
শৃণু যেন স্তুতঃ সম্যক্ পূজাকালে প্রসীদতি॥ ৪॥

[শ্রীনারদ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! প্রতিদিন বরপ্রদ অক্ষর শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা করিলে যেরূপ স্তব করিতে হয়, তাহা আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্। যাঁহারা শ্রীঅচ্যুতের স্তব করেন, তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদিগেরই জন্ম সার্থক; তাঁহারাই সুজন্মা, তাঁহারাই সর্ব্বসুখযুক্ত হন।]

ব্রহ্মা বলিলেন,—শ্রীবাসুদেবের স্তব বলিতেছি। এই স্তব সাধককে মুক্তি

প্রদান করে। এই স্তব যিনি পূজাকালে পাঠ করেন, শ্রীনারায়ণ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন ॥ ৪ ॥

২। ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ সর্ব্বাপহারিণে।
নমো বিশুদ্ধদেহায় নমো জ্ঞান-স্বরূপিণে ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি সর্ব্বপাপ হরণ করেন, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি বিশুদ্ধ দেহধারী, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। যিনি জ্ঞান প্রদান করেন, সেই হরিকে নমস্কার ॥ ৫ ॥

৩। নমঃ সর্ব্বসুরেশায় নমঃ শ্রীবৎসধারিণে।
নমশ্চর্ম্মাসিহস্তায় নমঃ পঙ্কজমালিনে ॥ ৬ ॥

যিনি সমস্ত সুরগণের ঈশ্বর, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি শ্রীবৎসধারী, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি দুষ্ট দৈত্যাদি সংহার-নিমিত্ত চর্ম্ম ও অসি ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি পঙ্কজমালা ধারণ করেন, সেই হরিকে নমস্কার ॥ ৬ ॥

৪। নমো বিশ্বপ্রতিষ্ঠায় নমঃ পীতাম্বরায় চ।
নমো নৃসিংহরূপায় বৈকুণ্ঠায় নমো নমঃ ॥ ৭ ॥

যিনি এই জগতের একমাত্র অবলম্বন, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার। যিনি পীতাম্বরধারী, সেই হরিকে নমস্কার করি। যিনি নৃসিংহরূপধারী, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি বৈকুণ্ঠমূর্ত্তি, সেই হরিকে নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

৫। নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ ক্ষীরোদশায়িনে।
নমঃ সহস্রশীর্ষায় নমো নাগাঙ্গশায়িনে ॥ ৮ ॥

পদ্মনাভকে নমস্কার, ক্ষীরোদশায়ীকে নমস্কার করি। সহস্রশীর্ষকে নমস্কার, নাগ-পর্য্যঙ্কশায়ীকে নমস্কার করি ॥ ৮ ॥

৬। নমঃ পরশুহস্তায় নমঃ ক্ষত্রান্তকারিণে।
নমঃ সত্যপ্রতিজ্ঞায় পূজিতায় নমো নমঃ ॥ ৯ ॥

পরশুধারীকে নমস্কার, ক্ষত্রিয়ান্তকারীকে নমস্কার করি। সত্যপ্রতিজ্ঞ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার, যিনি জগৎপূজ্য, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

৭। নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় নমশ্চক্রধরায় চ।
নমঃ শিবায় সূক্ষ্মায় পুরাণায় নমো নমঃ ॥ ১০ ॥

যিনি ত্রৈলোক্যনাথ, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি চক্রধারী, সেই শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। যিনি সূক্ষ্ম মঙ্গলময়, তাঁহাকে নমস্কার। যিনি পুরাণ-পুরুষ, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ১০ ॥

৮। নমো বামনরূপায় বলিরাজ্যাপহারিণে।
নমো যজ্ঞবরাহায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ১১ ॥

যিনি বামনরূপ ধারণপূর্ব্বক বলিরাজার রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হরিকে নমস্কার। যিনি যজ্ঞবরাহরূপী, সেই শ্রীগোবিন্দকে নমস্কার করি ॥ ১১ ॥

৯। নমস্তে পরমানন্দ নমস্তে পরমাক্ষর।
নমস্তে জ্ঞানসদ্ভাব নমস্তে জ্ঞানদায়ক।
নমস্তে পরমাদ্বৈত নমস্তে পুরুষোত্তম ॥ ১২ ॥

যিনি পরমানন্দরূপী পরমাক্ষর, তাঁহাকে নমস্কার করি। হে জ্ঞানময়! তোমাকে নমস্কার। হে পরমাদ্বৈত, হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

১০। নমস্তে বিশ্বকৃদ্দেব নমস্তে বিশ্বভাবন।
নমস্তেঽস্তু বিশ্বনাথ নমস্তে বিশ্বকারণ ॥ ১৩ ॥

হে বিশ্বকৃৎ, বিশ্বভাবন! তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বনাথ তোমাকে নমস্কার। হে বিশ্বকারণ! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥

১১। নমস্তে মধুদৈত্যঘ্ন নমস্তে রাবণান্তক।
নমস্তে কংস-কেশিঘ্ন নমস্তে কৈটভার্দ্দন ॥ ১৪ ॥

হে মধুসূদন! তোমাকে নমস্কার। হে কংসনাশন! তোমাকে নমস্কার করি। হে কেশিসূদন! তোমাকে নমস্কার। হে কৈটভারে! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৪ ॥

১২। নমস্তে শতপত্রাক্ষ নমস্তে গরুড়ধ্বজ।
নমস্তে কালনেমিঘ্ন নমস্তে গরুড়াসন ॥ ১৫ ॥

হে পদ্মলোচন! তোমাকে নমস্কার। হে গরুড়ধ্বজ! তোমাকে নমস্কার করি। হে কালনেমি-বিনাশন! তোমাকে নমস্কার। হে গরুড়াসন! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১৫ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭০ পৃষ্ঠার পর)

তৃতীয়-ধারা

জ্ঞানবিচার

জ্ঞানালোচনা-সম্বন্ধে জাতভাব পুরুষদিগের কিরূপ চেষ্টা, তাহা জানিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন। ভাবের উদয় হইবার পূর্ব্বেই বৈধীভক্তি-সাধনকালে পুরুষের ভাগবত-শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ততত্ত্বের একপ্রকার অবগতি হইয়া থাকে এবং অজ্ঞানরূপ অনর্থ দূর হইয়া থাকে। ভাব উদিত হইলে, তাহার আস্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের অন্যাংশের আলোচনা হয় না। জ্ঞান পঞ্চপ্রকার যথা ;—১। ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। ২। নৈতিকজ্ঞান। ৩। ঈশ্বরজ্ঞান। ৪। ব্রহ্মজ্ঞান ৫। শুদ্ধজ্ঞান।

পঞ্চবিধ জ্ঞান

ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট জীবমাত্রেরই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যজগতের ভাবসকল স্নায়বীয় শিরাদ্বারা মস্তিকে নীত হয়। অন্তরেন্দ্রিয়রূপ মনের প্রথম বৃত্তিদ্বারা ঐ ভাবসকল বাহ্যজগৎ হইতে আনীত হয়। তাহার দ্বিতীয় বৃত্তিদ্বারা ভাবসকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে। তৃতীয় বৃত্তির দ্বারা ঐসকল ভাবের সংমিলন ও বিয়োগক্রমে কল্পনা বিভাবনাদি কার্য্য করায়। চতুর্থ বৃত্তিদ্বারা ঐ সকল ভাবের জাতিনিরূপণপূর্ব্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘুভাবকে পুনরায় বিভক্ত করিয়া সংখ্যার আধিক্য করে। পঞ্চম বৃত্তিদ্বারা সংসজ্জিত ভাবসকল হইতে যুক্ত অর্থ নিঃসৃত করে। ইহার নাম যুক্তি। যুক্তিতেই কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়। যুক্তিদ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড়বিজ্ঞান অনেক প্রকার, যথা,—জড়গুণবিজ্ঞান (Science of matter and motion), চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism), বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান (Electricity), আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান (Medicine) দেহবিজ্ঞান (Physiology), দৃষ্টিবিজ্ঞান (Optics), সঙ্গীতবিজ্ঞান (Music), তর্কশাস্ত্র (Logic), মনস্তত্ত্ব (Mental Philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইতে যতপ্রকার শিল্প ও কারু (Art and Manufacture) আবিষ্কৃত হয়। ধূম্রযান (Railway), তড়িদ্‌বার্ত্তাবহ (Electrical wire), অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহনির্ম্মাণ (Architecture),

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান

আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান ও সঙ্গীত বিজ্ঞান ইত্যাদি

এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশজ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল সমাচার ও কালজ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology), জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদয়ই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। পশুবৃত্তান্তজ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিববিজ্ঞান (Minerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞান। যাঁহারা এই জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান, তাঁহারা এইরূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive Knowledge বলেন। মানবপ্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে (১)।

নৈতিকজ্ঞান

ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞানে জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচারপূর্ব্বক একটী নীতিতত্ত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। সুখ-দুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ, তাহা নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যেহেতু সেই সমুদয় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তিদ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষের খর্ব্ব করিবার বিধানও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেকপ্রকার,

রাজনীতি, শরীর-নীতি ইত্যাদি

যথা—রাজনীতি (Politics), দণ্ডনীতি (Penal code) বণিক্‌নীতি (Laws of trade), প্রয়োজন বিজ্ঞান (Utilitarianism), শ্রমবিভাগ (Divison of Labour), শরীরনীতি (Rule of health), সংসারনীতি (Socialism), জীবননীতি (Rule of life), ভাবসাধন (Training and development of feelings), ইত্যাদি। কেবল নৈতিকজ্ঞানে পরলোকজ্ঞান বা ঈশজ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিকজ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয়জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন, কিন্তু মানবপ্রকৃতিতে আরও উচ্চতর বৃত্তি থাকায়, কেবল নৈতিকজ্ঞানদ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিকজ্ঞানে নামমাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক

---

(১) ত্বথাশয়া বহিঃ পণ্যন্ দেহী চেন্দ্রিয়রন্ধ্রকৈঃ।
বাতায়নৈর্গৃহীবাস্তস্ত্বং বেত্তি ন বাহ্যবিৎ॥
তস্মাদনর্থানর্থাভান্ বিবিচ্য বিষয়ানিতি।
উৎসৃজেৎ পরমার্থার্থী বালরম্যানহীনিব॥

নারদীয়ে হরিভক্তিসুধোদয়ে ১৯ অ ৩৭।৩৮

ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই এবং আশাও নাই (১)।

জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্ব্বাহের সংযোগ ও উন্নতি-বিধান আলোচনা করিয়া নবযুক্তি স্থির করেন যে জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞানস্বরূপতত্ত্ব হইতে ইহা নিঃসৃত হইয়াছে। তিনি জগতের পূজ্য; তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষ (২)। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, যিনি সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা-সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আরও অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্ত করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, তিনি নিজ উচ্চস্বভাববশতঃ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়া আমাদের সুখবৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এইপ্রকার অনেক অস্থিরসিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বরবিশ্বাস নৈতিক-জ্ঞানে সংযোগ করিয়া ঈশ্বরজ্ঞানে সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন সেশ্বরজ্ঞানবাদির মতে কর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা পুরস্কারস্বরূপ স্বর্গাদিভোগপ্রাপ্তি হয়, অকর্ত্তব্যকর্ম্মদ্বারা নরকাদি ক্লেশ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, অষ্টাঙ্গযোগাদিক্রিয়া, তপস্যা, দেশবিদেশের নানা নামবিশিষ্ট ঈশসাধনরূপ ধর্ম্ম-ব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বরজ্ঞানজনিত পৃথক্ পৃথক্ বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। কিয়ৎপরিমাণ জ্ঞান ও সমস্ত কর্ম্মই এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞানে জীবের নিত্যসিদ্ধ

ঈশ্বরজ্ঞান্

---

(১) অর্থশাস্ত্রেণ কিং তাত মম স্বসংস্মৃতিবর্জনম্।
শাস্ত্রশ্রমেণ কিং তেন মনাঙ্মৈব বিহিংসতে॥
নীতিভিঃ সম্পদস্তাভির্হ্যাঃ ঘ্যমমতা দৃঢ়াঃ।
তাভির্বদ্ধো ভবাম্ভোধৌ নিমজ্জত্যেব দুর্ম্মতিঃ॥ হঃ ভঃ সুঃ ৯ অঃ ১৮-১৯
যদি বা দুর্ম্মতিঃ কশ্চিদ্বাহ্যলক্ষ্মীমবেক্ষতে।
তথাপি নাতিভিঃ কিং স্যাৎ সেব্যঃ শ্রীশো হি সর্ব্বদা॥ ঐ ২০

(২) শ্রেয়স্তু কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মান ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥
ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ॥ ভাঃ ৪।২৫।৪-৫
শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞাননৌর্ব্যসনার্ণবম্॥ ভাঃ ৪।২৪।৭৫

স্বরূপবোধ নাই। এই জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্ষুদ্রতা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর উন্নতি কিসে হয়, তজ্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময় যাঁহারা অধীরতালক্ষণ চাপল্যবশতঃ যুক্তিকেই পুনঃ পুনঃ পেষণ করেন, তখন যুক্তি আর অগ্রে যাইবার পথ না পাইয়া শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যাহা তাহার অধিকারে আছে, তাহার ব্যতিরেকচিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নিরাকার। বিকার আছে বলে, প্রাপ্য-তত্ত্ব নির্ব্বিকার। গুণ আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নির্গুণ। বিশেষ আছে বলে, প্রাপ্যতত্ত্ব নির্ব্বিশেষ। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা একটী নির্ব্বিশেষত্ব কল্পনা করিয়া নিজের চরমগতিও তাহাতে অন্বেষণ করে। এইস্থলে ঈশ্বরজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাঁহারা ধীরতা স্বীকারপূর্ব্বক আত্মাতে চিত্তত্ত্বের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা পঞ্চম জ্ঞানরূপ শুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্মজ্ঞানই চতুর্থজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান বলেন যে, এই জগৎ অবিদ্যাকল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু একমাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়ামাত্র।

ব্রহ্মজ্ঞান

জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে প্যানথিজম্ (Panthism) বলেন। অদ্বৈতবাদ দুইপ্রকার,—মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ।

মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদ

মায়াবাদে কিছুই হয় নাই, কেবল মায়াদ্বারা জগৎ প্রতীত হইতেছে। বিবর্ত্তবাদে কিয়ৎ পরিমাণ কার্য্য স্বীকার আছে, তাহাও দুইপ্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত্ত। তত্ত্বকে স্বীকারপূর্ব্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উত্থিত হয়, তাহার নাম বিকার ; যথা—দুগ্ধকে স্বীকারপূর্ব্বক অন্য বস্তুরূপ দধি বিকারস্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে। তত্ত্বকে অস্বীকারপূর্ব্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা—রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজতজ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদে আরও অনেকপ্রকার জীববাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূলকথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে। আমারা সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

বিকার ও বিবর্ত্ত

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে, তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতিমাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত্ত (১)।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তিক।

ব্যবহারিক প্রতীতিবিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সাবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে না পারিলে প্রস্তাবককে উন্মত্তশ্রেণী-ভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটী ক্ষুদ্রতত্ত্ববিশেষ, তাহাও সহজ প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও পাতা, ইহাও যুক্তিসহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটা সত্য আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভানস্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্ততত্ত্বস্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কখনও কখনও তাহারা 'বাদশা' বা 'নবাব' বলিয়া আপনাদিগকে মনে করে এবং সেই অভিমান কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া মনে করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্কজনিত ভ্রান্তি, চিত্ত পীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক সেবনদ্বারা ভ্রান্তি ইহারা প্রধান।

ভ্রান্তি

---

(১) যর্হ্যেব যদেকং চিদ্রূপং ব্রহ্ম মায়াশ্রয়তাবলিতং বিদ্যাময়ং, তর্হ্যেব তন্মায়াবিষয়তাপন্নম-বিদ্যাপরিভূতঞ্চেত্যুক্তমিতি জীবেশ্বরবিভাগোঽবগতঃ। ততশ্চ স্বরূপসামর্থ্যবৈলক্ষণ্যেন তদ্বিতয়ং মিথো বিলক্ষণস্বরূপমেব দৃষ্টমিত্যাগতম্।

ন চোপাধিতারতম্যময়পরিচ্ছেদ প্রতিবিম্বত্বাদিব্যবস্থয়া তয়োর্বিভাগঃ স্যাৎ। তত্র যদ্যপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং, তর্হ্যবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়াসম্ভবঃ। নির্দ্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি; উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ বিম্ব-প্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্য জ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে। নভ্বাকাশস্য দৃশ্যত্বাভাবাদেব।

ব্রহ্মবিদ্যয়োঃ পর্য্যবসানে সতি যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদ্যোগাদশুদ্ধো জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেব চ তন্মায়াবিষয়-ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্ত্বসন্দর্ভবিচারঃ ১।৩৫-৪০

তর্কহত হইয়া নরবুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Pantheist) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত। তন্মধ্যে স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐ মতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে, তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যে মতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচারশক্তিরহিত ব্যক্তিগণ কাযে কাযেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্কপ্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐ মত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজকাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐ মতের অনুগত। ব্রাহ্মণসমাজে প্রায়ই ঐ মত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এতদূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ভ্রান্তমতের ব্যবস্থা জগতে আছে, সে সমুদয়ই অদ্বৈতমতের অধীন হইলে বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। (ক্রমশঃ)

পেন্থিষ্ট

থিয়সফিষ্ট

দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র, শঙ্কর

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৪ পৃষ্ঠার পর]

ভক্তিরস কত রকম? শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পঞ্চ মুখ্য রস। জড়রসপ্রিয়—জড়রসরসিক আমরা জড়-কাব্যরসামোদী হয়ে এ সংসারের ক্ষণভঙ্গুর রসাস্বাদনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, নিত্যরসাস্বাদনে আমাদের ব্যস্ততা নেই। সেইজন্য আমাদের সংসার। সংসারে এই পাঁচ প্রকার রস আছে; কিন্তু তা হেয় অনুপাদেয় বা বিকৃতভাবে। বৈকুণ্ঠে আড়াইটি রস গৌরব ভাবে আছে, আর আড়াইটি এদেশে থাকবার জন্য ব্যস্ত। পাঁচ প্রকার রস গোলোকে কৃষ্ণপাদপদ্মে পরিপূর্ণরূপে আছে, সেই পাঁচের অনুগত বহু রস অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত। যাঁরা ইহজগৎ হতে বৈকুণ্ঠ দেখতে যাচ্ছেন, তাঁরা বৈকুণ্ঠে আড়াইটি (শান্ত, দাস্য ও সখ্যার্দ্ধ) রস দেখে

বলছেন—আড়াইটি আমাদের কাজে লাগুক আর আড়াইটি নারায়ণের সেবায় লাগুক। কিন্তু কৃষ্ণরসরসিক বলেন, সমস্ত রতি কৃষ্ণকে দিতে হবে। আনখ-কেশাগ্র কৃষ্ণপাদপদ্মসেবায় উৎসর্গীকৃত করে সর্ব্বপ্রকার রসদ্বারা সেই রসময় রসিকশেখর কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবার বিচার না আসলে ন্যূনাধিক ইন্দ্রিয়তর্পণের বিচার থেকে যাবে, সুতরাং শুদ্ধভক্তিবিচার হতে তৎপরিমাণে পৃথক থাকতে হবে।

পূর্ব্বেই বলেছি—জড়জগৎ চিজ্জগতের বিপরীত দর্শন। ভোগীর রস ভোগ্যপদার্থ-সহ সংযুক্ত। সেই ক্ষণভঙ্গুর ভোগ্যপদার্থে সচ্চিদানন্দরস নেই। আত্মায় কেবল চিন্মাত্র বর্ত্তমান; জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতৃত্বে চিন্মাত্র। জড়জগতের ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যে ত্রিপুটি—তিনপ্রকার অমঙ্গলের কথা আছে, তা হতে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সচ্চিদানন্দ আলোচ্য হলে গুণত্রয়ের হাত থেকে মুক্ত হব, নতুবা এই গুণ নিয়ে সেখানে লাগাতে যাব। বিষ্ণু নিত্য সৎ, নিত্য চিৎ ও নিত্য আনন্দময় বস্তু; আমরা আত্মানাত্মবিবেকহীন হয়ে যেমন 'দেহ-দেহী'তে ভেদ বিচার করি, সচ্চিদানন্দ ভগবানে তাদৃশ ভেদ-বিচার নেই। এই বিচার না হলে ভক্তিরসের উদয় হচ্ছে না, তা না হলে ভগবদুপলব্ধিও সুদূরপরাহত।

যদি বলেন, আপনারা বেদমুখে ভজনীয় পদার্থ-বিচারে বিষ্ণুর দশাবতারের কথা বলছেন, অন্যদেবতার কথা বলছেন না। তাতে শ্রীভগবান্ গীতায় "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" এই গানটি শুনাচ্ছেন। "অনয়ারাধিতঃ" আর "অনয়া মীয়তে"—এই দুইটী বিচার আছে; এর প্রথমটী ভক্তি, দ্বিতীয়টী অভক্তি। একটী মাপ দেওয়ার বিচার, আর একটীতে মেপে নেওয়ার বিচার। মেপে নেওয়া ধর্ম্মে আবদ্ধ যারা, তারাই বদ্ধ। মুক্তপুরুষের কৃষ্ণের কি কথা আছে, আলোচনার নামই মুক্তি; আমাদের কথা দিয়ে কৃষ্ণকে না মেপে কৃষ্ণের কথাদ্বারা কৃষ্ণানুশীলনের বিচারই মুক্তপুরুষের বিচার।

শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—"মোক্ষং বিষ্ণুজিষ্ণুলাভম্।" মুক্তি হলেই ভক্তি আরম্ভ হবে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বলেছেন—

"নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালাদ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্তঃ।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"

হে হরিনাম প্রভো, হে বৈকুণ্ঠনাম, হে মুক্তকুলোপাস্য, আপনাকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করি। বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণে সমস্ত অঘ দূরীভূত হয়, সূর্য্য

প্রবল হলে যেমন আকাশের কুজ্ঝটিকা সমস্তই কেটে যায়, তেমনি মুক্তপুরুষের উচ্চারিত নাম শ্রবণ করে উচ্চারণ করতে করতে সমস্ত অন্ধকার দূর হয়ে আলো হয়ে যায়।

"বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥"

'অঘ' অর্থাৎ পাপ, অশেষ পাপ জিনিষটা—সেই বৈকুণ্ঠবস্তু নামটি এসে গেলে কেটে যায়। কিন্তু তাঁকে পেতে গিয়ে আমাদের মলিনতা তাঁর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সচ্চিদানন্দ—বাস্তব সত্যবস্তুর অনুসন্ধানের পরিবর্ত্তে অসৎ, অচিৎ, অনিত্যানন্দপ্রধান সত্যাভাসের অনুসন্ধান হয়ে যাবে—রজঃ-সত্ত্ব-তমো-গুণমধ্যে আপেক্ষিকতা-চালিত হয়ে দুর্গতিই বরণ করব।

ভক্তিকে সাধারণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও মিশ্রভাবে বিচার করবার যে দুর্গতি, তা থেকে পরিত্রাণ দেওয়ার জন্য স্বয়ং ভগবান্‌ই বলছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

এত কথা বলবার দরকার হচ্ছে। একদিকে ভক্তি, অপর দিকে অভক্তির বিচার। কৃষ্ণ ও ভক্তের মধ্যস্থলে ভক্তিরসটি বর্ত্তমান। ভক্ত ভক্তিরসযুক্ত হয়ে কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করেন। ভজনীয় বিচারে কৃষ্ণই পূর্ণ—সর্ব্বোত্তম, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি।

আমাদের রস-বিচার হচ্ছিল। 'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্'—এই প্রয়োজন-শ্লোক-বিচারে আস্বাদ্য, আস্বাদক ও আস্বাদন-বিচার আছে। এতে রস বলে একটী জিনিষ আছে। নির্ভিন্নব্রহ্মজ্ঞানে রস শুকিয়ে গেছে। কিন্তু বেদ বলছেন—

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।"

চিন্ময় রসের বিচার না থাকলে জড়রস এসে যাবে। কাল্পনিক রসে রসরাহিত্য। জড়রস শুকিয়ে ফেলতে হবে, এটা ঠিক—যেমন "স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্বিষয়িণঃ" ইত্যাদি; কিন্তু ভক্তিযোগে যতক্ষণ রস উৎপন্ন না হচ্ছে, ততক্ষণ আমরা জড়রসসাহিত্য ও জড়রসরাহিত্য মধ্যেই আছি। কৃষ্ণপ্রীতিই একমাত্র জিনিষ। শান্তভাবে নিরপেক্ষ ভাব; তিনি সেবা নিলে সেবা করব, আমার চেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ-সাপেক্ষে ফলবতী হবে। দাস্যরসে তিনি সেবা নিলে আমি সেবা করে আনন্দ পাব। সখ্যরস—প্রেয়োরস, এতে আমার ভাল লাগে যাকে, যার আমাকে ভাল লাগে—এই ভাব। বাৎসল্যরসে আমি যাকে স্নেহ করি—যেমন পিতা-মাতার সহিত পুত্রকন্যা। এর পর

মধুররতি, তাতে স্ত্রী-পুরুষের যে রস। এইটি সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না। তারা মনে করে কৃষ্ণলীলা বুঝি তাদেরই ন্যায় সাংসারিক ব্যভিচারপূর্ণ; তা নয়। সংসারের যাবতীয় ব্যভিচার অত্যন্ত হেয়ভাবপূর্ণ; সেই সব সর্ব্বপ্রকার হেয়তা বর্জ্জিত হয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—পরমোপাদেয়রূপে কৃষ্ণলীলাকে দেখান হয়েছে। কৃষ্ণে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল art। Posingটা not to be considered as indecent. সেই জন্য মহাকবি জয়দেব বলেছেন—

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥

জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর, যদি রসময় হরিতে প্রীতি থাকে, তাঁর রস-বিচিত্রতা জানবার দরকার থাকে, হরিলীলায় স্পৃহা থাকে, তবে জয়দেবকবির মধুরকোমলকান্ত-পদাবলী—অষ্টপদী গীত শ্রবণ কর।

ভগবানের যতগুলি প্রকাশমূর্ত্তি আছেন, তাঁদের কথা আলোচিত হোক। অন্যদেবতার কথা নয়, তাঁরা আলাদা; আর ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র। অন্যদেবতার মুখোস পরালে বাইরে পঞ্চদেবতারূপে অন্যলোকের চাকরী করানোর বিচার হয়। ভগবানের সেবা করা দরকার, তাঁকে দিয়ে চাকরী করানোকে ভক্তি বলে না। বর্ত্তমানে মনুষ্যজাতির দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে, ভগবান্‌কে দিয়ে তাদের সেবা করিয়ে নেবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব যে সুবিধার কথা বলেছেন—চব্বিশ ঘণ্টা হরিকীর্ত্তন কর—কৃষ্ণভজন কর, তা বিশেষরূপে আলোচনা দরকার। আগে থেকে আলোচনা না থাকলে কৃষ্ণের সঙ্গে ব্যবহার কি করে হবে? শেষে হয়ত নির্ব্বিশেষবিচারই বরণ করে বসবো। চৈতন্যদেব লোকের বুদ্ধিকে শোধন করবার জন্য এই সকল কথা বলেছেন, তা আমরা ভাগবত আলোচনা না করলে বুঝতে পারবো না। চৈতন্যদেবের কথা প্রতি পদে পদে আলোচনা না করলেই অসুবিধায় পড়তে হবে। জগতের সমস্ত বুদ্ধিমান লোক চৈতন্যদেবের কথা বিচার করুন।—"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥ (ক্রমশঃ)

———

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৭৮ পৃষ্ঠার পর]

[ঘ] স্বপ্নের অর্থ মিথ্যা নহে

তিনি আরও বলেন, সৃষ্টি-প্রকরণ মিথ্যা। তাঁহার ভাষায় ভগবদ্ মিথ্যা। এই মিথ্যাত্বের অনুকূলে মায়া শব্দের প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহার মায়াবাদমূলক মায়া শব্দেরও মিথ্যাই অর্থ করিয়া থাকেন। সৃষ্টি মিথ্যা বলিয়াই জ্ঞাপন করিয়াছেন। ইহা প্রমাণ করিতে গিয়া মায়া বা স্বপ্ন একই তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে স্বপ্ন যে প্রকার মিথ্যা অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুর 'অনভিব্যক্ত-স্বরূপতা' নির্ণয় করিতে গিয়া মিথ্যাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াগ্রস্থ জীবেরই যে-স্বপ্নাদি ব্যাপার তাহা সম্পূর্ণই মিথ্যা। জীব স্বপ্নাবস্থায় দেশ, কাল, রথ, পথাদি যাহা কিছু দর্শন করেন স্বপ্নে তাহার পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকৃত স্বরূপগত অবস্থিতি না থাকায় উহা মিথ্যা অর্থাৎ মায়া মাত্র। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, বদ্ধজীবের প্রকৃত সত্তায় ভগবানের অবস্থিতি নিত্যসত্যরূপে বর্ত্তমান। ভগবৎ সত্তায় জগৎ-সৃষ্টি-কর্তৃত্ব বর্ত্তমান থাকায় জীব-হৃদয়ে স্বপ্ন সৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা স্বভাবতঃ রহিয়াছে। এইজন্য অনেক স্বপ্ন সত্য হইয়া পড়ে। 'সত্যসঙ্কল্পতা' গুণই তাহার প্রধান কারণ। উদাহরণ-স্বরূপ শঙ্করাচার্য্যের মাতা বিশিষ্টার 'গর্ভে শঙ্কর অবস্থান করিতেছেন' ইহা বিশিষ্টার পিতা মঘমণ্ডন স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন। এবং সেই স্বপ্ন ধ্রুবসত্যে পরিণত হইয়াছে, ইহা শঙ্করাচার্য্যের কথিত 'মিথ্যা স্বপ্নস্বরূপ' আদৌ প্রমাণিত হয় না। সুতরাং স্বপ্ন মাত্রই মিথ্যা ইহা অযৌক্তিক। এতদ্ব্যতীত যাহা আত্যন্তিক মিথ্যা তাহা কখনও স্বপ্নে উদিত হয় না। যাহার সত্তা আছে তাহাই জীব-হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া স্বপ্নে পরিণত হয়। উহা আদৌ আত্যন্তিক মিথ্যা নহে। প্রকৃতপ্রস্তাবে ঈশ্বরের মায়াশক্তি-প্রভাবে সৃষ্টাদি ব্যাপার কখনও শঙ্কর-কথিত স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা নহে; পরন্তু সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়।

[ঙ] দ্বিবিধ মায়া এবং ছায়া ও প্রতিবিম্ব

মায়াশক্তি-প্রসূত মায়িক জগৎ অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল হইলেও এই জড় জগত মায়াতীত বৈকুণ্ঠ-জগতের ছায়াসদৃশ প্রতিকৃতি। **'মায়া' বলিতে যোগমায়া ও মহামায়া উভয়কেই লক্ষ্য করে। শাস্ত্রে বহুক্ষেত্রে 'মায়া' এই শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। তাহা কোথাও যোগমায়া**

অর্থে এবং কোথাও বা মহামায়া অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মায়া' শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্রই মহামায়াকে লক্ষ্য করিবে, ইহা শাস্ত্রকর্ত্তা বেদব্যাসের বা বেদ-উপনিষদের উদ্দেশ্য নহে। 'যোগমায়া'র ছায়াই 'মহামায়া'। সুতরাং 'কায়া'র প্রতিকৃতি ছায়ায় প্রতিফলিত হয়; ইহা প্রতিবিম্ব-স্বরূপ নহে। 'ছায়া' কায়ার সহিত যুক্তাবস্থায় থাকে অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে না। কেবল বৈশিষ্ট্য এই যে, 'কায়া'র স্বরূপ যোগমায়ায় সংযুক্ত থাকিলেও যোগমায়ার পূর্ণ অভিব্যক্তি মহামায়ার স্বরূপ ছায়ায় থাকে না। ইহাই বেদান্তদর্শনে "মায়ামাত্রন্তু" সূত্রে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। "কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ" বাক্যের 'কার্ৎস্ন্যেন' শব্দের দ্বারা পূর্ণরূপে এবং 'অভি' উপসর্গের দ্বারাও সর্ব্বতোভাবে বুঝাইতেছে। বিষয়টি পরিষ্কার করিবার জন্য উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে চাই যে, একটী মনুষ্যের ছায়া পতিত হইলে, সেই মনুষ্যের অবয়বের পূর্ণ অভিব্যক্তি ছায়ার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। যথা—চক্ষুর সাদা অংশ এবং বিবিধ সৌন্দর্য্য এবং বৃদ্ধের ন্যায় শ্বেত কেশমালা বা অঙ্গের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি কিছুই ছায়ায় পরিব্যক্তি হয় না। তথাপি নিকটে গো-মহিষাদির ছায়া পতিত হইলে সেই ছায়ার পার্থক্য মনুষ্যাকৃতি অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্। তৃতীয় ব্যক্তি ছায়া দর্শন করিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে—পূর্ব্বের ছায়া মনুষ্যের এবং পরে উল্লিখিত ছায়া গো-মহিষাদির। ছায়ার দ্বারা মোটামুটি কাহার ছায়া তাহার অভিজ্ঞান লাভ করা যায়; কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে তাহার বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় না। যেমন সাদালোকের ছায়া, না কালো লোকের ছায়া—তাহা বুঝা যায় না। যোগমায়া ও মহামায়ার ইহাই বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য। এইজন্য মহামায়ার জগৎ ও যোগমায়ার জগতের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইলেও উহা এক নহে। বর্ত্তমান বিশ্বের ধ্বংসত্ব, পরিবর্ত্তনশীলতা, অনুপাদেয়তা, হেয়তা প্রভৃতি দর্শন করিয়া বৈকুণ্ঠজগৎকেও এইরূপ মনে করা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক ও মায়াবাদপ্রসূত বিচার।

এ-স্থলে মনুষ্য ও পশুর পৃথক্ উদাহরণের দ্বারা বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু সমবয়স্ক দুইটী মনুষ্যের ছায়া একস্থানে দৃষ্ট হইলে ঐ ছায়াদ্বয় দর্শন করিয়া লোকের পরিচয় পাওয়া সুকঠিন হইলেও মনুষ্যদ্বয় এক নহে—ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রসঙ্গক্রমে নিবেদন করিতেছি যে, ছায়া ও প্রতিবিম্ব এক নহে। আচার্য্য শঙ্কর এই দুইটী পদার্থের ঐক্য ধরিয়া লইয়া বিশ্বের বা জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেমন নদীতে চন্দ্রের ছায়া পতিত হয় না, কিন্তু প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য এই

যে, নদীর জল কম্পিত হইয়া তরঙ্গ বা ঢেউ উত্থিত হইলে তাহাতে চন্দ্রের প্রতিচ্ছবিও কম্পিত হইতে দেখা যায়। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, চন্দ্রও তাহার প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গে কম্পিত হইতেছে। ইহাই 'ছায়া' ও 'প্রতিবিম্বের' পার্থক্য। পূর্ব্ব দৃষ্টান্তানুসারে মনুষ্য ও পশুদ্বয় চলিতে থাকিলে ছায়াও চলিতে থাকে। 'কায়া' স্থির থাকিলে ছায়াও স্থির থাকে। 'কায়া' হাত তুলিলে, মাথা নাড়িলে, ছায়াও হাত তোলে ও মাথা নাড়ে। প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে এইরূপ হয় না। **শঙ্করের 'প্রতিবিম্ববাদ' ও দার্শনিক ক্ষেত্রে 'ছায়াবাদ' এক কথা নহে।**

[চ] ষড়দর্শন ও তন্মধ্যে নাস্তিক্য দর্শন চতুষ্টয়

মায়াবাদিগণ নাস্তিক; ইহাতে নাস্তিকগণ মনে করিতে পারেন, মায়াবাদিগণও আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত। তাহা হইলে মায়াবাদীর সৃষ্টিকর্ত্তা শঙ্করাচার্য্যও নাস্তিক—ইহা বুঝাইতেছে। নাস্তিক্যবাদের বিভিন্ন স্বরূপ বর্ত্তমান যুগে লক্ষ্য করা যায়। আমি এস্থলে 'নাস্তিক' এই শব্দের দ্বারা ভাষাগত অর্থ নিবেদন করিতেছি। সাধারণ জ্ঞানে 'ভাষা' শব্দের দ্বারা কি বুঝায়, তাহার মৌলিক তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে মানবের মানসিক চিন্তাগত ব্যাপারের যান-বাহনকেই ভাষা বলিয়া থাকে। এই ভাষার তত্ত্বালোচকগণ ভাষার অন্তর্নিহিত চিন্তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করিবার জন্য কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি বহু প্রকার বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন। দর্শনের মধ্যেও ভারতবর্ষে, এমনকি পাশ্চাত্যেও বিভিন্নধারা লক্ষ্য করা যায়। তন্মধ্যে অস্মদ্দেশীয় দর্শনক্ষেত্রে ছয়টী দর্শন বহু সহস্র বৎসর হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে। **ছয়টী দর্শন যথা**—কপিলের **'সাংখ্য'**, পতঞ্জলির **'যোগ-দর্শন'**, গৌতমের **'ন্যায়'**, কণাদের **'বৈশেষিক'**, জৈমিনীর **'পূর্ব্বমীমাংসা'** এবং বেদব্যাসের **'উত্তরমীমাংসা'**। ইহাদের মধ্যে বেদব্যাসের উত্তরমীমাংসাকে ব্রহ্মসূত্র, বেদান্তদর্শন, শারীরক সূত্র প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। **উক্ত দর্শন ষট্‌কের মধ্যে ন্যায়, বৈশেষিক এক চিন্তায় গঠিত এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জল অন্য আর এক প্রকার একই চিন্তায় গঠিত। এই চারিটী দর্শনই নাস্তিক্য দর্শন বলিয়া ভারতবর্ষে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।** চারিটী দর্শন বাদ দিয়া পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসাই আস্তিক্য-দর্শনের মধ্যে পরিগণিত। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসায় আস্তিক্যবাদের সম্বন্ধেই নানাপ্রকার পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হওয়ায়

'ব্রহ্মসূত্রেই' তাহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। সেইজন্যই বেদব্যাসের এই দর্শনের নাম উত্তরমীমাংসা। সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে আস্তিক্য-দর্শন বলিলে বেদান্ত দর্শনকেই বুঝায়; অন্যান্য দর্শনগুলিকে আস্তিক্য দর্শন বলা যায় না। প্রথম দর্শন-চতুষ্টয় নাস্তিক্য দর্শন কেন?—তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক। ইহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না, এমনকি ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্ ও পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলিয়া উক্ত দর্শন-চতুষ্টয় আজ পর্য্যন্ত স্বীকার না করায় তাহারা নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। **সুতরাং নাস্তিক শব্দে যাহারা বেদ মানেন না এবং ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, অচিন্ত্য শক্তিমান এবং অঘটন-ঘটনা-পটিয়সী শক্তিবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না। ইহাই নাস্তিকগণের প্রধান লক্ষণ। এমনকি, বেদও তাহারা প্রমাণ বলিয়া মানেন না, অধিকন্তু তাহারা বলেন—বেদও ভ্রান্ত, যেহেতু ঈশ্বর হইতেই জগৎ সৃষ্টি বলিয়াছেন। সুতরাং নাস্তিকগণের চিন্তা-ধারার মধ্যে ঈশ্বরের কোন প্রকাশ বা বিকাশ নাই।** তাঁহাদের ভাষার মধ্যেও এইরূপ কথা কখনও প্রকাশিত হয় নাই।

বৌদ্ধগণ 'বেদ' না মানার দরুণ তাহারা নাস্তিক ও মায়াবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ভারত-সমাজ বৌদ্ধগণকে নাস্তিক বলিয়া অস্পৃশ্য-জাতির মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখেন না; এমন কি, আহার-বিহার, আদান-প্রদানাদি কোন আচারই তাহাদের সহিত করেন না। জৈনগণও বৌদ্ধদের পদাঙ্কানুসরণ করায় ভারতীয় সমাজ হইতে ছিন্ন হইয়াছেন। মুসলমান ও খৃষ্টানগণের সহিত সেই প্রকার ভারতীয় সমাজ বিচ্ছিন্ন হইয়া, পৃথিবীর সামাজিক গঠনমূলক পরিকল্পনায় শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। মানুষ যদি চিন্তাধারায় পরম উন্নততম বিষয়ে কাহারও স্বীকৃতি বা অনুমোদন না পায়, তবে তাহাকে দুঃসঙ্গজ্ঞান করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখে। দুঃসঙ্গ-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ গ্রহণই মানব-জীবনের উন্নতির সোপান। এইজন্যই নাস্তিক-গণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। এক্ষণে মায়াবাদিগণকে কেন সেই নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে, তাহার কৈফিয়ৎ এই প্রবন্ধে দেওয়া আবশ্যক। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আরতি

জয় জয় জগন্নাথের আরতিকো শোভা।
সিন্ধু-লীলকন্দে জগমনোলোভা॥
দক্ষিণে অগ্রজ ভাই শ্রীবলরাম।
মধ্যেতে সুভদ্রাদেবী ভগিণী অনুপম॥
আরত ভঞ্জন হরি কমললোচন।
অলঙ্কার আভরণে অঙ্গ বিভূষণ॥
রতনবেদি শ্রীমন্দিরে তিনের দরশন।
ভক্তগণ হেরি সবে জুড়ায় মন-প্রাণ॥
ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি দেব ঋষিগণ।
আরতি করয়ে যত ভক্ত সিদ্ধজন॥
ধূপ-দীপ-চামরাদি আরতি ব্যজন।
সব সমাপিয়া হৈল আনন্দিত মন॥
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল॥
ঢাক ঢোল কাহলাদি বিবিধ বাজন।
শুনিলে আনন্দ হয় জুড়ায় শ্রবণ॥
ভক্তগণ নাচে গায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
প্রেমেতে বিহ্বল সবে করেন ক্রন্দন॥
পতিতপাবন হরি দুঃখ-বিনাশন।
দুঃখ জানায় তোমা ভকত-জীবন॥
সবাকার পাদপদ্মে এই নিবেদন।
আরতি কীর্ত্তন গায় দাস হরিজন॥

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত হরিজন মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুর-ই

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১১৬ পৃষ্ঠার পর]

ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপ-ধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে॥
শিবপঞ্চস্থিতং শক্তিসহিতং ভক্তিভূষিতম্।
অন্তর্মধ্যাদি-নবধা-দ্বীপদিব্যন্মনোহরম্॥
তৎপঞ্চযোজনং ক্বেচিদ্বদন্তি ক্রোশ-ষোড়শকম্।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্গৃহম্॥ (প্রাচীনৈরুক্তম্)
"নবদ্বীপ মধ্যে 'মায়াপুর'-নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান্॥" (শ্রীচৈতন্যভাগবত)
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্য-মহিমা॥
(শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা)

[রসজ্ঞগণ যাহাকে 'শ্রীবৃন্দাবন', বহুবিষয়জ্ঞগণ 'গোলোক', অপর কতিপয় ব্যক্তি যাহাকে 'শ্বেতদ্বীপ' এবং অন্যে 'পরব্যোম' বলিয়া থাকেন, অত্যাশ্চর্য্য-মহিমময় সেই শ্রীনবদ্বীপধাম জয়যুক্ত হউন।]

মুণ্ডকে কথিতং যত্তু ব্রহ্মধাম হিরণ্ময়ম্।
মায়াপুরগতং তদ্ধি যোগপীঠং সুনির্ম্মলম্॥
ভাগীরথীতটে পূর্ব্বে মায়াপুরস্তু গোকুলম্।
তস্যাস্তটে পশ্চিমে হি বৃন্দাবনং বিদুর্বুধাঃ॥ (ঊর্দ্ধাম্নায়-তন্ত্রম্)

[মুণ্ডক-উপনিষদে যে হিরণ্ময় ব্রহ্মধাম বর্ণিত আছে, মায়াপুরস্থিত সুনির্ম্মল যোগপীঠই ঐ ব্রহ্মধাম। ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে গোকুল-স্বরূপ 'শ্রীমায়াপুর' এবং তাহার পশ্চিমতটে বৃন্দাবন অবস্থিত, ইহা বুধগণ বলেন।]

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কীর্ত্তনং কারয়িষ্যতি॥ (কপিল-তন্ত্রম্)

[ঘোর কলিকালে জম্বুদ্বীপান্তর্গত মায়াপুরে ব্রাহ্মণগৃহে জন্মগ্রহণ করত ভগবান্ পার্ষদগণের সহিত কীর্ত্তন করিবেন।]

"মায়াপুর" যে নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং এই মায়াপুরই যে শ্রীগৌর-হরির প্রকট-স্থান, সে-বিষয়ে শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। একথাও বিচার্য্য যে, এতগুলি 'মায়াপুর' শব্দ বা 'নবদ্বীপ' শব্দ থাকা সত্ত্বেও, কোথাও 'প্রাচীন মায়াপুর' বা 'প্রাচীন নবদ্বীপ' বিশেষ অভিপ্রায়যুক্ত শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমানে বাবলায়াড়ী (কাকড়ার মাঠ) অর্থাৎ রামচন্দ্র-পুরের একাংশে শ্রীগৌরাঙ্গের 'নাড়ীপোতা' স্থান বা জন্মস্থান বলিয়া 'প্রাচীন মায়াপুর' নাম প্রদানপূর্ব্বক জনসাধারণের নিকট ভ্রান্ত নিদর্শন তুলিয়া ধরিয়া সত্যের অপলাপ করা হইতেছে। তাহা প্রকৃত সুধী সমাজ নিরপেক্ষ বিচার করিবেন।

গঙ্গার পূর্ব্বোত্তর ঈশান-কোণের যে-স্থলে বল্লালদীঘি ও গ্রাম বর্ত্তমান, ঠিক তাহারই দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্রীমায়াপুর নামে গ্রাম অবস্থিত, যেখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের জন্মস্থান চিরপ্রসিদ্ধ। কালক্রমে ঐ চিন্ময়ভূমি প্রভুর আবরণী শক্তি-কর্ত্তৃক লোক-লোচনে কিছুকালের জন্য অপ্রকাশিত ছিলেন। ইহা প্রভুর ইচ্ছামাত্র। কিন্তু কখনই মায়াপুরের নামের পূর্ব্বে কোনও উদ্দেশ্যমূলক প্রাচীনাদি শব্দ ছিল না। বৃটিশ সরকার এইখানে যে ডাকঘরটির পত্তন করিয়াছিলেন, সেটিরও নাম "শ্রীমায়াপুর"।

শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ স্থানে কিছু সংখ্যক মুসলমান বসতি স্থাপন করাতে তাহাদের স্বাভাবিক ভাষার তারতম্য অনুযায়ী ঐ স্থানটি ঐ শ্রেণীর লোকদের দ্বারা 'মিঞাপুর' নামে কথিত হইতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে বিদ্বৎসমাজ ও প্রাচীন অভিজ্ঞ জনগণ কখনও 'মায়াপুরে'র স্থানে 'মিঞাপুর' শব্দ ব্যবহার করিতেন না। এই ভ্রান্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রেরিত নিরপেক্ষ বিচারক মহাপুরুষপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় এবং তৎপ্রেষ্ঠ মদভীষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শাস্ত্র, মহাজন, প্রাচীন দলিলাদি-ম্যাপ, প্রাচীন বাক্য, জমিদারী Record আদি, সিদ্ধ-বাক্য ও নির্দ্দেশ প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণাদির দ্বারা সমূলে ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। ভারত সরকার-কর্ত্তৃক স্থাপিত ডাকঘর (পোষ্ট অফিস) "শ্রীমায়াপুর" নামেই আছে। এখানে মিঞাপুর নামে কোন ডাকঘর নাই। এই ডাকঘর গৌর-জন্মস্থানের অতি নিকটেই অবস্থিত। কতিপয় স্বার্থাভিসন্ধিৎসু ব্যক্তি, যাহাদের হৃদয়ে কস্মিন্‌কালেও শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমির জন্য আপ্রাণ বা হৃদয়বান হইয়া অনুসন্ধান চেষ্টা ছিল না বা অদ্যাপিও নাই, সেইসব কুমেধাসম্পন্ন অতি অল্পসংখ্যক লোক হুঁজুগে মাতিয়া গঙ্গার

পশ্চিমতটে আধুনিক স্থানটিকে "প্রাচীন মায়াপুর" নাম দিয়া সত্যের অপলাপ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছেন না। তাহাদের শ্রীগৌরচরণে অপরাধের ভীতিও নাই। তাই শত শত সত্য প্রমাণস্বরূপ সিদ্ধবাক্য ও শাস্ত্রবাক্য-কর্ত্তৃক স্বীকৃত ও কীর্ত্তিত, বিদ্বৎসমাজ-কর্ত্তৃক সর্ব্ববাদিসম্মত ও সম্মানিত প্রকৃত শ্রীগৌরজন্মভূমি শ্রীমায়াপুরকে বিদ্বেষমূলে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাহারা অবজ্ঞা করিতেছেন। তাহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের শ্রীচরণে চির অপরাধ ও অকৃতজ্ঞতার জন্য চির দায়ী থাকিবেন।

প্রাচীন মায়াপুরের পত্তন কি-প্রকারে হইয়াছে এবং কে এই পত্তন করিয়াছে তাহা শ্রীমায়াপুর, বল্লালদীঘি, সহর-নবদ্বীপ, বিল্ব-পুষ্করিণী, কৃষ্ণনগর, কলিকাতা প্রভৃতি বহু স্থানের সত্যানুসন্ধিৎসু নিরপেক্ষ সুধীমাত্রই অবগত আছেন। তাঁহারা কিন্তু বিবাদ করিতেছেন না এবং ঐ বিবাদমূলে কোন আন্দোলন বা প্রচারপত্র পুস্তিকাদির মাধ্যমে নিরীহ জনসাধারণের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের কোনরূপ চেষ্টাও করিতেছেন না। শ্রীমায়াপুরে প্রতি বৎসর প্রায় দশ কোটি দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়—বিনা প্রচারে। ইস্‌কন্ সৃষ্টির পূর্ব্বেও প্রতিবৎসর ছয় কোটি যাত্রী শ্রীমায়াপুর দর্শন করিতে আসিয়াছেন, সে সম্বন্ধে অনেক রেকর্ডও আছে। বিগত কয়েক বৎসর যাবৎ শ্রীধাম-বিরোধিগণ বিভিন্ন প্রকারে লিখিত পত্র-পত্রিকাদিতে ও বক্তৃতাদি বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত শ্রীমায়াপুরের বিরুদ্ধে লোকসমাজে অপপ্রচার করিয়া আসিতেছেন। এতৎসত্ত্বেও বিনা বিচারে দশ কোটি লোকের সমাগম হয় শ্রীমায়াপুরে, কিন্তু প্রাচীনে দশ হাজার লোকেরও সমাগম হয় না বহু চেষ্টাসত্ত্বেও। বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাহারা "প্রাচীন মায়াপুর" নামে ডাকঘর বসাইতে পারেন নাই। প্রকৃত শ্রীমায়াপুরকে তাহাদের কল্পিত 'মিঞাপুর' করার ভ্রান্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া মায়াপুর 'শ্রীমায়াপুর" নামেই জাজ্বল্যমান রহিয়া গেলেন। স্বপ্রকাশবস্তুকে কেহ প্রকাশ করিতে বা অপ্রকাশ করিতে পারে না। অপ্রাকৃত ধাম স্বেচ্ছায় তাঁহার স্বরূপ গোপন করেন, আবার স্বেচ্ছায় স্বরূপ প্রকাশও করেন। শাস্ত্রে শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরকে 'ছন্নাবতার' বলা হইয়াছে। তিনি 'ত্রিযুগ' নামে বিদিত। তাঁহার ধামও তদ্রূপ।

মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্থলীতে আওরঙ্গজেব মসজিদ্ স্থাপনপূর্ব্বক ইসলাম ধর্ম্মের পত্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ স্থানকে ভবিষ্যতে যদি কংসাদি ও কালযবনের অনুচরগণ 'মিঞাস্থান' বলিয়া প্রচার করেন, তবে তাহা কেহই গ্রহণ করিবেন না; সকলেই উহাকে 'কৃষ্ণজন্মস্থান' বলিয়াই জানিবেন।

কলির কুপ্রভাববশতঃ আজ প্রায় প্রতিটি ভগবৎ-স্থানেই মসজিদ্ গড়িয়া উঠিতেছে। অযোধ্যায় শ্রীরাম-জন্মস্থানের পার্শ্বেও মসজিদ্ রহিয়াছে। সেখানকার পরিচয়ে কেহ 'মিঞাস্থান' বলেন না। মুসলমান-ধর্ম্মীরাও হৃদয়ে সেরূপ কৃত্রিম মিথ্যা ধারণা পোষণ করিতে পারেন না। কাশীতে বিশ্বনাথের পুরাতন স্থানেও মসজিদ্। তেমনই, ব্রজে প্রকৃত মহাবন গোকুলের কয়েক কিলোমিটার দূরেই এক শ্রেণীর দূরভিসন্ধি-সম্পন্ন লোক একটী "নকল গোকুলের" পত্তন করিয়া ব্যবসা ফাঁদিয়া বসিয়াছেন। যাহারা এ-বিষয়ে অজ্ঞ ও হতভাগ্য, তাহারাই কেবল ঐ সকল প্রতারকদের দ্বারা প্রতারিত হন; কিন্তু শাস্ত্র-সম্মত প্রকৃত গোকুল হইল মহাবন-গোকুল।

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান যে-স্থানে, সে-স্থানে রাজা বল্লালসেন রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন; যে-স্থান শ্রীজয়দেবাদি দিব্যসুরিগণ কৃষ্ণগান করিয়া ভাবী গৌরসুন্দরের আবির্ভাবের মঙ্গল-গীতিকীর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে-স্থানে সদাশিব শ্রীঅদ্বৈতের ন্যায় মহাভাগবতগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগতে অবতরণ করাইবার জন্য বসন্তরাসের কীর্ত্তনের মাধ্যমে সংকীর্ত্তনরাসের সূচনা করিয়াছিলেন, সেই গৌর-জন্মস্থলীর সন্নিকটে মুসলমান-পল্লী থাকাতে উহাকে প্রকৃতপক্ষে কখনও 'মিঞাপুর' বলা উচিত নহে। আমাদের ছেলেবেলায় এমন অনেক প্রাচীন মুসলমানের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল, যাঁহারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সান্নিধ্যে আসিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই স্থানকে 'নিমাইয়ের জন্মস্থান মায়াপুর' বলিতে শুনিয়াছি।

মৌলানা সিরাজউদ্দীন চাঁদকাজী নবদ্বীপের কোতোয়াল ছিলেন। তিনি তৎকালীন বঙ্গের বাদশাহ্ হুসেন শাহের শিক্ষকও ছিলেন। সেই কাজী সাহেবের সমাধি ও বসত-বাটীর নিদর্শন এখনও আছে শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটে বামুনপুকুর বাজারে। বল্লালসেনের একটী পুকুরের নাম ছিল 'বামুনপুকুর'। বস্তুতঃ সেটি তৎকালে শ্রীমায়াপুর হইতে পৃথক্ কোন গ্রাম ছিল না—একই 'মায়াপুর' গ্রামের অন্তর্বর্ত্তী ছিল। কালক্রমে বামুনপুকুর নামে পৃথক্ গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে। বিল্ব-পুষ্করিণীও তদ্রূপ মায়াপুরের সন্নিকটে ছিল। বর্ত্তমানে সেটি ৩/৪ মাইল তফাতে সরিয়া গিয়াছে। নবদ্বীপও তদ্রূপ জলঙ্গী ও গঙ্গার পরিবর্ত্তনশীল প্রবাহ-গতিবিধিক্রমে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মায়াপুর, বল্লালদীঘি, ভারুইডাঙ্গা, বামুনপুকুর, বরজপোতা, খোল ভাঙ্গার-ডাঙ্গা, গঙ্গানগর, শ্রীনাথপুর প্রভৃতি স্থানসমূহ পূর্ব্বেও প্রকট ছিল এবং ঐসকল স্থান 'নদীয়া' নামেই বিদিত ছিল। একই মহানগরী কলিকাতা বলিতে তৎকালে

বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জ, কালীঘাট স্থানসকলকে লইয়া একত্রে বুঝাইত। তদ্রূপ নবদ্বীপ বলিলে শ্রীমায়াপুর, বামুনপুকুর আদি স্থানসমূহ এবং ষোলক্রোশের মধ্যে সকল স্থানকেই বুঝাইত। আধুনিক "প্রাচীন মায়াপুর"বাসী জনগণও নবদ্বীপবাসী। আবার রুদ্রদ্বীপ, কোলদ্বীপান্তর্গত বাসিন্দারাও নবদ্বীপবাসী। যাহারা শ্রীমায়াপুরকে নবদ্বীপান্তর্গত মানিয়াও মৎসরতামূলে অবজ্ঞা করিয়া 'মিঞাপুর' বলেন, তাহারা চিন্ময় নবদ্বীপের চরণে অপরাধমূলক বাক্য প্রয়োগ করার দরুণ যে কঠোর শাস্তিভোগ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মায়াপুর নবদ্বীপের ষোল ক্রোশ পরিধির বাহিরে নহে, বরং উহাই মধ্যস্থল। প্রকৃত গৌরকৃপা-পাত্রগণ নবদ্বীপান্তর্গত শ্রীমায়াপুরের নিত্যসিদ্ধ মর্য্যাদা সম্বন্ধে সম্যক্ অনুভূতি লাভ করিয়া সশ্রদ্ধ-চিত্তে উহার সেবায় নিজেদের সর্ব্বতোভাবে নিযুক্ত করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন খোল-ভাঙ্গার জন্য কাজীকে দলন করিতে বিরাট সংকীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া কাজীর বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার গতি-প্রকৃতি কি-প্রকার ছিল, তাহা শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ করিলে আপনারা অবগত হইতে পারিবেন। কাজীর সঙ্গে কথোপকথন-কালে কাজী শ্রীগৌরসুন্দরকে বলেন,—

গ্রাম-সম্বন্ধে 'চক্রবর্ত্তী' হয় মোর চাচা।
দেহ-সম্বন্ধে হইতে গ্রাম-সম্বন্ধ সাঁচা॥
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী হয় তোমার নানা।
সে-সম্বন্ধে হও তুমি আমার ভাগিনা॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ১৭।১৪৮-১৪৯)

এইস্থানে 'গ্রামসম্বন্ধ' বলায় কাজীর বাড়ী ও শ্রীগৌরসুন্দরের বাড়ী একই গ্রামে বুঝায়। এইস্থলে বিচার্য্য—কল্পিত প্রাচীন মায়াপুর হইতে কাজীর বাড়ী ও সমাধি কত দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত, তাহাকে কি-প্রকারে একই গ্রাম বলা যাইতে পারে? 'শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর আবির্ভাব-পীঠ মায়াপুরের নামের সঙ্গে 'প্রাচীন' শব্দটি কোন প্রামাণিক গ্রন্থে নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গই ভবসাগর-পারের ভেলা

বিষয়রূপ কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ, স্বজনাখ্য দস্যুগণ-পরিবেষ্টিত এবং কামাদি তরঙ্গায়িত এই সংসাররূপ ভবসমুদ্র অনন্ত ও বিশাল। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনাদি-বহির্ম্মুখতা-নিবন্ধনহেতু নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ এই সংসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া নিয়ত হাবুডুবু খাইতেছে। জড়দেহে 'অহং'-বুদ্ধিবশতঃ জীবগণ বদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'বকাণ্ড ন্যায়ে' মায়িক প্রত্যাশায় জড় বিষয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। ফলস্বরূপে, তাহারা মায়ার পদাঘাতে ও কষাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। তথাপি মায়া এমন মোহিনী যে, বদ্ধজীবগণ ঐ মায়িক ভোগবাসনার প্রত্যাশা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয়ভোগের দ্বারাই তাহাদিগের তৃপ্তি ও শান্তি লাভ হইবে—এইরূপ কল্পনাপূর্ব্বক তাহারা সংসার-স্তম্ভকে আলিঙ্গন করিয়া ত্রিতাপ ক্ষুধাকে শান্ত করিতে চাহে; কিন্তু তদ্দ্বারা কেবল অতৃপ্তি ও অশান্তিই লাভ হইয়া থাকে। যেরূপ চর্ব্বিত ইক্ষুর মধ্যে মিষ্ট রসের আস্বাদ পাওয়া যায় না, তদ্রূপ যুগযুগান্তর ধরিয়া সেবিত স্ত্রী-পুত্র-অর্থাদিরূপ ভুক্তাবশেষের মধ্যে প্রকৃত আনন্দ ও শান্তি লাভ সম্ভবপর হয় না।

জীবসমূহের মধ্যে অনেকে আবার "A drowning man catches at a straw" অর্থাৎ "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ"—এই প্রবাদ-বাক্যানুসারে তৃণগুচ্ছের ন্যায় অতিতুচ্ছ কর্ম্ম-জ্ঞান-অষ্টাঙ্গযোগাদি-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া ভবসমুদ্রের পরপারে যাইবার চেষ্টা করেন। বাস্তবিকপক্ষে তৃণগুচ্ছকে অবলম্বন করিয়া নিমজ্জমান ব্যক্তি যেরূপ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-পন্থা জীবকে কখনও শাশ্বত শান্তির নিলয়ে পৌঁছাইতে সক্ষম হয় না। তত্ত্বজ্ঞগণ একমাত্র সর্ব্বকারণ-কারণ ভগবৎ-পাদপদ্মকেই সংসার-সমুদ্রের পোত-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। সাধুকৃপা-লভ্য ঐকান্তিকী ভক্তি ব্যতীত কেহ কখনও ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করিতে পারে না। সাধুসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া কেহই অদ্যাপি সংসারের পরপারে পৌঁছিতে পারে নাই অর্থাৎ নিত্যবদ্ধ জীবসমূহ বৈষ্ণবসঙ্গ ব্যতীত কখনও প্রবৃত্তিমার্গ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎ-সেবা লাভ করিতে পারে না। ক্ষণকালের জন্য সাধুসঙ্গ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও পরমার্থপ্রদ। তাই শাস্ত্রে বলা হইয়াছে,—

তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ (ভাঃ ১।১৮।১৩)

—"ভগবৎসঙ্গি-সঙ্গদ্বারা জীবের যে অসীম মঙ্গল হয়, তাহার সহিত স্বর্গ

বা মোক্ষের কিছুমাত্র তুলনা করা যাইতে পারে না, রাজ্যাদি প্রাপ্তির কথা ত' দূরে।" অন্যত্র ইহারই প্রতিধ্বনি,—

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫৪)

ভক্ত ধ্রুব তাঁহার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন,—

ভক্তিং মুহুঃ প্রবহতাং ত্বয়ি মে প্রসঙ্গো ভূয়াদনন্তমহতামমলাশয়ানাম্।
যেনাঞ্জসোল্বণমুরুব্যসনং ভবাব্ধিং নেষ্যে ভবদ্‌গুণ-কথামৃত-পানমত্তঃ॥
(ভাঃ ৪।৯।১১)

—"হে অনন্ত। যে-সকল শুদ্ধাত্মপুরুষ নিরন্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেই সকল সাধু মহাত্মার সহিত আমার প্রকৃষ্টসঙ্গ লাভ হউক। এবম্ভূত মহৎসঙ্গ-বলে আমি ভবদীয় গুণকথামৃত-পানোন্মত্ত হইয়া অতিশয় দুঃখপরিপূর্ণ এই ভীষণ ভবসমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।"

মহৎকৃপা ব্যতীত ভবসমুদ্র-তরণের অন্য উপায় নাই

সংসারমার্গে উচ্চাবচযোনিতে ভ্রমণকারী অনন্ত কৃষ্ণবিমুখ-জীবগণের মধ্যে কাহারও সৌভাগ্যক্রমে কোন সুকৃতি উদিত হইলে, সেই ব্যক্তি মহৎসেবা-প্রভাবে কৃষ্ণভক্তি লাভ করিয়া সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন। একমাত্র কৃষ্ণভক্তের কৃপা ব্যতীত অন্য কোন প্রাকৃত সুকৃতির দ্বারা অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তির উদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণভক্তি ত' দূরের কথা, প্রাকৃত বুদ্ধিরূপ সংসার পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় না। অনন্তগুণের অধিকারী কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কোন জীবেই মহত্ত্বের সম্ভাবনা নাই। অক্ষজদর্শনে অপ্রাকৃত কৃষ্ণভক্তকে কেহ কেহ 'প্রাকৃত' বলিয়া ধারণা করেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রাকৃত সমস্ত বস্তু-পরিত্যাগী কৃষ্ণভক্তই অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ ও জীবের একমাত্র প্রার্থনীয় হিতাকাঙ্ক্ষী। মহৎব্যক্তির কৃপাভিক্ষু হইলে জীবের আর প্রাকৃত ভোগ থাকে না এবং অপ্রাকৃত কৃষ্ণসেবাধিকার লাভ হয়। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৫)
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥ চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৪৯)
মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৫১)

অসৎসঙ্গ-বর্জ্জিত হইয়া সাধুসঙ্গে অবস্থানই নির্জ্জন বসতি

বদ্ধজীবের অর্থ-নিষ্ঠা বা প্রয়োজন-সিদ্ধি-ধারণা—তামস এবং ভোগাসক্তি বা আত্মীয়-স্বজন-সম্ভোগ—রাজস বৃত্তিজাত। এই রাজস ও তামস-বৃত্তি দুইটীর তৃষ্ণা জীবের পরমার্থধন-লাভের পক্ষে প্রধান অন্তরায়-স্বরূপ। আবার 'অর্থারামী ও ইন্দ্রিয়ারামীর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে বাস করিলেই আত্মার পরিতুষ্টি এবং জীবের আত্যন্তিক মঙ্গল হয়'—এই সকল কথাও নিতান্ত ফল্গু অর্থাৎ তুচ্ছ। হরিসেবামৃত-কথা ব্যতীত রজস্তমোবৃত্তি-রহিত হইয়া নির্জ্জনে সাত্ত্বিক বৃত্তিতে অবস্থানে কোন সুফললাভ ঘটে না। একমাত্র সাধুজনের মুখোচ্চারিত হরিকথাই প্রকৃতপ্রস্তাবে সর্ব্বতোভাবে নিত্যকালের জন্য জীবকে শান্তির আলয়ে পৌঁছাইয়া দিতে পারে। দ্বিতীয়াভিনিবেশের বস্তুসমূহ—রাজস ও তামস-গুণবিশিষ্ট। যদিও সত্ত্বগুণবিশিষ্ট বস্তু দ্বিতীয়াভিনিবেশজ নয়, তথাপি রজস্তমোগুণের সামন্ধিক বিচারে অবস্থিত বলিয়া তাদৃশ নির্জ্জনবাসেও ভজন-সমৃদ্ধিলাভের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। শ্রীহরির বিক্রমসমূহ সর্ব্বদা কীর্ত্তনকারী সাধুগণের সঙ্গ-জন্য সুকৃতিই সর্ব্বমঙ্গলের আকর। নতুবা হরিসম্বন্ধি-বস্তুকে প্রাপঞ্চিক বিষয়ের অন্যতম বলিয়া জ্ঞান করিয়া সাধুসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক নির্জ্জনে বাস করিলে বাস্তবিক পক্ষে জীবের কোন মঙ্গললাভই হইতে পারে না। যথার্থ নির্জ্জনবাসে শ্রীহরিপ্রসঙ্গ প্রবলভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে—উহাই সকল জীবের পক্ষে বাঞ্ছনীয়।

অতএব শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তের উপদেশানুসারে এবং তাঁহার কৃপার প্রভাবেই এই জড়জগতের প্রতি নির্ভরতা পরিত্যাগপূর্ব্বক অকপটভাবে হরিভজন করিলেই পরাশান্তি লাভ করা যায়, ইহা ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

পরিপ্রশ্ন ও সদুত্তর

প্রশ্ন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কখন, কি উদ্দেশ্যে আবির্ভূত হন?

উত্তর—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪।৭-৮) শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

[হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হইয়া থাকি॥ ৭॥

সাধুদিগের রক্ষার জন্য ও দুষ্কর্ম্মকারিদিগের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি॥ ৮॥]

করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মের গ্লানি হইলে কৃপাপূর্ব্বক গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া যুগে-যুগে দুষ্কৃতিপরায়ণ জনগণকে বিনাশ ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করেন।

প্রশ্ন—যুগ কয়টী? কোন্ যুগের কি ধর্ম্ম? ধর্ম্মপালন করিলে কি লাভ হয়? ধর্ম্মপালন না করিলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর—শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর (শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ১৪শ অধ্যায়ে) সাধ্য-সাধন তত্ত্বজিজ্ঞাসু শ্রীতপন মিশ্রকে চারি যুগে চারি প্রকার ধর্ম্ম-সংস্থাপনের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

[শ্রীতপন মিশ্রের মহাপ্রভু-সমীপে সদৈন্যে কাকুক্তি ও কৃপা-ভিক্ষা]

বিপ্র বলে,—"আমি অতি দীন-হীন জন।
কৃপাদৃষ্টে কর' মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি' আমা প্রতি কহিবা আপনি॥
বিষয়াদি-সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়॥"

শ্রীতপন মিশ্রের সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শ্রীহরিভজন না করার জন্যই জীব ৮৪ লক্ষবার জন্মগ্রহণ করে। দেবদুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া যদি হরিভজন না হইল, তবে মনুষ্যজন্ম বৃথা। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণভজনের উপদেশ দিতেছেন,—

প্রভু বলে—বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ, সেই সে সর্ব্বথা॥
ঈশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার॥
চারি যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজস্থানে চলে॥

(শ্রীভাগবতে ১০।৮।১৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

[যদুগণের পুরোহিত মহর্ষি গর্গের (ব্রজে নন্দালয়ে) নন্দের প্রতি উক্তি]

[হে নন্দ! তোমার এই পুত্র যুগে যুগে শ্রীমূর্ত্তি প্রকটনপূর্ব্বক শুক্ল, রক্ত ও পীত—এই বর্ণত্রয় ধারণ করিয়াছেন; অধুনা এই দ্বাপরযুগের শেষাংশে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। এই শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বাবতারী স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব ভগবান্।]

যুগ চারটী—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যে শুক্ল, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ যুগাবতার। কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনই কলিযুগ-ধর্ম্ম।

কলিযুগধর্ম্ম হয়—নাম-সংকীর্ত্তন।
চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৪২)

সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং দ্বাপরযুগে বিষ্ণুর অর্চ্চনে যে হরিতোষণরূপ ফল লাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্ত্তনপ্রভাবে সেইসমস্ত ফল লাভ হয়। ["যুগচতুষ্টয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় কীর্ত্তিত হইয়াছে। কলিযুগের সাধন বর্ণনায় কৃষ্ণনাম-যজ্ঞেরই উৎকর্ষ প্রদর্শিত হওয়ায় অর্চ্চন, যজ্ঞ ও ধ্যান প্রভৃতির দ্বারা জীবের চরম সাধ্যবস্তু বা প্রয়োজন লাভ ঘটে না।"]

অতএব কলিযুগে নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

শুন মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(বৃহন্নারদীয়-পুরাণ)

[কেবল মাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই সার। কলিযুগে আর অন্য গতি নাই-ই, নাই-ই, নাই-ই।]

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
এই শ্লোক নাম বলি' কয় মহামন্ত্র।
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে।
সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥"

[চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪।১২৯-১৪৭]

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন,

"কৃতে সত্যযুগে ধ্যানেন বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তদ্ধ্যানং নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। ত্রেতায়াং ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ তৎযজ্ঞাদি নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। দ্বাপরে দ্বাপরযুগে পরিচর্য্যাদিভিঃ সেবাদিভির্বিষ্ণুং প্রাপ্নোতি, কলৌ সা পরিচর্য্যা নাস্ত্যেব, কেবলং হরের্নামৈব ভজনম্। অন্যথা ধ্যানগতিরন্যথা যাগাদিগতিরন্যথা পরিচর্য্যাগতিঃ কলৌ নাস্ত্যেব। কলৌ তৎপ্রাপণং শ্রীহরিকীর্ত্তনাৎ।

সত্যযুগে ভক্তগণ ধ্যানের দ্বারা ভগবানকে লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ধ্যান কলিযুগধর্ম্ম নয়। এজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র ভজন। ত্রেতাযুগের ভক্তগণ যজ্ঞের দ্বারাই ভগবানকে পাইয়াছেন; কিন্তু কলিকালে যজ্ঞদ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তি সম্ভব নয়। এজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই একমাত্র সাধন-ভজন। দ্বাপর যুগের ভক্তগণ অর্চ্চনাদির দ্বারা ভগবদ্ধামে গমন

করিয়াছেন। কলিতে কেবলমাত্র অর্চ্চনদ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। এইজন্য কলিকালে হরিনাম-কীর্ত্তনই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। যুগধর্ম্ম নয় বলিয়া ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চ্চনদ্বারা কলিকালে ভগবদ্দর্শন অসম্ভব। কলিকালে কলিযুগধর্ম্ম হরিনাম-সংকীর্ত্তনদ্বারাই অনায়াসে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

নাম-সংকীর্ত্তনরূপ পরমধর্ম্ম-পালনে জীবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু কলিযুগধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ২০শ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ নিঃসৃত শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক :—

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনম্॥

[চিত্তরূপ দর্পণের মার্জ্জনকারী ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্ব্বাণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরব চন্দ্রিকা-বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন-স্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বর্দ্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদন-স্বরূপ, এবং সর্ব্বস্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হউন।] এ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা—

সংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তিসাধন-উদ্গম্॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণ প্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ পার্ষদভক্ত শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীরায় রামানন্দ সমীপে পরমধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন-মাহাত্ম্য এইরূপ কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

হর্ষে প্রভু কহেন,—শুন, স্বরূপ-রামরায়।
নাম-সংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥

শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু নিরন্তর কৃষ্ণভজন শিক্ষাদান করিতেছেন,—

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ (চৈঃ চঃ অঃ ৪।৬৫)

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদি ২।২২-২৩, ২৬-২৭) শ্রীগৌরাবির্ভাব-হেতুবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

কলিযুগে ধর্ম্ম হয়—'হরি-সংকীর্ত্তন'।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥
এই কহে ভাগবতে সর্ব্বতত্ত্ব-সার।
কীর্ত্তন-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র অবতার ॥
কলিযুগে সর্ব্বধর্ম্ম—হরি-সংকীর্ত্তন।
সব প্রকাশিলেন চৈতন্য-নারায়ণ ॥
কলিযুগে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম পালিবারে।
অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব্ব-পরিকরে ॥

আমরা শ্রীমদ্‌ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে প্রহ্লাদ-উপাখ্যানে নববিধা ভক্তির কথা জানিতে পারি। ঐ নববিধা ভক্তির মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে,—

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ৪।৭০-৭১)

শ্রীগৌর-পার্ষদ ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী প্রভুর প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ,—

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥
(চৈঃ চঃ অঃ ১৩।১২১)

সকল আরাধনামধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনযজ্ঞে শ্রীকৃষ্ণারাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের অপেক্ষা কলিযুগে আর শ্রেষ্ঠধর্ম্ম নাই। তাই শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

আগমবেদান্ত আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে—কৃষ্ণ পদে ভক্তিধন ॥

এই ধর্ম্মপালনে যে জীবের অশেষ কল্যাণ লাভ হয় এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

অতএব অন্যান্য সকল আরাধনা পরিত্যাগপূর্ব্বক (নাম-সংকীর্ত্তন-যোগে) শ্রীকৃষ্ণ আরাধনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।২৫) পাঠে জানা যায়, যথা :—

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্॥

[দেবযাজিগণ দেবতাগণকে লাভ করেন, পিতৃব্রতগণ পিতৃলোকে গমন করেন, ভূতপূজকগণ ভূতলোক প্রাপ্ত হন, আর আমার উপাসকগণ আমাকেই লাভ করেন।] (ক্রমশঃ)

—শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীধামবৃন্দাবনে শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ

বিশেষ আনন্দের সংবাদ এই যে—শ্রীধামবৃন্দাবনে সেবাকুঞ্জ মোহল্লায় দানগলিতে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির একটী শাখামঠ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠ (বিনোদ কুঞ্জ) স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীব্রজমণ্ডলে শেরগড় (খেলনবন-রামঘাট) নিবাসী শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের শ্রীবনোয়ারীলাল মাহেশ্বরী, শ্রীপ্রকাশ নারায়ণ মাহেশ্বরী, শ্রীকৃষ্ণমুরারী মাহেশ্বরী, শ্রীকালীচরণ মাহেশ্বরী তাহাদের সেবাকুঞ্জ মোহল্লার দানগলি বৃন্দাবনস্থিত 'শেরগড়বালীকুঞ্জ' নামক ঠাকুরবাড়ী ও ধর্ম্মশালা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে ১০।১।৮৬ তারিখে রেজিষ্ট্রির দ্বারা দান করিয়াছেন। সেখানে গত ২৮।১২।৮৬ তারিখে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উপাধ্যক্ষ এবং যুগ্ম সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত নারায়ণ মহারাজ, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং মথুরা, বৃন্দাবনের বহুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া উপরোক্ত কুঞ্জে শুভবিজয় করেন। সেখানে শ্রীগুরু-পরম্পরার পটবিগ্রহ স্থাপন করিয়া তত্রস্থ শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগোপালজীর মহাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করাইয়া ভোগরাগ সম্পন্ন হয়। এবং উপস্থিত সকলকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। ঐ মহোৎসবে পরমপূজ্যপাদ শ্রীল মহারাজ ব্যতীত বৃন্দাবন নগরপালিকার অবসরপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান শ্রীবৈজনাথ

বাগবালা, মথুরা জওহর ইণ্টার কলেজের অবসরপ্রাপ্ত ভাইস্ প্রিন্সিপল্ শ্রীজ্বালাপ্রসাদ শর্ম্মা এবং বহুগণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাহারা সকলেই এই মঠ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তাহাদের সব-প্রকার সহানুভূতি প্রদান করিবার আশ্বাসন দেন।

আর একটী বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে—উত্তরপ্রদেশে মথুরা হইতে ৩০০ কিলোমিটার দূরস্থিত 'ছিবরামাউ' নামক স্থানের একটী মন্দিরের রাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ মথুরা নিবাসী তাঁহার প্রধান সেবাইত শ্রীব্রহ্মানন্দ সাক্সেনাকে স্বপ্নে আদেশ দেন যে বহুদিন যাবৎ আমার সেবা পূজা ভালভাবে চলিতেছে না। অতএব আমাকে ব্রজমণ্ডলের শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে রাখিয়া সেবাপূজার ব্যবস্থা করাও। তিনি ঐ প্রেরণায় অভিভূত হইয়া শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজের নিকট ঐ কথা জানান। তাহাতে শ্রীল মহারাজ তাঁর সম্মতি প্রদান করেন। গত ৩।১।৮৭ তারিখে একটী রেজিষ্ট্রি লেখাপড়া করিয়া শ্রীল মহারাজকে সঙ্গে লইয়া ছিবরামাউতে ঐ অত্যন্ত সুন্দর চিত্তাকর্ষক শ্রীবিগ্রহগণকে অর্পণ করেন। সেবার জন্য কিছু বার্ষিক আয়ও প্রদান করেন। শ্রীবিগ্রহগণ মথুরাস্থিত শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠে শুভবিজয় করেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীবৃন্দাবনে স্থান সংস্কার হইলে ঐ শ্রীরাধাবিনোদবিহারী বিগ্রহগণ শ্রীরূপ-সনাতন গৌড়ীয় মঠস্থিত শ্রীবিনোদকুঞ্জে শুভবিজয় করিবেন।

—শ্রীনবীনকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি হইতে প্রকাশিত

শ্রীল রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্য-বিরচিত

শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

[শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা পদ্যানুবাদ]

সুধী সজ্জনবৃন্দ ! সংগ্রহে তৎপর হউন।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্"

নদী-নীরে প্রাতঃস্নান, করি বস্ত্র পরিধান,
আসিলেন ফিরিয়া আশ্রমে।
পাতিয়া আসনখানি, বসিলেন মহামুনি,
বীরভূমে কেন্দুবিল্ব গ্রামে॥
জয়দেব কবিবর, ধ্যানে জুড়ি' দুই কর,
করিলেন শ্রীহরি স্মরণ।
হৃদয়ে জাগে উল্লাস, কিছু করিতে প্রকাশ,
রাধা-শ্যামের প্রেম বর্ণন॥
মৃদু মৃদু সমীরণ, বহিতেছে অনুক্ষণ,
কুহু কুহু বিহঙ্গ-কূজন।
অপরূপ শোভা ধরি', সম্মুখে কানন ভরি,'
ফুটিয়াছে পুষ্প অগণন॥
জিহ্বা-অগ্রে সরস্বতী, যোগান নানান স্তুতি,
সারিলা বন্দনা প্রথমেতে।
অনায়াসে অতঃপর, শৈশব-বাল্য-কৈশোর,
বর্ণিতে বর্ণিতে যৌবনেতে॥
চরাতে চরাতে ধেনু, স্বহস্তে মোহন বেণু,
কুঞ্জে উপনীত মন-সুখে।
একস্থানে রাধারাণী, সখি-সনে শুভধ্বনি,
মৃত্তিকা খুটেন বসি' নখে॥
শ্যাম হেরে বিধুমুখী, নতঃশিরে অধোমুখী,
হস্তে ঢাকি' বদন প্রেয়সী।
শুধাইলা প্রিয়ভাষে, মুছাইয়া পীতবাসে,
ঘর্ম্মবিন্দু, আসনেতে বসি'॥
শ্যামের মধুর বাণী, কতমতে কন তিনি,
তবু নাহি গলিল পাষাণ।

ক্রমে ক্রমে বহুমতে, শ্যামচাঁদ যতনেতে,
না পারিল ভাঙ্গাইতে মান ॥
একে একে হল শেষ, ঘুচাইতে মনঃক্লেশ,
পরাস্ত হইলা গিরিধারী।
প্রিয়ার দুঃখেতে দুঃখী, শ্যামের হৃদয় দুঃখী,
উপায় না দেখেন বিচারি' ॥
কি করিলে অভিমানী, হাসিমুখে সুহাসিনী,
জড়াইয়া ধরিবেন গলে।
আতর চন্দন আনি', বলি মুখে মিষ্টবাণী,
সাজাবেন সুখে বনফুলে ॥
দূরে যাবে মনস্তাপ, ঘুচে যাবে পরমাদ,
লতা-কুঞ্জে হইবে মিলন।
কিন্তু হেরি' বিপরীত, গোবিন্দ হইলা চিন্তিত,
উপায় খোঁজেন মনে মন ॥
যোড়হাতে প্রিয়া-কাছে, ক্ষমাভিক্ষা বাকী আছে,
অবশেষে চরণে পতন।
পূর্ণ কর অভিলাষ, আমি তব চিরদাস,
হের এই তাহার লক্ষণ ॥
অবসান হ'ল বেলা, জয়দেব আত্মভোলা,
স্নানাহার সারা নাহি হয়।
ভাবিতে ভাবিতে বসি, করপুটে নিয়ে মসি,
উত্তাল তরঙ্গ হৃদিময় ॥
উপায় হইয়া হারা, সুকবি পাগল পারা,
মৌনভাবে করে হায় হায়!
মানে না প্রবোধ চিতে, কেমনে আকুল শ্যামে,
ধরাবেন প্রেয়সীর পায় ॥

—শ্রীসঙ্কর্ষণদাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি-কর্ত্তৃক

শ্রীবৃন্দাবনধামে
শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ স্থাপন

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক শ্রীস্বরূপ-রূপানুগাচার্য্য জগদ্‌গুরু পরমহংসস্বামী ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে, জীবকল্যাণের নিমিত্ত পারমার্থিক সঙ্ঘারাম শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্রসমূহ স্থাপন করেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তদীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ আচার্য্যকেশরী জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজও পরবর্ত্তিকালে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ও মথুরা-নগরীতে "শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ"-নামে বিরাট্ প্রচারকেন্দ্র প্রকাশ করেন। শ্রীবৃন্দাবনে নিজস্ব কোন শাখামঠ না থাকায়, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভ্যগণ শ্রীল গুরুপাদপদ্মের মনোঽভীষ্ট পূরণকল্পে শ্রীধাম বৃন্দাবনে একটী শুদ্ধভক্তি-প্রচারকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন।

উক্ত অভিপ্সিত সেবারূপায়ণে কলিকাতার বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশোদ্ভব পরমভক্তিমান্ স্বধামগত পুলিনকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায় মহাশয় তাঁহাদের শ্রীধামবৃন্দাবনস্থ "শ্রীশ্রীরাধারাণী কুঞ্জ" নামক দ্বিতল-গৃহ শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতিকে অর্পণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই কার্য্যে মাননীয় প্রদীপ বাবুর ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী স্বপ্না রায় মহোদয়াও আন্তরিকভাবে সহযোগিতায় আগ্রহী হন এবং তাঁহাদের পরিবারবর্গ স্বেচ্ছায় উহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।

এতদুপলক্ষে তাঁহারা বিগত ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ, ইং ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৮৬, সোমবার তাঁহাদের বৃন্দাবনের রাণাপত ঘাটস্থ সুবৃহৎ দ্বিতল ভবনটী কলিকাতা-মহানগরীর সাবরেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্টীপূর্ব্বক দান করেন। উক্ত দানকৃত গৃহের (কুঞ্জের) উত্তরে শ্রীধাম বৃন্দাবনের পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা মার্গ ও তৎসংলগ্ন শ্রীযমুনা প্রবাহিতা ; দক্ষিণে অনতিদূরে সেবাকুঞ্জ ; পূর্ব্বে নিকটস্থ শৃঙ্গার বট এবং পশ্চিমে ইমলিতলাস্থ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ। এইসকল বিশেষ বিশেষ স্থানগুলির মধ্যভাগে মনোরম পরিবেশে পরলোকগত পুলিনকৃষ্ণ রায় মহাশয় "শ্রীশ্রীরাধারাণী কুঞ্জ" স্থাপন করিয়াছিলেন।

বিগত ২৫শে মাঘ ১৩৯৩, ইং ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭, রবিবার মাননীয় প্রদীপবাবু কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুসহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হইয়া শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে মুখ্য-সেবাসচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ, সহ-সভাপতি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ এবং সমিতির ১০।১৫ মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী সেবক ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তির



আশ্রমদাতা শ্রীযুক্ত প্রদীপকুমার রায় ও তাঁহার পরিবারবর্গ

উপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় সমিতিকে শ্রীশ্রীগোপালকৃষ্ণজীউ বিগ্রহের সেবাধিকার ও বাসভবনের দখল প্রদান করেন। তদবধি তথায় সেবকসূত্রে শ্রীযদুবর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীজগদীশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরঘুনাথ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅসীমকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হন।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমান্তে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন আরম্ভ হয়। উক্ত অধিবেশনের ১৭।৩।৮৭ তারিখের সাধারণ সভায় উক্ত কুঞ্জ অধিগ্রহণ ও নামকরণ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা হওয়ায় বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে উহা স্বীকৃতি লাভ করে এবং ঐ আশ্রমের নাম রাখা হয়—"শ্রীগোপীনাথজী গৌড়ীয় মঠ" (শ্রীশ্রীরাধারাণী কুঞ্জ)।

আমরা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পক্ষে মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রদীপ কুমার রায়, তাঁহার পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছাদি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক, মঙ্গলময় শ্রীভগবানের নিকট ইহাই একান্ত প্রার্থনা।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

আনন্দপাড়ায় শ্রীল নরহরি ঠাকুরের তিরোভাব-তিথিতে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[তাং—ইং ২০।১।১৯৮৭]

আজ আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়েছি, একটা কোন বিশেষ দিনকে উপলক্ষ্য করে। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তৃমহোদয় শ্রীমৎ ত্রিবিক্রম মহারাজের কাছ থেকে আমরা সবাই শ্রবণ করলাম যে, আজ এই তিথিতে আমাদের পরম-পূজনীয় শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু দেহরক্ষা করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারিক ও লৌকিক জীবন নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বহু শিক্ষাই আছে। তবে অসাধারণভাবে জীবনী আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাই, শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বাশ্রমের ক্রিয়াকলাপ-অনুষ্ঠান আলোচনার কোন প্রয়োজন হয় না। তাঁদের পারমার্থিক আচার-ব্যবহার-শিক্ষাগুলিই আমাদের গ্রহণযোগ্য। তথাপি অনেকে মনে করেন যে, তাঁদের পূর্ব্বজীবন ইতিহাস, ইতিবৃত্তও আমাদের কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। সেক্ষেত্রে ভুল বোঝাবোঝি হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। প্রাকৃত চিন্তায় অভিভূত যে সব লেখক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, কবি—এঁরা সবাই অপ্রাকৃত বিচার-বিশিষ্ট পরমমুক্ত সাধু-মহাপুরুষের সম্বন্ধে প্রাকৃত চিন্তাধারাই পোষণ করেন। তাঁহারা নিজেদের প্রাকৃত চিন্তাধারা-অনুসারেই সকলকে বিবেচনা করে সেইভাবেই তাঁকে চিহ্নিত করিতে চান। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই, যাঁরা সাধু-গুরু-মোহন্ত, তাঁদের সম্বন্ধে ঠিক এইরকম বিচার নিলে হবে না। সবই যদি সমান মনে করি, তা'হলে ভুল হয়। জড়চিন্তাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যে বিচার

করছেন, সে-বিচারের ভিতরে যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি আছে। সেই ভ্রান্তি নিরাকরণের জন্য শাস্ত্রের উপদেশ,—'সাধু-গুরু-বৈষ্ণবগণের পূর্ব্বজীবনের যে-সব ক্রিয়াকলাপ, সেগুলি তোমরা আলোচনা করতে যেও না। প্রাকৃত-দৃষ্টিতে তাঁদের প্রতি তোমরা অপরাধ করে ফেলবে।' এইজন্য নিষেধনামা জারী করা আছে, পাছে আমরা ভুল বুঝি।

"ন কর্ম্মবন্ধং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুর্মনীষিণঃ॥"

গুরু-বৈষ্ণবগণের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন-দশা নাই—শ্রীভগবানের যেমন জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই। নিখিল বিশ্বের অখিল জীবাত্মার কর্ম্ম এবং কর্ম্মফল খণ্ডাবার জন্যই শ্রীভগবানের আবির্ভাব। তদ্রূপ নিত্যসিদ্ধ নিত্যযুক্ত মহান্তগণেরও আবির্ভাব একই রকম। পাছে তাঁদের প্রতি কোনোরূপ ভুল বিচার করি, ভুলধারণা নিয়ে অপরাধ করে ফেলি, সেইজন্য শাস্ত্রাদিতে তাঁদের পূর্ব্বজীবন আলোচনা বহুক্ষেত্রেই নিষেধ করেছেন।

তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের কথা যদি আলোচনা করতেই হয় তাহলে বলতে হবে, যে মহাপুরুষের আজ তিরোভাব-তিথি, তিনি পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার দেয়াড়া গ্রামকে ধন্য করিয়া আবির্ভূত হন।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা বা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণবো নাম ধেয়ঃ॥

যে-দেশে বৈষ্ণব আবির্ভূত হন, সেই দেশ পবিত্র হয়; কুল পবিত্র হয়; জননী কৃতার্থা হন; বসুন্ধরা ও বসতি ধন্যা হন। আর পিতৃপুরুষগণ আনন্দে স্বর্গে নৃত্য করতে থাকেন—আমাদের গৃহে একজন বৈষ্ণব আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং সেইদিক দিয়া চিন্তা করতে গেলে নিশ্চয়ই সে-দেশ ধন্য, সে-কুলও ধন্য, উক্ত শ্লোকে ইহাই বুঝাতে চেয়েছেন।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভুর পূর্ব্বনাম ছিল—শ্রীনিরাপদ বসু। তাঁরা দুই ভাই ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল শ্রীহরিপদ বসু। উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই শ্রীহরিপদ বসু জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পদাশ্রয় করে সাধন-ভজন করতে থাকেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীনিরাপদ বসু প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীর শ্রীচরণাশ্রয় করেন এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সেবকরূপে তাঁর গুরুপাদপদ্মের সেবা করতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে শ্রীচৈতন্য মঠ এবং তার অন্তর্গত মঠ-মন্দিরাদির

সেবভার ও দেখাশুনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। শ্রীচৈতন্য মঠের মঠরক্ষক ছিলেন—শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু। যেভাবে তিনি সাধন-ভজন করেছেন, সেইরূপ নিষ্ঠা আদর্শ স্বরূপ, তার তুলনা নাই। অদ্ভুত স্নেহ-মমতা তাঁর ছিল। সেই স্নেহ-প্রীতি নিয়ে তিনি তাঁর অধীনস্থ সেবকগণকে আদর যত্ন করে তাঁদের হরিভজনের সুযোগ দিয়েছেন। গুরুসেবার আদর্শ দেখিয়েছেন। তাঁর স্নেহ-মমতার তুলনা হয় না। স্নেহময়ী জননী যেরূপ সন্তানবৎসলা হয়ে সব ভাল-মন্দের বিচার রেখে সব সময় দায়িত্ব পালন করে, তিনিও সেইরূপ দায়িত্ব পালন করতেন। সেইভাবে মায়া-মমতা দিয়েই তিনি মঠ এবং মিশনের সকলের প্রতি তাঁর স্নেহ ও বাৎসল্য প্রকাশ করেছেন। শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু একজন আদর্শ মঠসেবক ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর সেবায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদ খুব সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁকে যোগ্যতম অধস্তন অধিকারী বিবেচনা করে ঐরকম একটা দায়িত্বশীল পদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

শ্রীল সেবাবিগ্রহ প্রভুর অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধুই বলুন, তাঁর প্রিয়সখারূপে আমরা পেয়েছি—জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি-প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজকে। দু'জনের সঙ্গে অত্যন্ত স্নেহ-প্রীতি, সখ্যভাব ছিল; মঠ মিশনের পরিচালনায় আলোচনা ও পরামর্শ তাঁদের মধ্যে হোত। সাধারণ মানুষ তাঁদের সেই প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও স্নেহ-মমতা ও অন্তরের ভাব ঠিক বুঝত না। বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব সিদ্ধান্ত নিয়ে, মঠ-মন্দিরের সেবা পরিচালনা নিয়ে তাঁদের উভয়ের ভিতরে আলোচনা হোত।

শ্রীল নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু যখন দেহরক্ষা করলেন, অস্মদীয় গুরুপাদপদ্ম অনেক কান্নাকাটি করলেন। সে ক্রন্দন যিনি দেখেছেন, তিনি উহা কখনই সহ্য করিতে পারিবেন না। আকুলক্রন্দন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মুখপত্র "শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা" যখন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে, তখন তিনি পত্রিকার প্রথম সংখ্যার দিকেই লিখলেন—"শ্রীল নরহরি ঠাকুর", "বিরহ-মাঙ্গল্য", প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি। সে প্রবন্ধগুলি পড়লে আমাদের সবাইকে অবাক হতে হয়। এইরূপ সখ্যভাব ছিল এঁদের দুজনের মধ্যে, যাহা অপার্থিব জগতের কল্যাণকর চিন্তা-ভাবনা। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের দেহরক্ষার পর হা-হুতাশ করতেন গুরুপাদপদ্ম এবং সেই নরহরি ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করছেন,—হে নরহরি ঠাকুর! আপনি আমাকে

কৃপা করুন, যেন আমি প্রভুপাদের অন্তরঙ্গ সেবা করতে পারি, তাঁর অভীষ্ট-পূরণ করতে পারি, মনোঽভীষ্ট প্রচার করতে পারি।

বসু পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া অস্মদীয় গুরুপাদপদ্মের সঙ্গে যাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তিনি হচ্ছেন পূজনীয় গৌরেন্দু প্রভু। তিনি যাতায়াত করতেন মঠ-মন্দিরে, সব সময় চিন্তা-ভাবনা ও প্রচেষ্টা ছিল তাঁর—ভক্তিকথা, ভগবৎকথা, হরিকথা প্রচারিত হোক। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-উৎসব তার আনন্দপাড়ার বাড়ীতে তিনি নিয়মিতভাবে করতেন। শ্রীল নরহরি ঠাকুরের বিরহ-উৎসবটীও গোপালবাবু তাঁরই উৎসাহে এখানে আরম্ভ করেন। এখানকার উৎসবাদির মূলে এই দুইজন ছিলেন। উৎসবাদি পরিচালনা এবং সকলকে ডেকে নিয়ে হরিকথা, ভগবৎকথা শ্রবণ করানো, তারপরে মহাপ্রসাদ বিতরণ। হরিকথা—ভগবৎকথা কিছু শ্রবণ করিয়ে তারপর তাঁদের প্রসাদ দেওয়ার ব্যাপারে আত্মকল্যাণ-চিন্তা নিহিত আছে। মহাপ্রসাদ কি বস্তু, গুরু-বৈষ্ণব কি বস্তু, ভক্তি কি বস্তু, ভক্ত কে, ভগবান্ কে, জগৎ কি, শ্রীনাম কি ?—এসব তত্ত্বদর্শন জগৎকে জানাতে হবে, বুঝাতে হবে—এই ছিল তাঁদের প্রচেষ্টা। সেইভাবেই অনুষ্ঠান আজ পর্য্যন্ত এখানে হয়ে আসছে। পরবর্ত্তিকালে দেখা গেল গৌরেন্দু প্রভু দেহরক্ষা করলেন, আর কৃষ্ণগোপাল বাবুও দেহরক্ষা করলেন। আমাদের একটু দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হয়েছিল—কি জানি, বিরহোৎসব বোধহয় অচল ও বন্ধ হয়ে গেল! দেখা গেল, তাঁদের গার্জিয়ান স্থানীয় এবং অধস্তন পুত্রকন্যাগণ পরবর্ত্তিকালে এটা চালিয়ে যাচ্ছেন। পূজ্যপাদ মহারাজ একটা কথা বলতে চেয়েছেন, বুঝাতে চেয়েছেন —যার জন্য এই অনুষ্ঠান তাহা যাহাতে বাস্তবে রূপায়িত হয়—সেই আলোচনা যেন ফলপ্রসূ হয়। যে-শিক্ষা এখানে আলোচিত হচ্ছে, শাস্ত্রের সেই কথা অনুসারেই যেন গৌরেন্দু প্রভু ও গোপালবাবুর আত্মীয় স্বজনগণ অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হন। (ক্রমশঃ)

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



লোৎপাদয়েন্নাদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন। অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন। হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১০ পদ্মনাভ, কারণোদশায়ী, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ৩১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৩৯৪, ইং ১৭।৯।৮৭ | ৭ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম কৃতম্ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৯তমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

১৩। নমস্তে দেবকীপুত্র নমস্তে বৃষ্ণিনন্দন।
নমস্তে রুক্মিণীকান্ত নমস্তেঽদিতি-নন্দন।
নমস্তে গোকুলাবাস নমস্তে গোকুলপ্রিয়॥ ১৬॥

হে দেবকীপুত্র! তোমাকে নমস্কার। হে বৃষ্ণিনন্দন! তোমাকে নমস্কার করি। হে রুক্মিণীকান্ত! তোমাকে নমস্কার। হে অদিতি-নন্দন! তোমাকে নমস্কার করি। হে গোকুলবাসিন্! তোমাকে নমস্কার। হে গোকুলপ্রিয়! তোমাকে নমস্কার করি॥ ১৬॥

১৪। জয় গোপবপুঃ কৃষ্ণ জয় গোপীজনপ্রিয়।
জয় গোবর্দ্ধনাধার জয় গোকুলবর্দ্ধন ॥ ১৭ ॥

হে গোপদেহধারিন্! হে কৃষ্ণ! তুমি জয়যুক্ত হও; হে গোপীজন-বল্লভ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে গোবর্দ্ধনধারিন্! তুমি জয়যুক্ত হও; হে গোকুলবর্দ্ধন! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৭ ॥

১৫। জয় রাবণারে জয় চানূরনাশন।
জয় বৃষ্ণিকুলোদ্যোত জয় কালিয়মর্দ্দন ॥ ১৮ ॥

হে রাবণারে! তুমি জয়যুক্ত হও; হে চানূরঘাতন! তুমি জয়যুক্ত হও। হে বৃষ্ণিবংশাবতংস! তুমি জয়যুক্ত হও; হে কালিয়দমন! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৮ ॥

১৬। জয় সত্য জগৎসাক্ষিন্ জয় সর্ব্বার্থসাধক।
জয় বেদান্তবিদ্বেদ্য জয় সর্ব্বদ মাধব ॥ ১৯ ॥

হে জগৎসাক্ষিন্! তুমি জয়যুক্ত হও; হে সর্ব্বার্থসাধক! তুমি জয়যুক্ত হও; হে বেদান্তবিদ্বেদ্য! তুমি জয়যুক্ত হও। হে সর্ব্বদ! তুমি জয়যুক্ত হও; হে মাধব! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১৯ ॥

১৭। জয় সর্ব্বাশ্রয়াব্যক্ত জয় সর্ব্বগতাব্যয়।
জয় সূক্ষ্মচিদানন্দ জয় চিত্ত-নিরঞ্জন ॥ ২০ ॥

তুমি অব্যক্তরূপে সর্ব্বভূতের আশ্রয়-স্বরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি জয়যুক্ত হও। হে চিদানন্দ! হে সূক্ষ্মরূপিন্! তুমি জয়যুক্ত হও; হে নিরঞ্জন! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ২০ ॥

১৮। জয়স্তেঽস্তু নিরালম্ব জয় শান্ত সনাতন।
জয় নাথ জগৎপূজ্য জয় বিষ্ণো নমোঽস্তু তে ॥ ২১ ॥

হে নিরালম্ব! তোমার জয় হউক; হে শান্ত সনাতন! তুমি জয়যুক্ত হও। হে নাথ! তুমি জয়যুক্ত হও; হে জগৎপালক! তুমি জয়যুক্ত হও; তোমাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

১৯। ত্বং গুরুস্ত্বং হরে শিষ্যস্ত্বং দীক্ষামন্ত্রমণ্ডলম্।
ত্বং ন্যাসমুদ্রাসমস্ত্বঞ্চ পুষ্পাদি-সাধনম্ ॥ ২২ ॥

হে হরে! তুমিই জগতের গুরু, তুমিই শিষ্য; তুমিই দীক্ষা, তুমি মন্ত্র;

তুমিই মণ্ডল, তুমিই ন্যাস, তুমিই মুদ্রা; তুমিই সময়, তুমিই পুষ্পাদি পূজাদ্রব্য ॥ ২২ ॥

২০। ত্বমাধারস্ত্বমনন্তস্ত্বং কূর্ম্মস্ত্বং ধরাম্বুজম্।
ধর্ম্মজ্ঞানাদয়স্ত্বং হি বেদিমণ্ডলশক্তয়ঃ ॥ ২৩ ॥

তুমিই আধারশক্তি, তুমিই অনন্ত, তুমিই মূর্খ, তুমিই ধরা, তুমিই পদ্ম এবং ধর্ম্মজ্ঞান, বেদিমণ্ডলাদি সকলই তুমি ॥ ২৩ ॥

২১। ত্বং প্রভো হলভৃদ্রামস্ত্বং পুনঃ শম্বরান্তক।
ত্বং ব্রহ্মর্ষিশ্চ দেবস্ত্বং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥

প্রভো! তুমি হলধর, তুমি শ্রীরাম, তুমি শম্বরান্তক; তুমি ব্রহ্মর্ষি, তুমি দেব, তুমি বিষ্ণু, তুমি সত্যপরাক্রম ॥ ২৪ ॥

২২। ত্বং নৃসিংহঃ পরানন্দো বরাহস্ত্বং ধরাধরঃ।
ত্বং সুপর্ণস্তথা চক্রস্ত্বং গদা শঙ্খ এব চ ॥ ২৫ ॥

প্রভো! তুমি নৃসিংহ, তুমি পরমানন্দ; তুমি বরাহ, তুমি ধরাধর; তুমি সুপর্ণ, তুমি চক্র, তুমি গদা এবং তুমিই শঙ্খ ॥ ২৫ ॥

২৩। ত্বং শ্রীস্ত্বঞ্চ প্রভে পুষ্টিস্ত্বং মালা দেব শাশ্বতী।
শ্রীবৎসঃ কৌস্তভস্ত্বং হি শার্ঙ্গং ত্বঞ্চ তথেষুধী ॥ ২৬ ॥

প্রভো! তুমি শ্রী, তুমি পুষ্টি; তুমি বনমালা, তুমি শ্রীবৎস, তুমি কৌস্তভ; তুমি শার্ঙ্গ, তুমিই ইষুধি ॥ ২৬ ॥

২৪। ত্বং খড়্গচর্ম্মণা সার্দ্ধং ত্বং দিক্‌পালাস্তথা প্রভো।
ত্বং বেধাস্তঃ বিধাতা চ ত্বং যমস্ত্বং হুতাশনঃ ॥ ২৭ ॥

প্রভো! তুমি খড়্গ-চর্ম্মধারী, তুমি দিক্‌পাল; তুমিই বিধাতা, তুমি ব্রহ্মা, তুমি যম, তুমি হুতাশন ॥ ২৭ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

তৃতীয়-ধারা

জ্ঞানবিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে সেও অদ্বৈতবাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈতবাদ তাহাকে অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে, পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্ত-শুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থাক্রমে সকলেই অদ্বৈতমতকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। মূলতত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তিবাদই যাঁহাদের জীবন তাঁহারা তত্ত্ববিচারপূর্ব্বক অদ্বৈতবাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজধর্ম্ম যে ভক্তি তাহারই অনুশীলন করেন ১)।

অদ্বৈতবাদ বিচার

অদ্বৈতমতের ভিত্তি কি তাহা দেখা যাউক। জগতে যতপ্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে দ্রব্যজাতি বিভাগ ও সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধানদ্বারা দ্রব্যসংখ্যার লাঘবক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতনবিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন, সে সমুদয়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দ্দেশ করেন, সে বৃত্তি মনের বৃত্তিবিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির মূলানুসন্ধান করা সে বৃত্তির কর্ম্ম নয়, অথচ তাহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত

---

(১) নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ॥ ভাঃ ১২।১০।৬
নৈকান্মত্যং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥ ভাঃ ৩।২৫।৩৪
সালোক্যসার্ষ্টি সামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।
স এব ভক্তিযোগাখ্যো আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ভাঃ ৩।২৯।১১-১২
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ॥ ভাঃ ১১।২০।৩৪

করেন যে, চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনাপূর্ব্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে, দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অথবা যেমন শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে কোন সময় রজতভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্‌ভ্রম হইতেছে।

১। ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ

এই সিদ্ধান্তকার্য্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে, কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই, তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়? রজ্জুতে সর্পভ্রমও এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য যেহেতু কে রজ্জু ও কে সর্প ইহা দেখিতে গেলে সর্প যদি ব্রহ্মস্থলীয় হয়, তবে সর্প বলিয়া আর একটী বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব? এস্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি-রজত উদাহরণও তদ্রূপ। দুগ্ধের বিকার যে দধি তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈতমতের রক্ষা হয় না। অদ্বৈত মতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই যুক্তিবিরুদ্ধ। অদ্বৈতমত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেইমত সমর্থন করিবে? যদি বল সহজজ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহজজ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল অদ্বৈতমত বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাও অকর্ত্তব্য। যেহেতু সেই মতবাদিগণ যে-সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রুতিতে অদ্বৈতমতপোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতমতপোষক বাক্যসকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্তস্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষরূপে বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদশাস্ত্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্যভেদাভেদজ্ঞান তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মতপোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুত কেবলাদ্বৈতমত বেদের মত নয়। বেদশাস্ত্র সিদ্ধজ্ঞানাবতারস্বরূপ নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজজ্ঞান, বেদ-শাস্ত্র, যুক্তি সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমানরূপ প্রমাণ সকল কেহই

২। ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বই বেদের তাৎপর্য্য

অদ্বৈতবাদের পোষক নয়। ভ্রান্তর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক (১)। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হইবে, এরূপ বিশ্বাস রূপকভাবে স্বীকার করিলে দোষ নাই। জড়াভিমান বিগত হইলে ব্রহ্মাভিমানই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ব্রহ্মে স্বগত ভেদরূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদনরূপ ভেদত্রয় তখন ব্রহ্মভূত ব্যক্তির অনিবার্য ধর্ম্ম হইবে। মুক্তি কি? চিত্তত্বরূপ জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিকেই মুক্তি বলে। মুক্তি একটী ক্ষণিক কার্য্যবিশেষ। নিত্যসিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে মুক্তি কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাহারা কখনও বদ্ধ হয় নাই। মুক্তির প্রয়োজন কি? কেবল বদ্ধজীবদিগের মুক্তিলাভ সম্ভব। জীব দুইপ্রকার, তাহা শুদ্ধজ্ঞানবিচারে প্রদর্শিত হইবে। মুক্তি যে জীবের প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না, যেহেতু মুক্তি সর্ব্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নয়। প্রেমেই সর্ব্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতএব তাহাই প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বা নিঃশক্তিক বলিয়া বলে। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলেও তাহার নির্ব্বিশেষত্ব কেবল বস্তুন্তরের সবিশেষত্ব হইতে ভিন্ন বলা হয়। তাহাও ব্রহ্মের একটী বিশেষ গুণ। ব্রহ্মের যদি শক্তি নাই, তবে এই সৃষ্ট জগতের বা ভ্রমময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল? ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ মতে যখন আর বস্তু নাই, তখন অগত্যা ব্রহ্মশক্তির প্রতি এই প্রপঞ্চের হেতু বলিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে।

মুক্তি কি? জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিই মুক্তি

প্রেম সর্ব্বজীব-সম্বন্ধীয় তত্ত্ব অতএব প্রয়োজন

---

(১) এতৈরুপদ্রুতো নিত্যং জীবলোকঃ স্বভাবজৈঃ।
ন করোতি হরের্নূনং কথামৃতনিধৌ রতিম্॥
প্রজাপতিপতিঃ সাক্ষাদ্ভগবান্ গিরিশো মনুঃ।
দক্ষাদয়ঃ প্রজাধ্যক্ষা নৈষ্ঠিকাঃ সনকাদয়ঃ॥
মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
ভৃগুর্বশিষ্ঠ ইত্যেতে মদ্দাঃ ব্রহ্মবাদিনঃ॥
অদ্যাপি বাচস্পতয়স্তপোবিদ্যা সমাধিভিঃ।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি পশ্যন্তং পরমেশ্বরম্॥
শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরম্॥
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥
তস্মাৎ কর্ম্মসু বর্হিষ্মন্নজ্ঞানাদর্থকাশিষু।
মাঽবিদৃষ্টিং কৃথাঃ শ্রোত্রস্পর্শিষ্বস্পৃষ্টবস্তুষু॥
স্বং লোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং স্বকর্ম্মকমতন্দ্রিতাঃ॥ ভাঃ ৪।২৯।৪১-৪৮

অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন-কার্য্য আমরা এইখানেই সমাপ্ত করিব, যেহেতু আমাদের প্রকৃত কার্য্য বাকী আছে। আমাদের এইমাত্র বক্তব্য যে, চতুর্থশ্রেণীর জ্ঞান যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে, তাহা জ্ঞানাঙ্কুররূপ ঈশজ্ঞানের বিকৃতি। শঙ্করাচার্য্য, অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, নানক, কবির, গোরক্ষনাথ, শিবনারায়ণ এই সকল ব্যক্তিগণ চতুর্থশ্রেণীর জ্ঞান-প্রচারক আচার্য্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন। উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর হইতে যে শুদ্ধজ্ঞান উদিত হয় অদ্বৈতবাদ তাহা নয়।

শুদ্ধজ্ঞান বিচার করিতে হইলে গ্রন্থ অনেক বড় হইবে এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য যে জীবের নিত্যধর্ম্মের বিচার তাহার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে। এজন্য আমরা সংক্ষেপতঃ শুদ্ধজ্ঞানের বিচার করিব (১)।

শুদ্ধজ্ঞান পঞ্চপ্রকার অনুভবস্বরূপ ; যথা ঃ—

পঞ্চবিধ শুদ্ধজ্ঞান

১। পরেশানুভব। ২। স্বানুভব। ৩। স্বধর্ম্মানুভব। ৪। ফলানুভব। ৫। বিরোধানুভব।

১। পরেশানুভব

পরেশানুভব ত্রিবিধ—ব্রহ্মানুভব, পরমাত্মানুভব ও ভগবদনুভব (২)। জগতের সমস্ত সবিশেষ চিন্তার বিপরীত কোন নির্ব্বিশেষে চিন্তাগত পরেশভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। পরেশতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবের সম্বন্ধে সেই পরেশানুভব পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে পেষণ করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্ম। তাহা পরেশতত্ত্বের নিত্যসিদ্ধ স্বরূপ নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের যদি অদ্বৈতবাদ দোষস্পর্শ না করে, তবে ঐ উপায়দ্বারা কথঞ্চিৎ পরেশসম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যদিও ইহাকে পরেশানুভব বলা যায়, তথাপি তাহা অতিশয় সামান্য, অতএব পরিশেষে পরমানন্দপ্রদ হয় না। কিয়ৎপরিমাণে রতি ও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধাভাবে তাহাতে রতির পুষ্টি সম্ভাবনা নাই। সনকাদি মহাত্মগণ ঐ রতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তরতির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

(ক) ব্রহ্মানুভব

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) তৎকর্ম্মহরিতোষং যৎ সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া।
হরির্দেহভৃতামাত্মা স্বয়ং প্রকৃতিরীশ্বরঃ ॥
তৎপাদমূলশরণং যতঃ ক্ষেমো নৃণামিহ।
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ভরমন্বপি ॥
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ ॥ ভাঃ ৪।২৯।৪৯-৫১

(২) জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি ॥ ভাঃ ৫।১২।১১

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১২ পৃষ্ঠার পর]

ত্রয়োদশ অধিবেশন

"জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজো-বারি-মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রারম্ভে আমরা এই শ্লোকটী পাই, তাতে একটী কথা পাওয়া যাচ্ছে,—"তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।" যে বস্তুকে সকলে ধ্যান করি, সেই বস্তুটি আদিকবির হৃদয়ে বেদজ্ঞান বিস্তার করেছিলেন। যাঁদের কাব্যে অধিকার আছে, তাঁরা কবি।

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপরঃ
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবঃ তেভ্যো নমস্কুর্মহে।

বিষ্ণুকে নলিন-নাভ বলে, তাঁর নাভিকমলে পদ্মযোনি ব্রহ্মার উৎপত্তি। সেই কবি কাব্যরসে পণ্ডিত ছিলেন। সে শক্তি না থাকলে বেদজ্ঞান বিস্তার হবে কেমন করে? 'ব্রহ্ম'-শব্দে তপস্যা, বেদজ্ঞান, বৃহদ্বস্তু, 'তৎ সৎ' নিত্যবস্তুকে বুঝায়; 'তেনে' শব্দে বিস্তার করেছিলেন। সেই বস্তু (বেদজ্ঞান) মধ্যে মধ্যে বদ্ধজীবহৃদয়ে অপ্রাকট্য লাভ করে।

"কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥"

সেই কথা প্রলয়ে ক্ষণভঙ্গুরাভিমানিগণের নিকট পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়, আবার নূতন করে আরম্ভ হয়। ব্রহ্মার প্রতিদিবসে যে প্রলয় হয়, তাতে বেদবাণীগুলি স্মৃতিপথে থাকে না। ব্রহ্মার হৃদয়ে যে বেদজ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে জানা যায়, তিনি কাব্যবিশারদ ছিলেন। এখানে একটী স্বাভাবিক প্রশ্ন হতে পারে—কাব্য কাকে বলে? ব্রহ্মা কোন ধনে ধনী ছিলেন? তার উত্তর এই যে, রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। বাক্যের সংজ্ঞা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি—এই সকল সংযুক্ত হয়ে যে পদসমূহ, তাকে বাক্য বলে। রসাত্মক বাক্যই কাব্য। সেই কাব্য-বিষয়ে ব্রহ্মা রসিক ছিলেন। তাঁর হৃদয়ে রসিকবর ভগবান্ বেদজ্ঞান বিস্তার করেছেন; তাঁকে রসাত্মক কাব্য বলেছিলেন। তাতে ব্রহ্মার যোগ্যতা আছে। 'যোগ্যতা'

মানে পরস্পর সম্বন্ধ-নিরূপণে বাধার অভাব। 'আকাঙ্ক্ষা' অর্থে উদ্দিষ্ট ব্যাপার, আর 'আসক্তি'—বুদ্ধির ব্যবচ্ছেদরাহিত্য। পদের সমুচ্চয়ে যে-সকল ভাবের অভিব্যক্তি হয়, তাতে ঐ তিনটী লক্ষ্য করা যায়। যোগ্যতা অযোগ্যের সহিত একীভূত হলে কোন অর্থ হয় না, দুর্জ্ঞেয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বাক্য বলতে গিয়ে নামরূপগুণক্রিয়াদি না বললে জ্ঞেয় পদার্থ বলা হয় না। রসযুক্ত বাক্যে তিনটী বিষয় থাকা চাই—আস্বাদক, আস্বাদ্য ও আস্বাদন। অনেকেই বলেন যে, দর্শনশাস্ত্র নীরস; কিন্তু তা নয়, এটী বিশেষ কাব্য। যাতে নানাপ্রকার ক্ষণভঙ্গুরতা নিরস্ত হয়েছে, যাতে বিজ্ঞতার অভাব নেই—সর্ব্বজ্ঞতা, অধিষ্ঠানগত পূর্ণতা ও আনন্দময়তা সংশ্লিষ্ট।

অনেকের উপনিষৎপাঠে আংশিকদর্শনে রসরাহিত্যশিক্ষার বিচার হয়। কিন্তু উপনিষদ্ বলেন—"রসো বৈ সঃ।" "সঃ"টি—ক্লীবের পদ নয়, সর্ব্বনাম অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বস্তু,—যাঁর চেতনতা, আনন্দ ও নিত্য অবস্থান আছে। 'তৎ' পদার্থই 'সঃ'—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'সঃ'কে 'সা' বললে অধীন বা বশ্য স্ত্রীবিচার আসে। কিন্তু 'সঃ' পুরুষোত্তম বস্তু, তিনিই রসময়। শক্তিপর ব্যাখ্যার নিষেধার্থে 'রসো বৈ সঃ' ব্যবহৃত হয়েছে। সেই জ্ঞেয়, পূর্ণজ্ঞানের পদার্থই রস। অনেকের বিচার—রসরাহিত্যই জ্ঞান। জড়রসের তিক্ত অভিজ্ঞতার জন্য জড়রস-রাহিত্য হওয়া দরকার—এবিষয়ে সন্দেহ নেই, উহাতে আমাদেরও আপত্তি নেই। কিন্তু সেই বস্তুটী জড় নীরস নয়। তাতে রসটি সার হয়েছে। তাঁর বাক্য বলার ক্ষমতা নেই, তা নয়। তিনি অভিজ্ঞ, স্বরাট্, initiative নিতে পারেন—স্বতঃকর্তৃত্ব করতে পারেন। আমাদের ন্যায় বদ্ধজীবের বাধাপ্রাপ্ত তাৎকালিক কর্তৃত্ব নয়। Paralysis হলে, মরে গেলে আমাদের কর্তৃত্ব চলে যায়, কিন্তু তিনি নিত্যকাল স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম্মবিশিষ্ট, খানিক পরে জীবন বা চেতন রহিত হয়ে যান না। রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য—কেবল জড়াশ্রয়ে কাব্যের জীবন—এরূপ নহে। আদিকবি ব্রহ্মা সেই চিন্ময় কাব্যবিৎ ছিলেন। তিনি কবি—রসজ্ঞ অর্থাৎ রসিক ছিলেন বলেই ভাগবতের তথ্য পেয়েছিলেন। সেইটী রসাত্মক-বাক্য-বিকাশরূপ শ্রুতিতাৎপর্য্য। তা যাঁরা শ্রবণ করতে পেরেছেন, তাঁরা আনন্দ-লাভের অধিকারী হয়েছেন। সেইজন্য "পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ"—প্রয়োজনতত্ত্ববিচারে এই কথাটি বলা হয়েছে।

সেই রসটি তিনি—আস্বাদকের আস্বাদন তাঁহা হতে পৃথক নহে। তিনি হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎ—ত্রিশক্তিধৃক্। তাঁরই একদেশে জগৎ অবস্থিত।

"একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥"

একদেশ হতে রশ্মি নির্গত হয়ে স্থানটি আলো করেছে; তাঁর শক্তি এদেশে—অচিৎ-শক্তি-পরিণত জগতে আলো দান করছে। চেতনরাজ্যে অবস্থিত হয়ে অচেতনরাজ্যে রশ্মি প্রসার করছে। জীবশক্তিতেও চেতনধর্ম্ম, আনন্দধর্ম্ম ও সন্ধিনীর ধর্ম্ম এসে উপস্থিত হচ্ছে। 'আমি মরে যাব'—একথাটি ঠিক হয় না, আমার শরীর থাকবে না। বহির্জগতের চিন্তাস্রোতের সহিত যে মিশ্রচেতনভাব এটা থাকবে না। জড়বস্তুতে যে অভিজ্ঞান পেয়েছি, শরীরপতনে সেটা থাকবে না, যেমন বৃক্ষ—তার স্থূল আকার ও ধারণা জড় থেকে এসেছে, অচিন্মিশ্রভাব চেতন প্রবেশ করেছে, দ্রষ্টার দর্শনের মান—gradation অনুসারে বস্তুর জ্ঞান হয়েছে, যেমন পাঁচ বৎসরের শিশুর ও চব্বিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তির কাব্য পড়ে যে জ্ঞান, তাদের উভয়ের সাহিত্যবোধ একরকম নয়। আংশিকতা-ধর্ম্ম জ্ঞাপক হলে তৎসঙ্গে সঙ্গে উহা প্রসারিত হয়ে সমৃদ্ধ হয়, অনেক বিচার আসে, সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তাহলে সকলের জ্ঞান সমান নয়। যে যতটা কৃষ্ণানুশীলন করবে, সে ততটা নাম-রূপ-গুণ-লীলা-পরিকরবৈশিষ্ট্য বা পারিপার্শ্বিকতা জানতে পারবে। কৃষ্ণেতর পদার্থ আলোচনা করলে—আমার ভোগ্য, গাধার ভোগ্য, আমার বন্ধুবান্ধবের ভোগ্য-বিচারে অচিন্মিশ্র জ্ঞান আসে। ভোগ্যভাব-সংশ্লিষ্ট যে জ্ঞেয়পদার্থ, তাতে পূজ্যের দর্শন হয় না, কাব্যের পার্থক্য বুঝতে পারা যায় না।

কাব্য দুই প্রকার,—চেতনের কাব্য ও অচেতনের কাব্য। অচেতনের কাব্যে যে বাক্য বর্ণিত, তাতে যে রস, সেটা সাবিত্রী-সত্যবান, নল-দময়ন্তী বা পারাবত-দম্পতির রসে আবদ্ধ মাত্র। যারা প্রকৃতি দর্শন করছে, তাদের যেরকম কাব্য, তাতে জড়রসই প্রাধান্য লাভ করেছে। সেইটুকুকে তারা রস বলে বিচার করে কিন্তু সচ্চিদানন্দ বস্তুটি রস, এ বিচার তাদের আসে না। "রসো বৈ সঃ" এই রসকে বেদপাঠরত ব্যক্তি জড়নিরসনার্থ বলেছেন—নীরস; নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলে বিচার হচ্ছে। "কেন কং বিজানীয়াৎ", "যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্র পড়ে নির্ব্বিশেষবিচারে চিত্ত ধাবিত হলে ক্লীববস্তুর ধারণা হয়। কিন্তু 'সঃ' বললে ক্লীব নহে। তিনি নিজে রস; তাঁকে লাভ করলেই আনন্দ পাওয়া যায়। আত্মারামগণও সেই রসে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাইপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

ব্রহ্ম, পরমাত্মা, হরিকে অনাত্মপদার্থবিশেষ-বিচারে আবদ্ধ করলে বিশেষ অমঙ্গল। কিন্তু তাঁতে সব রস আছে, তিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। আপনারা যে শ্লোকটী পূর্ব্বে শুনেছেন,—

যস্যালীয়ত শঙ্কসীম্নি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্মণ্ডলং
দ্রংষ্ট্রায়াং ধরণী নখে দিতিসুতাধীশঃ পদে রোদসী।
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ শরে দশমুখঃ পাণৌ প্রলম্বাসুরঃ
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্ম্মিককুলং কস্মৈচিদস্মৈ নমঃ॥

—সেই রসময় বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রস ভিন্ন ভিন্ন অবতারসকলে প্রদান করেছেন। শ্রীজয়দেবও ঐ কথা বলেছেন,—

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ॥

সেই রসময় কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ-বিগ্রহেও রসবিন্যাস করেছেন। কিন্তু তাতে কোন হেয়তা, অনুপাদেয়তা বা পরিচ্ছিন্নতা আরোপ করতে হবে না। তাঁরা বৈকুণ্ঠবস্তু। তাঁদের স্বতন্ত্র নিত্যবৈকুণ্ঠ আছে। নৈমিত্তিকলীলার জন্য এখানে এসে অনিত্যশরীর গ্রহণ করেছেন—এরূপ বিচার ঠিক নয়। তাঁর মায়া-দ্বারা রচিত দেহ জ্ঞান করতে হবে না। তা হলে অবজ্ঞা করা হবে।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥

সেই পরমভাবে যে পরমরসোদয়, সেই রসটির ভিন্ন ভিন্ন বৈকুণ্ঠে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-বিশেষে যে বিকাশ, তাতে আমরা জানি যে, তাঁরা পূর্ণ রসময় মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্ন প্রকাশ-মূর্ত্তি। যেমন মৎস্যাবতারে দেখতে পাওয়া যায়—শঙ্কসীম্নি জলধিঃ অলীয়ত। 'শঙ্ক' মানে আঁইস। তাতে জলধি লয় প্রাপ্ত হয়েছে। মৎস্যাবতারে ভগবান্ জুগুপ্সারতি প্রদান করেছেন। সত্যব্রতরাজা কৃতমালা নদীতে তর্পণ করছিলেন। তাঁর হাতে একটী ক্ষুদ্র মৎস্য এসে উপস্থিত হল। তাতে অপবিত্রবোধে জুগুপ্সারতির উদয় হল। 'আমিষস্পর্শ হল' এই বিচারে সেটী ফেলে দিতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু বিষ্ণু বললেন, আমি ক্ষুদ্র নই, বৃহদ্বস্তু—মূল বস্তু। সুতরাং সত্যব্রত তাঁকে নিজের

কমণ্ডলুতে রাখলেন। তখন বিষ্ণু তাঁর ব্যাপকতা-ধর্ম্ম দেখাবার জন্য ক্রমে ক্রমে বৃহৎ হতে থাকলেন। তখন সত্যব্রত তাঁকে রাখতে না পেরে সমুদ্রে ছেড়ে দিলেন, ক্রমে বৃহৎসমুদ্রেও কুলায় না। তখন সত্যব্রত রাজা তাঁর প্রভাব দেখে তাঁকে নারায়ণ জেনে স্তব করতে থাকলেন। সত্যব্রতের হিত-কামনায় ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁকে বললেন,—"অদ্যাবধি সপ্তমদিবসে লোকত্রয় প্রলয়সমুদ্রে নিমগ্ন হবে, তখন আমার প্রেরিত এক বিশাল নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হবে। তুমি সমস্ত ওষধি, বীজরাশি, সপ্তর্ষি এবং সমস্ত প্রাণিগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐ নৌকায় আরোহণ করে প্রলয়সমুদ্রে নির্ভয়ে বিচরণ করবে। যখন প্রবল বায়ুবেগে ঐ নৌকা অতিশয় কম্পিত হবে, তখন উহাকে আমার শৃঙ্গে বেঁধে দেবে। আমি ব্রাহ্মী নিশা অবসান পর্য্যন্ত প্রলয়সমুদ্রে বিচরণ করবো।"

ব্রাহ্মী নিশায় হয়গ্রীব অসুর বেদজ্ঞান হরণ করায় মৎস্যদেব তাকে বিনাশ করে বেদ উদ্ধার করে 'হয়গ্রীব' নাম ধারণ করেছিলেন। এটী স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়েছিল। আর সত্যব্রতের সঙ্গে লীলা চাক্ষুষ মন্বন্তরে।

মৎস্যাবতারে জুগুপ্সারতির পরিচয় পাওয়া যায়। জুগুপ্সারতি দুই প্রকার, —একটী প্রায়িকী আর একটী বিবেকজা। বদ্ধ জীবাত্মা তামসভাবাপন্ন হলে মৎস্যযোনি লাভ করে, যারা তাকে খায়, তারাও তমোগুণবিশিষ্ট। ভার্গবীয় মনু বলেন—

"মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদস্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ।"

উহা অত্যন্ত ঘৃণ্য, অখাদ্য। যারা মাছ খায়, মাছগুলো আবার পরজন্মে মানুষ হয়ে তাদের খায়। যারা খাবে, তারা তখন মৎস্য হবে। এরূপ আদান প্রদান চলতে থাকে। সত্যব্রতের যে ঘৃণা হয়েছিল, সেটী আঁসের দুর্গন্ধ পেয়ে। কিন্তু মৎস্যদেব পাপজনিত তমুধ্বক্ হন নাই তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বে অবতীর্ণ; অধোক্ষজ বস্তুই মৎস্যরূপে এসেছিলেন। তাঁকে ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে বুঝতে পারা যায় না। সুতরাং তিনি ঘৃণার জিনিষ নন। মৎস্যবৈকুণ্ঠে তিনি লীলা করছেন, সেখানে সত্যব্রত রাজা আছেন। যারা ভগবদ্‌বস্তুকে অবজ্ঞা করে, মাছ-জাতীয় মাত্র বিচার করে, তাদের নরকে গমন হয়। (ক্রমশঃ)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২১৬ পৃষ্ঠার পর]

[ছ] মায়াবাদী নাস্তিক

অদ্বয়বাদী বৌদ্ধগণ ও অদ্বৈতবাদী শাঙ্করগণ উভয়ই মায়াবাদী, সুতরাং নাস্তিক। নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে জানা যায়—'ন+অস্তি', সন্ধি করিয়া নাস্তি হইয়াছে। এই 'নাস্তি' শব্দের অর্থ **অস্তিত্বভাব** অর্থাৎ **অবিদ্যমানতা**। যাহারা 'নাই'—এই বিচারের উপরই ক্রিয়া-কলাপ ও প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষাদি 'দর্শন' নিরূপণ করেন তাহারাই নাস্তিক। 'নাস্তিক' শব্দের উত্তর 'তা' প্রত্যয় করিয়া নাস্তিকতা নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমস্ত অভিধানকারগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন—**যাহাদের দৃষ্টি 'মিথ্যা' অর্থাৎ সত্য বলিয়া কোন বস্তু যাহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না; সর্ব্বদাই 'নেতি' 'নেতি' করিয়া 'ইতি'র কোন সন্ধান যাহারা দিতে পারেন না, তাহারাই নাস্তিক।** শুধু তাহাই নয়, কোন কোন দার্শনিক, যথা—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, জৈন, বৌদ্ধ, আর্য্য-সমাজ, শিখ-সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহারা কেহই ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র ও বেদ-উপনিষদের সত্যতা স্বীকার করেন না। ইহারা সকলেই নাস্তিক। ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা আমি পূর্ব্বেই করিয়াছি।

বৌদ্ধগণ প্রকাশ্যভাবে বেদ এবং তাহার উক্তি অস্বীকার করিয়া নাস্তিক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন এমন কি, **'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানে** (১৮৫০ শকাব্দে হিতবাদী নৃসিংহাখ্য মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাংলা হরপে মুদ্রিত এবং দেবনাগরী হিন্দী হরপে কাশী হইতে 'চৌখাম্বা' প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশকগণ-কর্ত্তৃক প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থে) দেখিতে পাওয়া যায়, 'নাস্তিক' ছয় প্রকার; **যথা**—(১) মাধ্যমিক, (২) যোগাচার, (৩) সৌত্রান্তিক, (৪) বৈভাষিক, (৫) চার্ব্বাক, (৬) দিগম্বর—এই ছয় শ্রেণীর দার্শনিকগণ সর্ব্বতোভাবে নাস্তিক শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় ভারতের নৈষ্ঠিক আস্তিক্য সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। ইহারা সকলেই মায়াবাদী।

বৌদ্ধ অমরসিংহ-কৃত 'অমরকোষ', যাহা ভারতের সর্ব্বত্র প্রচারিত আছে, তাহার স্বর্গবর্গে ২২৫ সংখ্যক বাক্যে মুদ্রিত হইয়াছে—**'মিথ্যা-দৃষ্টি নাস্তিকতা'**; অর্থাৎ যাহাদের মিথ্যা দৃষ্টি তাহারাই নাস্তিক। সমস্ত প্রত্যক্ষ বস্তুকেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যাওয়াই নাস্তিকতা। এখন বিচার

করিয়া দেখুন, মায়াবাদিগণ নাস্তিক কি না? তাঁহারা উচ্চ ধ্বনিতে **'জগৎ মিথ্যা'** প্রতিপন্ন করিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছেন। সংস্কৃত **'শব্দ-কল্পদ্রুমঃ'** অভিধানে উদ্ধৃত—নাস্তি যজ্ঞফলং, সদসত্ত্বে অস্তি-নাস্তীত্যব্যয়ং, নাস্তি সুকৃতিং, **নাস্তি পরলোকঃ** ইত্যাদি বুদ্ধির্নাস্তিকতা (ইতি ভরতঃ); অর্থাৎ যাহারা পরলোক বিশ্বাস করে না, মুখে বিশ্বাস করিলেও কার্য্যতঃ পরলোকের নিত্য অস্তিত্ব নাই, উহা কাল্পনিক মাত্র ও মিথ্যা—এইরূপ বলিয়া থাকেন। 'নাস্তি' বা নাই এবং মিথ্যা একই কথা। এখন, বহু পাশ্চাত্য দার্শনিক ও এমনকি বাইবেলের চিন্তাধারায়ও পরলোকের স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এইজন্য ভারতীয় পারমার্থিক সমাজ খৃষ্টানগণকে অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করেন। খাওয়া-দাওয়া, আদান-প্রদান তাঁহাদের সহিত করেন না। মুসলমানগণও এই শ্রেণীভুক্ত।

নাস্তিকগণের অধিকাংশই **ভগবানের আকার নাই, গুণ নাই, শক্তি নাই ইত্যাদি 'নেতি' 'নেতি' বিচার করিয়া থাকেন। শাঙ্কর মায়াবাদিগণ ইহার প্রধান অধিনেতা**। এইজন্যই মায়াবাদিগণকে আমরা নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠাবোধ করি না। তথাপি ভারতীয় সনাতন ধর্ম্মাবলম্বিগণ শাঙ্কর-মায়াবাদিগণকে বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমানগণের ন্যায় সমাজচ্যুত করিয়া অস্পৃশ্য জ্ঞান করেন **নাই**। ইহার প্রধান কারণ—আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার ঐ নাস্তিক্য বিচার বেদ ও উপনিষদ হইতেই সাধন করিতে অযথা চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকালের জীব অসুরগণের ন্যায় নাস্তিক হইলেই কলিকালোচিত ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। স্বয়ং শঙ্কর, কলির ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেই আসুরিক রাজত্ব বজায় থাকিবে, এই উদ্দেশ্যেই তাঁহার অদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়াছেন। শিব স্বয়ং **পশুপতি** এবং **ভূতনাথ** নামে পরিচয় দিয়াছেন। সুতরাং ভূত-প্রেতের ধর্ম্ম এবং পাশববৃত্তি প্রচুর পরিমাণে প্রচারিত হইলেই শিবের রাজত্ব অটুট থাকিয়া যাইবে। তজ্জন্যই কলিকালে অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের প্রবল প্রচার চলিতেছে। ইহা বন্ধ না হইলে কলির ধ্বংস হইয়া সত্য যুগের আবির্ভাব হইবে না—জীবসমূহের শান্তি আসিবে না।

[জ] মায়াবাদের আসুরিক বিচার

আমরা "মায়াবাদের জীবনী"-গ্রন্থের উপসংহারের উপসংহার করিয়া পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিব। যদিও মায়াবাদ-বিচারের উপসংহার অতি সহজসাধ্য ও স্বাভাবিক নয় এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে অধিক

কিছু লিপিবদ্ধ করিবার সুযোগও নাই; তথাপি পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবৃত্তির জন্য তাঁহারা যদি এই সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিতে চাহেন তবে পৃথক্-ভাবে সাক্ষাতে আলোচনা করা যেতে পারে। বর্ত্তমানে সর্ব্ববাদিসম্মত, সর্ব্বজনপূজিত শাস্ত্র-শিরোমণি-স্বরূপ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের কয়েকটী শ্লোক এস্থলে আলোচনা করিয়া আমার বক্তব্য বিষয়ের পরিসমাপ্তি করিতেছি। ভারতবর্ষ কেন, ভারতের বহির্ভূত ম্লেচ্ছ পুলিন্দ দেশাদি সকলেই গীতার সম্মান করিয়া থাকেন। ইহার প্রধান কারণ শ্রীবেদব্যাসের পঞ্চমবেদ মহাভারত একলক্ষ শ্লোক-সমন্বিত কাব্যেতিহাস বিশ্বের এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তন্মধ্যে একলক্ষ শ্লোক বর্ত্তমান থাকিলেও, গীতা উহার মধ্যে অপূর্ব্ব; এবং ইহাতে সংক্ষেপতঃ সাধারণ জীবের পক্ষে সমগ্র বেদ, উপনিষদ, মহাভারতাদির শিক্ষার সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এবিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই।

আজকাল আসুরিক জগতে ধার্ম্মিক সজ্জায় সজ্জিত হইয়া আসুরিক ধর্ম্ম-প্রচারার্থ অনেককে বিবেকহীনের ন্যায় গীতার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার কটূক্তি করিয়া বিশ্বে বিচরণ করিতে দেখা যায়। আমরা এইরূপ মত প্রচারকারীকে ধর্ম্মধ্বজী, প্রতারক ও হিন্দুধর্ম্মের ধ্বংসকারী বলিয়া মনে করি। প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহারাই আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। আপনাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, সন্ন্যাসিবেষ হইলেই আমাদের পক্ষে আদর্শ নহে; ইহার উজ্জ্বলতম উদাহরণ—রাবণ সন্ন্যাস-বেষ-গ্রহণপূর্ব্বক সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল। রাবণের সন্ন্যাস—আসুরিক সন্ন্যাস। শ্রীরামচন্দ্র তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। অসুরগণের প্রবৃত্তি—মূলবস্তু হইতে শক্তিকে অপহরণ করা। ভগবান্ নিঃশক্তিক থাকুন,—ইহাই অসুরগণের চেষ্টা। মায়াবাদ-দর্শনে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা পরিস্ফুট সিদ্ধান্ত। ব্রহ্ম কেবল যে নিরাকার, নির্ব্বিশেষ তাহাই নহে, তিনি নিঃশক্তিকও বটেন; তাহাকে নিঃশক্তিক প্রতিপন্ন করিতে পারিলে, আমরা ব্রহ্মের উপর যথেচ্ছাচারিতা চালাইতে পারিব—ইহাই আসুরিক ধর্ম্ম।

এইজন্য গীতার ষোড়শ অধ্যায় পঞ্চম শ্লোকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত জীবের শিক্ষার জন্য অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব॥

[দৈবী সম্পদ্ মোক্ষানুকূল এবং আসুরী সম্পদ্ সংসার-বন্ধনের কারণ। হে পাণ্ডব! তুমি দৈবী-সম্পদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, অতএব শোক করিও না]।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—আসুরিক সম্পদ্ বন্ধনদশায় বিশেষ ক্লেশকর। জীবমাত্রই শান্তির অভিলাষ করিয়া থাকে; কিন্তু আসুরিক সম্পদ্ দুঃখ আনয়ন করে। সুতরাং তাহাতে কাহারও অভিসন্ধি থাকা উচিত নহে। রাবণ, কুম্ভকর্ণ, হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যকশিপু, কংস, জরাসন্ধ প্রভৃতি উচ্চব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত অসুরগণের জীবনী আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আসুরিক রীতি-নীতি-ধর্ম্ম অত্যন্ত ক্লেশকর এবং শুধু তাহাই নহে, ইহা অত্যন্ত অধঃপতিত জীবনের উদাহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গীতাশাস্ত্রের মধ্য দিয়া জীবের কল্যাণ কামনা করিয়া, কোন্ কোন্ মতবাদিগণ এবং কোন্ কোন্ তথাকথিত ধার্ম্মিক-নামধারিগণ আসুরিক, তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ না করিলে কলিহত জীবের কোন মঙ্গল হইবে না। এইজন্য গীতা-মাহাত্ম্যে বর্ণিত আছে—

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা॥

সুতরাং গীতাই সর্ব্বতোভাবে গীত হওয়া কর্ত্তব্য—অন্য শাস্ত্রবিস্তারের কি প্রয়োজন? যেহেতু পদ্মনাভ শ্রীকৃষ্ণ এই গীতা-শাস্ত্রের স্বয়ং বক্তাস্বরূপ। যেস্থলে স্বয়ং কৃষ্ণ বক্তাস্বরূপে শিক্ষা দিতেছেন সেখানে আমরা নিশ্চিন্ত-মনে তাহা গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের যাঁহার ধামে যাইতে হইবে এবং যাঁহার নিকট গিয়া শান্তিলাভ করিতে হইবে, তিনি স্বয়ং বক্তা হইয়া আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? সুতরাং গীতোপনিষদের শিক্ষা অবলম্বন করিয়াই আমরা ভগবদ্ভক্তির পথে অগ্রসর হইব; নির্ব্বিশেষ জ্ঞানের কঠোর শুষ্ক বিষময় শিক্ষা গ্রহণ করিব না। বেদব্যাসের বেদান্ত-দর্শনও আমাদের এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানে পরাৎপরমুক্তি কখনও লাভ হয় না। শাস্ত্র-শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত শিক্ষা দিয়াছেন—

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

অর্থাৎ কৃচ্ছ্র জ্ঞান-সাধনের দ্বারা পরমপদ পর্য্যন্ত লাভ করিলেও "ভগবান্ নাই, ভগবান্ নিঃশক্তিক, ভগবান্ নিরাকার, ভগবান্ মায়াগ্রস্ত বা অবিদ্যাগ্রস্ত" প্রভৃতি বিচারপরায়ণ হইয়া ভগবানের অনাদর করিলে অধঃপতিত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

দৈন্যমুখে প্রার্থনা

হে অনাদি অনন্ত ! লভিয়া এ জনম,
না ভজিলাম তব চরণ।
বৃথা কাল কাটা'নু, মোহ-নিদ্রা-বশে,
বিষাদ হরষে অনুক্ষণ ॥
মুগ্ধ মায়ার কারায়, আবদ্ধ জীবদেহ,
তার চঞ্চল ইন্দ্রিয়।
দিবস-যামিনী, মরু আশা কুহকে,
মন তনু তন্ময় ॥
শতবাসনার মালা, হয় নাকো শেষ,
তৃষিত কণ্ঠে।
দগ্ধ হৃদয় তাপিত মন, মিছে মান অভিমান,
পেষিত শতবন্ধে ॥
তবু নয়ন মুদিয়া, ভালবাসি অন্ধকার,
নিশার স্বপন।
কর্ণে না পশিল, গৌরাঙ্গের বাণী,
অচেতন মন ॥
এ দুঃখ কাহারে, জানাব আমি,
লভিতে রহস্য-সাধন-অঙ্গ।
তুমি বৈষ্ণব ঠাকুর, সবার আপন বন্ধু,
পাই যেন দুর্ল্লভ সঙ্গ ॥

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী
(ডাঃ পরিতোষ রাহা)

শ্রীধাম মায়াপুর-ই

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২২২ পৃষ্ঠার পর]

প্রভুর শ্রীকৃষ্ণলীলায় যে-প্রকার কালযবন-কর্ত্তৃক ভীতি প্রদর্শন এবং তজ্জন্য প্রভুর গুহামধ্যে প্রবেশ, তদ্রূপ এইস্থানে প্রভুর শ্রীগৌরলীলায় শ্রীমায়াপুরে মুসলমান পত্তন হওয়ায় স্বীয় নিত্যসিদ্ধ ধাম ও তন্নাম শ্রীমায়াপুর লুক্কায়িত থাকিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের ঐশ্বরিক প্রভাবে যেন সে-ভয় বিদূরিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু যেমন রাহুগ্রস্ত ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় অকলঙ্ক গৌরবিধুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন, তদ্রূপ তদ্ধামও প্রকাশিত হইয়াছেন। এইজন্য তিনি ছন্নাবতার, কখনও অপ্রকাশিত, কখনও নিজজন-কর্ত্তৃক স্ব-প্রকাশিত স্বরূপ প্রকট করেন।

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর-কর্ত্তৃক রচিত "শ্রীভক্তি-রত্নাকর" গ্রন্থের বর্ণনা-অনুসারে চৈতন্যানুগত সকল বৈষ্ণবই শ্রীব্রজমণ্ডল ও শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমাদির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। শ্রীল ঈশান ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপাদকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ পরিক্রমা করিয়াছেন। সেইস্থানে পরিক্রমার ক্রমিক বিবরণ কিরূপ দিয়াছেন দেখুন :—প্রথমে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন হইতে নির্গত হইয়া অন্তর্দ্বীপের শোভা দর্শন করাইতেছেন এবং ঐ সঙ্গে অদূরবর্ত্তী সুবর্ণ-বিহারও দর্শন করাইতেছেন।—

সুবর্ণ-বিহার ঐ দেখ শ্রীনিবাস।
কহিব পশ্চাৎ এই গ্রামে যে-বিলাস॥ (ভক্তি-রত্নাকর)

প্রভুর জন্মস্থানের পূর্ব্বদিক্ হইতে (মুসলমান পল্লী ও বল্লাল-দীঘির দক্ষিণ পাড়) সুবর্ণ-বিহার দেখা যায়। প্রাচীন মায়াপুর নামে নবসৃষ্ট স্থান হইতে ঐ সুবর্ণ-বিহার দর্শন সম্পূর্ণই অসম্ভব।

শ্রীল গোবিন্দদাসের কড়্চা (প্রাচীন) যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাহাতে গোবিন্দদাস নিজকে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর তাঁহার তীর্থ-ভ্রমণের সঙ্গী-হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সেই কড়্চায় মহাপ্রভুর জন্মস্থান-প্রসঙ্গে তিনি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—"বল্লাল-দীঘির নিয়ড়ে প্রভুর অপূর্ব্ব পঞ্চখানি গৃহ।" তিনি মহাপ্রভুর গৃহে বহুবার আসিয়াছেন এবং পরমপূজ্যা শচীমাতার প্রদত্ত প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শরদিন্দু নারায়ণ রায়, এম. এ. মহর্ষি, প্রাজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শন-পণ্ডিত। তিনি তাঁহার সম্পাদিত "চিত্রে নবদ্বীপ" নামক গ্রন্থে এইসকল প্রমাণ প্রচুর দিয়াছেন। 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া যে-স্থান প্রসিদ্ধ, ঐ স্থানে কাজী খোল ভাঙ্গিয়াছিল মহাপ্রভুর অবর্ত্তমানে। ঐ স্থানই শ্রীবাস-অঙ্গন, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন-বিলাসের স্থান। উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাস অঙ্গন হইতে বল্লাল-দীঘির কৃষ্ণবর্ণ জল দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে তাহাতে লম্ফ প্রদান করিয়াছিলেন। পরমারাধ্য শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং সমস্ত নবদ্বীপমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া প্রত্যেক বৃদ্ধলোকের সহিত আলাপ করিয়া, গ্রামে গ্রামে গিয়া পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বয়ং নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ বিচারক ছিলেন। তাঁহাকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ-শীর্ষগণ যথেষ্ট সমাদর ও বহুমানন করিতেন। তিনি ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ-ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠাশায় প্রমত্ত হইয়া এই ধাম-প্রকাশের জন্য মিথ্যাশ্রয় করেন নাই।

শ্রীরামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের সীতান্বেষণের ন্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় প্রতি বন, প্রতি তরুমূল, প্রতিটি প্রাচীন ব্যক্তি সকল স্থানেই ব্যাকুলিত হইয়া গৌরধামের সর্ব্বত্র সত্যানুসন্ধানের জন্য সমগ্র জীবনী-শক্তি নিঃস্বার্থে নিয়োগ করিয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় প্রভুর লীলাভূমির উদ্ধারের জন্য শ্রীরূপ-সনাতনের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ প্রচেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন। এমন কোন গ্রাম নাই, মাঠ নাই, বিল নাই বা নদীর কিনারা নাই—এমন কোন স্থান নাই, যেখানে তিনি আহারনিদ্রা ত্যাগপূর্ব্বক প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ধামের তথ্য অনুসন্ধান করেন নাই। সর্ব্বত্রই তিনি গভর্ণমেণ্টের রেকর্ড, ম্যাপ, দলিল ইত্যাদি মিলাইয়া সাধারণ প্রমাণগুলি সংগ্রহ করেন। তৎসহ প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত তথ্যাবলী মিলাইয়া এবং স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া তাহাদের এজাহার লইতে গিয়া ঠাকুর মহাশয় যে কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা মর্ত্ত্যের বদ্ধজীব করিতে পারে না। মহাজনদের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক শাস্ত্রের প্রমাণগুলি, প্রাচীন বাক্য ও তথ্যগুলি যুক্তি-তর্ক দিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করা—দুঃসাধ্য কার্য্য, ভগবৎ-পরিকর বিনা অন্যের সাধ্য নহে। তিনি নিজে সরকারের প্রতিভূ ও বিচারক ছিলেন। তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠ ও সুবিচার তাঁহাকে তৎকালীন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমস্ত শীর্ষস্থানীয় বিচারকের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। সর্ব্বস্তরের ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের

নিকটেই তিনি ছিলেন পরম শ্রদ্ধাস্পদ। পরিশেষে ভগবৎ-কৃপানুভব ও সিদ্ধ-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলা দিব্যচক্ষে রাখিয়া তিনি যে-সমস্ত পারমার্থিক গ্রন্থাবলী এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, ব্রহ্ম-সংহিতা আদি সাত্বত-শাস্ত্রসমূহের যে-প্রকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না। তিনি সংস্কৃত, ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী, ব্রজবুলি, পারসী এবং উর্দু ভাষাসমূহ ভালভাবেই জানিতেন এবং ঐ সকল ভাষায় বহুকাব্য, উপন্যাসাদি গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রকটকালে যে-সকল প্রাচীন ও প্রবীণ গুণীজনের সহিত বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এবং তথ্য সংগ্রহ করিয়া তত্ত্ব ও তথ্য-সম্বলিত প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সমগ্র গৌড়বাসী, তথা সমগ্র ভারতবাসী আজ চির-উপকৃত ও তাঁহার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্ব-লিখিত জীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তারকা-চিহ্নযুক্ত করিয়া নিচে দেওয়া হইল :—

পরলোকগত মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ, অমৃতলাল ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এবং তৎকালীন উচ্চপদস্থ ইংরাজগণ সকলেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয়

---

* * "আমার মনে হইতে লাগিল, আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দ-স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের দাস্যরস কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। যদি পারি এই কয়েক বৎসর কর্ম্মের পর পেনসন্ লইয়া মথুরা-বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন-পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব; কিন্তু অভ্যাসবশতঃ আমার শরীর সেরূপ স্থানে একা থাকিতে পারিবে না। সুতরাং আর একটী লোক সঙ্গে রাখিব। আমি কার্য্যোপলক্ষ্যে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ান করিলে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে, তুমি বৃন্দাবনে যাইবে, তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী নবদ্বীপ ধামে যে-কার্য্য আছে তাহার কি করিলে? সেই যাত্রা আমি ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণনগর হইতে (বর্ত্তমান সহর) নবদ্বীপে প্রতি শনিবারে যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন। প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও পুত্র কমল এবং কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। রাত্র দশটা, অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গাপার উত্তর দিকে একটা আলোময় অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল, কেরাণীবাবুকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি কিছুই দেখেন নাই বলিলেন। তাহাতে আমি খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হই। প্রাতে সেই বাড়ীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিলাম, দেখিলাম যে তথায় একটী তালগাছ আছে। অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা

তাঁহাকে শ্রীমায়াপুর প্রকট-কার্য্যের জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে তিনি 'সপ্তম গোস্বামী' আখ্যায় ভূষিত করেন। পূর্ব্বে ছয় গোস্বামী যাহা প্রকট করিয়াছেন বা যাহা প্রকট করেন নাই, তৎসমস্তই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করায় তাঁহাকে 'সপ্তম গোস্বামী' আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার লিখিত 'অমিয়-নিমাই-চরিত' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে,—"বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপের নিম্নে গঙ্গার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বল্লাল সেনের স্মৃতি-দীঘি আছে, তৎসান্নিধ্যে গৌর-জন্মস্থান।"

প্রাচীন মুসলমানগণও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বলিতেন,—"হুজুর! এই যে নিম্ববৃক্ষ দেখিতেছেন, এই স্থানেই নিমাইয়ের জন্ম হয়।" মূলবৃক্ষ হইতে নির্ম্মিত নিমাইয়ের মূর্ত্তি এখন শ্রীবিগ্রহরূপে বিরাজমান। কালনায় শ্রীগৌর-নিতাইয়ের মূর্ত্তি আজও সকলের দর্শনীয় ও পূজনীয়। আবার কেহ

করায় তাহারা বলিল—ঐ স্থান বল্লালদীঘি। তথায় লক্ষণ সেনের দুর্গ চিহ্ন আছে। সে সোম-বারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। ঐদিন রাত্রে পুনরায় পূর্ব্ববৎ অদ্ভুত দর্শন করিলাম। পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রত্য পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি "মহাপ্রভুর জন্মস্থান" বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর পরিক্রমা-পদ্ধতি, ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্যভাগবতে যে-সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্তই দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপাইতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুল-গৃহে একটী বিরাট্ সভা হইল। ১৮৯৪ সালে জানুয়ারী মাসে, ২রা মাঘ, রবিবার ঐ সভাটি হয়। তথায় বঙ্গের সমস্ত কৃতবিদ্য ও ধনাঢ্য সকল সভ্যগণ উপস্থিত হন। আমি ও দ্বারিক বাবু এ সম্বন্ধে সকল কথা বক্তৃতামুখে বুঝাইয়া দিলে সকলেই একমত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। "শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-প্রচারিণী" নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে শ্রীযুক্ত নফর পাল চৌধুরী (জমিদার) সম্পাদক হইলেন। ত্রিপুরাধীশ মহারাজগণ বংশ-পরম্পরায় ঐ সভার সভাপতিত্ব করিয়া থাকেন। সর্ব্বসাধারণের চাঁদা-ভিক্ষায় শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেন। ৮ই চৈত্র মহামহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অভূতপূর্ব্ব যাত্রী সমাগম। আমরা সকলেই অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। অসংখ্য যাত্রী সমাবেশে স্থান সঙ্কুলনের বিভ্রাট দেখা গেল। কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায় সমস্তই সুন্দরভাবে সমাধা হইল। মনোহর সঙ্গীত-কীর্ত্তন ও যাত্রাদি হইল। সুপ্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশ হইলে আধুনিক 'কুলিয়া নবদ্বীপে' বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল; গালি-গালাজ যে কত প্রকারের বিরুদ্ধতায় পরিণত হইল, তাহা তৎকালে সুধীসমাজ জানেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে দেহ-হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহারা শয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভীদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।"

কেহ বলিয়া থাকেন যে, বর্ত্তমান সহর-নবদ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া-সেবিত শ্রীগৌর-সুন্দরের বিগ্রহটিও এই নিম্ববৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে প্রকটিত হইয়াছিল। সেই নিম্ববৃক্ষের মূল হইতে বর্ত্তমান বৃক্ষটি পুনরুদ্গম হইয়া আজও শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানটিতে একসময় বিল্ব, বকুল, দেবদারু এবং তুলসীর বন ছিল। সেখানে কেহ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে রক্তবমন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিত। রাত্রিতে স্বপ্নযোগে সতর্কতা পাইয়াছে—এই রকম কথাও প্রচলিত আছে। শ্রীবাস প্রভুর বাসভূমি, যেটি 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামে খ্যাত, সেখানে প্রাচীন লোকেরা মধ্যরাত্রে খোল-করতাল-মন্দিরাদিযোগে অপূর্ব্ব মহাসংকীর্ত্তন শুনিতে পাইতেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন,—

"অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গোরা রায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥"

পরম-বৈষ্ণব লালাবাবুর পূর্ব্বপুরুষগণ এই জন্মস্থানটিকে পাঁচঘুরী ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি বলিয়া ইহার পবিত্রতা রক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন। 'হুদ্দাবন্দী' কাগজে এইসমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাগজেই এবং প্রাচীন অন্যান্য সমস্ত রেকর্ডে 'মায়াপুর' নাম পাওয়া গিয়াছিল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীদের দ্বারা তন্ন তন্ন করিয়া সরকারের ঐ সমস্তই রেকর্ডসমূহ খুঁজিয়া বহু প্রমাণ পাইয়াছেন। কোন প্রমাণেই 'গিঞ্জাপুর' নাম নাই। (ক্রমশঃ)

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

বিষয়-বাসনা

আমাদের দৃষ্টির মধ্যে অনেক জীব পরিলক্ষিত হয়। 'জীবতি-ইতি জীবঃ'। প্রাণ আছে যাহার, সেই-ই জীব অর্থাৎ চেতন। এই চেতনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায় :—(১) আচ্ছাদিত চেতন, (২) সঙ্কুচিত চেতন, (৩) মুকুলিত চেতন, (৪) বিকচিত চেতন ও (৫) পূর্ণবিকচিত চেতন। আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ-প্রস্তরাদি। সেখানে অনুভূতি আছে কিন্তু ক্রিয়া নাই। সঙ্কুচিত চেতন পশুপক্ষী,—স্থাবর যেমন একস্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে পারে না—ইহারা সেইরূপ না হইলেও চেতন-শক্তির প্রকাশ কম। ভালমন্দ ধারণা করিবার ক্ষমতা নাই। প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতার মধ্যে

চলিতে থাকে, জ্ঞান-বিবেকের অভাব। ইহার পর মুকুলিত-চেতন হইতে পূর্ণবিকচিত-চেতন পর্য্যন্ত মানুষ।

ইহাকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—(১) নীতিহীন নিরীশ্বর—নীতিও মানে না, ঈশ্বরকেও মানে না। (২) নৈতিক নিরীশ্বর—ঈশ্বরকে মানে, তবে নীতির অধীন বলিয়া মানে। (৩) সেশ্বর নৈতিক—সেশ্বর নৈতিককে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়,—'কল্পিত সেশ্বর' ও 'বাস্তব সেশ্বর', কল্পিত সেশ্বরগণ ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া থাকেন। যথা—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণঃ রূপ-কল্পনা"—তাহার রূপ-গুণ নাই, কেবল কল্পনার দ্বারা তাহার চিন্তা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তব সেশ্বরগণ তাহা নন। তাঁহারা ভগবানের রূপ-গুণ নিত্য স্বীকার করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন।

চেতনবস্তুতে বাসনা থাকিবেই। তবে তাহা সৎ ও অসৎভেদে দুইপ্রকার। এই বাসনা হইতে মুক্ত হওয়া খুবই কঠিন। ইহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে—

"কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হইয়া ভোগবাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে॥"

শ্রীহরি-বিমুখতাই ইহার মূলীভূত কারণ। হরি-বিমুখতার ফলে বিষয়-বাসনা। বিষয়-বাসনার জন্য আমরা হরি হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছি। 'বিষয়' বলিতে টাকা-কড়ি, ঘর-বাড়ী নয়; রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পাঁচটিকে বুঝায়। এই পাঁচটি বিষয়ের সহিত আমাদের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক বিশেষ ঘনিষ্ঠ। রূপে চক্ষু, রসে রসনা, গন্ধে নাসিকা, শব্দে কর্ণ, স্পর্শে ত্বক্ জড়িত। এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ একত্রিত হইয়া পুরুষের নিকট নারী ও নারীর নিকট পুরুষ। এই পরস্পরের মধ্যে যে চাহিদা, তাহা অপূরণীয়।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।"

কামের দ্বারা কামানল নির্ব্বাপিত হয় না। উহা বাড়িয়াই চলে।

"বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কার্য্য করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ।"

এই স্বভাবসিদ্ধ অবস্থায় জীবের যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাই তাহার পক্ষে মৃগ্য ও অভিলষিত বলিয়া মনে করে। তজ্জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়। এই ধাবমান জীবকুল বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহারা কোন্ বস্তুর প্রতি ধাবিত হইতেছে। অভিলষিত বস্তু তাহাদের নিকট হইতে

পাওয়া যাইবে কি? না, কেবল বঞ্চনা লাভ হইবে? ইহজগতে প্রতিটি ব্যক্তি নিজ স্বার্থ পূরণের জন্য সচেষ্ট থাকিলেও যেখান হইতে পূরণ হইবে এবং যিনি পূরণ করিতে চান উভয়ই যদি অপূর্ণ হন তাহা হইলে কি-প্রকারে পূর্ণতা আসিতে পারে?—ইহা সুধী সমাজ ভাবিয়া দেখিবেন। চাহিদার বিনিময়ে দুঃখই সম্বল হইয়া থাকে।

"কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ॥"

ঈশবিমুখ জীবের মায়ার বন্ধন এতই দৃঢ় যে, তাহাকে খুলিবার সাধ্য বদ্ধজীবের নাই। তবে "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে এই ভোগান্ধ জগৎ হইতে নিজকে তফাতে আনা সম্ভব হইবে। মায়ার আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার গুণের দ্বারা এমনভাবে অভিভাব্য হইয়াছি যে, বিষয়-সুখই আমাদের মৃগ্য হইয়া সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই লাভ হইয়া থাকে। তবে জীব বসিয়া থাকিতে পারে না। "কুর্ব্বন্ দুঃখ-প্রতিকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী।" দুঃখের প্রতিকারকেই জীব সুখবৎ মনে করে। বাস্তবিক সুখ জড়জগতে পাওয়া যায় না, তাহা ভোগের মধ্যে নাই। "কামঞ্চ দাস্যে ন তু কাম-কাম্যয়া।" কামনা তাহার দাসত্বেই থাকিবে, কামনা পূরণের জন্য দাসত্ব নয়। "আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার, কি কাজ অপর ধনে।"—এই বোধ না আসা পর্য্যন্ত বিষয়-বাসনা আমাদের মাতাল করিয়া রাখে। এই মত্ততাকে আপনোদন করা বড়ই কঠিন। "বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার। সেইমত প্রীতি হউ চরণে তোমার।" বিষয়কে যে-প্রকার ভালবাসিয়াছি সেই প্রকার ঈশ্বরানুরাগ সৌভাগ্যক্রমে যদি হয়, তাহা হইলে বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইয়া ভবপারে যাওয়া যাইতে পারে। এই জটিলতা অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই জটিলতার মীমাংসা মানব-মেধায় সম্ভব নয়। ইহা উপলব্ধ-আত্মা সাধুগণের সঙ্গের দ্বারা একমাত্র সম্ভব হইতে পারে। এইজন্য বলিয়াছেন,—

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

কিন্তু এই সাধুসঙ্গ করা দূরে থাকুক, এই পরমহিতৈষী সাধুদের নিকট হইতে বহুদূরে সরিয়া থাকিতে আমরা ভালবাসি। কারণ তাঁহাদের সঙ্গ করিলে ভোগবাসনা শ্লথ হইয়া পড়িবে—অতএব বিষয়-ভোগ করা যাইবে না। তজ্জন্য তফাতে থাকিবারই চেষ্টা করি।

কি গৃহস্থ, কি ত্যাগী সকলেই বিষয়-বাসনার দাস। উদ্দেশ্য যদি ঠিক না থাকে সংসারে থাকিয়াও লাভ নাই, ত্যাগী হইয়াও লাভ নাই। এই উদ্দেশ্যকে একমুখী অর্থাৎ ভগবৎপর করিতে হইবে। ভগবৎপর করাই সাধকের সাধন। "যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা। তাবৎ সুখায় ভবতু নন্থ ভক্ষণে॥" ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকিলে খাদ্যবস্তু এবং পাণীয় বস্তুর আদর হইয়া থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা না থাকিলে আদরের অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেইপ্রকার ভগবৎপ্রাপ্তি-ক্ষুধা না আসিলে ঈশ্বরকে লাভ করিবার প্রবৃত্তি হইবে কি-প্রকারে? যাহা হউক, সাধুসমাজ আমাদের যাহা দান করিয়া গিয়াছেন ও দিতেছেন তাহা গ্রহণের জন্য হার্দ্দিক চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন।

"সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

বহু সাধনার মধ্যে আমাদের শ্রীগৌরহরি নামই সাধ্য, নামই সাধন—ইহা নিজ-জীবনে আচরণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীহরিনামের দ্বারা সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে, জানাইয়াছেন।

যাহারা বিষয়-প্রবণ চিত্তবৃত্তি লইয়া শ্রীহরি-অনুরাগ হইতে নিজকে তফাতে রাখিয়া কেবল ভোগপর চিত্তবৃত্তির মধ্যে জীবন কাটাইতে চাহেন, তাহাদের এই বিষয়-বাসনা কোনদিনই যাইবে না।

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম'।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥"

কাম-তৃপ্তিই বিষয় বাসনা। ইহা হইতে নিজকে মুক্ত করিবার চেষ্টাই বিষয়-বাসনা-ত্যাগ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

সর্ব্ববেদান্তসার
শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান

দেবর্ষি শ্রীনারদ (২)

দেবর্ষি-শ্রীনারদ ধর্ম্ম-প্রকাশক অবতার

তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥ (ভাঃ ১।৩।৮)

সেই ভগবানের তৃতীয়াবতার মুনিগণের মধ্যে আবির্ভূত দেবর্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীনারদরূপে বৈষ্ণব-পঞ্চরাত্রাগম ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই পঞ্চরাত্রে বর্ণাশ্রমানুষ্ঠানদ্বারা কর্ম্মবন্ধন-মুক্তি হয় বলিয়া উপদেশ রহিয়াছে।

প্রাচীন কারিকাতে অবতারগণের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

১। নৃসিংহ, জামদগ্ন্য, কল্কি ও পুরুষ—ইঁহারা ঐশ্বর্য্যের প্রকাশক অবতার।

২। নারদ, ব্যাস, বরাহ ও বুদ্ধ—ইঁহারা ধর্ম্মসমূহের প্রকাশক অবতার।

৩। রাম, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ, পৃথু, বলরাম, মোহিনী এবং বামন—ইঁহারা শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-প্রধান অবতার।

৪। দত্তাত্রেয়, মৎস্য, চতুঃসন ও কপিল—ইঁহারা জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার।

৫। নারায়ণ, নর, কূর্ম্ম ও ঋষভ—ইঁহারা বৈরাগ্য-প্রদর্শক অবতার।

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যের মহানিধি এবং তাঁহাতেই নিখিল অবতারাবলী ও শক্তিনিচয় অন্তর্ভূত আছেন। যে মানব শুচি হইয়া ভগবান্ শ্রীহরির অতিরহস্যপূর্ণ প্রকট অর্থাৎ অবতার-কথা প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভক্তিপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন, তিনি ক্লেশজনক সংসার-সিন্ধু হইতে বিমুক্ত হন।

বিষণ্ণচিত্ত শ্রীবেদব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উপদেশাদি

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস একদিন অপ্রসন্নচিত্তে সরস্বতী-তীরে বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—'আমি ধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান ও আচরণ করিয়াছি। মহাভারত রচনা করিয়া অধিকার বিভাগক্রমে স্ত্রী-শূদ্রাদিরও ধর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছি; আমি নিজে প্রাজ্ঞ, তবে কেন মনে শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না? আমি কি পরমহংসগণ ও ভগবান্ অধোক্ষজের প্রীতিকর ভাগবত-ধর্ম্মের কথা সবিশেষ কীর্ত্তন করি নাই বলিয়াই কি চিত্তে এই অশান্তি উপস্থিত হইল?' এইরূপে দুঃখিত মনে বসিয়া আছেন, এমন

সময়ে তাঁহার গুরুদেব দেবর্ষি শ্রীনারদ সেই সারস্বত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। জগদ্‌গুরু শ্রীগুরুদেবকে দর্শন করিবামাত্র শ্রীব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্থান-পূর্ব্বক তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন।

শ্রীনারদ গোস্বামী শ্রীব্যাসদেবের চিত্ত প্রসন্ন করিবার জন্য কর্ম্ম-জ্ঞান-প্রতিপাদক সকল ধর্ম্মাপেক্ষা হরিকীর্ত্তনমূলক ভক্তিধর্ম্মেরই গৌরব উপদেশ করেন। শ্রীনারদ সমীপবর্ত্তী শ্রীবেদব্যাসকে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর, মহা-ভারত রচনা ও ব্রহ্মসূত্রাদি প্রচার সত্ত্বেও অকৃতার্থের ন্যায় শোক করিতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীব্যাস আত্মপ্রসাদের কারণ নির্ণয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিয়া অন্তর্যামী পরব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেব শ্রীনারদের নিকটেই পুনরায় উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীনারদ বলিলেন,—"হে মহর্ষে! আপনি শ্রীহরির নির্ম্মল লীলা সুষ্ঠুভাবে কীর্ত্তন করেন নাই বলিয়া অসন্তোষ-হেতু আপনার সমস্ত ধর্ম্ম-জ্ঞানাদি নিরর্থক হইয়াছে। বিশেষতঃ চতুর্ব্বর্গের বিষয় যত অধিক কীর্ত্তন করিয়াছেন, ভগবান্ বাসুদেবের মহিমা তদ্রূপ কীর্ত্তন করেন নাই। অতএব আপনি ভক্তিসমাহিতচিত্তে শ্রীহরির চরিত কীর্ত্তন করুন। শ্রীহরির লীলা ব্যতীত ভেদদর্শনহেতুই বুদ্ধি চঞ্চলা ও অস্থিরা হয়।"

"সকাম ধর্ম্মে স্বাভাবিক অনুরক্ত জনগণকে হরিকথা কীর্ত্তন ত্যাগ করিয়া মহাভারতে যে চতুর্ব্বর্গ-ধর্ম্মানুষ্ঠানের কথা উপদেশ করিয়াছেন, তাহা কেবল তুচ্ছ নহে, পক্ষান্তরে বিরুদ্ধ এবং আপনার পক্ষে মহা-অন্যায় হইয়াছে; আপনার বাক্যে চতুর্ব্বর্গাদি সকাম ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বিশ্বাস করিয়া ধর্ম্মের বিষয়ে অন্য কোন তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের নিষেধ আর তাহারা গ্রাহ্য করিবে না। নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই নিত্য বাসুদেবস্বরূপ জানিয়া ভজন করিতে পারেন; নির্ব্বোধ প্রবৃত্তিমার্গীয় ব্যক্তি তাহাতে অসমর্থ, অতএব ত্রিগুণচালিত দেহাত্ম-বুদ্ধিসম্পন্ন জনগণকেও ভগবানের লীলা কথা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সুযোগ দান করুন। ধর্ম্মার্থ-কামাদি ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত্যঙ্গ সাধন করিতে করিতে অসিদ্ধাবস্থায়ও যদি মৃত্যু বা পতন হয়, তথাপি ঐ অনিত্য ধর্ম্মত্যাগ নিমিত্ত তাঁহার কোনপ্রকার অনর্থের বা অসুবিধার আশঙ্কা নাই। দুঃখ যেমন প্রার্থনা না করিলেও বিনাচেষ্টায় আসে, তদ্রূপ উচ্চাবচ সকল লোকেই বিষয়সুখাদি লাভ হইলেও উহা আগমাপায়ী; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অতিদুর্ল্লভ নিত্য পরমার্থের জন্যই চেষ্টা করিবেন। ভক্তিশূন্য কর্ম্মী বা জ্ঞানীই সংসার লাভ করে; কিন্তু ভক্ত যে-কোন অবস্থায় থাকুন না কেন, তিনি ভগবানের পাদপদ্মমধু একবার পান করিয়া আর তাহা পরিত্যাগ-

পূর্ব্বক বিষয়-বিষ রসপানে সংসার আবাহন করেন না। এই বিশ্ব ও জীব যে ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভেদাভেদপ্রকাশ, তাহা আপনি শ্রুতি-প্রমাণবলে অবগত আছেন। আপনি স্বয়ং ঈশ্বরের শক্ত্যাবেশাবতার, অতএব আপনি শ্রীহরির অদ্ভুত-লীলাচরিত বর্ণন করুন। ভগবৎকথা কীর্ত্তনই যাবতীয় তপস্যা, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ, মন্ত্রপাঠ ও দানাদির সাক্ষাৎ ফল জানিবেন।"

আত্মজীবনীদ্বারা শ্রীনারদের সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হরিকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য বর্ণন

শ্রীদেবর্ষি নিজজীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনাদ্বারা সাধুসঙ্গ-প্রভাবে হরিকথা শ্রবণ-মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন, তিনি পূর্ব্বকল্পে পূর্ব্বজন্মে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের কোনও এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ষাকালে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতোপলক্ষে একত্র বাস করিতে ইচ্ছুক ঋষিগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বালক হইলেও শ্রীনারদ তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্ববিধ বালসুলভ চাপল্য ও বালক্রীড়া পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দমন করিয়া সংযতবাক্ হইয়া প্রাগল্‌ভতা ত্যাগ করিয়া আজ্ঞানুবর্ত্তী অনুচররূপে তাঁহাদিগের শুশ্রূষা করিতে থাকিলে, তাঁহার ন্যায় বালকের প্রতি সেই সর্ব্বত্র সমদর্শী ঋষিগণ কৃপা করিয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের অনুজ্ঞাক্রমে তাঁহাদিগের ভিক্ষাপাত্র-সংলগ্ন উচ্ছিষ্ট অন্ন একবারমাত্র ভোজন করিয়াছিলেন, তৎফলে তাঁহার পাপ বিদূরিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইলে পরমেশ্বর-ভজনে তাঁহার রুচি উৎপন্ন হয়।

ঋষিগণ প্রত্যহ চিত্তোন্মাদি হরিলীলা-গুণ গান করিতেন। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে শ্রীনারদ তাহা শ্রবণ করিতেন। এইরূপে প্রত্যেক পদ, শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে করিতে উত্তমশ্লোক শ্রীহরিতে তাঁহার প্রীতির উদয় হয়। তৎপরে উত্তমশ্লোক ভগবানে রুচির উদয় হইলে অচলা বুদ্ধি হইল। সেই বুদ্ধিপ্রভাবে তিনি প্রপঞ্চাতীত শুদ্ধস্বরূপ তাঁহাতে এই স্থূল-সূক্ষ্মশরীর স্বীয় অবিদ্যাক্রমে বিরচিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইলেন। এইরূপে শরৎ ও বর্ষা—এই দুই ঋতু অর্থাৎ চারিমাসকাল মহাত্মা ঋষিগণের মুখে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় কীর্ত্তিত শ্রীহরির নির্ম্মল লীলাযশঃ বিশেষভাবে শ্রবণ করিয়া শ্রীনারদের মনে রজস্তমোগুণ-বিনাশিনী ভক্তি প্রকাশিত হয়। এইপ্রকারে অনুরক্তির সহিত বিনীতভাবে নিষ্পাপ-মনে শ্রদ্ধান্বিত ও সংযত-হৃদয়ে তাঁহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সেবা করিতে থাকিলে, বালক হইলেও তাঁহাকে সেই দীনবৎসল মুনিগণ যখন স্থানান্তরে গমনোদ্যত হইয়াছিলেন, তখন সাধন-স্বরূপ

গুহ্য ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান, গুহ্যতর নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ আত্মজ্ঞান এবং তদপেক্ষাও পরমরহস্যময় সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম ভগবজ্‌জ্ঞান সাক্ষাৎ ভগবৎকর্ত্তৃক ব্রহ্মা, উদ্ধব ও অর্জ্জুনের নিকট প্রকটিত একমাত্র ভক্তি তাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ভাগবত-ধর্ম্ম কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন। পরমগুহ্য ভগবজ্‌জ্ঞান-প্রভাবেই শ্রীনারদ বিশ্ববিধাতা ভগবান্ বাসুদেবের চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি-বৈভব জানিতে পারিয়াছিলেন। তৎপ্রভাবেই জীবগণ বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

শ্রীনারদঋষি নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বর্ণনদ্বারা ভগবদ্-যশঃশ্রবণেই পরম শ্রেয়োলাভ হয়, তাহাই জানাইলেন,—সর্ব্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানে যে কর্ম্ম সমর্পিত হয়, তাদৃশ কর্ম্মই ত্রিতাপ-নিবর্ত্তক। রোগোৎপাদক দ্রব্য সেবনে রোগের উপশম হয় না, পরন্তু উহা অন্য ঔষধের সহিত রসায়নযোগে মিশ্রিত হইলে তৎসেবনে রোগ নিবৃত্ত হয়। মানবগণের কাম্যকর্ম্মসমূহ সংসার-বন্ধনের কারণ, কিন্তু তাহা ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে প্রাকৃত অহংবুদ্ধি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ভগবৎপ্রীতি-কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্ম শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-ভক্তি যুক্ত হইলে বিশেষ ফললাভ হয়। মানবগণের ঈশ্বর-সমর্পিত কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহার শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনীয় ও চিন্তনীয়। প্রণবস্বরূপ চতুর্ব্যূহাত্মক শ্রীকৃষ্ণের নমস্কার ও ধ্যান কর্ত্তব্য। চতুর্ব্যূহাত্মক মন্ত্রদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের উপাসক সর্ব্বভূতে ভগবদ্‌দর্শন-হেতু সমদৃক্।

পূর্ব্বজীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনমুখে শ্রীব্যাসকে শ্রীনারদের উপদেশ

শ্রীবেদব্যাস-কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুনরায় শ্রীনারদমুনি তাঁহার পূর্ব্ব-জীবনী-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন,—ঋষিগণের উপদিষ্ট শ্রীনাম-মন্ত্র ও অন্তরঙ্গা বাণী-উপদেশ গ্রহণ ও পালন করায় ভগবান্ শ্রীহরি শ্রীনারদকে স্বীয় অনুভব ও অনিমাদি ঐশ্বর্য্য এবং পরে তৎসমুদয়ে অনাসক্তিহেতু প্রেম প্রদান করিয়াছিলেন। সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর অমল যশঃ কীর্ত্তন করিলে বিদ্বদ্‌গণের জিজ্ঞাসা সমাপ্ত হয়; কারণ মুনিগণ বলেন, ত্রিতাপদগ্ধ মানবগণের হরিকীর্ত্তন ব্যতীত সংসারক্লেশ-শান্তির অন্য উপায় নাই।

দেবর্ষি শ্রীনারদের এতাদৃশ জন্ম ও কর্ম্মবৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সত্যবতী-তনয় ভগবান্ বেদব্যাস শ্রীনারদকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হে দেবর্ষে! আপনার সেই গুহ্য ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশদাতা পরিব্রাজকগণ দূরদেশে গমন করিলে পর প্রথমবয়সে তদানীন্তন বাল্যাবস্থায় আপনি কি করিয়াছিলেন? হে ব্রহ্মনন্দন! আপনি আয়ুষ্কালের অবশিষ্টভাগ কোন্‌কার্য্যে ব্যয় করিয়া-

ছিলেন? কালবশে বার্দ্ধক্য আসিলে কিরূপেই বা সেই দাসীগর্ভজাত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! কেনই বা এই কল্পান্তস্থায়ী কাল আপনার পূর্ব্বজন্মান্তরীণ স্মৃতিশক্তি খণ্ডন করিতে পারে নাই? কারণ কাল-প্রভাবে সকল বস্তুরই বিলোপসাধন ঘটে।"

শ্রীনারদ কহিলেন,—আমার ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়ে উপদেশদাতা সন্ন্যাসিবৃন্দ দেশান্তরে গমন করিলে বাল্যাবস্থায় আমি ঐরূপ কর্ম্ম করিয়াছিলাম। আমার মাতা একে অবলা স্ত্রীজাতি, স্বভাবতঃ বুদ্ধিহীনা ও পরাধীনা দাসী; তাহাতে আবার আমিই তাঁহার একমাত্র পুত্র; সুতরাং তিনি আমার অন্যগতি নাই দেখিয়া আমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। আমার জননী পরাধীনা ছিলেন, সুতরাং আমার রক্ষণ-প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করিলেও সমর্থা ছিলেন না। কারণ কাষ্ঠনির্ম্মিতা স্ত্রীমূর্ত্তি পুত্তলী যেমন পরবশ হওয়ায় যেমন কুহকের অধীন, তদ্রূপ প্রাণিমাত্রেই ঈশ্বরেচ্ছার বশীভূত। আমি দিগ্‌দেশকালে অনভিজ্ঞ পঞ্চমবর্ষীয় বালক ছিলাম। মাতার স্নেহপাশে আবদ্ধ হইয়া, কবে তাঁহার স্নেহপাশ হইতে মুক্ত হইব—এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া আমি সেই ব্রাহ্মণকুলে বাস করিতে লাগিলাম। একদিন রাত্রিকালে গো-দোহন করিবার জন্য বহির্গতা হইলে আমার দুঃখিনী মাতাকে এক কাল-প্রেরিত সর্প পদাহত হইয়া পথিমধ্যে দংশন করিল। তৎকালে তাঁহার মৃত্যুকে ভক্তজন-মঙ্গলেচ্ছু ভগবানেরই কৃপা মনে করিয়া আমি উত্তরদিকে প্রস্থান করিলাম।

শ্রীনারদ বলিতে লাগিলেন,—আমি একাকীই উত্তরদিকে দ্রুত গমন করিতে করিতে বহু সমৃদ্ধদেশ, রাজধানী, বসতিস্থল, গোপপল্লী, রত্নাদির উৎপত্তিস্থান, কৃষ্ণকপল্লী, গিরি-তটবর্ত্তী গ্রাম, পুষ্পকুঞ্জ, বন ও উপবন, সুবর্ণ-রজতাদি বিবিধ-ধাতুরঞ্জিত পর্ব্বত, হস্তিশুণ্ড-ভগ্নশাখ বৃক্ষ, পুণ্যতোয় হ্রদ, বিবিধ রবকারী পক্ষিগণের কূজনধ্বনিতে আকৃষ্ট ইতস্ততঃ বিচরণশীল ভ্রমরদল-পরিশোভিত দেববৃন্দের আবাসস্থল, পদ্মশোভিত সরোবর, নল, বেণু, শর, স্তম্ব, কুশ, কিচক অর্থাৎ বিপুল-ব্যবধানময় গর্ভযুক্ত বংশ প্রভৃতি দ্বারা দুর্গম, দুঃসহ, অতীব ভয়ঙ্কর সর্প, পেচক ও শিবাগণের ক্রীড়াস্থল মহারণ্য দেখিতে পাইলাম।

শ্রীনারদের প্রতি ভগবান্ শ্রীহরির দৈববাণী ও আশীর্ব্বাদ

পথভ্রমণে আমার দেহ ও ইন্দ্রিয় ক্লান্ত হওয়ায় তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্ষুধিত হইয়া নদীর জলে স্নান, জলপান এবং আচমন করিবার পর আমার শ্রান্তি দূর হইল। অতঃপর সেই বীজন কাননে একটী অশ্বত্থবৃক্ষের মূলে উপবেশন করিয়া

আত্মবুদ্ধিদ্বারা হৃদিস্থিত অন্তর্যামী পরমাত্মাকে, আমার উপদেষ্টৃগণের মুখে যেমন শ্রবণ করিয়াছিলাম, তদ্রূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভক্তিশুদ্ধ-হৃদয়ে শ্রীহরির পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে যখন তীব্র ব্যাকুলতাহেতু চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল, তখন আমার শুদ্ধহৃদয়ে শ্রীহরি ক্রমশঃ প্রকট হইলেন। হে মহর্ষি বেদব্যাস! গভীর প্রেমভরে আমার শরীর পুলক-রোমাঞ্চিত এবং নিরতিশয় সুখ অনুভব হওয়াতে পরমানন্দ-স্রোতে মগ্ন হইয়া নিজকে বা শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ করিলাম না। ভগবান্ শ্রীহরির সেই মনোমোহন অশোক-অভয়-রূপমাধুরী হঠাৎ দেখিতে না পাওয়ায়, প্রাপ্তনিধি হারাইলে লোকে যেমন দুঃখিত ও চিন্তিত হয়, তেমনি ব্যাকুল-হৃদয়ে সেই ব্যাকুল ও বিহ্বল অবস্থা হইতে জাগরিত হইলাম। পুনরায় ভগবানের সেই রূপ দর্শনেচ্ছায় হৃদয়ে মন সমাহিত করিয়া দেখিবার জন্য যত্ন করিয়াও আমি আর দেখিতে পাইলাম না, তজ্জন্য অতৃপ্ত হইয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। এইভাবে নির্জ্জন বনে বসিয়া যখন ভগবদ্দর্শনের জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন আমাকে বাক্যের অগোচর ভগবান্ শ্রীহরি গভীর স্নেহমধুর-বাক্যে তাঁহার অদর্শনজনিত বিরহ-শোক যেন দূরীভূত করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—হে বৎস! এই জন্মে সংসারে তুমি আর আমার দর্শন পাইতে সমর্থ হইবে না; কেননা, যাহাদের কামাদি-মল দগ্ধ হয় নাই, সেই অসিদ্ধ অনর্থযুক্ত জনগণ আমাকে সহজে দর্শন করিতে পায় না। হে নিষ্পাপ! তবে যে তোমাকে একবার আমার রূপ দেখাইয়াছি, তাহা আমার প্রতি তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যই; যেহেতু আমাতে অনুরাগবিশিষ্ট হইলেই সাধুসজ্জনগণে ক্রমে ক্রমে হৃদয়স্থ কামনাসমূহ পরিত্যাগ করিতে পারেন। অতি অল্পকালমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও তুমি যে সাধুসেবা করিয়াছ, তদ্দ্বারাই আমার প্রতি তোমার অচলাবুদ্ধির উদয় হইয়াছে; অতএব তুমি দাসীগর্ভজাত তোমার এই পাপ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার নিজজনত্ব অর্থাৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার এই যে মদাশ্রিতা বুদ্ধি, তাহা কখনও বিলুপ্ত হইবে না এবং আমার কৃপাপ্রভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়েও তোমার জন্মান্তরীণ স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে না। এই পর্য্যন্ত বলিয়া সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বনিয়ন্তা বিভুচৈতন্য শ্রীহরি বিরত হইলেন। তাঁহার কৃপায় আমিও মহৎ হইতে মহীয়ান্ সেই ভগবানকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলাম। (ক্রমশঃ)

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (সজ্জনকিঙ্কর)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

সেই নীতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরাও যেন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হন। সেইটীই ছিল তাঁর বক্তব্য বিষয়। প্রত্যেক সাধু-গুরু-বৈষ্ণবেরই তেমনই ইচ্ছা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকে। শাস্ত্র আলোচনা করলে দেখতে পাই আমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম। বড় কষ্টের পর পেয়েছি দুর্ল্লভ জন্ম। পেয়ে গেছি যখন তখন সুলভ, কিন্তু লক্ষ লক্ষ জন্মের পর বলে সুদুর্ল্লভ। আদর্শ গৃহস্থ ঘরে অবিকলাঙ্গ সুস্থ দেহ লাভ করে সংসারে আমাদের কিছু কর্ত্তব্য পালন করবার কথা শাস্ত্রে বলা আছে।

'মানুষ' বলে আমরা নিজেদের সব সময়ে দাবী করছি,—"মহাশয়! আমরা মানুষ, মানুষের মত অধিকার নিয়ে বাঁচতে চাই।" কথাগুলি সমাজে আছে আজ, কিন্তু মনুষ্য-জনোচিত আচরণ ঠিক আমরা সবসময় করে উঠতে পারছি না। কিন্তু পারতে হবে। সেইজন্যই শাস্ত্রের কথা,—"মানুষ-আকার হইলে কি হয়, করহ ভূতের কাম।" মানুষের মত কাজটা করতে হবে। তবেই তোমাকে 'মানুষ' বলা হবে, 'মানব' বলে মেনে নেওয়া হবে। মহর্ষি মনুর বংশধর আমরা, সেইজন্য আমাদের নাম 'মানব'। শাস্ত্রীয় Decipline-গুলি যদি আমরা পালন না করি, শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধগুলি ঠিক ঠিকভাবে পালন না করি, তাহলে আমাদের 'মানব' বলে স্বীকৃতিটা আসবে না। অন্যথায় আমরা মানব না হয়ে 'দানব' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হব।

একটা কথা সবাই বলছেন, আমরা সবাই শুনছি যে, এই মানুষ হল Rational Being—নীতি আদর্শের মূল্যায়ণকারী। সেই নীতি আদর্শের মূল্যায়ণকারী যদি না হই, তাহলে 'দানব' সংজ্ঞাটাই আমাদের থেকে যাচ্ছে। শাস্ত্রের বক্তব্য বিষয়ও তাই। আহার, নিদ্রা, ভয়, ইন্দ্রিয়তর্পণ—ঐগুলি ত' সাধারণ পশুর মধ্যেও আছে। মানুষ যদি তাই করল, তাহলে মানুষের বাহাদুরী কোথায়?

"আহার-নিদ্রা-ভয়-মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরানাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"

ধর্ম্ম কি? সেখানে বিশেষ কোন Cult Creed এর কথা নাই। ধর্ম্ম—নীতি-আদর্শের মূল্যায়ণ। সেই নীতি-আদর্শের কথাই বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ-গীত-ভাগবত-রামায়ণ-মহাভারত প্রকাশ করেছেন। আমাদের মেনে নিতে

হচ্ছে ঐ Spiritual Constitution—পারমার্থিক সংবিধান। সাধারণভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়—'তোমার বাপের নাম কি?' বাবার নাম বলা হল—নিজের পরিচয়। জীবাত্মার পরিচয় যখন জানতে চাওয়া হয়, তার উত্তরও খুঁজে পাওয়া যাবে শাস্ত্রে। ভারত-রাষ্ট্রে বাস করি আমরা, ভারতীয় সংবিধান মানি—আইন কানুনের কিছু সুবিধা হবে বলেই। পারমার্থিক সংবিধান-শাস্ত্র, শ্রীভগবানের শাসন-বাণী। কেন মানব শাস্ত্র? শাস্ত্রই বুঝিয়েছেন ওটা মানা দরকার। তুমি যে আত্মবস্তু, সেটা প্রমাণ করবার জন্যই মানতে হয়। না মানলে তুমি No where হয়ে যাবে, তোমার কোন পরিচয় থাকবে না।

দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম যে পেয়েছি, এর সদ্ব্যবহার করবার প্রয়োজন আছে—ইহা শাস্ত্রের উক্তি। আজকাল সমালোচনা হচ্ছে,—সমাজে জাতির বিচার-টিচার কিছু দরকার নাই। শাস্ত্রে যে জাতির বিচার রয়েছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা বলা হয়েছে, ঐগুলি সব ঋষিগণের কল্পনাপ্রসূত এবং ওর মধ্যে অনুদারতা প্রমাণিত হয়। আজকাল যারা সমাজের অধিপতি তারা এটা বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু ঋষিগণ বোকা ছিলেন না। সব তত্ত্বদর্শনটাই তাঁদের জানা ছিল। একাধারে ধর্ম্মতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সব কিছুরই পূর্ণ অভিজ্ঞান তাঁদের ছিল। সেইটাই তাঁরা জগজ্জীবকে জানিয়েছেন সুন্দর করে। ঋষিগণ জানতেন না এমন কোন কথা নাই। ভগবান্ জৈব জগতের কল্যাণের জন্য স্বয়ং যে উপদেশ করেছেন, সেই উপদেশগুলিই ঋষিগণ ব্যাখ্যা করেছেন। শাস্ত্রের মূল কথাগুলি শ্রীভগবানেরই।

বেদকে বলা হয়—ভগবানের নিঃশ্বসিত বাণী—অপৌরুষেয় বাণী—পরোক্ষ-বাদ। কিন্তু গীতা, ভাগবত হল সাক্ষাদ্‌বাণী—প্রত্যক্ষবাদ। সাক্ষাদ্‌ভাবে তিনি উহা উপদেশ করেছেন। এই প্রত্যক্ষবাণীর ভিতরে অধিক শক্তি নিহিত আছে। শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন—আমরা কোন্‌টা স্বীকার বা অস্বীকার করব। শাস্ত্রের প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি অক্ষর—Absolute Sound--শব্দব্রহ্ম-নামব্রহ্ম। সেই নাম চেতন-জিহ্বায় সুষ্ঠুভাবে উচ্চারিত হলে আমাদের সর্ব্বার্থ সিদ্ধি।

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

আমরা মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি, সাংসারিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম অনেক আছে আমাদের। কিন্তু আত্মকল্যাণ-বিচারে পারমার্থিক যে কর্ত্তব্য আমাদের

রয়েছে, সেটা আমরা অনুধাবন করছি না। সেই কর্ত্তব্য অবশ্যই অনুধাবন দরকার।

ঋষিগণ বলছেন, ভাগবতের ভিতরেই বর্ণনা আছে,—সেই ভগবান্ থেকেই চার বর্ণ এবং চার আশ্রমের উৎপত্তি হয়েছে। এটা ঋষিগণের কোন কষ্টকল্পনা নয়। এর পিছনে ব্যক্তিগতভাবে কারও প্রতি অবহেলা—অবজ্ঞার কথা নাই, সমাজের প্রতিও সমষ্টিগতভাবে নয়। যার যেমন অধিকার, যার যেমন স্বভাব, সেই অনুসারেই এই চারটি জিনিষের বিচার করা হইয়াছে।

মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্ ॥

এই চার বর্ণ এবং চার আশ্রম ভগবান্ থেকে আসছে। জীবের কর্ত্তব্য কি? চার বর্ণীর ও চার আশ্রমীর একটাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য শাস্ত্রে জানিয়েছেন।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥

এই চার বর্ণী এবং চার আশ্রমী এরা যদি হরিভজন না করেন—এরা যদি ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা না করেন,—জীবাত্মার স্বরূপ যদি অবগত না হন; —আমি বা কে, পরমাত্মা ভগবানই বা কে; ভগবানের সঙ্গে কি সম্পর্ক আছে আমার; কেন আমি এ জগতে এসেছি; এখানে এসে আমার কি কর্ত্তব্য আছে, মরে গেলে আমি কোথায় যাব, এসব প্রশ্নগুলি রেখেছেন শাস্ত্রে।

"কে আমি কেনে মোরে জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি মোর কৈছে হিত হয়॥"

এটা তত্ত্বদর্শন, এটাই শাস্ত্রে বুঝাতে চেয়েছেন। এখানে বলছেন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্মে খাওয়া, পরা, থাকা ত' আছেই আমাদের। অন্য পশু, পক্ষী, জন্তু, জানোয়ারের সঙ্গে আমাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম যদি একই রকম হল তাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব কোথায়। সেজন্য বলছেন—"ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষঃ।" ধর্ম্মাচরণ ক্ষেত্রে বুঝাচ্ছেন—আমরা কিভাবে চলব, চলার পথটা আমাদের কিরকম হবে। পাশ্চাত্যদেশ কিছু জড় বৈজ্ঞানিক উন্নতিদ্বারা খাওয়া, পরা, থাকার কিছু ব্যবস্থা করেছে; কিন্তু সে দেশ সুখী নয়। তাদের ভিতরেও একটা hankering আছে—দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা আছে। তারা চীৎকার করছেন,—শান্তি! শান্তি! শান্তি চাই। কিন্তু কিভাবে শান্তি

পাওয়া যাবে ওটা তাদের বিচারে নাই। আর এই শান্তিলাভের জন্য নিশ্চয়ই ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের দিকে তাদের তাকাতে হবে—ঋষিনীতি গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে তাদের রেহাই নাই। ভোগেতে শান্তি নাই। ভোগক্লান্ত—রণক্লান্ত বিশ্ব।

শাস্ত্র বুঝাচ্ছেন যে, আমাদের সকলেরই একটাই বিশেষ কর্ত্তব্য আছে, খাওয়া-থাকা-পরা বাদ দিয়েও। ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা, ভগবানের চিন্তা-ভাবনা, আত্মকল্যাণ-চিন্তা আমাদের অবশ্য করতে হবে। যেখান থেকে আমরা এসেছি সেই বস্তুকে জানা, বুঝা দরকার। সেই প্রেমময় ভগবান্ কে? তিনি কেমন ভালবাসেন আমাদের? আমাদের প্রতি তাঁর কিরূপ স্নেহ-মমতা আছে? যদি ছেলেমেয়ে উল্টোপাল্টা করে, তাদের প্রতি তাঁর স্নেহ-শাসন আছে কিনা? তিনি তাদের কল্যাণ চান কিনা?—এসব কথাগুলো ত' শাস্ত্রে বলা আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পূর্ব্বোক্ত ভাগবতশ্লোকের অনুবাদ করে বলছেন,—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে তারা রৌরবে পড়ি' মজে॥"

চার বর্ণী ও চার আশ্রমীর একই Duty বলছেন, একটু এদিক ওদিক নাই।

"গৃহস্থ বৈরাগী দুঁহে বলে গোরারায়।
দেখ, নাম বিনা যেন দিন নাহি যায়॥"

নাম ছাড়া চলবে না, বিশেষতঃ কলিযুগে। অন্যান্য যুগে তপস্যার দ্বারা, যাগ-যজ্ঞের দ্বারা, পূজার্চ্চনের দ্বারা ভগবানকে লাভ করা গেছে। কলৌ-তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ" কলিতে সেইসব ফল মিলবে হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা—শাস্ত্রে বুঝান হয়েছে।

কে কাকে উপদেশ করবেন, কিভাবে করবেন, সে process procedure কে জানাবেন? সেইখানেই গুরু-বৈষ্ণবের কথা এসেছে। Mediator—"বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়। মো হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥" আমি যখন ভগবৎ-কৃপা প্রার্থনা করছি, তখন মাধ্যম চাই। সেই মাধ্যমের কথা সেখানে বললেন—

"সকল জন্মে পিতামাতা সবে পায়।
কৃষ্ণ-গুরু নাহি মিলে ভজহ হিয়ায়॥
সেই সে পরমবন্ধু সেই পিতামাতা।
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে যেই প্রেমভক্তিদাতা॥"

আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বলতেন আজ দেখছি সমাজে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি বি. এ., এম. এ., পি. এইচ. ডি., পি. আর. এস., বহু বসে আছেন। বহু ব্যক্তি জি. টি., বি. টি. পাশ করে বসে আছেন, কিন্তু সমাজের কল্যাণ কৈ? আজ Father Training, Mother Training স্কুল, কলেজ করার দরকার আছে। আগে তাঁদের শিক্ষা নিতে হবে, তারপর সন্তানদের শিক্ষা। তাঁরাই কিছু জানেন না, তাঁরা কি শিখাবেন আর? বর্ত্তমান নিরীশ্বর সমাজের দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলি এসেছে। 'গার্জিয়ান' যিনি বা যাঁহারা, নিশ্চয়ই তাঁহাদের ওয়াকিবহাল থাকতে হবে সব বিষয়ে। লৌকিক-ব্যবহারিক জগৎ একটা রয়েছে, আবার পারমার্থিক জগৎও একটা রয়েছে। পরমার্থ জগৎকে বাদ দিয়ে কেউ কোনদিন জগতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন না। সে কথাটা আমাদের বুঝা উচিত।

আমরা সবাই বুঝি আমাদের একটা পেট আছে যার নাম 'দম্বোদর'; সেই দম্বোদরে কিছু খাবার দিতে হবে। আহার না দিলে সে শুনবে না, Strike করবে। 'মন' বলে একটা জিনিষ আছে, তাকে খাবার দিতে হবে। জড় বিষয় কথা—সাংসারিক বিষয় কথা হল তার খাবার। 'আত্মা' বলে এক বস্তু আছে, তার খাবারের আয়োজন হয়েছে এখানে। হরিকথা, ভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ, সেই আহার হল জীবাত্মার। শাস্ত্রে ত' সুন্দরভাবে এ জিনিসগুলি বিচার করেছেন। আমরা কি করব? এখানকার অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করে শরীরটাকে সুস্থ রাখব, মনটা তাতে সুস্থ হবে, সেই সুস্থ শরীরে এবং সুস্থ মনে ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণা সম্ভব হবে। সেইজন্য শরীরটা সুস্থ রাখতে হবে। ঋষিগণ বললেন,—"শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম-সাধনম্।" শরীরটা সুস্থ রাখব কেন?—ধর্ম্মযাজন করব—ভগবৎতত্ত্ব অনুশীলন করব—আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করব। আর যদি ওটা উদ্দেশ্য না হয়, লক্ষ্য না হয়, তা হলে সব বিফল। যদি উদ্দেশ্য আমার ঈশ্বরের সাধন-ভজন না হয়, তাহলে সবটাই বৃথা। সেই শরীর সুস্থ রাখার কোন অর্থ নাই, সেই মন সুস্থ রাখার কোন মানে নাই।

কলিকালের অশেষ দোষ। ভাগবত বলছেন,—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গ পরং ব্রজেৎ॥

অশেষ দোষের আকর এই কলি—সর্ব্বদোষাকর এই কলি। ঈর্ষা, হিংসা, মাৎসর্য্যে জলে-পুড়ে যাচ্ছে কলি। মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি,

যুদ্ধবিগ্রহে সমাজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এত দোষ থাকা সত্ত্বেও কলির একটা মহৎ গুণ আছে। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা কলির জীব উদ্ধার লাভ করবে বলা হল। চিন্তা কি আছে, ভাবনা কি আছে?

সব জায়গায় লেখা আছে—কৃষ্ণনাম, গোবিন্দ নাম, হরিনাম। কিন্তু আমরা অনেকে অনেক নাম কল্পনা করছি। সনাতন ধর্ম্ম হল একেশ্বরবাদ, সেই একেশ্বরবাদের কথা ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলছেন অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে। অর্জ্জুনকে বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অর্জ্জুন ভগবানের সখা, তাঁর সব তত্ত্বদর্শন জানা আছে। তথাপি অর্জ্জুন জানতে চাইছেন, —হে ঠাকুর! বল, বল তত্ত্বদর্শন। জগজ্জীবকে শিক্ষার জন্য সেই কথাটা এসেছে। কি বললেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" এই একেশ্বরবাদের কথা, একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণ কর। আমি ছাড়া Supreme Command, Highest Authority আর দ্বিতীয় কেহ নাই, জেনে রাখ, বুঝে রাখ।

এখানে বহ্বীশ্বরবাদ কিংবা পঞ্চোপাসনার কথা বলা হয় নাই, উহা এখানে নিরস্ত হয়েছে—খণ্ডিত হয়েছে। মালিক একজন Superme Command, Highest Authority একজন, আর সব কর্ম্মচারী,—

"একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥"

সেই পরাৎপর ভগবান্, পরম-ভজনীয় বস্তু ভগবান্, পরমোপাস্য ভগবান্, তাঁরই আরাধনা করতে হবে। সেইটাই হল কৃষ্ণের বিশেষ শিক্ষা, যাহা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্বাসীকে উপদেশ। বর্ত্তমানে আমরা সবাই বহ্বীশ্বরবাদে পড়ে গেছি। Polytheism, Henotheism, Pantheism—মায়াবাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছি, আমরা চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ, জীব-ব্রহ্মৈকবাদের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি। আমরা সব সমানের দল—ভগবানই মানুষ, মানুষই ভগবান্, এই সর্ব্বনাশ বিচারে সব শেষ হয়ে গেছে আমাদের। মগজ ধোলাই এমন হয়েছে যাতে আমাদের সব শেষ হয়ে গেছে। এরূপ দুরবস্থা থেকে রেহাই কি আছে? আছে—আমরা যদি শাস্ত্রের কথা ঠিক ঠিক ভাবে পালন করি, ঋষিনীতি যদি বাস্তবে রূপায়িত করি, তাহলে আমাদের দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক করতে সমর্থ হব।

শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে আকিঞ্চণ

তোমার মহিমা বুঝিতে পারি না, আমি অতি অভাজন।
না বুঝালে বল কে বুঝিতে পারে, (তব) বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণ॥
এই ধরণীর 'ধর্ম্মের হাল' (যবে) "হালে পানী নাহি মিলে।"
"শ্রীনাম" মহিমা বুঝাতে আপনি যৌবনে ন্যাসী হলে॥
ধর্ম্মধ্বজীর নামাবলী গায়ে অন্ধ মোহের যতকিছু সংশয়।"
প্রেমের বন্যায় সব ভেসে যায়,—"বাঘ্রে-বৃষভে ঘটে সমন্বয়॥"
যবন ব্রাহ্মণ নহে ভিন জন, মুচি শুচি হ'য়ে দীক্ষা লয়।
অসূয়া-দ্বেষের বিনিময়ে 'ত্রিতাপ' হরণের চেতনা পায়॥
আঁধার রাতের ধ্রুবতারা ওগো, আত্ম-কল্যাণ-সন্ধানী।
অমৃতসিন্ধু হে দীনবন্ধু, তব কাছে পরমার্থ ভিক্ষা মানি॥
যত অনিত্যধর্ম্ম ত্যজি' গাও নিত্য মহামিলনের মন্ত্র।
"কোথা হা কৃষ্ণ" বলি হও সতৃষ্ণ, কৃষ্ণে ভজি সেবা-তন্ত্র॥
তব করুণারুণ পূবে পশ্চিমে প্রেম-ফাগ ঢালে।
কলিজীব সব কূল নাহি পায়, মরা গাঙে জোয়ার লাগে॥

—শ্রীবটকৃষ্ণ সামন্ত
(শিক্ষক, ছত্রশাল উচ্চ বিদ্যালয়)

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৯শ বার্ষিক বিরহ-মহোৎসব

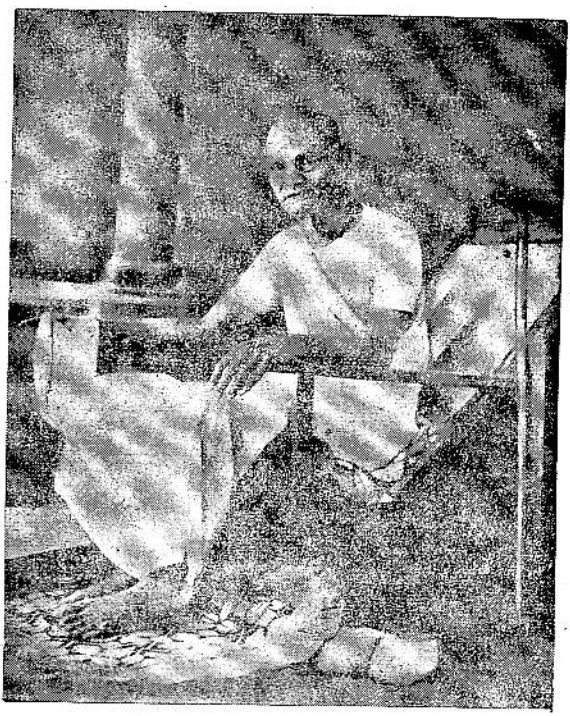

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় আচার্য্য-সিংহরূপিণে।
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান-কেশব ইতি নামিনে॥

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া)।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
ফোন ঃ ২৪৭

শ্রীবৈষ্ণবচরণে দণ্ডবন্নতি-পূর্ব্বিকেয়ম্—

সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

আগামী ৩০শে পদ্মনাভ, ২০শে আশ্বিন, ১৩৯৪ (ইং ৭।১০।৮৭) বুধবার শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও তদধীনস্থ ভারতব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য অস্মদীয় শ্রীল গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** তিরোভাব-তিথিপূজা উপলক্ষে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ এবং তচ্ছাখা মঠসমূহে ১৯শ বর্ষপূর্ত্তি বিরহ-মহোৎসবের শুভানুষ্ঠান হইবে।

এতদুপলক্ষে উল্লিখিত ঠিকানায় নিম্নবর্ণিত সেবাসূচী অনুসারে আপনি সবান্ধব যোগদান করত আমাদিগকে বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার দানে কৃপাপ্রকাশ করিবেন—ইহাই বিনীত প্রার্থনা। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটী মার্জ্জনীয়। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৯৪

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ সেবা-সূচী ঃ—

২০শে আশ্বিন, ইং (৭।১০।১৯৮৭) বুধবার—

প্রাতে—মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র আলোচনা।

মধ্যাহ্নে—ভোগারতি, বৈষ্ণবসেবা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ।

অপরাহ্নে—৪-৩০ মিনিটে বিরহ-সভার অধিবেশন।

বিঃ দ্রঃ—পত্র অথবা সেবানুকূল্য প্রেরণ করিতে হইলে **"সাধারণ সম্পাদক"**-এর নামে শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)—ঠিকানায় প্রেরিতব্য।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীচৈতন্য-পত্রিকা

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১১ দামোদর, বাসুদেব, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
৩১শে আশ্বিন, রবিবার, ১৩৯৪, ইং ১৮।১০।৮৭ | ৮ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতম্ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৯তমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

২৫। ত্বং ধনেশস্ত্বমীশানস্ত্বমিন্দ্রস্ত্বমপাং পতিঃ।
ত্বং রক্ষোঽধিপতিঃ সাধ্যস্ত্বং বায়ুস্ত্বং নিশাকরঃ॥ ২৮॥

হে প্রভো! তুমি কুবের, তুমি ঈশান; তুমি ইন্দ্র, তুমি বরুণ; তুমি সাধ্য, তুমি বায়ু, তুমি নিশাকর॥ ২৮॥

২৬। আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্ত্বমশ্বিনৌ মরুদ্গণাঃ।
ত্বং দৈত্যা দানবা নাগাস্ত্বং যক্ষা রাক্ষসাঃ খগাঃ॥ ২৯॥

গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ সিদ্ধাঃ পিতরস্ত্বং মহামরাঃ।
ভূতানি বিষয়স্ত্বং হি ত্বমব্যক্তেন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩০ ॥

প্রভো! তুমি আদিত্য, তুমি বসু; তুমি অশ্বিনীকুমার, তুমি মরুদ্‌গণ; তুমি দৈত্য-দানবগণের স্রষ্টা; তুমি নাগ, যক্ষ-রাক্ষসগণের উৎপত্তিস্থল; তুমি খগ, তুমি গন্ধর্ব্ব, তুমি অপ্সর; তুমি সিদ্ধ, পিতৃ-অমরগণের আদি; তুমি যাবতীয় প্রাণী-বিষয় ও অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াদির উদ্ভবস্থান ॥ ২৯-৩০ ॥

২৭। মনো বুদ্ধিরহঙ্কারঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্ত্বং হৃদীশ্বরঃ।
ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্‌কারস্ত্বমোঙ্কারঃ সমিৎ কুশঃ ॥ ৩১ ॥

হে প্রভো! তুমি মন, তুমি বুদ্ধি, তুমি অহঙ্কার; তুমি আত্মা, তুমি হৃদয়েশ্বর; তুমি যজ্ঞ, তুমি বষট্‌কার; তুমি ওঁকার; তুমি সমিৎ এবং তুমিই কুশ ॥ ৩১ ॥

২৮। ত্বং বেদী ত্বং হরে দীক্ষা ত্বং যজ্ঞস্ত্বং হুতাশনঃ।
ত্বং হবিস্ত্বং পুরোডাশস্ত্বং ত্বং শালা ত্বং স্রুচঃ স্রুবঃ ॥ ৩২ ॥

হে হরে! তুমি বেদী, তুমি দীক্ষা; তুমি যজ্ঞ, তুমি হুতাশন; তুমি হবিঃ, তুমি পুরোডাশ, তুমি যজ্ঞশালা; তুমি স্রুক্ এবং তুমি স্রুব ॥ ৩২ ॥

২৯। স্রাবকশ্চমস্ত্বং হি সদস্যস্ত্বং সদক্ষিণঃ।
ত্বং শূর্পাদিস্ত্বঞ্চ ব্রহ্মা মুষলোলূখলে ধ্রুবম্ ॥ ৩৩ ॥

হে প্রভো! তুমি চমস, তুমি সদস্য; তুমিই দক্ষিণা, তুমিই শূর্পাদি যজ্ঞীয় উপকরণ; তুমি ব্রহ্মা, তুমি মুষল, তুমি উদূখল ॥ ৩৩ ॥

৩০। ত্বং হোতা যজমানস্ত্বং তং ধান্যঃ পশুযাজকঃ।
ত্বমধ্বর্য্যুস্ত্বমুদ্গাতা ত্বং যজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

প্রভো! তুমি হোতা, তুমি যজমান; তুমি ধান্য, তুমি যাজক; তুমি অধ্বর্য্যু, তুমি উদ্গাতা; তুমি যজ্ঞ এবং তুমি পুরুষোত্তম ॥ ৩৪ ॥

৩১। দিক্-পাতাল-মহী-ব্যোম-দ্যৌঃ সনক্ষত্র-তারকাঃ।
দেব-তির্য্যঙ্মনুষ্যেষু জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৫ ॥
যৎ কিঞ্চিদ্দৃশ্যতে দেব ব্রহ্মাণ্ডমখিলং জগৎ।
তব রূপমিদং সর্ব্বং দৃষ্ট্যর্থং সম্প্রকাশিতম্ ॥ ৩৬ ॥

হে প্রভো! তুমি দিক্, তুমি পাতাল; তুমি পৃথিবী, তুমি আকাশ এবং তুমিই নক্ষত্র, তুমিই তারকা। দেব-তির্য্যক্-মনুষ্যাদি চরাচর যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সমুদয় অখিল ব্রহ্মাণ্ডই তোমা হইতে উদ্ভূত। পরিদৃশ্যমান এই চরাচর জগৎই তোমার রূপ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৪৭ পৃষ্ঠার পর]

(খ) পরমাত্মানুভব

পরমাত্মানুভবই দ্বিতীয় পরেশানুভব। তৃতীয় প্রকার জ্ঞানবিচারে যে ঈশ্বরজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার চরমাবস্থাতেই পরমাত্মানুভব উদিত হয়। বদ্ধজীবের কর্ম্মফলদাতা সর্ব্বকর্ম্মের প্রযোজক কর্ত্তা, জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরেশভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টাঙ্গযোগাদিতে যে ঈশ্বরের প্রণিধান ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কাল্পনিক বা বাস্তবিক অবতার বিশেষ। ইহাকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যষ্টি-প্রকাশ ও সমষ্টি-প্রকাশ। সমষ্টি-প্রকাশদ্বারা তিনি বিরাট্,—ব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ। ব্যষ্টিপ্রকাশ-দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎহৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ পুরুষ-বিশেষ। কর্ম্মমার্গে যদি বাস্তব ঈশ্বরের উদ্দেশ থাকে, তবে কর্ম্মকর্ত্তা পরমাত্মারই উপাসক হন। চিন্তার চরমাবস্থায় যেমন উপাসনীয় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, কর্ম্মের চরমাবস্থায় তদ্রূপ উপাসনীয় পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ—ব্যষ্টি ও সমষ্টি

ভগবদনুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশানুভব (১)। স্বরূপবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান্,

---

(১) জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্ত গুণোর্ম্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্তুথ ভক্তিযোগঃ কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ভাঃ ২।৩।১২
জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতং। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥
যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ। তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥
অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥
ভাঃ ২।৯।৩০-৩২

সমস্ত গুণাধার পরেশতত্ত্বই ভগবান্। মূলতত্ত্ববিচারে ভগবান্ ব্যতীত আর স্বতন্ত্র বস্তু নাই। ভগবান্ শক্তিমান্। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তিপ্রভাবে সমস্ত জীব ও জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শক্তিমান্ হইতে শক্তি অভিন্ন। জগৎ ও জীব যখন ভগবচ্ছক্তি-পরিণাম, তখন তাহারা মূলতত্ত্ব-বিচারে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু তটস্থ বিচারে শক্তিকে শক্তিমান্ বস্তু বলা যায় না। অতএব জগৎ ও জীব তটস্থ বিচারক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু। যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার না করিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। যদি বল, তাহা কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তিদ্বারাই বা তাহা কিরূপে সংস্থাপন করা যায়? তাহার উত্তর এই যে, এই তত্ত্ব ভগবৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানের অচিন্ত্যশক্তিক্রমে বিপরীত-ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যুক্তিবৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র। এই তত্ত্বকে সে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না (১)। ভগবানের ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, অচিন্ত্যত্ব ও ভক্তিগম্যত্ব, নিরপেক্ষত্ব ও ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীত ধর্ম্মসকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে যুগপৎ স্বরূপগত অভেদ ও তটস্থ-বিচারগত ভেদ কেন না স্বীকার করা যাইবে (২)? যিনি কেবল-অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবল-দ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহারও তদ্রূপ ভ্রম। ভগবান্ নিজ সিদ্ধ-বিগ্রহে সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে পৃথক্ (৩)। তিনি স্বশক্তিক্রমে সমস্ত জীব ও জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন। বেদ-সকল এইজন্যই কখন অদ্বৈতবাক্য এবং কখন দ্বৈতবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

(গ) ভগবদনুভব

ভগবান্ শক্তিমান্

জগৎ ও জীব ভগবৎ-শক্তি-পরিণাম

যুক্তিবৃত্তি পরতত্ত্বকে স্পর্শ করিতে অক্ষম

ভগবদনুভবই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মানুভব ও পরমাত্মানুভবের চরম অবস্থান। পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুভব জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ শাখাবৃত্তিদ্বয়ের উদ্দেশ্য,

---

(১) স ঘল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্য্যঃ।
করোত্যকর্ত্তৈব নিহন্ত্যহন্তা চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্ব্বিভাব্যা॥ ভাঃ ৪।১১।১৮

(২) যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাঃ।
তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥ ভাঃ ৪।৯।১৬

(৩) যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্॥ ভাঃ ২।৯।৩৪

পরেশতত্ত্বের খণ্ডানুভব মাত্র। ভগবদনুভব কেবল বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিরূপ সাক্ষাদ্দর্শন হইতে সম্ভব। স্বরূপপ্রাপ্ত বস্তুই প্রকৃত বস্তু। যে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহা বস্তুগুণবিশেষ। ব্রহ্মের ও পরমাত্মার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট নাই। তাঁহাদের গুণ-পরিচয়মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশক। অতএব তাঁহাদের মুখ্য অবস্থিতি নাই। তাঁহারা ভগবানের গৌণ অবস্থিতি মাত্র। এতন্নিবন্ধন তাঁহারা কেবল একটী একটী বৃত্তিগম্য। ভগবান্ সর্ব্ববৃত্তিগম্য। সমস্ত বৃত্তির অধীশ্বরী যে ভক্তি, তিনি সমস্তবৃত্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করেন। তাঁহার দর্শনবৃত্তি চরিতার্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয়।

ভগবান্ সর্ব্ববৃত্তিগম্য

ভগবদনুভব চারিপ্রকার ; যথা :—

১। কর্ম্মপ্রধানীভূত অনুভব, ২। জ্ঞানপ্রধানীভূত অনুভব, ৩। কর্ম্মজ্ঞান উভয় প্রধানীভূত অনুভব, ৪। কেবলানুভব।

চতুর্ব্বিধ ভগবদনুভব

যে পর্য্যন্ত জীবের জড়সম্বন্ধ-রহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ভগবদনুভব কার্য্যটী সর্ব্বত্র একপ্রকার হয় না। কাহার কাহার কর্ম্মপ্রধানা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তাহার ভগবদনুভবকে কর্ম্মপ্রধানীভূত করিয়া প্রকাশ করে। কাহার কাহার জ্ঞানপ্রধানীভূতা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হইয়া ভগবদনুভবকে জ্ঞানপ্রধানীভূতরূপে প্রকাশ করে। সেই প্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়নিষ্ঠ বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিয়মিতা হইয়া তদুভয় প্রধানীভূত ভগবদনুভব লক্ষণ বিস্তৃত করে। ফলকালে অর্থাৎ জড়মুক্ত হইলেও ঐ তিন প্রকার ভগবদনুভব মহিমজ্ঞানযুক্ত ভগবদনুভবরূপে লক্ষিত হয়। এ সকল লোকের চরমগতি-স্থলে পার্ষদগতিরূপ সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। সাধনকালে যাঁহাদের রাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে, তাঁহাদের ফলকালে কেবলানুভবরূপ জ্ঞানোদয় হয় (১)। বস্তুতঃ ভগবদনুভব

(১) তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ॥
কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা॥
শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা॥
কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিম্বা শ্রেয়োভির্ন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মাহ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাঽঽত্মদঃ প্রিয়ঃ॥ ভাঃ ৪।৩১।৯-১৩

দ্বিবিধ মহিমজ্ঞানরূপ অনুভব ও কেবলজ্ঞানরূপ অনুভব। মহিমজ্ঞানরূপ অনুভবের বিষয় পরব্যোমবাসী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদির রাজ-রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্যপতি শ্রীনিবাস নারায়ণচন্দ্রই লক্ষিত হন। কেবল মিশ্রিত মহিমজ্ঞানসম্বন্ধে মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। যেস্থলে শুদ্ধ কেবলজ্ঞান, সে-স্থলে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভবের একমাত্র বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। মহিমজ্ঞান ও কেবলানুভবের যে ভেদ তাহা নিত্য ভগবত্তত্ত্বগত। কেবল সাধনকালেই প্রপঞ্চমধ্যে ঐ ভেদ লক্ষিত হয়, এমন নয়। উভয় প্রকার ভগবদনুভবই বৈকুণ্ঠতত্ত্বানুগত ও নিত্য।

দ্বিবিধ ভগবদনুভব

মহিমজ্ঞানযুক্তই হউক বা কেবলই হউক ভগবদনুভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ

১। স্বরূপগত-ভগবদনুভব, ২। শক্তিগত-ভগবদনুভব,

৩। ক্রিয়াগত-ভগবদনুভব।

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয়টী ভগবানের স্বরূপগত গুণ (১)। জড়ীয় বস্তুতে যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীততত্ত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। তথাপি গুণসমূহ যে গুণকর্ত্তৃক নিয়মিত হয় সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করিয়া অন্য সমস্ত গুণের আধাররূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। শ্রীই ভগবদ্বিগ্রহরূপিণী পরমা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথাস্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ডত্ব, সর্ব্বপ্রভুত্ব, অসীমবীর্য্য, অনন্ত যশঃ, সার্ব্বজ্ঞ্য ও সর্ব্ববিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানের নিত্য-বিগ্রহ স্বীকার না করেন, তাঁহারা ভক্তিবৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না (২)। অচিন্ত্যবিগ্রহ ভগবান্ চিজ্জগতের সূর্য্য-স্বরূপ প্রকাশমান এবং চন্দ্রস্বরূপ আনন্দ-বিস্তারক। বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জড়বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জড়জগতে যেমন জড়ীয় বিগ্রহদ্বারা ব্যক্তিগণের

ভগবানের স্বরূপ

শ্রীই পরমাশক্তি

নিত্যবিগ্রহ ও নিত্যা ভক্তি

(১) ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা॥ বিষ্ণুপুরাণ

(২) সবে এক গুণ দেখি তোমার সম্প্রদায়ে।
সত্যবিগ্রহ ঈশ্বর করহ নিশ্চয়ে॥ প্রভুবাক্য-চৈঃ চঃ মঃ ৯।২৭৭

ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহদ্বারা ভগবান্ অন্য চিৎ হইতে পৃথক্ থাকেন। ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সর্ব্ব চিত্তত্ত্বের পরমাকর্ষক ও অধিপতি। জড় জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধর্ম্ম আছে, তাহা যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায় এরূপ নয়। জড় যেমন চিত্তত্ত্বের প্রতিফলিত তত্ত্ববিশেষ, বিশেষ ধর্ম্মও তদ্রূপ চিদ্গত ধর্ম্ম প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষতত্ত্ব যদি ভগবদ্গত তত্ত্ব না হইত, তাহা হইলে কিছুরই সৃষ্টি হইত না এবং জীবও অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না। সেই চিদ্গত বিশেষধর্ম্মদ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে। ভগবদ্বপুঃ সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন। এমন কি বৈকুণ্ঠের প্রতিফলনরূপ জড়জগতেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অতএব ভগবৎস্বরূপবিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য (১)। সেই স্বরূপ-সূর্য্যের গুণ কিরণরূপ ব্রহ্ম অনন্ত-জগতের জীবনস্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। পরমাত্মা সমষ্টি ও ব্যষ্টিজগতের নিয়ামক হইয়া বর্ত্তমান। ব্রহ্ম পরমাত্মরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎস্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠস্থ লীলাবিগ্রহ-বিশেষ। ঐশ্বর্য্যপ্রধান-প্রকাশে ঐ বিগ্রহের একপ্রকার মূর্ত্তি হয়, সেই মূর্ত্তি অনন্তমূর্ত্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্য্যপ্রধান-প্রকাশে ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণরূপে চিদ্বিলাসসমূহের অনন্ত অন্তরঙ্গপ্রভাবক্রমে নিত্য ব্রজলীলা পরায়ণ (২)। রসতত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয়, তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্যসিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময়ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময়কাল ও সঙ্গীসকল আছে। তত্তদ্রসগত ব্যক্তিদিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত চিদ্বিলাস নিত্য নূতনরূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্বরূপ, তাঁহার অবস্থান, তাঁহার উপকরণ, তাঁহার সঙ্গী ও তাঁহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য, পরম উপাদেয়, নির্দ্দোষ ও সমস্ত বিশুদ্ধ জৈব আশার একমাত্র নিলয়। (ক্রমশঃ)

চিদ্বিগ্রহ

—জগদ্গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমুতদ্বস্তু রূপ্যতাম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৫৭

(২) যন্মর্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্॥ ভাঃ ৩।২।১২

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫২ পৃষ্ঠার পর]

অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ॥

পাথরে শালগ্রাম-বিচার নরকগমনের হেতু। যে পাথর রাস্তায় পড়ে আছে, মানুষ, গরু, ঘোড়া যার উপর চলে যাচ্ছে, শালগ্রাম সেই রকম বস্তু বিচার করলে দর্শনে ভ্রান্তি হল। তাঁকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করতে হবে। চেতন অত্যন্ত সঙ্কুচিত হলে আমরা পাথর হই। কিন্তু ভগবান্ পাথর নন। পাথরে জীবনীশক্তি নেই। তাঁর চেয়ে কিছু চেতনের বিকাশ বৃক্ষে, তদপেক্ষা পশুতে, পশু অপেক্ষা মানব এবং তদপেক্ষা দেবতায় চেতনের বিকাশ অধিক। Phytomorphic growth হলে জীবনীশক্তি আছে জানতে পারা যায়। দেবতা হতে মানব, পশু, বৃক্ষ ও পাথরে চেতন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়েছে। দেবতারা জানেন, তাঁদের উপাস্য বিষ্ণু, কিন্তু সকল মনুষ্য সকল সময় এই সত্য জানেন না। কতকগুলি নাস্তিক, কতক ব্যক্তি অজ্ঞেয়তাবাদী (Agnostic) আবার কতক লোক সন্দেহবাদী (Sceptic), নাস্তিকেরা ঈশ্বর বিশ্বাস করে না। তাদের বিচার—জড় থেকে চেতনধর্ম্মের উৎপত্তি। কিন্তু চিন্মাত্রবাদ চেতনকেই মূল বস্তু বলে স্বীকার করেন—'Tabula rasa' পূর্ণবস্তু অচিতের দ্বারা আবৃত হয় মাত্র। বিষম আবরণের সন্নোপনে নিত্যের নির্ব্বিশিষ্ট বিচার। সমজাতীয়ের সংযোগে চিদ্বৈচিত্র্যের নিত্য প্রকাশ।

মৎস্যদেব জুগুপ্সারতির বিষয়। জুগুপ্সারতিতে সামগ্রী সম্মেলনে বীভৎস রসের উদয় হয়েছে। রস দ্বাদশপ্রকার,—হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সাতটী গৌণ ও শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটী মুখ্য সাধনে শ্রদ্ধা, ভাবে রতি, প্রেমভক্তিতে রস—তিনটী শব্দ পর পর আছে। সাধনের ক্রমপন্থায় এইগুলি জানতে পারা যায়। প্রেমভক্তিপর্য্যায়ে ভক্তিরস। "শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি"। কৃষ্ণ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রথম শ্লোকে এই অখিলরসামৃতমূর্ত্তির কথা দেখতে পাই—

অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ প্রসৃমরুচিরুদ্ধতারকাপালিঃ।
কলিতশ্যামা ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি॥

ভক্তিরস ভাগবতের অভিধেয়-বিচার। ভাগবত পড়া হলে আর অভক্ত থাকবে না, জড়রস থাকবে না, উজ্জ্বলরসে অধিকার হবে। পাঁচপ্রকার রসের নমুনা জগতে কিছু পাওয়া যায়। কীর্ত্তনের দ্বারা জড়রসসঙ্গ হতে মুক্ত হওয়া যায়। কিন্তু কীর্ত্তন না শুনে কীর্ত্তন করলে অসুবিধা। জড়-ভোগপর প্রাকৃত সহজিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত-রসভেদ বুঝতে পারে না। অপ্রাকৃত রসে শত-সহস্র—অখিল সদ্‌গুণ আছে। তাতে জড়ের বিগুণভাব আরোপ করতে হবে না। এটি প্রাকৃত সহজিয়াগণ বুঝতে না পেরে জড়রসে অভ্যাসবিশিষ্ট হয়ে যায়। তজ্জন্য শ্রীমৎ তীর্থমহারাজ-কর্ত্তৃক 'প্রাকৃতরস-শতদূষণী' ঢাকায় প্রচারকালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়েছে। ফল্গু-বৈরাগী হয়ে গেলে গোষ্ঠানন্দী না হয়ে জড়রসে বিবিক্তা-নন্দী হবার বিচার হলে অসুবিধা। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের কথা তাদের কাণে ঢোকে না। নিগমকল্পতরুর গলিত ফল ভাগবত রস পান কর ভাবুক রসিকের সঙ্গে। তা না করলেই অসুবিধা।

আমার গুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কাছে ভাগবতরস পান করেছিলেন। ভাড়াটিয়া পাঠকদিগের নিকট জড়রস অধ্যয়ন বাদ দিয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, তাদের মুখে ভাগবত-পাঠ শুনতে নেই। তাদের অন্তর্নিহিত ভোগই ভাগবত পড়তে দেয় না। বেশ্যার মুখে গান শুনতে নেই—তাতে দোষযুক্ত বীজাণুর সংক্রামকতা প্রবেশ করে।

শত বৎসর পূর্ব্বের কথা বলছি, তখন বৃন্দাবনে অনেক ত্যক্তগৃহ উদাসীন বৈষ্ণব ছিলেন। * * * শিরোমণি পাঠক উদর-ভরণের উদ্দেশ্যে সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, বৈষ্ণবদের নিকট ভাগবত পাঠ করতে পারলে তাঁদের নিকট পয়সা না পাওয়া গেলেও অন্যের কাছে আদায় করতে পারা যাবে। কিন্তু তাঁরা কেউ ভাগবত শুনতে স্বীকৃত হলেন না। ভাগবত পাঠ করে জীবিকা অর্জ্জন—শালগ্রাম দিয়ে বাদাম ভাঙ্গার ন্যায় বিচার। প্রয়োজন—নিজেন্দ্রিয়তোষণ; কিন্তু ভাগবত পাঠ করলে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তোষণ-বিচার আসে। আপনারা জানেন—পাঁচের অল্প সঙ্গ হতে ভক্তি জন্মে, তার মধ্যে ভাগবত-পাঠ একটী। রসিকের সঙ্গে পাঠ শুনতে হবে, জড়-রসরসিকের সঙ্গে নয়, অপ্রাকৃত-রসরসিকের নিকট। জড়রসে প্রমত্ত হলে প্রলম্বাসুর হতে হবে, তাকে বলদেব মুষ্ট্যাঘাতে বিনাশ করবেন, কপটতা ধ্বংস করে দিবেন।

রসবিচারটি জড়রস নয়। কাব্যপ্রকাশ বা সাহিত্যদর্পণ পড়ে রসজ্ঞান

হবে না। ভরতমুনি-রচিত নাট্যশাস্ত্রে কাজ চলবে না। আদিকবির রস স্বতন্ত্র। সেটা উদিত না হলে "অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ" বিচার আসে।

গুরুদেবে মনুষ্য জ্ঞান হলে নরকে গমন করতে হবে। গুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধি এই যে, আমি তাঁর থেকে বুদ্ধিমান অথবা আমা অপেক্ষা তিনি কিছু অধিক বুদ্ধিমান, তাঁর বুদ্ধি বাড়িয়ে দেব, তাঁর আর্থিক উন্নতি করে দেব ইত্যাদি। বৈষ্ণবে জাতি-বুদ্ধি করতে হবে না। এই বৈষ্ণবটি জার্ম্মাণ দেশের, এটি ভারতবর্ষের, ইনি বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নন ইত্যাদি বিচার হলে সর্ব্বনাশ। তাহলে অহংমমভাব-নামাপরাধ প্রবল হয়ে বৈষ্ণবতা হতে বিচ্যুতি ঘটাবে। যদি কেউ বলেন, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদে অধিকার নেই, ওদের হরিভক্তি হবে না, (মাধ্ব তত্ত্ববাদিশাখার যে প্রকার মত, তারা বেশী conservative) কিন্তু তাতে মহাপ্রভু বলেন—মধ্বের মতে ঐরূপ সঙ্কীর্ণতা নেই, "কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার।" শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,— তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেব-মায়াং। স্ত্রীশূদ্রহূনশবরা অপি পাপজীবাঃ। গীতায়ও বলেছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথাশূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥"

শ্রীরামানুজ আচার্য্য শ্রীশঠকোপদাস প্রভৃতি আলোয়ারত্রয়কে নিজগুরুপাদ-পদ্মের অভিন্নতত্ত্ব বলে জানেন। তাঁরা লৌকিক বিচারে ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবরকুলে উদ্ভূত শঠকোপ দাস দ্রাবিড় আম্নায়ের রচয়িতা। তাঁকে আলবন্দারু মুনি স্তোত্ররত্নে বিভিন্নরসের উপাদান বলে বর্ণন করেছেন—

মাতাপিতাযুবতয়স্তনয়া বিভূতিঃ
সর্ব্বং যদেব নিয়মেন মদন্বয়ানাম্।
আদ্যস্য নঃ কুলপতের্ব্বকুলাভিরামং
শ্রীমত্তদঙ্ঘ্রিযুগলং প্রণমামি মূর্দ্ধ্না॥

শ্রীসম্প্রদায়ে আলোয়ারগণকে 'দিব্যসূরি' বলে থাকেন। কাষারমুনি, ভূতযোগী, ভ্রান্তযোগী, ভক্তিসার, শঠারি বা শঠকোপ, কুলশেখর, বিষ্ণুচিত্ত, ভক্তাঙ্ঘ্রিরেণু, মুনিবাহ, চতুর্কবি—এই দশজন সর্ব্ববাদিসম্মত দিব্যসূরি। কেউ কেউ গোদাদেবী ও রামানুজ—এই দুইজনকে ধরে দ্বাদশ জন আল্বর বা দিব্যসূরি বিচার করে থাকেন। এঁরা সকলে ভক্তাবতার। বৈকুণ্ঠ হতে আগত হয়েছেন।

স্বাধ্যায়নিরত নন বলে, বেদে অধিকার নেই বলে গুরু স্বীকার করা যাবে

না, তা নয়। গুরু সর্ব্বপূজ্য। গুরুর অপর নাম বৈষ্ণব। তাঁর নিকট লঘু হতে হবে।

"আমি ত' বৈষ্ণব,　　এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি,　　হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥"

—এই বিচার বুঝতে পারলে গলায় মালা, নাকে তিলক দেওয়াকে বৈষ্ণবতা-অভিমানকারী প্রাকৃত সহজিয়াগণের সঙ্গে গৌড়ীয় মঠের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারা যাবে। তাদের ক্রিয়াকলাপ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ, তদ্দ্বারা নরকগমন অবশ্যম্ভাবী।

বিষ্ণুবৈষ্ণবের পাদোদকে জলবুদ্ধি করতে হবে না। বিষ্ণুর চরণামৃত মহাদেব শিরে ধারণ করেছেন। চিন্ময়ী গঙ্গাকে সাধারণ বারি মনে না করে সম্মান করলে বিষ্ণুভক্তি হবে। বৈষ্ণবের পাদোদকও তদ্রূপ।

বিষ্ণুনামে বা মন্ত্রে শব্দবিশেষ বিচার করলে অমঙ্গল। "বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ"—বৈকুণ্ঠনামগ্রহণে অশেষ পাপ ধ্বংস হয়, মায়িকনাম-গ্রহণে হবে না।

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
নিত্যঃ শুদ্ধঃ পূর্ণো মুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥"

—বিচার না থাকলে মায়িক নাম হবে। তদ্দ্বারা তুচ্ছ-ফলপ্রদ ধর্ম্মার্থকাম-প্রাপ্তি অথবা তার অপ্রাপ্তি ঘটবে। "বিষ্ণুমন্ত্র ব্যাকরণ নিষ্পন্ন শব্দবিশেষ, তাতে স্বাহা, স্বধা, নমঃ সংযোগে চতুর্থ্যন্ত পদের প্রয়োগ হয়েছে; আর নাম সম্বোধনের পদ—হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি বলে চেঁচাচ্ছে, তাতে কি সুবিধা হবে? পিত্তবৃদ্ধি হবে মাত্র,"—একথা যারা বলে, তাদের নরকগমন অনিবার্য্য। বিষয় না বুঝে নাম নিলে নামের তুচ্ছফল প্রাপ্তি হয়। ওলাউঠা, বেরিবেরি ভাল করা, মোকদ্দমা জয়, ছেলের স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতির জন্য যে চিত্তবৃত্তি, তাতে বৈকুণ্ঠনাম-গ্রহণ হয় না। বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণে সকল অঘ যাবে—সকল পাপ বিনষ্ট হবে। বিষ্ণু সব দেবতার উপাস্য। মনুষ্য-পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ-গাছ-পাথর কারও কোন কাজ নেই বিষ্ণুসেবা ছাড়া। মৎস্যাবতারের সেবা করতে হবে। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। ভগবান্ ও ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ থেকে যে ছয়প্রকার বিচার আসছে, তা হতে শাস্ত্র সাবধান করে দিয়েছেন। ব্রহ্মা, শিবাদি দেবতাগণকে বিষ্ণুর সঙ্গে সমান জ্ঞান করাও তাদের অন্যতম। বিষ্ণুরই

আরাধনা কর্ত্তব্য। রসজ্ঞগণ এটা বুঝতে পারেন। মৎস্যদেব জুগুপ্সারতিতে আবির্ভূত হলেও তাঁতে অনুপাদেয়তা বা তামসধর্ম্ম নেই। তাঁকে হীন বিচার করে তজ্জাতীয় সেবকসম্প্রদায়কে ঘৃণা করলে বিষ্ণুকে আক্রমণ করা হল। চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি কৃষ্ণে নেই, কেবল কৃষ্ণেতর পদার্থেই জুগুপ্সারতি নিযুক্ত—এই প্রকার বিচার নিরাস করে বুদ্ধি শোধন করবার জন্য মৎস্যাবতারে বীভৎস রস। তিনি হয়গ্রীবকে বধ করে বেদ উদ্ধার করেছিলেন।

বেদ পড়ে অপরা বিদ্যার অনুশীলন করলে ভগবদ্‌বস্তুর জ্ঞান হয় না। আপনারা মুণ্ডকোপনিষদে "দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে পরা চাপরা চেতি" পড়েছেন; বেদাঙ্গষটক ও বেদচতুষ্টয় ভোগবুদ্ধিতে পড়লে অপরা বিদ্যা হবে, তা প্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যদ্দ্বারা ভগবানের অনুশীলন হবে। অপরা—যা সাধারণ ভোগী সম্প্রদায়ের স্কুল কলেজে শিক্ষা হচ্ছে, তা মনুষ্যের ভোগে, নিজেন্দ্রিয়তর্পণে লাগবে। ঐগুলি কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগলেই মঙ্গল।

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

"প্রেমা পুমর্থো মহান্"—শ্রীচৈতন্যদেবের এই কথা অনুধাবন করলে যথার্থ ভাগবতার্থবোধ বা মঙ্গল লাভ হবে।

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৫৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীগীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কারভাবে বলিতেছেন—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু॥

(গীতা ১৬।৬)

হে অর্জ্জুন, ইহ সংসারে অর্থাৎ আমার সৃষ্ট জগতে দৈব এবং আসুর—দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে। আমি দৈব সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিস্তৃত-

রূপে বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে অসুর-প্রকৃতি মনুষ্যের সম্বন্ধে আমার নিকট শ্রবণ কর। ইহার অনুরূপ, এমন কি একই বাক্য পদ্মপুরাণেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; কেবলমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে সামান্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥

শাস্ত্রের একই উক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইতেছে। গীতা হইতে পদ্মপুরাণের বৈশিষ্ট্য এই যে—গীতার স্পষ্ট কথাও পদ্মপুরাণে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। এখন বিবেচনা করা আবশ্যক এই যে, মায়াবাদিগণ ইহার কোন্ কোন্ উক্তির অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িতেছেন—যাহা হইতে আমরা তাহাদিগকে **'অসুর'** বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারি। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন—

"বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।"

কেবল বিষ্ণুভক্তগণই দেবতা এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহারা বিষ্ণুভক্ত নয় তাহারাই অসুর-শ্রেণীভুক্ত; ইহা সমস্ত শাস্ত্রাদিতে পরিলক্ষিত হইতেছে। রাবণ রাক্ষস এবং প্রধান অসুর বলিয়া জগতে সুবিদিত। তাহার রাজপ্রাসাদে তিনি স্বয়ংই চামুণ্ডা বা দুর্গাদেবীর পূজা করতেন। কিন্তু সশক্তিক বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্রের সেবা করা দূরে থাকুক, তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী সীতাদেবীকে হরণ করিয়া জগৎকে কুশিক্ষা দিয়াছিল—মূল পরব্রহ্ম, পরমাত্মা রামচন্দ্রের কোন শক্তি থাকা উচিত নহে—তাঁহাকে নিঃশক্তিক রাখিতে হইবে; ইহাই অদ্বৈতবাদী—মায়াবাদিগণের প্রধান বিচার। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রাবণকে বধ করিয়া ইহা সমগ্র জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন—মায়াবাদিগণ অসুরশ্রেণীভুক্ত। তাঁহার গৃহদেবতা দুর্গাদেবীর উপাসনা করিলেও সেই দুর্গাদেবী রাবণকে রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং করেনও নাই; বরং রাবণ-বিনাশের সহায়ক হইয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু—ইহা লোকপ্রসিদ্ধ সিদ্ধান্ত এবং তিনি দশাবতারস্তোত্রে বিষ্ণুর সপ্তম অবতাররূপে বহু শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। মায়াবাদী অসুরগণ সকলেই বিষ্ণুবিরোধী। পদ্মপুরাণ যেমন পরিষ্কার ভাষায় মায়াবাদীর স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, গীতা তদপেক্ষা আরও সূক্ষ্মতম বিচার প্রদর্শন করিয়া মায়াবাদ-ধর্ম্ম যে আসুরিক, তাহা স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন। **গীতার ষোড়শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকে মায়াবাদী অসুরগণের এবং নাস্তিকগণের পূর্ণ স্বরূপ ব্যক্ত হইয়াছে; যথা—**

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্॥

অর্থাৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—অসুর-স্বভাব ব্যক্তিগণ জগতকে **'অসত্য'** ও 'অনীশ্বর' বলেন; ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা বলিয়া কেহ নাই। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর কামজনিত সংযোগেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, অদ্বৈতবাদী মায়াবাদিগণের প্রধান সিদ্ধান্ত—**'জগৎ অসত্য অর্থাৎ মিথ্যা'। যাহারা জগৎ মিথ্যা, অসত্য, অলীক, স্বপ্নবৎ বলিবে, তাহারাই অসুর শ্রেণীভুক্ত। সুতরাং বেদব্যাসের বর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং উক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ অসুর ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে।** চার্ব্বাক্ প্রভৃতি 'লোকায়তিক' মতেও জগতের কোন সৃষ্টিকর্ত্তা নাই, পরকাল বলিয়া কোন কাল বা জগৎ নাই—ইহ জগৎই যথাসর্ব্বস্ব; তাহার বিচারও,—

"ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ।"

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া আছ চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জনাদি করিয়া সুখে থাকাই কর্ত্তব্য। 'ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?' মানুষ মরিয়া গেলে পুনরায় আগমনের সম্ভাবনা নাই; ঋণ করিলেও পরিশোধ করিতে হইবে না।

গীতার উক্ত শ্লোকের 'অসত্যং' বাক্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এক্ষণে অন্য প্রত্যেকটি শব্দ লইয়াই মায়াবাদিগণের বিচারের মিলন দেখান যাইতে পারে। মায়াবাদিগণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না। যিনি এইরূপ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিয়া থাকেন তিনি নিঃশক্তিক, অবিদ্যাগ্রস্ত মায়িক জীব পর্য্যায়ভুক্ত। এইজন্য আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মের বিবিধ শ্রেণী নিরূপণ করিয়াছেন। **'একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম'** তিনি নির্ব্বিশেষ; কিন্তু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্ম মায়াবদ্ধ অবিদ্যাগ্রস্ত হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিয়া থাকেন; ইনিও জীব-পর্য্যায়মধ্যে পরিগণিত। কোথাও কোথাও অদ্বৈত-বাদিগণ দয়া করিয়া ইহাকে ঈশ্বর ব্রহ্ম সংজ্ঞা দিয়াছেন। ইনি ব্রহ্মের বিরাট অংশ মায়া বা অবিদ্যাদ্বারা আবৃত হইয়া ঈশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছেন। আর জীব বলিতে কিছুই নাই। জীব-শব্দ নিরর্থক ও মিথ্যা; অবিদ্যাগ্রস্ত ব্রহ্মের ক্ষুদ্রতম অংশকে জীব বলা হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীব মিথ্যা। এস্থলে 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা'র কয়েকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া বিষয়টি আরও পরিষ্কার করিতেছি।—

অদ্বৈতবাদদূষণম্

অদ্বৈতবাদিনাং ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষং বিকল্পিতম্।
ব্রহ্ম তু ব্রহ্মসূত্রস্য সৃষ্টি-স্থিত্যাদি-কারণম্ ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বৈবং নির্ম্মিতং বাক্যং মুখ্যং গৌণমিতিদ্বয়ম্।
ব্রহ্মণো লক্ষণে ভেদৌ জ্ঞানিনাং শোভতে কথম্ ॥ ২ ॥
'জন্মাদ্যস্য যতো' বাক্যে ব্রহ্ম সশক্তিকং ভবেৎ।
ক্লীবেন শক্তিহীনেন সৃষ্ট্যাদি সাধ্যতে কথম্ ॥ ৩ ॥
শক্তিনাং পরিহারে তু প্রত্যক্ষাদি প্রবাধতে।
শাস্ত্রযুক্ত্যা বিনা বস্তু নাস্তিকেনাদৃতং হি তৎ ॥ ৪ ॥

অর্থাৎ অদ্বৈতবাদিগণের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ বলিয়া বিশেষরূপে কল্পিত হইয়াছে। অর্থাৎ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ক্রিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অথচ ব্রহ্মসূত্র বেদান্ত-দর্শনে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রের দ্বারা সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণরূপে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্ম যদি সৃষ্টি-স্থিতি আদির কারণ হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম নিঃশক্তিক, নির্ব্বিশেষ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারেন না। বেদ-বেদান্তে এই প্রকার বাক্য বা বিচার নির্ণীত হইয়াছে দেখিয়া 'মুখ্য' ও 'গৌণ' এই দুই প্রকার ব্রহ্মের লক্ষণে ভেদসৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ইহা জ্ঞানিগণের পক্ষে কি-প্রকারে শোভা পাইতে পারে? 'অদ্বৈত' বলিতে দ্বিতীয়রহিত, সেখানে ব্রহ্মের দ্বিবিধতা আদৌ শোভা পায় না। তাহা ছাড়া 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই বেদান্তের বাক্যে ব্রহ্ম জন্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া পড়েন; অতএব তিনি সশক্তিক, নিঃশক্তিক ব্রহ্ম কোন প্রকারেই প্রতিপন্ন হন না। ব্রহ্ম নিঃশক্তিক হইলে তিনি ক্লীব হইবেন। ক্লীব ব্রহ্মের অর্থাৎ শক্তিহীনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়াদি ক্রিয়া কি-প্রকারে সম্পন্ন হইবে? শক্তি পরিহার করিলে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বাধা হইয়া পড়ে। প্রত্যক্ষভাবে শক্তির ক্রিয়া দর্শন-অনুভবাদি হইয়া থাকে; সুতরাং শাস্ত্রযুক্তি ব্যতীত বস্তু নাস্তিক অসুরগণের দ্বারা আদৃত হইতে পারে। কিন্তু মঙ্গলকামী দৈবভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের নিকট অদ্বৈতবাদিগণের আদরের বস্তু কখনও আদৃত বা স্বীকৃত হইতে পারে না।

এমন কি, উক্ত 'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা' গ্রন্থের 'সাংখ্যমতদূষণম্'-শিরোনামায় নিম্ন শ্লোক দুইটী আলোচনা করিলে আসুরিক চিন্তার আরও পরিচয় পাওয়া যাইবে—

সাংখ্যমতদূষণম্

কেচিদাহুঃ প্রকৃত্যৈব বিশ্বসৃষ্টির্ব্যবস্থিতা।
তেষাং বৈ পুরুষঃ ক্লীবঃ কলত্রং হি তথৈব চ ॥ ১ ॥
পত্যভাবে কুমারীণাং সন্ততির্যদি দৃশ্যতে।
তেষাং মতে প্রশংসার্হা সমাজে সা বিবর্জ্জিতা ॥ ২ ॥

নিরীশ্বর সাংখ্যকার কপিলমুনি বলিতে চাহেন—বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্যে ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতা নাই। প্রকৃতিই সৃষ্টিকত্রীরূপে জগৎ প্রসব করিতেছেন; ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই। যদি কেহ ঈশ্বর বা পুরুষের কথা স্বীকার করিতে চাহেন তাহা হইলেও সে পুরুষ ক্লীব। তাহাদের মতে—ঈশ্বরের সৃষ্টি-কর্তৃত্ব না থাকায় পুরুষ ক্লীব। কিন্তু আমরা বলিতেছি, পুরুষকে যদি ক্লীব বলা হয়, তবে প্রকৃতি বা কলত্রও ক্লীব।

বৈয়াকরণিকগণ সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থির করিয়াছেন 'কলত্র' শব্দ ক্লীব-লিঙ্গ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষলিঙ্গ বহির্ভূত নিঃশক্তিক। কিন্তু পুরুষকে কোথাও ক্লীব বলা হয় নাই। পরন্তু পুরুষবিহীন নারীর সন্তানাদি অসম্ভব। পুরুষের সঙ্গবিহীন নারীর সন্তানাদি সম্ভব নহে অর্থাৎ কেবল নারী প্রসব করিতে পারে না। এক্ষণে পুরুষবিহীন প্রকৃতি যদি সৃষ্টিকত্রী হয় তাহা হইলে সে প্রকৃতিও ক্লীবস্বরূপ বা হেয়। উদাহরণ-স্বরূপ—পতি-অভাবে কুমারীগণের সন্তান-সন্ততি যদি দেখা যায়, তাহা সাংখ্যকারগণের মতে প্রশংসার্হ হইতে পারে; কিন্তু ধার্ম্মিক সমাজে সেই কুমারী অসতী বলিয়া বিবর্জ্জিতা হইবে। কারণ পতিবিহীন কুমারীর সন্তান পরিলক্ষিত হইলে সেই কুমারীকে সমাজ অসতী নারী বলিয়া ঘৃণা করিবে। সুতরাং সাংখ্য-মতে এই প্রকার প্রকৃতিবাদ ধার্ম্মিক সমাজে হেয়, বর্জ্জিত এবং ঘৃণিত।

গৌতম ও কণাদের ন্যায়ও বৈশেষিক-দর্শনও নাস্তিক্য-দর্শন। তাঁহারা কেহই ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই; এমন কি বেদও তাঁহাদের দর্শনে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। তজ্জন্য **'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা'** গ্রন্থে তাঁহাদের সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা—

ন্যায়মতদূষণম্

জড়াণুমিলনে সৃষ্টিঃ জীববিশ্বাদিকং কিল।
স্থিতিস্তেষাং প্রমাসিদ্ধা পরিবর্ত্তনমূলকা ॥ ১ ॥

ধ্বংসস্ত কালচক্রেণ পরমাণু-বিভাজনে।
স্বভাবৈর্ঘটিতং সর্ব্বং কিমীশস্য প্রয়োজনম্ ॥ ২ ॥
ঘট-পট-গুণজ্ঞানে জড়দ্রব্য-বিচারণে।
তার্কিকানাং মহামোক্ষমন্যায়েন কথং ভবেৎ ॥ ৩ ॥
'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'।
ইতি ন্যায়াৎ পদার্থত্বং প্রাপ্নোতি নাস্তিকঃ সদা ॥ ৪ ॥
অসৎকারণবাদে হি স্বীকৃতাহভাব সংস্থিতিঃ।
সত্তাহীনস্য সত্তা তু যুক্তিহীনা ভবেৎ সদা ॥ ৫ ॥
কার্য্যকারণয়োরীত্যা জড়ান্ন চেতনোদ্ভবঃ।
গীতাবাক্যং সদামান্যং 'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' ॥ ৬ ॥

নৈয়ায়িক গৌতম ও কণাদ বলেন—জীব এবং বিশ্বাদির সৃষ্টি, জড় অণু-পরমাণুর মিলনেই হইয়াছে; ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। এই সৃষ্টি পরিবর্ত্তনশীল, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। কালপ্রভাবে এই বিশ্ব কালচক্রে ধ্বংস-মুখে পতিত হইয়া থাকে। ইহার মূল কারণ যে পরমাণু সংযোগ, সেই পরমাণুর বিভাগ ঘটিলেই বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য্য। ইহাতে ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা কি? ঘট-পট-গুণদ্রব্যের জ্ঞানে এবং জড়দ্রব্যের বিচারণে তার্কিকগণের মহামোক্ষ অন্যায়রূপে কিপ্রকারে সম্ভব হয়। ন্যায়-দর্শন নামে অন্যায় বিচার দ্বারা কখনও যুক্তি-সিদ্ধ সুফল ফলিবে না। তাহার কারণ 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী' অর্থাৎ যে যেরূপ ভাবনা করে তাহার সেইরূপ সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই ন্যায়ানুসারে পরমাণুবাদী নাস্তিকগণ জড়পদার্থতা প্রাপ্ত হইবেন। ঘট-পট জড় অণু-পরমাণুর চিন্তাতে সেই জড়ত্বই লাভ হয় মাত্র। প্রকৃতপ্রস্তাবে বাস্তবমোক্ষ সুদূর-পরাহত। সাধারণ যুক্তি-তর্কের বিচারে কার্য্য-কারণ রীতি-অনুসারে দেখিতে গেলে অসৎ-কারণবাদিগণের অসৎ বস্তুর সংস্থিতি স্বীকৃত হয় কিরূপে। অর্থাৎ সত্তাহীন বস্তুর সত্তা নিতান্ত যুক্তিহীন হইয়া থাকে। গীতাশাস্ত্র কার্য্যকারণ-রীতি-অনুসারে জড়বস্তু হইতে কখনও চেতনের উদ্ভব সম্ভব হয় না বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

শ্রীধাম মায়াপুর-ই

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৬২ পৃষ্ঠার পর]

প্রাচীন নদীয়ার অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীজগদীশ কুমার বসু, ভক্তিপ্রদীপ-বিরচিত এবং শ্রীপ্রিয়নাথ মুখার্জ্জী, বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয় সঙ্কলিত "মীমাংসা" নামক গ্রন্থে তাঁহারা নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ভক্তিরত্নাকরাদি প্রামাণিক গ্রন্থ ও প্রাচীন রেকর্ড প্রভৃতি দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, নিরপেক্ষ সুধী-সমাজ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

গঙ্গার পূর্ব্বপারে বল্লালদীঘির পশ্চিম-দক্ষিণাংশে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবন—শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের জন্মস্থান। বামুনপুকুর গ্রামটীতে বল্লাল সেন রাজার ভগ্ন-প্রাসাদ বর্ত্তমান এবং চাঁদকাজী সাহেবের সমাধির উপর গোলকচাঁপা বৃক্ষটি আজও প্রাচীন নবদ্বীপ ও নদীয়ার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইসকল বিষয়ে আমরা স্থানীয় ব্যক্তিরা যতখানি জানি, অন্যরা ততখানি জানেন না।…আন্দুল মৌরীর রাজা রাজনারায়ণের লেখা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, সেনবংশীয় রাজগণের রাজধানী মায়াপুরে ছিল। অধুনা ঐ স্থানগুলির নামের ভিন্নতা হইয়া গিয়াছে। যেমন বল্লালদীঘি, বামুনপুকুর, তারণপুর, শিমূলিয়া প্রভৃতি। বিল্বপুকরিণীর প্রাচীন ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত মহোদয়গণ একশত বৎসরেরও পূর্ব্ব হইতে ঐ স্থানকে "মায়াপুর" বলিয়াছেন। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব "Statistical Statement" পুস্তকে লিখিয়াছেন—"…হুসেন শাহের গুরুর সমাধিস্থান-বর্দ্ধমান সীমান্তে শ্রীমায়াপুর-নগরে আছে।" "নদীয়া কাহিনীতে"ও ঐ সমস্ত প্রমাণ লিখিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শান্তিপুরের মুসলমান সাহিত্যিক মোজাম্মেল হক্ সাহেবও অনুসন্ধান করিয়া জানাইয়াছেন, বক্তিয়ার খিলজীর সময়ে "মায়াপুরে" ৩৬৫ ঘর লোকের বসবাস ছিল। এইস্থানে মোল্লা সাহেবও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ঢাকা হইতে আসিয়া এই "মায়াপুরে" বসবাস করেন। এই তথ্য তাঁহাদের প্রাচীন দলিল ও কাগজপত্রে ছিল। স্থানীয় চাঁদকাজীর বংশধরগণকে আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি এবং কাজীসাহেবের ভগ্ন অট্টালিকাও দেখিয়াছি। কাজীর সমাধির ঠিক উত্তরাংশে উহা অবস্থিত ছিল। ঐ স্থানেই গৌরসুন্দর তাঁহাকে উদ্ধার করেন।

"কলিকাতা রিভিউ"-এর Vol. IV. 1846 এর ৪২২ পৃষ্ঠায় লিখিত

আছে—"…Old Nadia which was swept away by the river, lay to the north of the existing Nadia. The old town was on the Krishnanagar side of the river."

প্রাচীন মানচিত্রগুলিতে দেখা যায়, গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমে প্রাচীন নবদ্বীপ অবস্থিত বলিয়া স্পষ্ট উল্লেখ আছে। গঙ্গা ও জলঙ্গীর ধারা প্রাচীন নবদ্বীপের দুই পার্শ্বে প্রবাহিত হইয়া প্রাচীন নদীয়াকে দ্বীপ রূপ দান করিয়াছিল। গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গমের স্থানটিই হইতেছে শ্রীমায়াপুর। জলঙ্গীর বর্ত্তমান নাম 'খড়িয়া'। অনেকে এটিকে 'খড়ে নদী' বলিয়া থাকেন।

এই সম্বন্ধে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল রোবকারিতে কমিশনার ভ্যান্সিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন। এতৎ সম্বন্ধে তিনি প্রমাণ-স্বরূপ নদীয়ার জেলাজজ শ্রীমুর সাহেবের ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখের রায় হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রমাণ—"যে-স্থানে পূর্ব্বে প্রাচীন নবদ্বীপের উভয় পার্শ্বে গঙ্গা ও জলঙ্গীর সঙ্গম হইয়াছিল, উহাই কাশিমপুরের জলকরের দক্ষিণ সীমা হুলোর ঘাট-সংলগ্ন স্থান"। প্রাচীন নবদ্বীপ বর্ত্তমান দুইশত বর্ষের পুরাতন নবদ্বীপের উত্তরাংশে, অর্থাৎ শ্রীমায়াপুরে। জলঙ্গী কখনও রামচন্দ্রপুর কাঁকড়ার মাঠে প্রবাহিত হয় নাই।

নবীন নবদ্বীপের পূর্ব্বে, পূর্ব্ব-দক্ষিণে এবং উত্তরাংশে শ্রীমায়াপুর গঙ্গার সহিত তৎসংলগ্ন-স্থানে অবস্থিত—এই কথাই ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট তারিখে প্রধান-বিচারপতি শ্রীপেল্লারাম এবং জজ র‍্যাম্সিনী মহোদয় দৃঢ়ভাবে স্থির করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, জগন্নাথের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ; আবার কেহ বলেন, জগন্নাথের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গ; কেহ কেহ বলেন, গৌরাঙ্গের পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিং; কেহ বলেন, রামচন্দ্রপুরে রাধাবল্লভ, আবার কেহ বলেন, কৃষ্ণ, গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহনজী স্থাপিত হয়েছিলেন। অথবা শ্রীরামচন্দ্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পিতৃব্য গৌরাঙ্গ সিং-এর ঐ স্থানে জন্ম হওয়ায় কান্দী জমিদারদের মধ্যে পুণ্যাত্মা বিচারে গৌরাঙ্গ সিং-এর নামানুসারে ঐ স্থান (কাঁকড়ার মাঠ) গৌরাঙ্গ-ভিটা বলিয়া প্রবাদ ছিল। সেজন্য ভ্রান্ত ব্যক্তি মামুলী প্রবাদকে বেদবাক্য-স্বরূপ বিচার করিয়া শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পুত্র শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান ও নাড়ীপোতা-স্থান বলিয়া দেখাইয়া থাকেন। এখনও ঐস্থানে কাছারী বাড়ী রহিয়াছে। ঐ সংলগ্ন স্থানে একটী তরুণ নিম্ববৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে এবং প্রকৃত মায়াপুরের

অনুকরণে সূতিকা-গৃহও নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। আদি-মায়াপুরের নিম্ববৃক্ষ নব্যরোপিত নহে।

পুরাতন নবদ্বীপ (বল্লালদীঘির সান্নিধ্যে) সম্বন্ধে হাইকোর্টের একটি মোকর্দ্দমায় কিছুকাল পূর্ব্বে যাহা স্থির হইয়াছিল, তাহার অংশ-বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

"...Judgement and Degree of the High Court, 12th August, 1896...According to Major Rannell's map of 1780, there were three places in the river Ganges below Belpukur where two streams met, one above the island of Nuddea, one below that island and the third below the island of Mahisura ; it would probably the first confluence below Belpukur, which would be meant by the word 'Do Gonguir Mura' in the Huddabandis of 1199. In this proceeding Mr. Danspier on the authority of a decision...District Judge of Nadia, dated 28th December, 1830 declared that the southern boundary of "Jalkar Kasimpur was a point where two streams passing by both sides of old Nabadwip met."

রেনেলের ম্যাপে বেলপুকুরের স্থান দেখুন। দেখিবেন, উহা বামুনপুকুরের ঠিক উত্তরভাগে অবস্থিত। বর্ত্তমানে মেঘার চরে বেলপুকুর উঠিয়া গিয়াছে। উহা রেনেলের ও স্মাইয়ের ম্যাপ্ মিলাইলে দেখিতে পাইবেন। তদ্রূপ নবদ্বীপের ক্ষেত্রেও গঙ্গা ও জলঙ্গীর পরিবর্ত্তনশীল গতিবিধিতে স্থান পরিবর্ত্তন হইয়া তিনটী স্থানে নবদ্বীপ নামকরণ হয়। মূল্য, মধ্য ও বর্ত্তমান, তদ্রূপ নবদ্বীপ এবং বিল্বপুষ্করিণীর স্থান পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় শ্রীল কেদারনাথ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ঠাকুরের সম্পাদিত "সজ্জন-তোষণী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই স্থানে তাহার উদ্ধৃতাংশ দেওয়া হইল। যথা—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং—

আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন; আর আমরা দীনহীন তাহাদ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাকে 'সপ্তম গোস্বামী' ভাবি।

প্রকট-সময়ে ছয় গোস্বামী ছিলেন, অপ্রকটে আপনি গোস্বামী। আপনি ধন্য, আপনার কৃপা লাভ করিলে আমিও ধন্য হইব। আপনি প্রভু-প্রেরিত। এই শুষ্ককালে আপনি সনাতন ধর্ম্মকে সজীব করিতেছেন। আপনার গ্রন্থ (নবদ্বীপ-পরিক্রমা) এখনও পাঠ করি নাই, স্পর্শ করিয়াছি ; তাহাতেই অঙ্গ শীতল হইয়াছে।

নবদ্বীপ স্থাপন করিলেন, কিন্তু নবদ্বীপেশ্বরী কোথায় ? ঈশ্বরী ব্যতীত নবদ্বীপ শূন্যময়। তাঁহাকে আনয়ন করুন ; করিয়া আমার ন্যায় কোটী কোটী জীবকে চিরঋণে আবদ্ধ করুন। "ঠাকুর ভগবান্ গৌরাঙ্গের সাক্ষাৎ আদেশ পালন করিবার অধিকারী কেবল আপনাকেই নয়নগোচর করিতেছি। এই নিমিত্ত কাতর হইয়া আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইলাম। এতদ্ভিন্ন কিংবদন্তী-দ্বারা বহুতর সংবাদ পাইবেন।" কিমধিকম্। আমি আপনার নিতান্ত আশ্রিত বলিয়া জানিবেন। প্রণাম।

3rd Nov. 1988

Deoghar, —শ্রীশিশিরকুমার ঘোষ (দাস)

Via-Baidyanath ;

শ্রীমায়াপুরে দিব্য মধুর আলো সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে লেখা দুইখানি পত্রে, যাহা "সজ্জন তোষণী" পত্রিকার ১৯বর্ষ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার উদ্ধৃতাংশ দেওয়া হইল।—

"যথোচিত বৈষ্ণবসম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

আমরা অদ্য পাঁচদিন কলিকাতায় আসিয়াছি। এখানে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের সঙ্গে শ্রীভাগবত-কথা কীর্ত্তন ও গান-কীর্ত্তনে মধ্যে মধ্যে পরমানন্দ লাভ হইতেছে। আর অল্পদিন পরে শ্রীযুক্ত শিশিরবাবু এখানে আগমন করিবেন। এখন যদি আপনার কলিকাতায় আগমন হয়। আমরা সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের পবিত্র সঙ্গে পরমানন্দ লাভ করিয়া পুণ্যার্থ লাভ করিব। সম্প্রতি আপনি যে লুপ্ততীর্থ-শিরোমণি শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রকাশ করিলেন, তাহাতে জগজ্জীব কৃতার্থতা লাভ করিবেন ; আর শ্রীগৌরাঙ্গদাসগণ সেইস্থানে গড়াগড়ি দিয়া সেই ধূলিতে ধূসর হইয়া শ্রীধামে গমন করিবেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমরা ধন্য হইব। এই স্থানের সম্বন্ধে একটী কথা অতি বিস্ময়াবহ, তাহা মতিবাবুর নিকট বলিলাম। মতিবাবু পরমানন্দিত হইয়া আমাকে তাহা লিখিবার জন্য বলিলেন এবং যে 'বিষ্ণুপ্রিয়া-

পত্রিকায়' প্রকাশ করিবার জন্য আপনি 'ধাম-মহিমা' লিখিয়াছেন, তাহা সম্মুখে রাখিয়া একথা লিখিতেছি।

"সম্প্রতি নবদ্বীপধামবাসী (বর্ত্তমান শহর) শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভু আমাকে বলিয়াছেন, গত চৈত্র মাসে উকিলপাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু মার্কণ্ডেয় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্রীহরিবাসর উপলক্ষ্যে আগমন করিবেন বলিয়া রাত্রি প্রায় একপ্রহর শ্রীগঙ্গাতীরে মুখাদি প্রক্ষালন করিতে আসিয়াছেন, ইঁহার শ্রীগৌরাঙ্গগত জীবন।.....আপনি শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মভূমি যে-স্থান প্রকাশ করিয়াছেন, সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন সেই স্থানে এক অপূর্ব্ব 'মধুর আলো' উদ্ভূত হইয়া শ্রীগঙ্গার এ পারস্থ তটাবধি আলোকিত হইল। (মধুর আলো কথাটি তাঁহার) তাহা দেখিয়া তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন; ক্ষণবিলম্বে আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। শ্রীলোকনাথ—ভজনানন্দী; তাঁহার অনুভব কদাচ মিথ্যা নয়।...আমরা এখন নিশ্চয় বুঝিলাম, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের শক্তি আপনাতে সঞ্চারিত হইয়াছে, যে-শক্তিবলে আপনি এই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করিলেন। আমাদের মঙ্গল। বোধ করি, অদ্য বা কল্য বাটী যাইব।

—শ্রীগৌরাঙ্গ দাসানুগতদাস
শ্রীরাধিকানাথ শর্ম্মনঃ
১৪ই জ্যৈষ্ঠ

অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক দেশমান্য মতিবাবুর পত্র :—

সপ্রণাম নিবেদনমিদং—

শ্রীযুক্ত লোকনাথ গোস্বামী প্রভু যে 'মধুর আলো' দর্শন করেন, উহাতে তাঁহার ও শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামীর নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছে যে, আপনি প্রকৃত স্থানটিই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুক্ত...অত্যন্ত বিরোধী আছেন। তবে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ আমাদের পক্ষে আছেন, তখন কোন 'অমুকের' আশঙ্কা করা আমাদের কোন প্রয়োজন করে না। প্রভু গোস্বামী কল্য শান্তিপুর যাইবেন এবং বোধ হয় আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। (ক্রমশঃ)

আশীর্ব্বাদপ্রার্থী দাস—
শ্রীমতিলাল ঘোষ

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

সর্ব্ববেদান্তসার
শ্রীমদ্ভাগবত-মহাপুরাণের উপাখ্যান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, ২৭১ পৃষ্ঠার পর]

লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীনারদের ভগবন্নামাদি শ্রবণ-কীর্ত্তন স্মরণ

শ্রীনারদঋষি আরও বলিতে লাগিলেন,—তদনন্তর আমি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের নামসমূহ অনবরত উচ্চারণ এবং রহস্যময় শুভ-ভগবল্লীলা-চেষ্টাসমূহ স্মরণ করিতে করিতে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে সকলপ্রকার বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া নিরহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন হইলাম। এইরূপে কৃষ্ণতাৎপর্য্য-বিশিষ্ট ও কৃষ্ণে অনুরাগী হইয়া আমার অন্তঃকরণ শুদ্ধ অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিল। এই অবসরে আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় আমার প্রপঞ্চত্যাগ-সময় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীহরির প্রতিশ্রুত আমি সেই শুদ্ধসত্ত্বময় অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবৎ-পার্ষদোচিত শরীর ভগবৎকৃপায় লাভ করিতে উপযুক্ত হইলে, প্রারব্ধ কর্ম্ম ধ্বংস হওয়ায় আমার পঞ্চভূতাত্মক শরীরের পতন হইল।

কল্পশেষে এই বিশ্ব ধ্বংস করিয়া একার্ণবের জলে শ্রীনারায়ণ যখন শয়ন করিলেন, তখন শয়নাভিলাষী ভগবানের মধ্যে তাঁহার নিঃশ্বাসের সহিত আমি প্রবেশ করিলাম। এইরূপে সহস্র মহাযুগ অতীত হইলে ভগবান্ পুনরায় উত্থিত হইয়া এই বিশ্ব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে আমি এবং মরীচি প্রমুখ ঋষিগণ আবির্ভূত হইয়াছিলাম। ভগবান্ মহাবিষ্ণুর কৃপায় অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করিয়া এবং কোথাও গতিরুদ্ধ না হওয়ায় আমি বৈকুণ্ঠের অন্তরে ও বাহিরে বিচরণ করি। আমি ঈশ্বর-প্রদত্ত সপ্তস্বরে স্বাভাবিক ঝঙ্কৃত এই বীণা-মূর্চ্ছনাদ্বারা আলাপ করিতে করিতে হরিনাম-গুণ-কীর্ত্তন করিয়া ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করি। তীর্থপদ উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরি, তাঁহার নিজলীলা-চেষ্টাসমূহ প্রকৃষ্টরূপে গান করিবার সময় আমার হৃদয়-মধ্যে যেন আহূত হইয়াই তৎক্ষণাৎ দর্শন দেন।

শ্রীবেদব্যাসকে উপদেশ প্রদানান্তে শ্রীনারদের বীণাবাদনসহ প্রস্থান

সতত বিষয়ভোগ-বাসনাদ্বারা যাহাদের চিত্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে এই হরিচরিত-কথা-কীর্ত্তনই ভবসাগর পার হইবার একমাত্র উপায়—

ইহা প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ সকলভাবেই দেখা গিয়াছে। নিরন্তর কাম-লোভাদি রিপু-বশীভূত অশান্ত মন মুকুন্দসেবাদ্বারা যেরূপ সাক্ষাৎ নিগৃহীত হয়, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগমার্গ অবলম্বন করিলে তেমন নিরুদ্ধ বা শান্ত হয় না। হে নিষ্পাপ শ্রীবেদব্যাস! আপনি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমার সেই জন্ম-কর্ম্মাদি গুহ্য ব্যাপার এবং আপনার চিত্তবিনোদনের কারণ সমস্ত কথাই বলিলাম। এইরূপে মহর্ষি ব্যাসদেবকে সম্ভাষণ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক যথেচ্ছাবিহারী মহাযোগী দেবর্ষি শ্রীনারদ বীণা বাদন করিয়া হরি-গুণগান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। অহো! এই শ্রীহরি-কীর্ত্তনরত নারদ-মুনিই ভাগ্যবান্, যেহেতু তিনি ভগবান্ চক্রপাণির যশোগুণ স্বীয় বীণাযন্ত্রে গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে এই বিষয়ভোগ-সন্তপ্ত বিশ্বকে সর্ব্বদা কৃষ্ণপ্রেমানন্দ প্রদান করিয়া সুখী করেন।

শ্রীনারদ-ঋষির দিব্য জীবনী হইতে অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রেম-প্রীতির উপদেশ

উপরিউক্ত দিব্যজীবনী হইতে বিশেষ শিক্ষা এই যে, "শ্রীনারদ যে ভগবদ্দর্শন করিলেন, সেই ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী, অশরীরী, সর্ব্বনিয়ন্তা ও বিভুচিদ্ বস্তু। সেই ভগবানের রূপ ও পাদপদ্ম শ্রীনারদের অনুভবের বিষয় হইয়াছিল। লীলাময় ভগবান্ বিষ্ণু বৈকুণ্ঠে সার্দ্ধ দুইটী রসে আশ্রয়জাতীয় রসিকগণের সেব্য। তিনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ-বিশিষ্ট হইয়া তুরীয় লোকে নিত্য অধিষ্ঠিত। তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীসঙ্কর্ষণরূপ হইতে কারণ, গর্ভ ও ক্ষীর-বারিতে তিনটী পুরুষাবতার প্রকটিত। শ্রীনারদের উপলব্ধির বিষয় হইতে যে বস্তু প্রকটিত হইলেন, তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড়শরীরমাত্র নহে। সাধকের বাহ্যদশায় পুরুষাবতারের দর্শন সর্ব্বক্ষণ সম্ভবপর হয় না। বিষ্ণুতত্ত্ব নিত্যকাল মায়াধীশ। শ্রীনারদের ঋষিগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রদ্বারা দীক্ষালাভ ঘটিলে সেই দিব্যজ্ঞান-প্রভাবে স্বীয় চিন্ময় অনুভূতিতে তিনি বাহ্যদশা ক্ষণকালের জন্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। তখন তিনি পুরুষাবতার-স্বরূপ অবগত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্ব দর্শন করেন। ভগবান্ যে দর্শন দেন, তাহা তাঁহার নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্"—এই শ্রুতিবাক্যেই ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ।

"বদ্ধজীব নিজের দুইপ্রকার দেহের আশ্রয়ে সংসারে ডুবিয়া যান। সেই

আসক্তি হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায়ই—শ্রীহরিলীলা-গান। শ্রীহরিলীলা-গানদ্বারাই জীব বিষয়-সাগরে নিমজ্জন হইতে রক্ষা পান। ভগবান্ অধোক্ষজ হরি জীবের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় না হওয়ায় হরিলীলা-কথনে ও শ্রবণে জীবের কোন অমঙ্গল হয় না, পক্ষান্তরে তাহাতে জীবের দেহোপাধিদ্বয়ের ভোগ্য বিষয় অভাবে দেহীর নিত্যসেবা-প্রবৃত্তি উদিতা হয়। সেবাকালে সেব্যবস্তুকে ভোগ্যবস্তু বলিয়া মনে করিতে হয় না,—"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি 'কাম'। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম॥"

"বদ্ধজীব মৎসরতাক্রমে কাম-ক্রোধ-লোভাদির ক্রীড়াপুত্তলী। কামাদির হস্তে তাঁহার স্বতন্ত্রতা বিকৃত হওয়ায় ইহজগতে বাস করা তাঁহার পক্ষে বড়ই ক্লেশকর হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য যোগিগণ চিত্তবৃত্তি নিরোধের জন্য যে অষ্টাঙ্গ-যোগপন্থা বলেন, তাহার অনুগমন করিবার জন্য অনেকের প্রবৃত্তি হয়, কিন্তু যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগসাধন-পথে অভীষ্টলাভের পূর্ব্বেই কামাদি-বৃত্তিসকল পুনঃ পুনঃ বিঘ্ন উপস্থিত করাইয়া সিদ্ধির ব্যাঘাত করে। শ্রীমুকুন্দের সেবা করিবার কালে সেইরূপ কোন প্রতিবন্ধক আসিয়া কিছুই করিতে পারে না। অনিত্য, অশুদ্ধ, অপূর্ণ ও সাপেক্ষ-ধর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় মুকুন্দসেবা সম্ভবপর নহে। অষ্টাঙ্গ-যোগাদির পন্থায় ঐ অভাবগুলি সর্ব্বতোভাবে বিদ্যমান। কেননা, অসুবিধা-নিরাকরণজন্য সে-সকল সাধনের প্রস্তাব যোগিগণ করিয়া থাকেন, তাদৃশ সাধনকালে সেই অসুবিধার ফলে জীবের ফলপ্রাপ্তি দুঃসাধ্য; কিন্তু মুকুন্দ-সেবোপকরণ, সেবাকারী ও সেব্য কেহই কোনপ্রকার বিঘ্নের অন্তর্গত নহেন বলিয়া অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত নাই অর্থাৎ মুকুন্দসেবা হইতে মুকুন্দ ব্যতীত অন্যবস্তু-সেবারূপ অনর্থের বিদ্যমানতা নাই।

"অসংযত ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ-যোগের 'যম' পদ্ধতি অবলম্বন করেন। অনিয়ত ব্যক্তি 'নিয়মে' বাধ্য হন। যথোপযোগী 'আসনে'র অভাবে চিত্তবৈক্লব্য ঘটে। ভোগবাসনা বা ইচ্ছারূপ পূরক, অনিচ্ছারূপ রেচক ও বাসনোপযোগী কুম্ভক পরিহার করিয়া অষ্টাঙ্গ-যোগের 'প্রাণায়াম' রিপু-চরিতার্থতায় পর্য্যবসিত হইবার যোগ্য। ঈশ-প্রতিকূল ভোগ্যবস্তু সংগ্রহ হইতে অবসর পাইবার জন্য 'প্রত্যাহারে'র ব্যবস্থা। প্রতিকূল-পরিহাররূপ উপবাসাদি সময় সময় সাধককে বিপন্ন করিয়া ফেলে। ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় বস্তুর নশ্বর উপলব্ধিতে খণ্ডিত কাল 'ধ্যান'-সাধনের উদ্দেশ্য ফলবান্ হইতে দেয় না। 'ধারণা'ও সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক চঞ্চল মনের দ্বারা সার্ব্বকালিক বৃত্তির অভাব উৎপন্ন করে। 'সমাধি'র কৈবল্য-ভাব চিদ্‌বিলাস-বৈচিত্র্যের অভাবহেতু ইতর

কামোপাস্ত অবস্থা-বিশেষ। এইসকল কারণে যোগ-সাধনের অষ্টাঙ্গ নানা-প্রকারে বিপন্ন।

"শ্রীমুকুন্দ-পাদপদ্ম অভয়, অশোক, নিস্পৃহ, অপরিভবযোগ্য ও অলোভনীয়। হরিসম্বন্ধী বস্তু বিঘ্ন-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় সকল সময়েই মুকুন্দ-তাবকগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন। মুকুন্দ-সেবকের অনুষ্ঠান-সমূহের নিত্যতায় কেহই বিঘ্নসাধন করিতে পারে না। অনাত্ম স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ কালক্ষোভ্য হওয়ায় উপাধিক অনিত্য সাধক-প্রণালীর চরম মঙ্গলসাধন করিতে সমর্থ নহে। হরিসেবক, হরিসেবা ও হরি—ত্রিবিধ বিচিত্রতায় বৈকুণ্ঠ বস্তু; মায়িক ভোক্তা, ভোগ্য ও ভোগের অন্যতম ব্যাপার নহে। হরি-বিস্মৃতিফলেই জীবের সেবা-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া সুখ-দুঃখে নিযুক্ত হয়। তাহাতে নিত্যত্ব, অপক্ষয়রহিত জ্ঞান ও আনন্দ নাই। যে-স্থলে উপায় ও উপেয়ে ভেদ বর্ত্তমান, তথায় বিঘ্নের সম্ভাবনা আছে। ভগবদ্ভক্তিতে উপায় ও উপেয় স্বতন্ত্র নহে। ভক্তি ব্যতীত অন্য প্রস্তাবিত সাধন-প্রক্রিয়া জীবের অনর্থ নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হয় না।

জাতরতি ভক্তের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি নির্ম্মল হওয়ায় তিনি সর্ব্বদা হরিগুণগান এবং হরিলীলা-চিন্তাপর হন। ইহাকেই জীবের স্বরূপপ্রাপ্তি বা জীবদ্দশায় ভোগ-পিপাসা-মুক্তি বলা হয়। স্বরূপসিদ্ধিক্রমে অর্থাৎ অস্মিতায় বিষ্ণুসেবার উদয়ে বাহ্যজগতে ইন্দ্রিয়-চালনার অবকাশ হয় না। যাঁহারা বাহ্যজগতের ভোক্তৃত্ব-ভাবের পরিবর্ত্তে কৃষ্ণ-সেবৈকচিত্ত, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভোগী জীবগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে বুঝিতে পারেন না। ভোগবাসনা-নির্ম্মুক্তহৃদয় যে-প্রকারে হরিসেবা করেন, তাহাতে হরিসম্বন্ধী বস্তুর সন্ধান না পাইলে কর্ম্মফল-ভোগী ফল্গু-বৈরাগ্যের বশবর্ত্তী হইয়া ভক্তের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে পারেন না। ভগবদ্ভক্ত আপনার হরিসেবা-প্রবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধিকালের পূর্ব্বপর্য্যন্ত নূতন বাসনা স্বীকার করেন না। প্রাক্তন আবদ্ধ ক্রিয়া তাঁহার স্বরূপসিদ্ধির ব্যাঘাত করে না। বদ্ধজীবের তাদৃশ স্বরূপসিদ্ধ-ভক্তদর্শনে নানাবিধ অপরাধ উপস্থিত হয়। সেইজন্য শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যবর শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ তৎকৃত শ্রীউপদেশামৃতে লিখিয়াছেন,—"ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।" গীতায় লিখিয়াছেন,—"ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।" লব্ধস্বরূপ ভক্ত নিরুপাধিক হইয়া স্থূল প্রাপঞ্চিক শরীর ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার চিদানন্দ-স্বরূপ ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করে না। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের

ভগবানের সেবোপযোগী উপকরণরূপ স্বীয় চিন্ময়ী প্রতীতিকেই শুদ্ধা ভাগবতী-তনু বলে।

"শ্রীভগবানের নামকীর্ত্তন এবং ভগবানের মঙ্গলময় রহস্যাত্মক লীলাস্মরণ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া শ্রীনারদ বস্তুসিদ্ধির অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি অমানী এবং মানদ হইয়া নামকীর্ত্তনকালে কাহাকেও লজ্জা করিতেন না। নামনামী অভিন্ন, এইরূপ উপলব্ধি হইলে জীবনে লজ্জা থাকে না।

"পরিবদতু জনো যথা তথা বা, নন্থ মুখরো ন বয়ং বিচারয়ামঃ।
হরিরস-মদিরা-মদাতিমত্তা, ভুবি বিলুঠাম নটাম নির্ব্বিশামঃ॥

—এইরূপ ভক্তের ভাব শ্রীনারদে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভগবানের লীলা জীবের পরম মঙ্গলকারিণী ও পরম গোপনীয়া অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়া। সেইসকল লীলা বহির্ম্মুখের কর্ণে যাহাতে প্রবিষ্ট না হইয়া মুক্তপুরুষগণের নিত্য চিন্তনীয় হয়, সেইজন্য ভগবল্লীলা-স্মরণাদি। কীর্ত্তনীয়-নাম—সেবার বস্তু। স্মরণীয়লীলা সকলের শ্রবণীয় নহে বলিয়া সাধারণতঃ মুক্তবৈষ্ণবগণ শ্রদ্দধানের নিকটই নাম-কীর্ত্তনাঙ্গ-ভক্তির অনুশীলন করেন এবং অনর্থমুক্ত অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকট লীলাকীর্ত্তন করেন। জাতরতি ভক্তের নিকট শ্রুত-লীলাকথা অনর্থমুক্ত-হৃদয়ে স্মৃতিপথে উদিত হয়। বহিরঙ্গ ভক্তগণ ঐসকল কথা স্মরণকালে শুনিতে পান না।

"শ্রীভগবানের গূঢ় যে সর্ব্বোত্তম লীলা অর্থাৎ প্রেম-পরিপাটীময় লীলাসমূহ তাহা সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশ না করিয়া, আমার যেমন অধিকার, তদনুরূপ স্মরণ কর্ত্তব্য,—

"বাহ্য, অভ্যন্তর—ইহার দুইত সাধন।
বাহ্যে সাধকদেহে করি শ্রবণ-কীর্ত্তন॥
মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন।
রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত' লাগিয়া।
নিরন্তর সেবা করে, অন্তর্মনা হঞা॥"

"শ্রীভগবানের নাম যেরূপভাবে লইলে শ্রীনামে প্রেমোদয় হয়, তাহার লক্ষণ শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীদামোদরস্বরূপ ও শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিয়াছেন,—

"উত্তম হঞা বৈষ্ণব হ'বে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি' কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান॥

এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয়।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয়॥
প্রেমের স্বভাব যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে, কৃষ্ণে মোর নাহি ভক্তি-গন্ধ॥"

"এইরূপ অমানী ও মানদ হইয়া শ্রীনারদমুনি শ্রীনামগান করিয়াছিলেন। স্মরণাঙ্গ-ভক্তি—শ্রবণ-কীর্ত্তনাধীন। অনবধান-রহিত হইয়া শ্রীহরি কীর্ত্তিত হইলেই স্মরণের সুষ্ঠুতা হয়। স্মরণকালে ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উচ্চারণ-কারীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হন। কৃত্রিম জড়ীয় ভোগচিন্তা স্মরণ-শব্দবাচ্য নহে। সুষ্ঠু নামকীর্ত্তন-প্রভাবেই রূপ-গুণ-লীলাত্মক স্মৃতি মুক্ত-ভক্তের চিন্ময় হৃদয়াকাশে উদিত হন। শ্রীমদ্ভাগবত (২।৮।৪) শ্লোকে নিত্যশ্রদ্ধার সহিত শ্রীনাম শ্রবণ-কীর্ত্তনকারীর হৃদয়ে অল্পকালের মধ্যেই ভগবানের উদয় হয়, লিখিত আছে। হৃদয়ে মাৎসর্য্য থাকাকালে হিংসাময় কর্ম্মভূমিতে আসক্তি ন্যূন হয় না। হরিভজনকারীর হৃদয়-বৃন্দাবনে সর্ব্বসিদ্ধিদ ভগবান্ উদিত হইয়া জীবের দ্বিতীয়াভিনিবেশের অবকাশ দেন না।"

—শ্রীউপেন্দ্রকৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী (সজ্জনকিঙ্কর)

সংসার-সাগর হইতে মুক্তিলাভের উপায়

[গরুড়-পুরাণাবলম্বনে লিখিত]

একসময়ে শ্রীনারদ মহাদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—"যে দুর্ম্মতি এই সংসারে কাম, ক্রোধ, শুভ, অশুভ, শব্দ, বিষয় প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা আক্রান্ত হইয়া প্রপীড়িত হইতেছে, সেই ব্যক্তি কি কার্য্য করিলে ক্ষণমাত্রে মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে মুক্ত হইতে পারে? আমি আপনার নিকট তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।"

শ্রীত্রিলোচন নারদের সেই বাক্য শ্রবণে প্রসন্ন বদনে নারদ-ঋষিকে কহিলেন,—"হে ঋষিবর! জ্ঞানরূপ অমৃত পরমগুহ্য, ইহা সর্ব্বদুঃখ নাশ করিয়া জনগণকে সংসার-বন্ধন হইতে ত্রাণ করিয়া থাকে। হে নারদ! যে বিষ্ণুর মায়াতে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সচরাচর চতুর্ব্বিধ জগৎ প্রসুপ্ত আছে, সেই

নারায়ণের প্রসাদে যদি কেহ পরজ্ঞানী হইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তি দেব-দুস্তর সংসার-সাগর হইতে নিস্তার পাইয়া থাকে। প্রাণিগণ ঐশ্বর্য্যভোগে প্রমত্ত হইয়া, পঙ্কনিমগ্ন গো-গর্দভের ন্যায়, তত্ত্বজ্ঞানহীন হইয়া সংসার-মোহপঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকে। তাহারা পুত্র-দারা-কুটুম্বাদিতে অনুরক্ত হইয়া একার্ণব-মগ্ন বন-গজবৎ মগ্ন হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশভোগ করে। যে দুর্ম্মতি কোষ-মধ্যগত কীটের ন্যায় আত্মাকে বদ্ধ করে অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞানলাভে পরাঙ্মুখ হয়, সে সংসার-সাগরে মগ্ন হইয়া থাকে। কোটী কোটী জন্মেও তাহার মুক্তি লাভের সম্ভাবনা দেখা যায় না। যাহারা পুত্র-কলত্র-কুটুম্বাদির মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া সংসারে নিমগ্ন থাকে, দেবদেব শ্রীনারায়ণকে তাহারা কদাচ আরাধনা করিতে বা ভক্তিযুক্তচিত্তে সম্যক্‌প্রকারে সেই নারায়ণের ধ্যান করিতে সমর্থ হয় না।

যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয়ে বিশ্বরূপ আদ্যন্তবর্জ্জিত সর্ব্বজ্ঞ সদৈকরূপ, যজ্ঞমূর্ত্তি, জগৎপালন-তৎপর ব্যক্তস্বরূপ, সনাতন, জ্ঞেয়, নিষ্কল, সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বহীন শ্রীহরিকে ধ্যান করে, সে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। নিত্য, নির্গুণ, তমঃপারে অবস্থিত, সর্ব্বদর্শী, শাশ্বত, মহিমাময় বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মনুষ্য মুক্ত হইতে পারে। অশরীরী, জগদ্বিধাতা, সর্ব্বজ্ঞানের এবং সমুদয় মনের বিরতিস্থান, অচল, সর্ব্বগ বিষ্ণুকে যাহারা ধ্যান করে, তাহারা মুক্ত হইতে পারে। নির্ব্বিকল্প, নিরাভাস, নিষ্প্রপঞ্চ, নিরাময়, জগদ্‌গুরু শ্রীবাসুদেবকে ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। অতীন্দ্রিয়, অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অপরাজিত, বিজ্ঞানরূপী অজ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা নিরুপাধি বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। জন্ম-মৃত্যু-জরাতীত, বিকার-পরিশূন্য, সনাতন, কারণরূপী, অভয়পদ-স্বরূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। সর্ব্বভাব-বর্জ্জিত, অপ্রমেয়, অনির্দ্দেশ্য, নিকারণ, শুদ্ধ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। পরমানন্দ, অমৃতস্বরূপ, সর্ব্বপাপ-সম্পর্করহিত, অপ্রতর্ক্য (যাঁহার কোন কারণ নির্ণয় করা যায় না), সেই মহাবিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। শুভাশুভ-বোধহীন, রাগ-দ্বেষাদিরহিত, অমল, জ্ঞানস্বরূপ বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারা যায়। সত্যসঙ্কল্প-স্বরূপ, শুদ্ধ সত্তামাত্র বিষ্ণুকে একাগ্রমনে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। বাক্যাতীত ত্রিকালজ্ঞ, লোকসাক্ষী, সর্ব্বোত্তম, বিশ্বেশ্বর বিষ্ণুকে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। অবিতর্ক্য, অবিজ্ঞেয়, অখণ্ড, অসংহত, প্রণবস্বরূপ বিষ্ণুকে নিরন্তর ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে।

"জগতের সংহার-পালনকর্ত্তা, সুহৃদের (ভক্তজনের) সর্ব্বকামনাপূরক, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল—স্থানত্রয় অতিক্রম করিয়া অবস্থিত বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। সর্ব্বদুঃখ-ক্ষয়কারী, সর্ব্বশক্তিপ্রদ, সর্ব্বপাপহর বিষ্ণুকে সদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মাদিদেব-গন্ধর্ব্ব-মুনি-সিদ্ধ-চারণ ও যোগিগণ-কর্ত্তৃক পরিসেবিত বিষ্ণুকে সর্ব্বদা ধ্যান করিলে মুক্ত হইতে পারে। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিপ্রার্থী বা অন্য যে-কোন কামনা-পরবশ মানব বরপ্রদ বিষ্ণুকে এইরূপ স্তব করিয়া সর্ব্বদা সমাহিতচিত্তে ধ্যান করিলে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিকামী ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে। বিষ্ণুতেই বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই বিষ্ণুও বিশ্বেই প্রতিষ্ঠিত আছেন; সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুকে ধ্যান করিলে মুক্তিকামী ব্যক্তি সংসার হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে।"

পুরাকালে শ্রীনারদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃষধ্বজ শ্রীনারদ-ঋষিকে ইহাই উপদেশ করিয়াছিলেন। সেই নিষ্কল, নির্দ্বন্দ্ব, পরব্রহ্মরূপী সনাতন হরিকে সতত ধ্যান করিয়া অক্ষয় অব্যয়পদ লাভ করিতে হয়। সহস্র সহস্র অশ্বমেধ এবং শতবাজপেয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হইয়া থাকে, তাহা ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি একাগ্রচিত্ত ব্যক্তির ফলের ষোড়শাংসতুল্য নহে। শ্রীমহাদেবের মুখে দেবর্ষি শ্রীনারদ শ্রীহরির এই স্তব শ্রবণ করিয়া নারায়ণের আরাধনা-পূর্ব্বক সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

পরিপ্রশ্ন ও সদুত্তর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৩১ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীহরির আরাধনায় জীবন সার্থক হয়, ভগবৎ প্রাপ্তি হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের আরাধনা না করিলে যে এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুমালা বরণ করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না; পাপাচরণ রূপ অধর্ম্মের ফলে নরকে যম যাতনা ভোগ করিতে হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (মঃ ১।২০০) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—

জগতের পিতা-কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।
পিতৃদোহী পাতকীর জন্মে জন্মে তাপ॥

এই উপদেশ শ্রীমদ্ভবগবদ্গীতায়ও (৮।১৬) পাই ; যথা—

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
সামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত লোক বা লোক-বাসীই পুনরাবর্ত্তনশীল অর্থাৎ তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে আশ্রয় করিলে বা ভজন করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন।

মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ (গীঃ ৮।১৫)

মহাত্মা ভক্তগণ আমাকে লাভ করিয়া পুনর্ব্বার দুঃখের নিলয়রূপ অনিত্য-জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যেহেতু, তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ—**"পরমাং সংসিদ্ধিং মল্লীলাপরিকরতামিত্যর্থঃ।"**

যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন না—ধর্ম্মজীবনযাপন করেন না, ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধালু হন, তাঁহারা কখনই সংসার হইতে উদ্ধার লাভ করেন না ; ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন না, সংসারে কেবল পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুমালা বরণ করেন। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৯।৩),—

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥

[হে পরন্তপ! এই পরমধর্ম্মরূপ জ্ঞানকে অশ্রদ্ধাকারী পুরুষগণ আমাকে লাভ করিতে না পারিয়া মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে।]

এই কলিযুগে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদিদ্বারাই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না, একমাত্র ভগবানে ভক্তিদ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু একটী দৃষ্টান্তদ্বারা সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

ইহাতে দৃষ্টান্ত যৈছে দরিদ্রের ঘরে।
'সর্ব্বজ্ঞ' আসি' দুঃখ দেখি' পুছয়ে তাহারে॥
তুমি কেনে এত দুঃখী, তোমার আছে পিতৃধন।
তোমারে না কহিল, অন্যত্র ছাড়িল জীবন॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে করে ধনের উদ্দেশে।
ঐছে বেদপুরাণ জীবে 'কৃষ্ণ' উপদেশে॥
সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে মূলধন অনুবন্ধ।
সর্ব্বশাস্ত্রে উপদেশে 'শ্রীকৃষ্ণ'—সম্বন্ধ॥

বাপের ধন আছে জানে, ধন নাহি পায়।
সর্ব্বজ্ঞ কহে তারে প্রাপ্তির উপায়॥
'এইস্থানে আছে ধন' বলি' দক্ষিণে খুদিবে।
'ভীমরুল-বরুলী' উঠিবে, ধন না পাইবে॥
'পশ্চিমে' খুদিবে, তাহা যক্ষ এক হয়।
সে বিঘ্ন করিবে,—ধনে হাত না পড়য়॥
উত্তরে খুদিলে আছে কৃষ্ণ অজগরে।
ধন নাহি পাবে, খুদিতে গিলিবে সবারে॥
পূর্ব্বদিকে তাতে মাটী অল্প খুদিতে।
ধনের ঝারি পড়িবেক তোমার হাতেতে॥
ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি'।
'ভক্ত্যে' কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি॥
অতএব 'ভক্তি' কৃষ্ণ-প্রাপ্তির উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
ধন পাইলে যৈছে সুখ-ভোগফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভবনাশ পায়॥
দারিদ্র-নাশ, ভবক্ষয়, প্রেমের ফল নয়।
প্রেম সুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয়॥
বেদশাস্ত্রে কহে,—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম—তিন মহাধন॥
বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ—মুখ্যসম্বন্ধ।
তাঁর জ্ঞানে আনুষঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥
মুখ্য-গৌণ বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

(শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২০।১২৭-১৪৬)

প্রঃ—হরি-সংকীর্ত্তন কি সর্ব্বক্ষণ করণীয় ?

উঃ—জগদ্‌গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের উপদেশে পাই,—"মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। 'সদা' শব্দে কালের কোন ব্যবধান নাই জানা যাচ্ছে। মানুষের মুহূর্ত্তমাত্রও অন্য-

কোন কাজ নাই—অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই হরিকীর্ত্তন ছাড়া ; এমনকি পশু-পক্ষীর কাছেও হরিকীর্ত্তন কর্‌তে হবে। অনভিজ্ঞ লোক আমাদিগকে উন্মত্ত বলুক, অবুঝ বলুক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি নাই ; শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের আদেশ শিরোধার্য্য করে আমরা ভগবানের কথাই অনুক্ষণ কীর্ত্তন কর্‌ব। **জগতের লোক প্রত্যহ গ্রাম্যকথা শুন্‌বার জন্য গ্রাম্য-বার্ত্তা-বহ পাঠ ক'রে থাকে, গ্রাম্যবার্ত্তার আবহাওয়া তাহাদিগকে সব সময়েই ঘিরে রেখেছে।** আমরা বল্‌ছি,—সকলে রোজ রোজ চৈতন্যকথা শ্রবণ করুক, পরস্পর দেখা শুনা হইলে চৈতন্যকথা আলাপ করুক ; অনুক্ষণ চৈতন্যকথার আবহাওয়ার ভিতরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করুক, জগতে যেন চৈতন্য কথা ছাড়া অচৈতন্য-কথা না থাকে। চৈতন্যানুশীলন অনুক্ষণ সঞ্জীবিত রাখতে হলে আমাদিগকে অনুক্ষণ চৈতন্যের কথার ভিতরে থাক্‌তে হবে। আজ অচৈতন্যবাদী বহুলোকের বাধা সত্ত্বেও বহু অর্থব্যয় স্বীকার ক'রে প্রত্যহ অনুক্ষণ হরিকথা-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অচৈতন্য বিশ্ব এমন অনর্থরোগে প্রপীড়িত হয়ে রয়েছে—এমন অচেতনার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে, তারা মঙ্গলের ঔষধটি গ্রহণ কর্‌বে না ; আর বাদবাকী সব কর্‌বে, চৈতন্যকথা কিছুতেই শুন্‌তে চাইবে না। প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি সব খরচ করে অচৈতন্য কথা শুন্‌বে—নিজের অমঙ্গল নিজে ডেকে আন্‌বে—কুপথ্য খেয়ে খেয়ে রোগ আরও বৃদ্ধি কর্‌বে—শেষে নরকে চলে যাবে, তথাপি রোজ রোজ একটুকু ক'রে চৈতন্যের কথা শুন্‌লে কত মঙ্গল হতে পারে—কত সুবিধা হতে পারে, সেই মঙ্গল, সেই সুবিধা কিছুতেই নেবে না ; কিছুতেই মঙ্গল নেবো না—এটা যেন প্রতিজ্ঞা করে তারা বসে রয়েছে, তথাপি অচৈতন্য জগতের সমস্ত বাধা-বিপত্তির পাহাড় উপড়ে ঠেলে ফেলে চৈতন্যভক্তগণ রোজ রোজ শ্রীচৈতন্যের বার্ত্তাবহ "নদীয়া প্রকাশ"কে জগতে প্রকাশ করেছেন।"

প্রঃ—শান্তিলাভের উপায় কি ?

উঃ—আলোর আশ্রয় ব্যতীত যেমন অন্ধকার কাটে না, বিদ্বানের আশ্রয় ব্যতীত যেমন মূর্খতা দূর হয় না, ধনবানের আশ্রয় ব্যতীত যেমন দারিদ্র যায় না, তদ্রূপ শান্তিময় ভগবান্ শ্রীহরির আশ্রয় ব্যতীত অশান্তি কাটে না এবং শান্তি হয় না।

জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন,—"শান্তিময় ভগবানের সহিত সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারিলেই শান্তি হইবে। সাধু-গুরুর আশ্রয়, সঙ্গ ও কৃপাদ্বারাই সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। যেখানে সম্বন্ধ, সেখানেই সেবা। যেখানে সেবা, সেখানেই শান্তি। নতুবা অশান্তি-অগ্নিতে পুড়িয়া মরিতে হইবে।

"ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গে থাকিয়া তৎকৃপায় দিব্যজ্ঞান বা সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হয়। সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবাদ্বারা জীবের মঙ্গল হয়। আমরা ভগবানের সেবক। ভগবৎসেবাই আমাদের কৃত্য। এজন্য আমাদিগকে ভগবানের সেবার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে—ভগবৎ সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে, তবেই প্রকৃত শান্তি পাওয়া যাইবে; নতুবা নহে।"

প্রঃ—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র কিরূপ? তিনি বন্দীসকলকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন? সংক্ষেপে বলুন।

উঃ—নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতেন; জড় ভোগাশক্তিতে চির ঔদাসীন্য ও কৃষ্ণনামে প্রীত ছিলেন, অনুক্ষণ পরম উৎসাহভরে শ্রীহরিনাম-রস পান করিতেন; বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াও শ্রীহরিনাম ত্যাগ করেন নাই, তিনি বন্দীসকলকে বিষয়ী না হইয়া হরিভজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্য লীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের পবিত্র চরিত্র এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

হরিদাস ঠাকুরো অদ্বৈতদেব-সঙ্গে।
ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্র-তরঙ্গে॥
নিরবধি হরিদাস গঙ্গাতীরে-তীরে।
ভ্রমেন কৌতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে॥
বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য।
কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন্য॥
ক্ষণেক গোবিন্দনামে নাহিক বিরক্তি।
ভক্তিরসে অনুক্ষণ হয় নানা-মূর্ত্তি॥
কখনো করেন নৃত্য আপনা-আপনি।
কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি॥
কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন।
অট্ট-অট্ট মহাহাস্য হাসেন কখন॥ (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬ অঃ)

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের শুভাশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বন্দিগণ বিষাদগ্রস্ত হইলে শ্রীল হরিদাস ঠাকুর আশীর্ব্বাদের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিলেন, তখন বন্দিগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। যথা—

"থাক থাক, এখন আছহ যেন রূপে।"
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ করি' হাসেন কৌতুকে॥

তবে পাছে কৃপাযুক্ত হই' হরিদাস ।
গুপ্ত আশীর্ব্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥
"আমি তোমা সবারে যে কৈলু আশীর্ব্বাদ ।
তা'র অর্থ না বুঝিয়া ভাবহ বিষাদ ॥"
মন্দ আশীর্ব্বাদ আমি কখনো না করি ।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি' ॥
এবে কৃষ্ণ-প্রতি তোমা সবাকার মন ।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্ব্বক্ষণ ॥
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন ।
সবে মেলি' করিতে থাকহ অনুক্ষণ ॥
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন ।
'কৃষ্ণ' বলি' কাকুবাদে করহ-চিন্তন ॥"

বন্দীসকলের প্রতি ঠাকুরের বিষয় পরিত্যাগের উপদেশ,—

"আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্ত্তিলে ।
সবে ইহা পাসরিবে গেলে দুষ্ট-মেলে ॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয় ।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥
বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ।
স্ত্রী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব 'কাল' ॥
দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায় ।
বিষয়ে আবেশ ছাড়ি' কৃষ্ণেরে ভজয় ॥
সেই সব অপরাধ হবে পুনর্ব্বার ।
বিষয়ের ধর্ম্ম এই,—শুন কথা-সার ॥
বন্দী থাক,—হেন আশীর্ব্বাদ নাহি করি ।
"বিষয় পাসর', অহর্নিশ বল হরি ॥"

বন্দিগণকে সান্ত্বনা-প্রদান—

ছলে করিলাঙ আমি এই আশীর্ব্বাদ ।
তিলর্দ্ধেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥
সর্ব্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার ।
কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হউক তোমা' সবাকার ॥
"চিন্তা নাহি, দিন দুই-তিনের ভিতরে ।
বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিলুঁ তোমারে ॥
বিষয়েতে থাক, কিবা থাক যথা তথা ।
এই বুদ্ধি কভু না পাসরিহ সর্ব্বথা ॥" (চৈঃ ভাঃ আঃ ১৬ অঃ)

—শ্রীপাদ সত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

TOKEN OF APPRECIATION



एम० एस० बतरा
राष्ट्रपति का विशेष कार्याधिकारी
M. S. Batra
Officer on Special Duty
to the President

राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-110004
President's Secretarial
Rashtrapati Bhavan
New Delhi-110004

CSD/10/87

February 13, 1987.

Swami Bhakti Vedanta Acharyya Maharaj,
Shri Goudiya Vedanta Samiti,
Shri Devananda Goudiya math,
P. O. Nabadwip,
Dist. Nadia, (West Bengal)

Respected Swamiji,

I am desired to acknowledge receipt of your communication No. 2418/86-87 dated 30. 1. 1987 to the President of India, Giani Zail Singh.

The President deeply appreciates the spiritual lead you are giving to people and propagating the teachings of Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Your efforts symbolize service to humanity. By relieving the pain and suffering of the sick and the ailing, by providing them spiritual solace and strength, by giving them a new hope, you are bringing them nearer God. By educating the ignorant and the unlettered, you are rendering a valuable national service. By publishing different religious books, you are enlightening the public and helping them in the development of a composite personality.

The President conveys his best wishes for the Goudiya Vedanta Samiti and their continued service to our countrymen and the humanity at large.

with kind regards,

Yours sincerely,
Sd./—*M. S. Batra*
(M. S. Batra)

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সাধুসঙ্গে শ্রীব্রজমণ্ডল-দ্বারকাধাম

দর্শনের সুবর্ণ সুযোগ

গৌর আমার যে-সব স্থান করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে-সব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ি ভকত-সঙ্গে ॥

তীর্থ-দর্শন ৬৪ প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম এবং সাধুসঙ্গে তীর্থযাত্রাই পরম মঙ্গলপ্রদ। ভক্তসঙ্গই মানবের চরম কল্যাণ প্রদান করে, ইহা নিখিল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ; ভ্রমণচ্ছলে ভোগপর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিবিধান তীর্থযাত্রার প্রকৃত ফল নহে। সাধুসঙ্গই তীর্থ-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা ফল। মহাজন-বাক্যে দেখিতে পাই,—"যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ।"

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ৮ই অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল (ইং ২৫।১১।৮৭) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ১০৮-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদিমুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৫ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

দর্শনীয় স্থানসমূহ :—

(১) শ্রীনবদ্বীপধাম, (২) গয়া, (৩) বুদ্ধগয়া, (৪) কাশী, (৫) প্রয়াগ, (৬) আগ্রা, (৭) মথুরা, (৮) নন্দগাঁও, (৯) বর্ষাণা, (১০) বৃন্দাবন, (১১) গোবর্দ্ধন, (১২) রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড, (১৩) গোকুল, (১৪) করৌল, (১৫) জয়পুর, (১৬) গল্‌তা, (১৭) পুষ্করতীর্থ, (১৮) সাবিত্রীদেবী, (১৯) নাথদ্বার, (২০) উদয়পুর, (২১) দ্বারকা, (২২) বেট দ্বারকা, (২৩) গোপীতলাও, (২৪) গোমতীগঙ্গা, (২৫) পোরবন্দর (সুদামাপুরী), (২৬) সোমনাথ, (২৭) প্রভাসতীর্থ, (২৮) ডাকোর, (২৯) নাসিক (পঞ্চবটীবন ', (৩০) বম্বে, (৩১) অজন্তা, (৩২) ইলোরা, (৩৩) পুরী, (৩৪) সাক্ষীগোপাল, (৩৫) ভুবনেশ্বর, (৩৬) ক্ষীরচোরা গোপীনাথ ইত্যাদি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, একবেলা জলযোগ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১৭০৫ টাকা দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য অতিরিক্ত ১৫০ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। জানালার ধারে যাঁহারা আসন লইবেন তাঁহাদিগকে আরও ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে। চলিতে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে রিক্সাদি ভাড়া নিজেকে বহন করিতে হইবে। প্রত্যেককে হালকা ধরণের বিছানা, একটী থালা, গ্লাস, টর্চ্চ, জলের ফ্লাস্ক, প্রয়োজনীয় ঔষধ এবং কলেরার ইন্‌জেকসন লইয়া সঙ্গে সার্টিফিকেট অবশ্যই লইতে হইবে।

দেয় ভিক্ষার টাকা-মধ্যে ৫০৫ টাকা আগামী ৩রা ভাদ্র (ইং ২০।৮।৮৭) তারিখের মধ্যে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জমা দিতে হইবে। দেয় টাকা বাদে বাকী টাকা যাত্রার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। তীর্থ পাণ্ডা-বিদায়, ঠাকুর-প্রণামী প্রভৃতি যাত্রীগণের নিজস্ব ব্যয়। পরিক্রমায় আনুমানিক ৩২/৩৩ দিন সময় লাগিবে। পরিচালনা কমিটীর নিয়ম অনুযায়ী সকল যাত্রীকে চলিতে হইবে। আসন সংখ্যা সীমিত সত্বর যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা ঃ—

১। **শ্রীকমলাপতি ব্রহ্মচারী,**
শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, ফোন—২৪৭
পোঃ নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া (পঃ বঙ্গ)।

২। **শ্রীতরুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী,**
শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ, ফোন ঃ ৫৫-৭২২৭
২৮, হালদার বাগান লেন ; কলিকাতা—৪

৩। **শ্রীসজ্জন ব্রহ্মচারী,**
শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ,
ফোন ঃ ২১৫৯৬
মিলনপল্লী, পোঃ শিলিগুড়ি
(দার্জ্জিলিং)।

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য্য কারণে পরিক্রমাসূচী পরিবর্ত্তন স্বীকার্য্য এবং দৈব-দুর্ব্বিপাক বা কোনরূপ আকস্মিক দুর্ঘটনার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না।

শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে

শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী-মহোৎসব

শ্রীগোলোকবিহারী হরি অনন্তলীল পূর্ণ-মাধুর্য্যমণ্ডিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অজ অর্থাৎ জন্মরহিত হইয়াও স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া গোলোক হইতে এই ভূলোকে প্রতিযুগেই অবতীর্ণ হন। তাঁহার জন্ম এবং কর্ম্ম সবই দিব্য, অলৌকিক ও অধোক্ষজ অর্থাৎ সাধারণ বদ্ধজীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নহে।

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপ্রাবৃত।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজ মে মনসা বিধিয়তে॥

অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জড় জগতের প্রকৃতিজাত কোন বস্তুর অন্তর্গত তত্ত্ব বা কালক্ষোভ্য পরিণামশীল বস্তু নহেন। সেই নিখিল ভুবন মঙ্গলময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মজয়ন্তী উৎসব সমগ্র বিশ্বের মানব আত্মমঙ্গল লাভের জন্য নিষ্ঠা ভক্তির সহিত উদ্‌যাপিত করিয়া থাকেন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির অন্যতম প্রচারকেন্দ্র মেঘালয় প্রদেশান্তর্গত তুরা সহরস্থিত শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বার্ষিকী জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। কলিকাতা মহানগরীস্থিত শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ হইতে বিগত ১২।৮।৮৭ তাং এ অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ বহু ব্রহ্মচারীসহ প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে অতীব ক্লেশ সহ্য করত ১৪।৮।৮৭ তাংএ শ্রীমেঘালয় মঠে শুভাগমন করেন। তাঁহার শুভপদার্পণে তত্রস্থ ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে বিপুল আনন্দ সঞ্চারিত হইয়াছিল। মধুলোভী ভৃঙ্গের ন্যায় তত্রস্থ বহু সুধী-সজ্জনবৃন্দ প্রতিদিনিই শ্রীল গুরু-মহারাজের দর্শন তথা শ্রীমুখবিগলিত হরিকথামৃত শ্রবণের জন্য মঠে আসিতেন। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ ও শ্রীবাসুগাঁও মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ উক্ত মঠে শুভাগমন করেন।

গত ১৬।৮।৮৭ অর্থাৎ অধিবাস-দিবসে সেবকগণ শ্রীমঠের প্রবেশদ্বার ও শ্রীমন্দির পূর্ণকুম্ভসহ কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্প ও রঙিন পতাকার দ্বারা সুসজ্জিত করেন। সন্ধ্যায় আরতি ও পরিক্রমান্তে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ অধিবাস কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যামুখে শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতোপবাসের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৭।৮।৮৭ তারিখে প্রাতে তুরা শহরের বিভিন্ন রাজপথে মৃদঙ্গ, করতাল, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি যোগে সুসজ্জিতভাবে নগর সঙ্কীর্ত্তন করা হয়। শ্রীল গুরু-মহারাজ স্বয়ংই উক্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তনে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে,—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু এবং শ্রীরামচন্দ্রের বিভিন্ন লীলাবলী ও শিক্ষা মৃন্ময়ী মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শনী করা হইয়াছিল। বিচিত্র রঙিন বৈদ্যুতিক আলোক ও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির সাহায্যে উক্ত প্রদর্শনীর আকর্ষণ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, উহার দর্শনার্থীর ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য পুলিসী ব্যবস্থা লইতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় এক বিরাট্ মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হইয়াছিল। সভার প্রারম্ভে ব্রহ্মচারিগণ সুললিত কণ্ঠে মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন করেন। উক্ত ধর্ম্মসভার আলোচ্য বিষয় ছিল—"Lord Shri Krishna and Vedic Civilisation"। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ সর্ব্বপ্রথমে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তৎপরে যথাক্রমে শ্রীমদ্ বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজাদি ও সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতান্তে শ্রীমদ্ যতি মহারাজ চলচ্চিত্রযোগে শ্রীধাম-নবদ্বীপ ও শ্রীমায়াপুর দর্শন করান।

১৮।৮।৮৭ অর্থাৎ শ্রীনন্দোৎসবের দিন বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত আহূত, অনাহূত ও রবাহূত প্রায় দ্বি-সহস্রাধিক ভক্তগণকে মহাপ্রসাদ দান করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক ভজনানুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।

সন্ধ্যা ৬টায় মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনদ্বারা সভার কার্য্য শুরু হয়। **Mr. K. P. Chowdhury** (Tura Govt. College) প্রধান অতিথির ভাষণে উক্ত দিনের আলোচ্য বিষয়—"Sanatan Dharma and Bhaktiyoga, the only means to attain God" বিষয়ে নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরে যথাক্রমে শ্রীরঘুনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী বক্তৃতা দান করেন। অতঃপর সভাপতির ভাষণে শ্রীল গুরু-মহারাজের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দার্শনিক তত্ত্ব-সমন্বিত শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ ভূয়সী প্রশংসা করিতে থাকেন। পরিশেষে চলচ্চিত্রযোগে ভারতের তীর্থস্থানসমূহ প্রদর্শিত হয়।

১৯।৮।৮৭ তাং এ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট হইতে শ্রীসমিতি-কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত বিদ্যাপীঠের (**English Medium School**) ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীবৃন্দ গুরুবন্দনা, আবৃত্তি নৃত্য-গীতাদির প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। পরে শ্রীল গুরু-মহারাজ প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বলাবাহুল্য, প্রত্যহ শ্রীশ্যামলকৃষ্ণ দাসাধিকারী রামায়ণ-গান পরিবেশন করিয়া উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করেন। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের দিবস-ত্রয়ব্যাপী এই বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তত্রস্থ শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীনরনারায়ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতমাধব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সেবাপ্রচেষ্টা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা বিশেষ প্রশংসনীয়া।

—নিজস্ব সংবাদ



সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১০ কেশব, প্রদ্যুম্ন, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৩৯৪, ইং ১৭।১১।৮৭ | ৯ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমার্কণ্ডেয়-কৃতম্ শ্রীনারায়ণ-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৮-তমোঽধ্যায়ে]

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ,—

১। নারায়ণং সহস্রাক্ষং পদ্মনাভং পুরাতনম্।
প্রণতোঽস্মি হৃষীকেশং কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ১॥

[সূত বলিলেন,—এক্ষণে মার্কণ্ডেয়-ভাষিত স্তোত্র বলিতেছি, শ্রবণ কর।]

আমি সহস্রাক্ষ পুরাতন পদ্মনাভ হৃষীকেশ শ্রীনারায়ণকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারে ?? ১॥

২। গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষমনন্তমজমব্যয়ম্।
কেশবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ২॥

আমি গোবিন্দ অজ অব্যয় অনন্ত পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীকেশবের শরণাগত হইলাম; মৃত্যু আমার কি করিবে?? ২॥

৩। বাসুদেবং জগন্নাথং ভানুমন্তমতীন্দ্রিয়ম্।
দামোদরং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৩॥

আমি অতীন্দ্রিয় দ্যুতিশালী জগন্নাথ বাসুদেব শ্রীদামোদরের শরণাপন্ন হইলাম; মৃত্যু আমার কি করিবে?? ৩॥

৪। শঙ্খচক্রধরং দেবং ব্যক্তরূপিণমব্যয়ম্।
অধোক্ষজং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৪॥

আমি শঙ্খ-চক্রধারী ব্যক্তরূপী সনাতন শ্রীহরিকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে?? ৪॥

৫। বরাহং বামনং বিষ্ণুং নরসিংহং জনার্দ্দনম্।
মাধবঞ্চ প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৫॥

আমি বরাহ, বামন ও নরসিংহরূপী জনার্দ্দন শ্রীমাধবকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে?? ৫॥

৬। পুরুষং পুষ্করং পুণ্যং ক্ষেত্রবীজং জগৎপতিম্।
লোকনাথং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৬॥

আমি পুণ্যপ্রদ পুষ্কর-ক্ষেত্রের বীজভূত লোকনাথ পুরাণপুরুষ শ্রীজগৎপতিকে নমস্কার করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে?? ৬॥

৭। সহস্রশিরসং দেবং ব্যক্তাব্যক্তং সনাতনম্।
মহাযোগং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৭॥

যিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপী সনাতন আদিদেব, আমি সেই সহস্রশীর্ষা মহাযোগেশ্বর শ্রীহরিকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারে?? ৭॥

৮॥ ভূতাত্মানং মহাত্মানং যজ্ঞ-যোনিমযোনিজম্।
বিশ্বরূপং প্রপন্নোঽস্মি কিং মে মৃত্যুঃ করিষ্যতি॥ ৮॥

যিনি সর্ব্বভূতময় যজ্ঞ-যোনি ও অযোনিজ, আমি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপ শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি; মৃত্যু আমার কি করিতে পারিবে?? ৮॥

৯। ইত্যুদীরিতমাকর্ণ্য স্তোত্রং তস্য মহাত্মনঃ।
অপযাতস্ততো মৃত্যুর্বিষ্ণুদূতৈঃ প্রপীড়িত ॥
ইতি তেন জিতো মৃত্যুর্মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা।
প্রসন্নে পুণ্ডরীকাক্ষে নৃসিংহে নাস্তি দুর্ল্লভম্ ॥
মৃত্যুষ্টকমিদং পুণ্যং মৃত্যু-প্রশমনং শুভম্।
মার্কণ্ডেয়-হিতার্থায় স্বয়ং বিষ্ণুরুবাচ হ ॥ ৯-১১ ॥

মহাত্মা বিষ্ণুর এই স্তব শ্রবণে মৃত্যু বিষ্ণুদূত-কর্ত্তৃক পরিপীড়িত হইয়া পলায়ন করে। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই স্তব-পাঠদ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়াছিলেন। এই স্তব পাঠ করিলে পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরি প্রসন্ন হন, সুতরাং এ জগতে আর কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। মৃত্যুষ্টক-স্তব মৃত্যু-প্রশমন ও শুভপ্রদ। মার্কণ্ডেয় মুনির হিতার্থ শ্রীনারায়ণ স্বয়ং এই স্তব বলিয়াছেন ॥ ৯-১১ ॥

১০। ইদং যঃ পঠতে ভক্ত্যা ত্রিকালং নিয়তং শুচিঃ।
নাকালে তস্য মৃত্যুঃ স্যান্নরস্যাচ্যুত-চেতসঃ ॥
হৃৎপদ্মমধ্যে পুরুষং পুরাণং, নারায়ণং শাশ্বতমাদিদেবম্।
বিচিন্ত্য সূর্য্যাদতিরাজমানং, মৃত্যুং স যোগী
জিতবাংস্তথৈব ॥ ১২-১৩ ॥

যিনি প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় নিয়তচিত্তে এই স্তব পাঠ করেন, সেই অচ্যুতার্পিতচিত্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যু হয় না। যিনি হৃৎপদ্মমধ্যে পুরাণপুরুষ সনাতন অপ্রমেয় শ্রীনারায়ণকে ভাবনা করেন, সেই ভক্ত-যোগীবর সূর্য্য হইতেও সমধিক তেজস্বী হইয়া মৃত্যুকে জয় করিতে পারেন ॥ ১২-১৩ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৮৭ পৃষ্ঠার পর]

জড়জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চজগৎকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটী নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন। গম্ভীররূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, জড়জগতের যত বিপরীত ভাব আছে, তাহার সমষ্টিদ্বারা উচ্চজগৎ নিরূপিত হয়। জড়জগতে আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছায়া, কর্ম্ম, বহুত্ব এই সকল ভাব আছে। তদ্বিপরীত ভাবসকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অচ্ছায়, নৈষ্কর্ম্ম্য, অদ্বয়ত্ব একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে, তাহাই উচ্চজগৎ। বিবেচনা করিয়া দেখুন, এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি নিঃসৃত। জড় হইতেই যুক্তির জন্ম। নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটী বিপরীত ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থাবিশেষ। চিদালোচনাদ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহা নয়। ভাল, যুক্তিই বলুক যে, বস্তুর লক্ষণ কি এবং অবস্তুর লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুসংস্কারাবিষ্ট না হয়, তবে অবশ্যই বলিবে যে, অবস্তুর নাম অসত্তা, অর্থাৎ যাহা নাই। বস্তুর নাম সত্তা, যাহা আছে। আশাকৃত জগৎ যদি অবস্তু হয়, তবে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রম সকলই মিথ্যা। যদি বস্তু হয়, তবে বস্তু লক্ষণবিহীন হইবে না। বস্তুলক্ষণ কি? বস্তুমাত্রেই (১) অস্তিত্ব, (২) বিশেষ, (৩) ক্রিয়া ও (৪) প্রয়োজন থাকিবে। যদি অস্তিত্ব না থাকে, তবে নাস্তিত্ব আসিয়া বস্তুকে লোপ করে। যদি বিশেষ না থাকে, তবে সেই বস্তুর স্বতন্ত্র বস্তুত্ব হয় নাই। যদি ক্রিয়া না থাকে, তবে পরিচয়-অভাবে তাহাকে ভান বলা যায়। যদি প্রয়োজন না থাকে, তাহাকে স্বীকার করা বৃথা। উচ্চজগৎকে অবশ্য বস্তু বলিতে হইবে। তবে তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ আছে, ক্রিয়া ও প্রয়োজন আছে। জড় জগতের বিপরীত ধর্ম্ম এই যে, সে-ই বস্তু, তাহা কে বলিয়াছে? যদি বলিতে চাও, তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বলিব। যদি বিশুদ্ধরূপে যুক্তি কর, তবে অবশ্য এইমাত্র বলিবে যে, সেই উচ্চজগৎ দোষশূন্য ও জড় হইতে বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটী অপক্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু আছে কিনা, তাহার

নির্ব্বিশেষ কল্পনা

বস্তুর লক্ষণ

কোন পরিচয় নাই। এমন বস্তু স্বীকার করা মাদকজনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে। জড়ের হেয়ত্ববর্জ্জিত লক্ষণদ্বারা সেই জড় বিলক্ষণ জগৎকে অনুভব করিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটী জড়কে ছাড়িয়া কোন সত্ত্বার পরিচয় করাইতে পারে না; কিন্তু জীবের চিৎসত্তায় যে বিশুদ্ধজ্ঞানলক্ষণ আত্মপ্রত্যয়বৃত্তি আছে, তাহার চালনাদ্বারা সেই উচ্চ জগদ্গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন কিয়ৎপরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিদ্বস্তুতে অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন নাই বলিলে চিত্তত্ব স্বীকৃত হয় না। যুক্তিবাদিগণ কুসংস্কার ত্যাগপূর্ব্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে সহজেই এ সকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন (১)।

শক্তিগত ভগবদনুভব হইলে জীবের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে শক্তি তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয় (২)। ভগবৎস্বরূপ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, কিন্তু কার্য্যতঃ ভিন্নরূপ ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। নরবুদ্ধি যতদূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবে না। করিতে গেলে পশুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আশাহীন হইবে। সেই পরাশক্তি সমস্ত বিপরীত-গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, এক-স্থানব্যাপিত্ব ও সর্ব্বব্যাপিতা, বৈরাগ্য ও রাগবিলাস, নৈষ্কর্ম্ম্য ও ক্রিয়া, যুক্তি ও স্বেচ্ছাময়তা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও কৈঙ্কর্য্য, সার্ব্বজ্ঞ্য ও জ্ঞানসংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্ব্বার্থসিদ্ধতা ও বালচেষ্টা—এবম্বিধ সর্ব্বপ্রকার বিপরীত গুণগণ ঐ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার করে। সেই পরাশক্তির চিৎপ্রভাবক্রমে ভগবৎস্বরূপ, বিগ্রহ, লীলাস্থান, লীলোপকরণসমূহ নিত্যরূপে

ভগবচ্ছক্তি অচিন্ত্য

---

(১) ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্ ॥ ভাঃ ১।৫।২০
অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ভাঃ ১।৫।১৩

(২) অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে ॥ ভাঃ ৩।৬।৩৯
নমো নমস্তুভ্যমসহ্যবেগ-শক্তিত্রয়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে ॥ ভাঃ ৮।৩।২৮

প্রকাশমান (১)। সেই শক্তির জীবপ্রভাবক্রমে অনন্তসংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধ জীবনিচয় অনন্ত চিৎকালে অবস্থিত আছে। সেই শক্তির মায়া-প্রভাবক্রমে অনন্ত-জড়ময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধ-জীবগণের পান্থনিবাসরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী-অংশে সেই সেই ধামগত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্বিদংশে ভাব, জ্ঞান ও সম্বন্ধসমূহ বিনিঃসৃত হইয়া নিজ নিজ ধামের ভাববৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। হ্লাদিনী-অংশে সর্ব্বপ্রকার তত্তদ্ধামোপযোগী আনন্দস্বরূপ আস্বাদনকার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইবে যে, ভগবদ্বস্তু তৎশক্তি-কর্ত্তৃকই প্রকাশলাভ করেন (২)।

ক্রিয়াগত ভগবদনুভব রসবিচারে বর্ণিত হইবে। এস্থলে তাহার কোন বিস্তৃতি করা গেল না।

স্বানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের দ্বিতীয়-প্রকরণ। জীবের স্বস্বরূপ বোধকেই স্বানুভব বলে। জীবের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। নীতিবিরুদ্ধ বা অন্ত্যজ-জীবনে যাহারা অবস্থিত, তাহারা বলে যে, প্রাকৃত-বস্তুর ভাগমত সংযোগদ্বারা মানবকলেবর ও সেই কলেবরস্থিত যন্ত্রসমূহ উৎপন্ন হইলে সেই সকল যন্ত্র চালনাদ্বারা যে একটী জ্ঞানপর্ব্ব উদিত হয়, সেই জ্ঞানগুণ-বিশিষ্ট যন্ত্রসমন্বিত নৃদেহই জীব। নৃদেহের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পশুদিগকে জীব বলা যায় না, যাহারা নৈতিক-জীবনে অবস্থিত তাহারা পূর্ব্ববৎ বাক্যদ্বারা উত্তর প্রদান করে, কেবল অধিক এইমাত্র বলে যে, জীব নীতিপরায়ণ। নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য ও নীতিদ্বারা পশু ও মানবের পার্থক্য হয়। কল্পিত সেশ্বরবাদী নৈতিকেরা তদ্রূপই উত্তর প্রদান করে, আর বলে যে, জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটী কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করত তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব-সেশ্বরবাদী নৈতিক বলেন যে, ঈশ্বর মাতৃগর্ভে

স্বানুভব

---

(১) যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা॥ ভাঃ ২।৯।২৬-২৭
ক্রীড়ন্তমোঘসঙ্কল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব॥

(২) হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৬৯

জীবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কর্ত্তব্যপালনদ্বারা স্বর্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে। অসৎ কার্য্যের দ্বারা নরক-গমন হয়। মাতৃগর্ভের পূর্ব্ব সংবাদ যেমত তাঁহারা অবগত নন, তদ্রূপ পরলোকতত্ত্বও তাঁহাদের নিকট স্পষ্টীভূত হয় না। অতএব জীবের ও জড়ের কি সম্বন্ধ, তাহা তাহারা বুঝিতে পারে না (১)। ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে, জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম। অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন। অবিদ্যাবন্ধন দূর হইলে জীব ব্রহ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অস্ফুট, অসম্পূর্ণ ও সদোষ সিদ্ধান্তদ্বারা ঐ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বস্বরূপ বোধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধজ্ঞান অবলম্বন করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, জীব এই কষ্টময় সংসারের নিত্য নিবাসী নন। জীবের যে বর্ত্তমান দেহ, তাহাও তাহার নিত্যদেহ নয়। জীব চিত্তত্ত্ব।

জীব চিত্তত্ত্ব ও অণুচৈতন্য

ভগবান্ বিভুচৈতন্য, জীব তাঁহার অণুচৈতন্য। ভগবান্ সূর্য্য-স্থানীয়, জীব কিরণ-স্থানীয়। ভগবান্ পূর্ণ সচ্চিদানন্দ এবং জীব চিদানন্দ-কণ বিশেষ। জড়-জগৎ ও জড়, ভগবানের তত নিকট-তত্ত্ব নয়, যেহেতু তাহাতে চিদ্বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধতত্ত্ব। ভগবানের যেমত একটী স্বরূপবিগ্রহ আছে, জীবের তদ্রূপ চিদ্দেহ নিত্য-রূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠধামে প্রকাশিত থাকে। জড়জগতে বদ্ধ হইয়া তাহা দুইটী আবরণে লুক্কায়িত আছে। সর্ব্বপ্রথম আবরণটীর

চিদ্দেহ দুইটী আবরণে লুক্কায়িত

---

(১) বেণ উবাচ—

বালিশা বত যূয়ং বৈ অধর্ম্মে ধর্ম্মমানিনঃ।
যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা জারং পতিমুপাসতে ॥
অবজানন্ত্যমী মূঢ়া নৃপরূপিণমীশ্বরম্।
নানুবিন্দন্তি তে ভদ্রমিহ লোকে পরত্র চ ॥
কো ঋজুপুরুষো নাম যত্র বো ভক্তিরীদৃশী।
ভর্তুঃ স্নেহবিদূরাণাং যথা জারে কুযোষিতাম্ ॥
বিষ্ণুর্বিরঞ্চো গিরীশ ইন্দ্রবায়ুর্যমো রবিঃ।
পর্জ্জন্যো ধনদঃ সোমঃ ক্ষিতিরগ্নিরপাম্পতিঃ ॥
এতে চান্যে চ বিবুধাঃ প্রভবো বরশাপয়োঃ।
দেহে ভবন্তি নৃপতেঃ সর্ব্বদেবময়ো নৃপঃ ॥
তস্মান্মাং কর্ম্মভির্বিপ্রা যজধ্বং গতমৎসরাঃ।
বলিঞ্চ মহ্যং হরত মত্তোঽন্যঃ কোঽগ্রভুক্ পুমান্ ॥ ভাঃ ৪।১৪।২৩-২৮

নাম লিঙ্গাবরণ ১)। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা লিঙ্গজগতের তত্ত্ববিশেষ। জড়াপেক্ষা লিঙ্গজগৎ সূক্ষ্ম, অতএব লিঙ্গাবরণও সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূলসম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান, তাহাকেই অহঙ্কার বলে। জীবের যে জড়সঙ্গের পূর্ব্বে চিদ্দেহ ছিল, তাহাতে যে আত্মাভিমান, তাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু জড়সঙ্গক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহা ঔপাধিক ও অন্যায্য (২)। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী বন্ধনসূত্র। জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে বিচারবৃত্তির চালনা করেন, তখন ঐ তত্ত্ব কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে ইন্দ্রিয়-শক্তিদ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করেন, তখন ঐ তত্ত্বকে মন বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব, তাহা শুদ্ধজীবনিষ্ঠ নয় এবং জড়ও নয়, এতন্নিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিদ্দেহ, চিৎকার্য্য ও চিদনুশীলন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গ-দেহে লক্ষিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী তত্ত্বকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গবদ্ধ-জীবের চিদ্দেহে যে আমিত্ব ও মমত্ব ছিল, তাহা জড়সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া লিঙ্গদেহে আবির্ভূত হইলে, চিদ্দেহগত উক্ত পরিচয় লুপ্তপ্রায় ও বিস্মৃত হইতে লাগিল। আপাততঃ লিঙ্গদেহে আমিত্ব উদিত হইলে ঐ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে, তাহাতেই আমিত্ব আরোপিত হয়। চিদ্দেহগত-জীবের যে কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে অভিমান ছিল, তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয়দাসরূপ অভিমান উদিত হয়। এই অবস্থাক্রমে জীবের মায়াবদ্ধতা সিদ্ধ হয়। জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গদেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূলদেহ। স্থূল-দেহ যে-সকল কর্ম্ম করে, তাহার ফলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গদেহ দেহান্তর লাভ করে। স্থূললিঙ্গ-গত জীবের কর্ম্মচক্র ও তুচ্ছ জ্ঞানোর্ম্মি আর নিবৃত্ত হইতে চাহে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে অনাদি ও অন্তবিশিষ্ট তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম্ম জড়জগৎ ব্যতীত

১। লিঙ্গাবরণ

২। স্থূলাবরণ

---

(১) যাবল্লিঙ্গান্বিতো হ্যাত্মা তাবৎ কর্ম্মনিবন্ধনম্।
ততো বিপর্য্যয়ঃ ক্লেশো মায়াযোগানুবর্ত্ততে ॥ ভাঃ ৭।২।৪৭

(২) বিতথোঽভিনিবেশোঽয়ং যদ্গুণেষ্বর্থদৃগ্ভবঃ।
যথা মনোরথঃ স্বপ্নঃ সর্ব্বমৈন্দ্রিয়কং মৃষা ॥ ভাঃ ৭।২।৪৮

আর অন্যত্র নাই, তাহা জীবের মুক্তি-সহকারে বিনাশলাভ করিবে, ইহা সমস্ত তত্ত্ববাদীর মত। কিন্তু কর্ম্ম যে কিরূপে অনাদি হইল, তাহা অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। জড়ীয়কাল চিৎকালের জড়প্রতিফলনরূপে কর্ম্মের ব্যবহারোপযোগী জড়দ্রব্য-বিশেষ। জীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ অবস্থাদ্বয় নাই। কেবল বর্ত্তমান আছে। জড়বদ্ধ হইলে জীব জড়ীয়কালে প্রবেশ করিয়া ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানরূপ ত্রিকালসেবক হইয়া সুখদুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিত্বপ্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্ম্মের আদি যে ভগবদ্বৈমুখ্য, তাহা জড়কালের পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে। অতএব জড়কালের সম্বন্ধে তটস্থবিচারে কর্ম্মের মূল জড়কালের পূর্ব্বস্থ বলিয়া কর্ম্মকে অনাদি বলা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বলা যাইতে পারে যে, কর্ম্ম জড়কালের সম্বন্ধে অনাদি, কিন্তু জড়কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্ম্মকে বিনাশী বলা যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। জড়কালের মধ্যে কর্ম্মের আদি নাই, কিন্তু অন্ত আছে। (ক্রমশঃ)

কর্ম্ম অনাদি কেন ?

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯২ পৃষ্ঠার পর]

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিংবাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবধর্ম্মের উপদেষ্টা। ইহাতে বাস্তব বস্তু বেদ্য এবং কৈতব-রহিত নির্ম্মৎসর সাধুগণের একমাত্র ধর্ম্ম কথিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্র আলোচনাদ্বারা কৈতবরহিত ধর্ম্ম লাভ করা সম্ভব নয়। সংসারে ত্রিতাপের হস্ত থেকে যাঁরা সম্পূর্ণ পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁদের শ্রীমদ্ভাগবতের আরাধনা ব্যতীত উহা সম্ভব নহে। ভাগবত সাক্ষাৎ ভগবদ্‌বস্তু।

ভাগবতের অধ্যয়নকারী, শ্রবণকারী, কীর্ত্তনকারী বিচারণপরব্যক্তিই অর্থাৎ স্মরণকারী-ব্যক্তিই সদ্য সদ্য ভগবদ্‌বস্তুকে লাভ করেন। সেই ভগবদ্‌বস্তুর প্রকাশমূর্ত্তিদের কথাও ভাগবতে বর্ণিত আছে।

ভগবান্ অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি আর তাঁর অবতারসকল বিভিন্নরসের প্রকাশমূর্ত্তি। সেই পূর্ণ-মূর্ত্তি—যাঁ হতে যাবতীয় প্রকাশসকল নির্ম্মল জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হন, সেই অখিলরসামৃতমূর্ত্তি বাস্তব বেদ্য-বস্তুর কথা সর্ব্বতোভাবে আলোচনা হওয়া উচিত।

আমরা পূর্ব্ব অধিবেশনে মৎস্যাবতারের কথা আলোচনা করেছি। তিনি চিন্ময়ী জুগুপ্সারতি হতে জাত চিন্ময় বীভৎসরসের আশ্রয় স্বরূপ, আর কূর্ম্মদেব বিস্ময়রতি হতে জাত অদ্ভুতরসের আশ্রয়। আপনারা জানেন—

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতি-র্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

সাধনভক্তির ক্রমবর্ণনে 'শ্রদ্ধা' শব্দের উল্লেখ পাই। "শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।" ইতর ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করলে ভগবৎপদার্থে ঔদাসীন্য হয়। আর বাস্তব-বস্তুর প্রতি শ্রদ্ধা হলে যে-সকল তাৎকালিক বস্তুর প্রতীতি আমাদের হৃদ্দেশ অধিকার করে আছে, সেগুলি অপসারিত হয়।

কূর্ম্মের কথা আপনারা বোধ হয় জানেন। এক সময় দুর্ব্বাসা দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মান করে একটী মালা প্রদান করেন, তিনি সেটী ঐরাবতের কুম্ভে স্থাপন করেন। ঐরাবত মদমত্ততা-হেতু সেই মালাটী নিয়ে পদদলিত করে ফেলে। তা দেখে দুর্ব্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে ইন্দ্রকে অভিসম্পাত প্রদান করে বলেন—"তোমার স্বরাজ্যলক্ষ্মী বিদূরিত হোক"। তখন দেবগণ শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পরমেষ্ঠীর নিকট সকল বৃত্তান্ত জানালেন। ব্রহ্মা দেবগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষীরসমুদ্রের তীরে গমন করে সমাহিতচিত্তে বিবিধ বৈদিক বাক্যদ্বারা ভগবানের স্তব করতে থাকলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণু দেবগণের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের সমক্ষে আবির্ভূত হলেন এবং দৈত্যগণের সহিত কৌশলে সন্ধিস্থাপন করে মন্দর-পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকীকে রজ্জু করে ক্ষীর-সাগর মন্থন করবার উপদেশ দিলেন। দেবগণ ভগবানের উপদেশানুসারে দৈত্যরাজ বলির সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে দেবদানব মিলিত হয়ে মন্দরপর্ব্বত নিয়ে সমুদ্রের দিকে চললেন। কিন্তু অত্যন্ত গুরুভার-বশতঃ পর্ব্বত বহন করতে না পেরে পথিমধ্যেই সেটী পরিত্যাগ করলেন। তাতে অনেক দেবদানবের প্রাণ বিনষ্ট হল। তখন পরম করুণ ভগবান্ গরুড়ধ্বজ সেখানে আবির্ভূত হয়ে কৃপাদৃষ্টিদ্বারা মৃতব্যক্তি-

গণকে পুনর্জ্জীবিত করে একহাত দিয়ে অবলীলাক্রমে মন্দরপর্ব্বত তুলে নিয়ে সমুদ্রে স্থাপন করলেন। তখন বাসুকীকে মন্থনরজ্জু করে মন্দরপর্ব্বতের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করা হল। শ্রীহরির কৌশলে মদোন্মত্ত দৈত্যগণ বাসুকীর অগ্রভাগ এবং দেবগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করলেন। মহা উদ্যমে মন্থনকার্য্য আরম্ভ হল; কিন্তু পর্ব্বত আধারশূন্য হওয়ায় নিম্নগামী হয়ে সলিল-মগ্ন হয়ে গেল। তখন কূর্ম্মদেব নিজপৃষ্ঠে মন্দরকে স্থাপন করলেন। পুনরায় মন্থন চলতে থাকলে প্রথমে হলাহল বিষ উঠলো। তখন সকলে মিলে সদাশিবের শরণাপন্ন হলেন। আশুতোষ লোকপাবনার্থ সেই হলাহল পান করে 'নীলকণ্ঠ' নাম ধারণ করলেন। তাঁর কথায় আছে—

"নৈত্যৎসমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥"

বিষটি তিনি গ্রহণ করলেন, তাতে তাঁর কোন অসুবিধা বা কোন অমঙ্গল হয় নি। বিষপান যেমন নীলকণ্ঠেই সম্ভব—অন্যের পক্ষে মৃত্যুর কারণ, তদ্রূপ ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলা—কৃষ্ণচরিত্র যদি অসমর্থ অবিবেচক-সম্প্রদায় আলোচনা করেন, তবে তাঁদের অসুবিধা হবে। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঐরকম ভোগবুদ্ধি করলে সর্ব্বনাশের মধ্যে পতিত হবেন। অরুদ্র হলে—হরিভক্তিলাভের যোগ্যতা অর্জ্জন না করে ভক্তি পেয়েছি বিচার করলে দুর্দ্দৈব জানতে হবে। অনেকে বিচার করেন, মহাদেব যখন ভবানীভর্ত্তা, তখন তিনি ভোগী—যেরূপ বিচার চিত্রকেতু করেছিলেন। মহাদেবের ক্রোড়ে দেবীকে বসে থাকতে দেখে চিত্রকেতু উপহাস করেছিলেন। তাঁর বিচারে ভুল হওয়াতে অপরাধ হয়েছিল। মহাদেব ভোগী নন। কিন্তু যাঁরা অরুদ্র—ঈশ্বর নন, তাঁরা রুদ্রের অনুবর্ত্তন করলে অসুবিধা হবে। মহাদেবের ন্যায় সংযত না হলে কৃষ্ণচরিত্রকে ব্যভিচারপূর্ণ মনে করবে। মন যদি সেবা করার বদলে সেবা গ্রহণ করে বসে, তাহলে সর্ব্বনাশ। এজন্য বলেছেন যে, মনের দ্বারাও কদাপি ওরূপ কথায় প্রবিষ্ট হবে না। কেন না, অরুদ্রের মন দুর্ব্বল—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক। এজন্য রাধাগোবিন্দের কথা ভাগবতে আবরণ করে রেখেছেন। রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণন করেন নি, কেবল ক্রিয়া-কলাপ বলেছেন মাত্র—ভোগিসম্প্রদায়ের ওটা জানা হলে, তারা অসুবিধায় পড়বে এই জন্য।

মহাদেব যে বিষ পান করেছিলেন, সেটা এত তীব্র যে, তাঁর পানকালে হাত থেকে কিঞ্চিৎ বিষ পড়ে গিয়েছিল, সেটাই গ্রহণ করে বৃশ্চিক, সর্প,

দন্দশূকাদি এত তীব্র বিষধর হয়েছে। তারপর সমুদ্র থেকে কতকগুলি বস্তু উঠলো। সুরভিগাভী উঠলে ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যজ্ঞের হবির নিমিত্ত উহা গ্রহণ করলেন। তারপর উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব উঠলে ভগবানের শিক্ষানুসারে ইন্দ্র উহা বলিকে প্রদান করলেন। ক্রমে ঐরাবতাদি অষ্টদিগ্‌গজ, অভ্রমু প্রভৃতি অষ্টদিগ্‌হস্তিনী, কৌস্তুভমণি, পারিজাত, অপ্সরাসকল এবং রমাদেবী আবির্ভূত হলেন। কৌস্তুভমণি ও লক্ষ্মীদেবীকে ভগবান্ বিষ্ণু গ্রহণ করলেন। বারুণি-নাম্নী সুরা উঠলে অসুরেরা উহা গ্রহণ করলো। ঐরাবত, পারিজাত, অপ্সরা প্রভৃতিকে ইন্দ্র গ্রহণ করলেন। পরিশেষে বিষ্ণু-অংশ-সম্ভূত ধন্বন্তরী অমৃতকলস হাতে নিয়ে উঠলেন। দেব-দানব-মধ্যে অমৃত নিয়ে কলহ উপস্থিত হলে ভগবান্ মোহিনীরূপ ধারণ করে অসুরগণকে বঞ্চনা করে দেবগণকে অমৃত বণ্টন করে দিলেন। তাতে বিস্ময় রতি। অদ্ভুত-রসোদয় দেখা দিল। বিষ্ণুর মোহিনী মূর্ত্তি বিস্ময়রতির কারণ। কেবল রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে চন্দ্রসূর্য্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে অমৃত পান করছিল। ভগবান্ উহা জানতে পেরে চক্রদ্বারা রাহুর শিরশ্ছেদন করলেন। কিন্তু অমৃত-পানহেতু তার মস্তক অমরত্ব-প্রাপ্ত হল। শরীর মস্তক থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে গেল। কোন কোন পুরাণের মতে ঐ শরীরটি 'কেতু' হল।

ভাগবতের শেষাংশে কূর্ম্মদেবের একটী প্রণাম-মন্ত্র আছে—

পৃষ্ঠে ভ্রাম্যদমন্দমন্দরগিরিগ্রাবাগ্রকণ্ডূয়না-
নিদ্রালোঃ কমঠাকৃতের্ভগবতঃ শ্বাসানিলাঃ পান্তু বঃ।
যৎ সংস্কারকলানুবর্ত্তনবশাদ্বেলানিভেনাম্ভসাং
যাতায়াতমতন্দ্রিতং জলনিধের্নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি॥

[পৃষ্ঠদেশে ভ্রমণশীল গুরুতর মন্দরগিরির প্রস্তরাগ্রঘর্ষণজনিত সুখহেতু নিদ্রালু কূর্ম্মরূপী ভগবানের শ্বাসবায়ু-সমূহ আপনাদিগকে রক্ষা করুক। ঐ শ্বাসবায়ুরাশির সংস্কারলেশ অদ্যাপি অনুবর্ত্তনবশতঃ ক্ষোভচ্ছলে সমুদ্রজলরাশির যাতায়াত নিরন্তর প্রবর্ত্তমান রয়েছে, কখনও নিবৃত্ত হচ্ছে না।]

সেই কূর্ম্মদেব যে নিঃশ্বাস ফেলেন, তাতে সমুদ্রের রত্নসকল তীরস্থ হয়, আবার ফিরে যায়। কূর্ম্মদেবের শ্বাস-প্রশ্বাসে সমুদ্রের আগমাপায়ী স্রোত অদ্যাপি স্তব্ধ হয় নি। তাতে সমুদ্রস্থ রত্নসকল তীরস্থ হয় আবার ফিরে যায়। এই রত্নসকল ভোগ করবার বাসনা হলে অমঙ্গল। নারায়ণ-ভোগ্য বিষয় জীব-ভোগ্য হলে অসুবিধা। জগতে আমরা জাগতিক ব্যাপারকে 'অধন' বলে বুঝতে না পেরে ধন জ্ঞান করে তাতে আবদ্ধ হয়ে যাই। লক্ষ্মীর নিকট বর

প্রার্থনা করি জাগতিক সৌভাগ্যান্বিত হবার জন্য। কিন্তু প্রকৃত সৌভাগ্যের জন্য যত্ন করি না। কূর্ম্মদেবের শ্বাসপ্রশ্বাস নিত্যকাল আমাদের মঙ্গল বিধান করছেন। কিন্তু ভগবদনুগ্রহের অভাব কোন জিনিষটা, কার দ্বারা ভগবৎ-প্রসাদ পেতে পারি, এসকল বিষয় বুঝবার চেষ্টা করি না। আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস-রহিত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হই। জাগতিক দ্রব্যগুলিরও অস্তিত্ব থাকে না; সুতরাং ঐগুলি প্রয়োজনীয় নয়—না বুঝলে প্রকৃত কল্যাণ হয় না। ভগবদনুগ্রহ কেবল জাগতিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য, জীবের যদি এরূপ জ্ঞান হয়, তাহলে জাগতিক ভোগ নিয়ে ব্যস্ত থেকে সেবা-বিমুখ হয়ে যায়। ভগবদ্‌বোধবিচার উপস্থিত হলে কেবলমাত্র স্বর্গসুখভোগ বা পার্থিব সুখাপ্তিতে আবদ্ধ থাকি না। যাতে ভগবানের সুখবিধান হয়, সেইরূপ কার্য্য করার চেষ্টা হয়। আমাদের কিছু লাভ হয়ে সেবা-বিমুখ হলে নিত্য দুর্ভাগ্যের কথা। বিষ্ণু কামদেব, তাঁরই সব। তাঁর কাছ থেকে কিছু আকাঙ্ক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু বিমুখ ব্যক্তিগণের তাতেই প্রয়াস। রামচন্দ্র একটী পত্নী গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁকেও গ্রহণের জন্য সচেষ্ট ছিল। সেবাবিমুখতা হতে লক্ষ্মীহরণ-পিপাসা আসে। কূর্ম্মের শ্বাসানিল আমাদের রক্ষা না করলে জাগতিক সৌভাগ্য লাভ করে সেবা-বিমুখ হয়ে যাই। সেটী অমঙ্গলের কথা। (**ক্রমশঃ**)

মায়াবাদের জীবনী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ২৯৭ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন—'নাভাবো বিদ্যতে সতঃ' অর্থাৎ অভাব জাতীয় বস্তুর বিদ্যমানতা কখনও স্বীকৃত হয় না। সুতরাং ন্যায়-দর্শনের বিচারকে গীতাশাস্ত্র স্বয়ং আসুরিক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ১৬শ অধ্যায়, ৮ম শ্লোকের 'জগদাহুরনীশ্বরং' বাক্য হইতেই ইহা প্রমাণিত হয়। এতদ্ব্যতীত 'অপরস্পরসম্ভূতং' বা স্বভাব হইতে জাত, ইহাতে ঈশ্বরের কোন কর্তৃত্ব নাই বলিয়া বিচার করাই আসুরিক জ্ঞান। উক্ত **'সিদ্ধান্ত-রত্নমালা'** হইতে উদ্ধৃত দ্বাদশ শ্লোকে নাস্তিক্য-দর্শনের দ্বারা আসুরিক বিচারের এই অর্থ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

সংক্ষেপতঃ মায়াবাদের অসারতা

আচার্য্য শঙ্করের প্রচারিত দর্শনকে আমরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত, মায়াবাদ এবং অসৎ-শাস্ত্র, সর্ব্বশেষ আসুরিক শিক্ষা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছি; অর্থাৎ শাঙ্কর-অদ্বৈতবাদের বিচারধারা যে নাস্তিক্যবাদে পরিপূর্ণ, তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। বেদব্যাস স্বয়ং পদ্মপুরাণ ও গীতাশাস্ত্রে স্পষ্টরূপে **শাঙ্কর-দর্শনকে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ, অসৎশাস্ত্র** এবং **আসুরিক** বলিয়া জানাইয়াছেন। পদ্মপুরাণে বর্ণিত "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে" শ্লোকে স্বয়ং শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন—"আমি ব্রাহ্মণরূপে কলিকালে আবির্ভূত হইয়া অবৈদিক শাস্ত্র প্রচার করিব।" আমি এই উক্তির প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আসুরিক ধর্ম্মের বিষয় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতা-শাস্ত্রে উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ 'জগৎ অসত্য—মিথ্যা' এবং 'জগতের কোন ঈশ্বর নাই'—এই বিচার যাহাদের, তাহারা আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের দেশে নাস্তিক ও অসুর—এই দুইটী শব্দ গালাগালিরূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে উক্ত শব্দদ্বয়কে কঠোর গালাগালি বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। আমি তথাপি উক্তরূপ কঠোর উক্তি করিতেও কোনরূপ দ্বিধাবোধ করি নাই। কারণ ধর্ম্মের নাম করিয়া দার্শনিক জগৎ যে উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। কলিকালের প্রভাব অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে; আমি কলির হস্ত হইতে তাহাদিগকে রক্ষার জন্য, প্রকৃত-পন্থা কোনরূপ গোপন না করিয়া, প্রকাশ্যভাবে উহা ব্যক্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পণ্ডিতশ্রেণীর মধ্যে দেখিতে পাই, তাঁহারা অদ্বৈতবাদী; ইহার মূল কারণ—সংস্কৃত-শিক্ষা-মন্দিরে, স্কুল-কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক আসুরিক ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবাদ যে যুক্তিহীন এবং শাস্ত্র-প্রমাণহীন, ইহা তাঁহাদের জানা একান্ত আবশ্যক। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা ইহা জানিয়াও স্বমত-পোষণে ও রক্ষণে ব্যস্ত হন।

আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত-দর্শনের যেরূপ ব্যাখ্যা বা ভাষ্য করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বৈব অসঙ্গত এবং যুক্তিহীন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাক্যের তিনি যাহা অর্থ করিয়াছেন, তাহা আদৌ সঙ্গত হয় নাই। 'অদ্বৈতং'-শব্দের অর্থ—দুই-রহিত নহে, পরন্তু দ্বিতীয় রহিত অর্থাৎ অসমোর্দ্ধ ঈশ্বরই এক শ্রেষ্ঠতত্ত্ব। 'এক' বলিতে নির্ব্বিশেষ গাণিতিক '১'—এক নহে, উহা শূন্যের প্রতীক। বৈষ্ণব-

আচার্য্যগণ ইহা সমস্তই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রযুক্তির সীমা না পাইলে 'নেতি' 'নেতি' করিয়া সব উড়াইয়া দিবার অপচেষ্টা হইয়া থাকে। অজ্ঞ জ্ঞানহীন শিশুগণই 'না' 'না' বলিয়া চীৎকার করিয়া রোদন করিয়া থাকে। বালকের রোদনে 'না' 'না' থাকিলেও সমস্তই নাস্তিকতায় পরিণত হইবে না; পিতামাতা শিশুকে প্রবোধ দিয়া সৎশিক্ষা দিয়া থাকেন।

বেদ-উপনিষদ, মহাভারতাদি শাস্ত্রসমূহের পরিভাষার গম্ভীর তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলেই নানাপ্রকার শব্দবৃত্তির উপর খামখেয়ালী ও অবিচার আসিয়া পড়ে। ইহাকেই 'লক্ষণা' বলে। শব্দের অভিধাবৃত্তি ত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণার আনুগত্য করাই নাস্তিকতা। আচার্য্য শঙ্কর নাস্তিক্যবাদ-রূপ লক্ষণাদ্বারা ব্রহ্মবাদ স্থাপনের অযথা প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু অভিধা-বৃত্তিতে ব্রহ্ম পূর্ণ, সাবয়ব, সশক্তিক ও সবিশেষ তত্ত্ব। তাহা স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম ও নিরতিশয় বৃহত্ত্বযুক্ত। **যাহা হইতে ইহ জগতের জন্মাদি হইয়াছে—'জন্মাদ্যস্য যতঃ'** (বেদান্তদর্শন ১।১।২), 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যাদি উপনিষৎ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। আচার্য্য রামানুজ বলেন—**"সর্ব্বত্রবৃহত্ত্ব-গুণত্ব যোগেন·····মুখ্যবৃত্তঃ** (শ্রীভাষ্য ১।১।১)। সুতরাং পরমেশ্বরই শাস্ত্র ও বৈষ্ণবগণের আদৃত ব্রহ্ম এবং এই 'ব্রহ্ম' আচার্য্য শঙ্কর-কথিত 'ব্রহ্ম' হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।—

বেদান্তবেদ্যং পুরুষং পুরাণং
শ্রীচৈতন্যাত্মাং বিশ্বযোনিং মহান্তম্।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

অতএব বৈষ্ণবাচার্য্যবর্গের বেদ-উপনিষদাদি এবং বেদান্তদর্শনের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা সর্ব্বদা আলোচনীয়। দেশে সৎশিক্ষা প্রচলন করিতে হইলে শ্রীমধ্ব, রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বাদিত্য প্রভৃতির, সর্ব্বোপরি শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর "গোবিন্দভাষ্যের" প্রচার ও আলোচনা হওয়া একান্ত আবশ্যক।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

———

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের

১৯শ বর্ষপূর্ত্তি তিরোভাব-তিথিতে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্যামের শারদ-রাস পূর্ণিমা নিশীথে।
পশিলা একদা যিনি রাধিকার যূথে॥
যাঁহার সেবায় তুষ্ট যুগল কিশোর।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

কৃষ্ণ মনোঽভীষ্ট যিনি করি' সমাপন।
উনিশ বৎসর আগে কৈলা অন্তর্দ্ধান॥
যাঁ'র অদর্শনে মোরা কাঁদি নিরন্তর।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

যাঁ'র হরিকথা বদ্ধজীবের চিন্তাতীত।
কিন্তু শুদ্ধভক্তগণের অমৃত-স্বরূপ॥
কীর্ত্তন বিগ্রহরূপে প্রকাশ যাঁহার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য॥
আর মায়াবাদীর চিদ্‌বিলাস রাহিত্য॥
গ্রন্থ ও বক্তৃতাতে যিনি করিলা প্রচার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

যাঁ'র লেখনীতে মোরা পেয়েছি প্রমাণ।
গৌরাঙ্গের শ্রেষ্ঠ সেবা 'সম্প্রদায়-রক্ষণ'॥
তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত স্থাপনে নূতনত্ব যাঁ'র।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

পাপভারাক্রান্ত তীর্থাদি পবিত্র করিতে।
হরি গুণগাথা যিনি গাহে তীর্থাদিতে॥
তীর্থ পরিক্রমার হেন অভিনয় যাঁ'র।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

একদা নদীয়াতে বহুলোক সমক্ষে।
শ্রীগৌরকিশোর-চরিত বর্ণন-প্রসঙ্গে॥
অন্তরদশা অবস্থা হইল যাঁহার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
শ্রীপ্রভুপাদের মতই শ্রেষ্ঠ করি' মানি'।
পূর্ব্ব গোস্বামীদের মত জ্ঞাত হৈলা যিনি॥
এতাদৃশী ঐকান্তিকী গুরু নিষ্ঠা যাঁ'র।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
'বজ্রাদপি কঠোর' যিনি দুঃসঙ্গ বর্জ্জনে।
পুষ্পসম কোমল ভক্তি-কর্ম্ম-অনুষ্ঠানে॥
হেন অতিমর্ত্ত্য অচিন্ত্য চরিত্র যাঁহার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
শ্রীভক্তি সারঙ্গ ঠাকুর কহিলা যাঁহারে।
'তোমা' দেখি' প্রভুপাদের কথা মনে পড়ে॥'
প্রভুপাদ-স্মৃতি জাগে দর্শনে যাঁহার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
শ্রীগৌরের বিপ্রলম্ভ রসের ভজন।
এ অধমের অনুভূতি ছিল না কখন॥
এবে তাহা অনুভবি' অপ্রকটে যাঁ'র।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
যাঁহার চরণধূলি মোদের সম্পদ।
যাঁহার বিরহে মোদের চিত্তে অবসাদ॥
যাঁ'র মর্ত্ত্যলীলা মনোবুদ্ধির অগোচর।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!
শ্রীগুরু বিরহ-ব্যথা জাগুক মোর মনে।
নিরন্তর যেন ভাসি বিপ্রলম্ভ-প্রেমে॥
যাঁ'র পদ-সেবা সদা কামনা আমার।
সেই গুরুপাদপদ্ম হেরিব কি আর !!

হে চির প্রণম্যগুরো! পতিত-পাবন।
প্রেম রস দানে ধন্য কর এ জীবন॥
অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি সহ লহ নতি মোর।
অন্তকালে হেরি যেন চরণ তোমার॥

—শ্রীচিত্তরঞ্জন মণ্ডল
বড় বহরকুলি (বর্দ্ধমান)

শ্রীধাম মায়াপুর-ই

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০২ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমায়াপুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মাত্রেরই হৃদয়ের স্থান। অনুসন্ধিৎসু ভক্তগণ বহু পরিশ্রম করিয়া নবদ্বীপের অতি প্রাচীন 'সার্ভে ম্যাপ', যেটি ইংরেজ সরকারের দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহা বাহির করিয়া একস্থানে 'মায়াপুর' বলিয়া উল্লেখ আছে দেখিতে পান। নদীয়া জেলার তৎকালীন প্রধান সরকারী-ইঞ্জিনীয়ার রায় দ্বারকানাথ সরকার বাহাদুর ও কৃষ্ণনগরের প্রধান প্রধান উকিল মহাশয়গণ সেই 'ম্যাপ' দেখিয়া বর্ত্তমানে যে-স্থানে বল্লালদীঘির সান্নিধ্যে মায়াপুর গ্রাম রহিয়াছে, তাহাই ঐ ম্যাপে উল্লিখিত স্থান সিদ্ধান্ত করেন। তৎপরে ঐ সম্বন্ধে অন্যান্য নথিপত্র, কাগজ-পত্রাদি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে প্রকাশ পায় যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দিষ্ট শ্রীমায়াপুরে স্থিত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভিটাটি কান্দির জমিদার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং মহাশয় স্বীয় গুরুদেবের নামে পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্ব করিয়া এবং উহারই সন্নিকটে স্বয়ং আশ্রয় লইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও দেবসেবায় কিছুকাল রত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুনরায় কান্দিতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

শ্রীমায়াপুরে মন্দিরের নিকট যে-স্থানে আদি শ্রীবাস-অঙ্গন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে ঐ স্থানের লোক 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' বলিয়া থাকে। উহা 'হুদাবন্দী'

কাগজের প্রাচীন রেকর্ডে আছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং মহাশয় ঐ দিব্য স্থানে পাঁচথুপী ব্রাহ্মণের নামে ব্রহ্মত্ব করিয়া দিয়াছিলেন। উহার চারিপার্শ্বে বৈরাগী বসাইয়া 'বৈরাগীডেঙ্গা' নাম দিয়াছিলেন। কালে ব্রহ্মোত্তরগুলি বিক্রীত হইলে মুসলমানগণ খরিদ করিয়া লইয়াছিলেন।

সিংহ মহাশয় জানিতেন যে খোলভাঙ্গার ডাঙ্গাই শ্রীবাস-অঙ্গন এবং তিনি শ্রীগৌর-জন্মস্থানের স্বরূপ সম্বন্ধেও পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। তজ্জন্য তিনি ঐ সকল স্থানে নিজে সপরিবারে পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বাস করেন নাই। যেহেতু উহা ছিল শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ, সেহেতু বৈরাগী-পত্তন করিয়া বৈরাগীগণের দ্বারা কীর্ত্তনাদি প্রকারে উহার পবিত্রতা রক্ষা করাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

রামচন্দ্রপুর যে গ্রামে অবস্থিত, উহার সম্বন্ধে প্রাচীন কাগজপত্রাদিতে 'বাহির দ্বীপের মাঠ' বলিয়া খ্যাতি আছে। উহা অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরের মাঠ বা জমি নহে। অন্তর্দ্বীপ নামের কালক্রমে বিকৃতিতে 'আতাপুর' নাম হয়। এই আতাপুর বা অন্তর্দ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানই শ্রীমায়াপুর, প্রাচীন নবদ্বীপ—নদীয়া। (ভক্তি-রত্নাকর)

নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কবি-কুমুদ কলানিধি শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নাম দিয়া শ্রীব্রজমোহন দাস বাবাজী মহাশয় যে তাঁহার অনুমোদন আদায় করিয়াছেন, তাহা উক্ত পণ্ডিত মহাশয় নিজের কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহাতে তিনি যেন লোকে বলে 'গৌরাঙ্গ-ভিটা'—এই শব্দটির জন্য তাহাকে আপাততঃ আশ্বাস দিয়াছিলেন। কারণ উক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী বহুবারই তাঁহার অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য ধর্ণা দিয়াছিলেন; হাতে-পায়ে ধরিয়া কিছু মনভুলানো স্বীকৃতি আদায় করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কেদারনাথ মহোদয়ই যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত মত। এইস্থলে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের স্বহস্ত-লিখিত একখানি পত্রের নকল উদ্ধৃত করা হইল। তাহাতেই শ্রীব্রজমোহন দাসের নবদ্বীপ-দর্শনে তাহার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। পত্রখানি বুদ্ধিমান জনগণ বিচার করিবেন। পত্রখানি নিম্নরূপ :—

৺শ্রীশ্রীহরিঃ

১৩ই ভাদ্র
নবদ্বীপ

শুভানুধ্যায়ী শ্রীঅজিতনাথ শর্ম্মণঃ আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপনম্—

পত্র পাইয়া সংবাদ অবগত হইলাম। আমি এতাবৎকাল পীড়িতাবস্থায় কলিকাতায় চিকিৎসাধীনে ছিলাম। লাট সাহেব ২রা আগষ্ট নবদ্বীপে আসিবেন এবং আমার টোল দেখিতে আমার বাড়ীতে আসিবেন। সুতরাং দুর্ব্বল অবস্থাতেও নবদ্বীপের বাড়ীতে আসিয়াছি।

দ্বিতীয় কথা, আমি স্বর্গীয় কেদারবাবুর মতের বিরুদ্ধে কোন মত প্রকাশ করি নাই। বৃন্দাবনবাসী ব্রজমোহন দাস নামক একজন বৈষ্ণব অনেক পরিশ্রম করিয়া নবদ্বীপের লুপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাস্থান-সকল প্রকাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রথমতঃ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাকে দেখান। তাহাতে আমি তাঁহার অনেক প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার যে যে-স্থানে ভুল ধারণা ছিল, তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছি। অর্থাৎ, কেদারবাবুর মুখে যাহা শুনিয়াছি এবং পুস্তকে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই আমার প্রকৃত মত। অন্যান্য সাক্ষাৎকারে কহিব।

তিনি বলিয়াছেন, এ সকল কথা ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ কুণ্ডুর নিকট হইয়াছিল।

পরিশেষে তিনি বলিলেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একটী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ—শ্রীরামসীতা। আমাকে ভক্ত ব্রজমোহন জিজ্ঞাসা করেন, আপনি ঐ মন্দির দেখিয়াছেন কি? তাহাতে আমি বলি, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঐ মন্দির গঙ্গাগর্ভ হইতে জলস্রোতে উত্থিত হয়, তাহা আমি দেখিয়াছি। ঐ বাবাজী বলিলেন, ঐ স্থানেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান। আমি বলিলাম, কতকগুলি লোকে বলে, উহা গৌরাঙ্গের জন্মস্থান। ব্রজমোহন বাবাজী এই কথার উপর নির্ভর করিয়া আমার নাম বোধহয় খবরের কাগজে ছাপাইয়া দিয়া থাকিবেন। ইতি—

শ্রীঅজিতনাথ দেবশর্ম্মণঃ
নবদ্বীপ

উক্ত গৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া যাহা অজ্ঞলোকের ধারণা, তাহা ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গের (শ্রীগৌরসুন্দরের) জন্মস্থান নহে। উহা শ্রীযুক্ত লালাবাবুদের পূর্ব্বপুরুষ পুণ্যাত্মা গৌরাঙ্গ সিংহের জন্মস্থান। ঐ বংশে শ্রেষ্ঠ পুরুষের নামে ভিটার নামকরণ করা প্রাচীন রীতি।

'কায়স্থ-কৌস্তভ' গ্রন্থের পরিচয়ে পাওয়া যায়—১২৫২ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে আন্দুলের রাজা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং নবদ্বীপের ও অন্যান্য জন্মস্থানের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রিকায় 'কায়স্থ-কৌস্তভ' নামক গ্রন্থের সুদৃঢ় ও অবিসংবাদিত প্রামাণিক বিবরণে সেন রাজবংশীয়গণের রাজধানীতেই শ্রীমায়াপুর গ্রাম। সেই মায়াপুরেই শচীসুত শ্রীগৌরহরির কথা স্পষ্টভাবে লিখিত আছে। যথা—"এই সেন-বংশীয় রাজা নব উত্থিত দ্বীপে রাজধানী করিলেন। (গঙ্গাদেবী মায়ায়াং)? গঙ্গাদেবীর কৃপায় এই নগর সর্ব্বতীর্থময়, সর্ব্ব-বিদ্যালয় হইয়াছিল। এইজন্য ইহার একনাম শ্রীমায়াপুর।" ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে—"মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" (কায়স্থকৌস্তভ, পৃঃ ৯৮)·····লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন।

হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—·····"Nadia (Nabadwip) ancient capital of Nadia District and the residence of Lakshman Sen. According to local legend the town was founded in 1063 by Lakshman Sen. Here in the end of the 15th century was born the great refomer Chaitanya·····"

—Hunter's Imperial Gazetteers, 1880

".....Nabadwip is very ancient city and is reported to have been founded in 1063 A. D. by one of the Sen kings of Bengal, In the Aini Akbar (আইনী আকবর) it is noted that in the time of Lakshman Sen, Nadia was the Capital of Bengal .....(Nadia Gezetteers)

"Nadia was founded by Lakshman Sen in 1063. A. D."

—Hunter's statistical Account, (page 142)

"The earliest that we know of Nadia is that in 1203, it was the capital of Bengal.

—Calcutta Review, 1846 (page 398)

'নদীয়া ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ার' হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে,—"Nature of Mahammadi Baktier's conquest (A. D. 1203) appears

to have been exaggerated the expedition to Nadia was only on inroad, a dash for securing booty. The troopers looted the city with the palace and went away. They did not take possession of the part. It seems probable that the hold of the Mahammedans upon the part of Bengal in which Nadia District lies was very slight for the two centuries which succeeded the sack of Nabadwip by Baktier khan. It appears, however, that by the middle of the fifteenth Century, the independent Mahammedan kings of Bengal had established their authority……"

"Travels of a Hindu" (Published in 1896) নামক গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে—"In the twelveth century Nabadwip was the capital of Lakshman Sen, the last king of Sen kings," অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপ সেন বংশীয় শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল।

'নদীয়া গেজেটীয়ার' লিখিয়াছে, "On the east bank of the river (Ganges) immediately opposite the present Nabadwip is the village Bamanpukur in which to be found a large mound known as 'Ballal-Dhibi', said to be the ruins of the King's palaces ……" অর্থাৎ গঙ্গার পূর্ব্বপারে বর্ত্তমান নবদ্বীপ-শহরের বিপরীত পার্শ্বে 'বামুনপুকুর' নামক গ্রামে 'বল্লাল-ঢিবি' নামে একটী বৃহৎ উচ্চস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ বলিয়া কথিত।

হাণ্টার সাহেব তাঁহার 'Statistical Account'-এ ১৪২ পৃষ্ঠায় নবদ্বীপ-নগরের অবস্থান ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে এবং জলঙ্গীর পশ্চিমে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "Statistical Account of Bengal" (Vol. 1) নামক গ্রন্থে ৩৬৭ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন—"To Baira belongs the little town of Mayapur (Near Burdwan boundary) where I am told the tomb exists of one Moulana Sirajuddin who is said to have been the teacher of Hussain Sha, king of Bengal (1434—1522). অর্থাৎ বয়রার নিকট 'মায়াপুর' নামে ছোটনগর (বর্দ্ধমান জেলার সীমানায়) অবস্থিত। এই স্থানে মৌলানা সিরাজুদ্দীন সাহেবের কথা আমি শুনিয়াছি। তিনি বঙ্গের বাদশাহ হুসেন শাহের (১৪৩৪-১৫২২) গৃহশিক্ষক ছিলেন।

"Holwell's Hindusthan" নামক মানচিত্রের সহিত এই বিবরণ

মিলাইয়া দেখিলে বয়রার অবস্থিতি এবং মায়াপুরের সংস্থিতি বুঝা যাইবে। নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রদর্শিত "শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ-প্রদর্শনী" নামে একটী অভূতপূর্ব্ব পারমার্থিক প্রদর্শনী ইং ৩/২/৩০ হইতে ১৭/৩/৩০ পর্য্যন্ত দেড়মাস কাল শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন বঙ্গের স্বনামধন্য কৃতী সন্তান ত্যাগবীর বিজ্ঞানাচার্য্য ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, এম.এস.সি., পি. এইচ. ডি., ডি. এস. সি. মহোদয়। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার অভি-ভাষণে বলিয়াছিলেন—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য। আজ আমি এমন একটী মহাপবিত্র স্থানে এসেছি, যেখানে প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর সঙ্গে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত—যেখানে প্রত্যেক রেণু-পরমাণুর এক-একটী মহান্ ইতিহাস আছে—যেখানকার আবহাওয়া পবিত্রতায় ভরা। এখানকার প্রত্যেকটী রেণু-পরমাণুর পূজা করা আমাদের কর্ত্তব্য। এটি পৌত্তলিকতা নয়।....."

Calcutta University হইতে প্রকাশিত হয় 'গোবিন্দ দাসের কড়চা'। 'গোবিন্দ দাসের কড়চা' ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছিল কোন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকের চেষ্টায়। আমি নবদ্বীপের এডওয়ার্ড লাইব্রেরীতে উহার একটী পুরাতন কপি পাইয়াছিলাম। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণটী ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গোবিন্দ দাস শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাসান্তে পরিব্রজ্যার সঙ্গী ছিলেন এবং পূর্ব্বেও প্রভুর গৃহে শ্রীশচীমাতার প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই কথা তিনি নিজেই উক্ত কড়চায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি প্রভুর গৃহ সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

"নদীয়ার নীচে গঙ্গা নামে মিশ্রঘাট।
... ...
শ্রীবাস-অঙ্গন হয় ঘাটের উপরে।
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় তাহার নিয়ড়ে॥
বল্লাল রাজার বাড়ী তাহার নিকটে।
ভাঙ্গাচুর প্রমাণ আছয়ে তা'র বটে॥
গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচখানি বড় ঘর প্রভুর দেখিতে সুন্দর॥
প্রকাণ্ড এক দীঘি হয় নিয়ড়ে তাহার।
কেহ কেহ বলে যারে "বল্লাল-সাগর"॥ (৪র্থ পৃষ্ঠা)

তৎকালীন গৌড়ীয় মঠের পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্রিকা "গৌড়ীয়"-এর সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, যিনি বিশ্ববিশ্রুত শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্য নামে পরিচিত, তাঁহার নিকট ডাঃ দীনেশ সেন মহাশয় যে পত্র দিয়াছিলেন (১৮ই ফাল্গুন, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ), তাহা তৎকালীন পারমার্থিক দৈনিক "নদীয়া প্রকাশ" পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

শ্রীহরিঃ শরণম্

বেহালা

শ্রদ্ধাস্পদেষু,— ২৪/১২/৩৬

গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ঠাকুর (প্রভুপাদ) শ্রীশ্রীভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহাশয়ের অবগতির জন্য দুই-একটী কথা জানাইতে চাই। এ দেশে তিনি (প্রভুপাদ) যাহা করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব সাধনার ফল। তিনি মহাপ্রভুর জন্মস্থানকে অসামান্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন এক নগরীতে পরিণত করিয়াছেন। আমি বহু প্রাচীন গ্রন্থ-মানচিত্রাদি আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানই ঠিক; রামচন্দ্রপুর (ক্যাঁকড়ার মাঠ) কখনই 'মায়াপুর' নহে; যেখানে কিছু পূর্ব্বে খুব ধুমধামের সহিত রামযাত্রা হইত এবং যে মন্দির গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। হয়ত' মহাপ্রভুর এবং অন্যান্য ঠাকুরের ছোট ছোট বিগ্রহ ছিল; মন্দিরটি শ্রীরামচন্দ্রের।

গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশে যে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অদ্ভুত প্রেরণা জাগাইয়া এ দেশের লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা তৎকৃত প্রাসাদাবলী অপেক্ষাও দৃঢ়তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আশা করি, মহাপ্রভুর পতাকার নিম্নে বিশ্বের জনতা একত্র হইয়া প্রেমধর্ম্মের শিক্ষালাভ করিয়া ধন্য হইবে।.....

আজ দেশ জুড়িয়া যে রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে জড়-সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। .....সভ্যতার সমাধি-ক্ষেত্রে প্রেমকুঞ্জ গড়িয়া উঠিবে—তাহা হইতে শ্যামের বাঁশী বিশ্বমোহন সুরে মানুষকে ভগবানের পাদ-পদ্মে ডালি দিতে আহ্বান করিবে। গৌড়ীয় মঠ সেই অনাগত কুঞ্জের অগ্রদূত। (ক্রমশঃ) —গুণমুগ্ধ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

হিংসা, অহিংসা ও হরিবিমুখতা

এই পরিদৃশ্যমান জগতে কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্যান্য সবাই একে অপরের হিংসায় প্রবৃত্ত। কাল-কর্ম্ম গুণাধীন বলিয়া হস্তরহিত পশুসকল হস্তযুক্ত মানবের হিংসার যোগ্য, পদরহিত তৃণসমূহ চতুষ্পদ পশুর ভক্ষ্য। বৃহৎকায় জীব ক্ষুদ্র জীবকে হিংসা করিয়াই বাঁচিয়া থাকে। কেহই হিংসা ব্যতীত পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে পারে না। জীব ভগবদ্বহির্মুখ না হওয়া পর্য্যন্ত সকল অবস্থাতেই হিংসাদ্বারা নিজ পোষণাদি কার্য্যনির্ব্বাহ করে। এই প্রপঞ্চে কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত অন্য কাহারও এরূপ হিংসার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মতত্ত্বানভিজ্ঞ বদ্ধজীবগণ জড়দেহে 'আমি' ও 'আমার' অভিমান করিয়া আপনাদিগকে 'সাধু' বিবেচনাপূর্ব্বক অবিনীত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে যথেচ্ছভাবে পশুবধাদি করিয়া থাকে। নিহত পশুগণের মাংস ভোজনকল্পে হিংসার পক্ষপাতী মানবগণের পশুহিংসাই হইয়া থাকে। কর্ম্মের বিধি অনুসারে কর্ত্তা স্বীয় কর্ম্মসাধন করিতে গিয়া ঋণগ্রস্ত হন। সেই ঋণ পরিশোধ করিতে তিনি বাধ্য। মাংসভোজিগণ মাংসাশী পশুর নিকট স্ব-স্ব-শরীর বলিদান করিয়া উহার ঋণ পরিশোধ করে। দুর্ল্লভ মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ক্রমে যিনি যাহার মাংস ভোজন করেন, সেই জীব উক্ত মাংসভোজীর মাংস মরণের পর গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঋণ-দায় হইতে মুক্ত করে।

বদ্ধজীবগণের শরীর দ্বিবিধ। স্থূল শরীরকে 'মৃতক' বা জড়দেহ বলে। স্থূলশরীরে জীবন যুক্ত হইলে সূক্ষ্মশরীরের অনুভূতি হয়। স্থূলশরীরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট পুত্র-কলত্রাদির উপকারের জন্য মায়িক স্নেহ জীবগণকে মোহগ্রস্ত করে। তাই বাধ্য হইয়া তাহারা অপরের স্থূলদেহের প্রতি হিংসাপূর্ব্বক যে-প্রকার আত্মসমৃদ্ধি কামনা করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ভগবদ্বিদ্বেষই সাধিত হয় এবং তৎফলে তাহাদের অধঃপতন ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্মই ভগবদুপাসনা; তাহাতে বিমুখ হইয়া তাহাদের পরদ্রোহ ও পরহিংসাচরণ তাহাদিগকে অধঃপতিত করে। সাত্বতজনগণ হিংসা ও অহিংসার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইয়া হরিসেবাময়ী বুদ্ধিবলে জীবনযাপন করেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে হিংসাদি দোষে দুষ্ট হইতে হয় না।

কৃষ্ণভক্ত হিংসার রাজ্য হইতে শতকোটী যোজন দূরে অবস্থিত

মানবের সহিত পশুর অক্ষজ জ্ঞানসম্বন্ধীয় বিষয় ভোগের সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। পশুগণ বা মানব-নামের অনুপযুক্ত ব্যক্তিগণ হরিকথা শ্রবণের যোগ্যতা লাভ করে না। মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতা ও সফলতা এই যে, তিনি সাধু-গুরুর মুখে হরিকথামৃত শ্রবণ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারেন। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অন্তর্যামী ভগবান্ হইতে অপৃথক্—অনুভূতি হইলে জীব মায়ার হস্ত হইতে বা হিংসাবৃত্তি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ভগবান্ হইতে বিশ্বকে ভিন্নরূপে দর্শন করিলে জীবের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। ভগবান্ মায়াদ্বারাই জীবের স্বরূপ-দর্শনে বাধা প্রদান করেন। ভগবান্ সাধু-গুরুরূপে যে-কালে জীবকে কৃপা করেন, সেইকালে জীব আত্মভোগবুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বিশ্বকে ভিন্ন না বুঝিয়া ভগবদুপাসনার উপচার জ্ঞান করেন। সেই নিত্যসত্য ভগবানের সেবোকরণরূপ দৃশ্য জগৎ তাঁহা হইতে মায়াকর্ত্তৃক পৃথক্ হইলেও অপৃথক্‌ভাবে তাঁহার সেবা উদ্দেশ্যে প্রকটিত। যেক্ষেত্রে জীবের ভোগের উদ্দেশ্যে বস্তুসমূহ নিযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে হিংসানাম্নী বৃত্তি প্রবলা। যেখানে ভগবান্ হরির সম্বন্ধে দৃশ্য জগতের উপাদানসমূহ বর্ত্তমান, সেইখানেই হিংসার পরিবর্ত্তে ভগবৎকৃপা পরিলক্ষিত হয়। ভগবন্মায়া নিজ আবরণী শক্তি অপসারিত করিলেই জগতের বস্তুসকল বৈকুণ্ঠধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় নিযুক্ত হয়। সেকালে জীবের হৃদয়ে হিংসাবৃত্তি থাকিতে পারে না।

নিষ্কপটে হরিসেবারত বৈষ্ণবের কেহ যদি জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হিংসা করেন, তাহার অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ বৈষ্ণব বিষ্ণুর একান্ত প্রিয়জন এবং হিংসার রাজ্যে অবিচরণশীল। এতদ্ব্যতীত যাহারা জীবমাত্রেরই হিংসা ও পীড়ন করিয়া থাকে, তাহারা মনুষ্য পদবাচ্য নহেন, তাদৃশ ব্যক্তি 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহার বিষ্ণুভক্তি সেব্যবস্তুর নিকট পৌঁছাইতে পারে না। তাহার বিষ্ণুপূজাও দুঃখে পরিণত হয়। যিনি জীবে দয়ার অভাব-বিশিষ্ট হইয়াও দম্ভক্রমে 'বিষ্ণুর সেবক' বলিয়া অভিমান করেন, তাহার ভক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিতাপই লভ্য হয়। কৃষ্ণভক্তের অহিংসা একটী ভূষণ। তাই দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মব্যাধকে বলিয়াছেন,—

এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।
হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ (স্কন্দপুরাণ)

—"হে ব্যাধ! তোমার যে অহিংসাদি গুণ হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত নয়। কেননা যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা অন্যের ক্লেশদ হয় না।" অন্যত্র মনু ধ্রুবকে বলিয়াছেন,—

নায়ং মার্গো হি সাধূনাং হৃষীকেশানুবর্ত্তিনাম্।
যদাত্মানং পরাগ্‌গৃহ্য পশুবদ্ভূতবৈশসম্॥ (ভাঃ ৪।১১।১০)

এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান দেহকে 'আত্মা' মনে করিয়া পশুহিংসা করা পশুরই স্বভাব। কিন্তু তাদৃশ হিংসাবৃত্তি সর্ব্বেন্দ্রিয়পতি হৃষীকেশের অনুবর্ত্তী ভগবদ্ভক্ত সাধুগণের পন্থা নহে।

কর্ম্মী ও জ্ঞানী অহিংসক নহেন

অন্যাভিলাষী ও সৎকর্ম্মনিপুণ এবং কর্ম্মরহিত নির্ভেদব্রহ্মপর নির্ব্বিশেষবাদী কল্পনাপ্রসূত যে-সকল ধারণার অবতারণা করেন, তাহা নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কারণ তাহাদের ধারণা জীবের স্বরূপগত নহে। নিত্যোপাসক বৈষ্ণব নিত্যোপাস্য বিষ্ণুর ভক্তিদ্বারা নিত্যোপাসনা করিয়া থাকেন। বিভুচিৎ বিষ্ণু অনুচিৎ ভক্তের ভক্তিবশ ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম বা জ্ঞানের বশীভূত হন না। সচ্চিদানন্দময় সেবক সচ্চিদানন্দময় বিষ্ণুর সচ্চিদানন্দ উপাসনায় নিত্যকাল অবিমিশ্র নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভ করেন। বুভুক্ষুগণ ধর্ম্ম-অর্থ-কামলোভে ব্যস্ততাবশতঃ বৈষ্ণব বা সাধুগণের হিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগকেও 'ভোগী কর্ম্মী' বলিয়া আত্মবৎ জ্ঞান করেন। মুমুক্ষুগণ নিষ্কাম হরিভক্তগণকে ভোগপরায়ণ কর্ম্মীর সহিত সমদৃষ্টিতে দেখিতে গিয়া যে সমন্বয়বাদ প্রচার করেন, তাহাও বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের হিংসামাত্র। চতুর্ব্বর্গাভিলাষী ভোগী ও ত্যাগী জীবকুল হিংসামূলে উত্থিত স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া পরমধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ। কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বাণাঘাতে জর্জ্জরিত কর্ম্মিগণ আপনাদিগকে ভোগ্যের ভোক্তা মনে করিয়া মৎসর ধর্ম্মে অবস্থানপূর্ব্বক ইহলোকে ও পরলোকে ইন্দ্রিয়তর্পণকেই একমাত্র ব্রত করেন। মুমুক্ষু কামাদি-রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ-মানসে আত্মঘাতী অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বরহিত হইলে অপরের প্রতি হিংসা করিতে হইবে না, এই দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে স্বার্থপর ও একল। ঈশ্বর-সাযুজ্য ও ব্রহ্ম-সাযুজ্য হিংসারই একমাত্র ফল, তাই মুমুক্ষুগণ নির্ম্মৎসর সাধুগণের পরমধর্ম্মের কথা জানিতে পারে না।

ভগবৎসেবনোদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য যে-কোন সাধনেই কোন ফললাভ হয়

না। ভক্তিহীন কর্ম্মই পরহিংসাময়। অহিংসার জন্য কৃষ্ণভক্তকে কোন সাধন করিতে হয় না। শাস্ত্র বলেন,—

জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি—ভক্তির কভু নহে অঙ্গ।
অহিংসা-যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।১৪৫)

জ্ঞান বা কর্ম্মজ বিরাগ নিজ-স্বরূপ তাৎপর্য্যবিশিষ্ট নহে এবং অনিত্য অবস্থার পরিণামশীল ধর্ম্মবিশেষ, তজ্জন্য উহা নিত্য কৃষ্ণদাস্যের অঙ্গ নহে। কর্ম্ম ও জ্ঞান—ভক্তির মুখ-নিরীক্ষক মাত্র, কিন্তু ভক্তি—কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ কাহারও সাহায্য প্রার্থিনী নহেন, স্বয়ংই স্বাধীনা ও নিরপেক্ষা। ভগবৎ-সেবায় উন্মুখ হইলে সেবকের ভগবৎকর্ম্মে কোনরূপ পরহিংসা চেষ্টা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণভক্ত—নিসর্গতঃ হিংসাশূন্য, সংযত ও নিয়মরত।

বৌদ্ধ ও জৈন-নীতিবাদ হিংসারই নামান্তর

বৌদ্ধ ও জৈন-নীতিতে যদিও সামান্য অহিংসাদি বিচারের দিকে অগ্রসর হইবার কথা আছে, তথাপি উক্ত নীতিবাদিগণ আত্মঘাতী। তাহাদের অনাত্মবিচার প্রবল হওয়ায় আধ্যক্ষিক বিচারবশে তাহারা জড়জগতের ভোক্তৃত্বে আপনাদের চেষ্টা নিয়োগ করেন। এইরূপ অনাত্মবিদের আত্মতাড়ন হিংসারই প্রকারভেদ জানিতে হইবে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়ার তাৎপর্য্য যাহারা বুঝিতে না পারিয়া অহিংসার কৃত্রিম ব্যাখ্যায় নিযুক্ত থাকেন, তাহারা আত্মঘাতী বলিয়া হরিসেবা তাৎপর্য্যকেই 'অহিংসা' বলিয়া জানিতে পারেন না। হরিবিমুখগণই হিংসা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সাত্বতগণের অহিংসা-প্রবৃত্তিকে বহুমানন করিতে পারেন না। শিশুসুলভ অধৈর্য্য তাঁহাদিগকে ভক্তিবিদ্বেষী করাইয়া হিংসার রাজ্যে চতুর্ব্বর্গাভিলাষী করিয়া তোলে। কৃষ্ণপ্রেমই যে বেদপ্রতিপাদ্য প্রয়োজন তত্ত্ব—ইহা তাঁহারা বুঝিতে অক্ষম হইয়া মৎসর স্বভাবকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

অতএব সদ্ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী মানবের প্রাণিগণের প্রতি কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিভজনরূপ পরমধর্ম্ম আর নাই—এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই।

—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী উৎসবে

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, বাসুগাঁও, আসাম, ১।৯।১৯৮৭]

আজ শ্রীরাধাষ্টমী-তিথি। এই তিথিকে অবলম্বন করেই শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীরাধা ঠাকুরাণী জগতের নিকট কৃপাপূর্ব্বক আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মহিমা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের দ্বারাই আমরা তাঁহার মঙ্গল-নিরাজনে অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আছে,—শ্রীনারায়ণ বা বিষ্ণুস্বরূপ। ৬টী গুণযুক্ত যে তত্ত্ব বা Entity, তাঁকে বলে নারায়ণ বা বিষ্ণু। তাঁর মধ্যে যখন আবার শান্ত-দাস্যাদি রস সংযুক্ত হয় তখন সেই তত্ত্ববস্তুর বৈশিষ্ট্য আরও অধিকভাবে প্রকাশিত হয়। ৬০টী গুণের সঙ্গে যদি আড়াইটী রস যুক্ত হয় তখন যে তত্ত্ব, তাঁকে বলা হয়েছে—ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র—যাঁর অপর নাম মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম। আবার ৬০টী গুণের সঙ্গে আরও অপ্রাকৃত বিশেষ চারটী গুণ সংযুক্ত হলে যে অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব হয়, তিনি হ'লেন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই মুখ্য পঞ্চরসের প্রতিমূর্ত্তি। শুধু তাই নয়, সপ্ত গৌণ রসও—হাস্য, করুণ, বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস তাঁর মধ্যে বর্ত্তমান। সেই তত্ত্ববস্তুকে বলা হয়েছে—লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ।

বর্ত্তমান দুনিয়ায় "পুরুষোত্তম"-শব্দটা কোন মনুষ্য-বিশেষের বিশেষণরূপে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু যখন আমরা শাস্ত্র আলোচনা করছি তখন দেখি—"পুরুষোত্তম"-বিশেষণটা শুধু শ্রীভগবানের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হতে পারে। মানুষের বিশেষণরূপে ইহা কখনই ব্যবহৃত হবে না। আমরা যখন বন্দনা করি, স্তব-স্তুতি করি, তার ভিতরে শ্লোকের একটা জায়গায় আমরা বলছি—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

এখানে কে নারায়ণ, আর কে নরোত্তম? নারায়ণ হলেন এখানে স্বয়ং ভগবান্ এবং নরোত্তম হলেন অর্জ্জুন বা উদ্ধব। শাস্ত্রে যে "পুরুষোত্তম"-শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে তাহা সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে লক্ষ্য করেই হয়েছে। কোথায় পাওয়া যায়?—আমরা যখন উপনিষৎ আলোচনা করি তখন তার ভিতর শব্দটা আসছে।—

ক্ষরাক্ষরাভ্যাং পরমঃ স এব পুরুষোত্তমঃ।
চৈতন্যাখ্যং পরং তত্ত্বং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥

যিনি ক্ষর এবং অক্ষর উভয় বস্তু থেকে শ্রেষ্ঠ, তিনি হলেন পুরুষোত্তম তত্ত্ব। সেই যে পরতত্ত্ব তিনিই লীলা-পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। আবার চলে আসুন গীতার মধ্যে,—ক্ষর এবং অক্ষরের ব্যাখ্যা যেখানে দেওয়া আছে—'ক্ষরঃ সর্ব্বানি ভূতানি কুটস্থোঽক্ষর উচ্যতে'। জীবাত্মাকে বলছেন ক্ষর এবং পরমাত্মাকে বলছেন অক্ষর। সেই লীলা-পুরুষোত্তম কে?

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥

যিনি ক্ষর থেকেও অতীত এবং অক্ষর থেকেও শ্রেষ্ঠ তিনি হলেন লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। এসব কথা তো শাস্ত্রে বলা আছে। মানুষের সৃষ্ট কোন কথা বা মানুষের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত কিছু শব্দ ভগবানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে চলবে না। শ্রীভগবানের জন্য সংরক্ষিত বিশেষণটাকে যদি মানুষের গায়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলেও তো মানুষের গুণপণা ব্যাখ্যা করা হল না; বরং অতিস্তুতি নিন্দার সমানই হইল। যার যতটুকু গুণ, ততটুকুই তার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে প্রয়োগটা যথাযথ হবে। শাস্ত্রে এ প্রয়োগবিধির কথা বলা আছে। ভাগবতে ভক্তের অধিকার বিচার করা হল। তিনরকমের অধিকার বিচার করা হয়েছে—কনিষ্ঠাধিকার, মধ্যমাধিকার ও উত্তমাধিকার। কনিষ্ঠাধিকারী যিনি তিনি কি করছেন? ভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তির পূজা করেন। অর্চ্চাবিগ্রহের প্রতি তাঁর খুব টান আছে, শ্রদ্ধা আছে, বিশ্বাস আছে। তিনি খুব সুচারুরূপে অর্চ্চামূর্ত্তির পূজার্চ্চন করছেন।

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥

শাস্ত্র বললেন যে, কনিষ্ঠাধিকারী ভক্ত যিনি তাঁর অর্চ্চামূর্ত্তিতে শ্রদ্ধা বিশ্বাস খুব। কিন্তু সেই শ্রীবিগ্রহ—ভগবানের একান্ত ভক্ত যিনি বা যাঁরা, তাঁদের প্রতি তার ততটা টান নেই। এই অবস্থাটা হল কনিষ্ঠাধিকার। নিয়ম কি? যদি কোন অর্চ্চনকারী পূজারী শ্রীমন্দিরে পূজা করতে বসেন, যদি তিনি শুনতে পান বা তাঁকে যদি জানানো হয় যে, কোন বিশেষ গুরুবর্গ এসেছেন, তাহলে ঐ পূজার্চ্চন ছেড়ে তাঁকে উঠে আসতে হবে। সর্ব্বাগ্রে সেই প্রণয়ি-বৈষ্ণবের সম্মান করতে হবে। তাঁর সব বিধি-ব্যবস্থাগুলো মেনে নিতে হবে। তারপর তাঁর Permission—অনুমতি নিয়ে পুনরায়

ঠাকুর মন্দিরে ঢুকতে হবে। এই হল শাস্ত্রীয় Discipline—রীতি-নীতি। এটা সকলের জানা নেই। সেই পূজার্চ্চন Perfect—সুষ্ঠু হবে,—যদি তাঁকে বসতে দিয়ে, পা ধোয়ার জল দিয়ে, তাঁকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁর অনুমতি নিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করা যায়।

মধ্যমাধিকারীর বিচারে চারটী জিনিস বলছেন,—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ভক্তে মৈত্রী, বালিশ অর্থাৎ অতাত্ত্বিক ব্যক্তি—যাদের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় নাই তাদের প্রতি কৃপা। আর দ্বিষৎসু মানে যারা ভগবদ্-বিদ্বেষী, ভক্ত-বিদ্বেষী, ভক্তি-বিদ্বেষী, তাদের প্রতি উপেক্ষা—Indifference নীতি। তাহলে Application বা প্রয়োগবিধিটা কিরকম? 'ঈশ্বরে প্রেম' কথাটা বলা হয়েছে সেখানে, মানুষে মানুষে প্রেম নয়। 'প্রেম' শব্দটা ব্যবহার হচ্ছে ভগবানের বিশেষণরূপে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে 'প্রেম' শব্দটা যত্র-তত্র ব্যবহার করা হচ্ছে। শাস্ত্র তো আমরা ঠিকভাবে আলোচনা করি না। শাস্ত্র আলোচনার যে ভঙ্গি আছে, সেটা আমরা বুঝি না। উল্টোপাল্টা যেখানে যা খুশী তাই আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। শাস্ত্রে বলছেন লীলাপুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে উপাস্য বস্তু হলেন পুরুষ, কেবল পুরুষ নহেন—পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তম নহেন লীলাপুরুষোত্তম। এ সব বিশেষণগুলো পর পর দেওয়া আছে। যদি প্রশ্ন করা হয় উপাস্যবস্তু পরমপুরুষ লীলাপুরুষোত্তম, কিন্তু তিনি কি শক্তিছাড়া? তিনি তো শক্তিছাড়া নহেন। সেই পরমারাধ্য তত্ত্ব, অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ব হচ্ছেন সর্ব্বশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ব। যিনি সমস্ত শক্তি নিয়ে বসে আছেন তাঁকে বলা হবে সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীভগবান্। ভগবান্ শব্দের সংজ্ঞা নিরূপণ করলেন শাস্ত্রে—

ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতিঙ্গনা॥

ষড়ৈশ্বর্য্যশালী যে তত্ত্ববস্তু—সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র শ্রী অর্থাৎ সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্যের পূর্ণতম অধিদেবতাই হলেন শ্রীভগবান্। তাঁর সমান কেহ নাই এ জগতে, তাঁর থেকে অধিকও কেহ হতে পারেন না। বেদে-উপনিষদে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।" He is second to none। বর্ত্তমান দুনিয়ায় চিন্তাগুলো উল্টোপাল্টা চলছে। ভগবানের সিংহাসন দখল

করতে যাচ্ছি আমরা, ভগবান্ হতে যাচ্ছি আমরা। কেন এই দুর্ব্বাসনা? যেটা কোনদিন হয় না, হবে না, Which is quite absurd, সেই জিনিসটাকে আমরা বর্ত্তমানে লুফে নিতে চাচ্ছি। আজ প্রত্যেকটী লোকের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে 'আমরা সবাই ভগবান্'। যদি সবাই ভগবান্ তাহলে আর ভগবান্ শব্দের উচ্চারণের কি প্রয়োজন আছে? ঈশ্বরের আরাধনা-উপাসনার কথাই বা কেন? ঘরে ঘরে তো সব ভগবানের দল বসে আছেন—স্বামী—ভগবান্, স্ত্রী—ভগবান্, পুত্র—ভগবান্, কন্যা—ভগবান্, ভ্রাতা-ভগবান্, ভগ্নী—ভগবান্। সবাই তো ভগবানের দল ঘরে বসে আছি, তাহলে আবার মঠ-মন্দিরাদি করে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ও পূজাদির ব্যবস্থা কেন? এই প্রতীকোপাসনার কি প্রয়োজন আছে? মানুষ আজ এতই ভ্রান্ত যে সামান্য একটু তত্ত্বদর্শন তার মাথায় ঢোকে না!

আমার থেকে Superior কেউ আছেন এটা আমি চিন্তা করতে, মনে করতে পারি না—অদ্ভুত ব্যাপার! এই জাতীয় নাস্তিক্যবাদ আজ সমগ্র দুনিয়াকে পেয়ে বসেছে। 'কেউ কাকেও মানবো না।' এই না মানাটাই সবচেয়ে বড় ধর্ম্ম হয়েছে আজকাল। আমার থেকে Superior কেউ হতে পারেন, গুরুজন কেউ থাকতে পারেন, আমার থেকে কেউ বেশী জেনেছেন, বুঝেছেন—এই বুঝ-বিশ্বাসটা রাখতে পারছি না। ভয়ঙ্কর কথা! আজ এই প্রকার নাস্তিক্য দুনিয়ায় বাস করছি আমরা। আমাদের কিরূপ দুরবস্থা ও ভাবী দুর্গতি তাহা চিন্তা করা যায় না!

সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্। সেই শক্তিমানের শক্তিকে হরণ করতে চায়—অস্বীকার করতে চায় একদল। সেই দলটার নাম হল রাবণের দল। রাবণ কি করতে চেয়েছেন? শক্তিমান্ থাকেন থাকুন, আমি তাঁর শক্তিকে, অঙ্কশায়ী লক্ষ্মীদেবী সীতাকে হরণ করবো—এই ছিল রাবণের Plan। অসুররূপে পরিগণিত হয়েছে সে। এ হল একজাতীয় নাস্তিক—আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট।

আর একদল আসুরিক বৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি বলছে—শক্তি থাকেন থাকুন, আমি শক্তিমান্‌কে ধ্বংস করব, জগৎ থেকে উড়িয়ে দেব। বলুন, এ কোন দলের দলী—এ হল কংসের দলের লোক। সে চাইছে, শক্তি থাকে থাকুক, শক্তিমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আমি দুনিয়া থেকে হটিয়ে দেব। নাস্তিক তো বহু রকমের আছে, শাস্ত্রে তার তালিকা (chart) দেওয়া আছে। কিন্তু এই দুইরকম নাস্তিকের উদাহরণ বিশেষভাবে দেওয়া আছে শ্রীগীতার ষোড়শ

অধ্যায়ের মধ্যে। আপনারা যারা গীতা আলোচনা করেন তারা দেখবেন ভগবান্ নিজ মুখে বলছেন,—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তো স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ॥

'অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্'—এই ব্রহ্মসত্য জগন্মিথ্যাত্ববাদ—নির্ব্বিশেষবাদ যিনি প্রচার করেছেন তিনি বলছেন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শাস্ত্র বলছেন ব্রহ্ম যদি সত্য হন তাহলে জগৎও সত্য, আর ব্রহ্ম যদি মিথ্যা হন তাহলে জগৎও মিথ্যা। তোমাকে বিচার করে—হিসাব করে তত্ত্বদর্শন মানতে হবে। কিন্তু Theory টা এসেছে 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা'—এ এক আসুরিক বিচার। দ্বিতীয় গ্রুপে এক নাস্তিক এসেছেন, তিনি বললেন—ভগবান্ বলে কেউ নেই, আমাদের উপরওয়ালা বলে কাকেও মানতে হবে না। তৃতীয় নাস্তিকের উদাহরণ দিয়েছেন—'অপরস্পরসম্ভূতম্' কণাদের বৈশেষিক দর্শন (Atom Molicules Theory) ব্যাখ্যা করা হচ্ছে সেখানে। অণু-পরমাণুর সংঘাতে সৃষ্টি হয়েছে এই বিশ্বের সব কিছুর। চতুর্থ নাস্তিক বলেছেন —"কিমন্যৎ কামহৈতুকম্'। সেই ভগবানকে মেনে নিতে পারি আমরা তবে তিনি আমাদের জন্য কিছু সৃষ্টি করেন নাই, তিনি তার কামনা-বাসনাই চরিতার্থ করেছেন। ঠিক এই জাতীয় কথাগুলো ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র নিজেই বর্ণনা করে যাচ্ছেন তাঁর প্রিয়সখা অর্জ্জুনের কাছে। এদের গতি কি ? সেটাও তিনি নিজে বলে যাচ্ছেন।—

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥

ভগবানকে অস্বীকার করার দুর্গতি হচ্ছে এই। নাস্তিকরা বলছে—স্বর্গ-নরক বলে কিছু নাই। তাহলে খুব সুবিধা, লোট-পোট, খাও-দাও। 'Eat drink and be merry'—নাস্তিক চার্ব্বাকের এই মতবাদ নিয়ে সবাই আজ বসে আছে বর্ত্তমান দুনিয়ায়। এর থেকে আর কি সুবিধাবাদ আছে ?

প্রেমময় ভগবান্, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্, স্ব-স্বরূপ ভগবান্—তাঁর নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর বৈশিষ্ট্য সবই আছে। সেগুলোকে মানব না আমরা। বলি, তাহলে কিরকম ভগবানকে মানব আমরা ? কে তিনি ?—ঠুঁটোরাম জগন্নাথ ভগবান্ একজন তাঁকে মানতে পারি আমরা। তাঁর।

রূপ, গুণ কিছুই নাই। সেরকম ধরণের কিছু একটা মানতে পারি আমরা। চরম নাস্তিক এরা। সব মানলাম, কিছুই মানলাম না। ফাঁকিবাজ আমরা। ভগবানকে ভালবাসতে গেলে তাঁর শক্তিকে, তাঁর ভক্তকে, ভক্তিবৃত্তিকে মানতে হবে। কিন্তু আজ দুনিয়া অন্যপথে চলেছে। দুনিয়ার মানুষ সবই বোঝে বলে অহঙ্কার করে, কিন্তু কিছুই বোঝে না তারা। এদের পরিচয় দিতে গিয়ে শাস্ত্রে যে শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার ইংরেজী করলে বলা যায় এরা "Educated Stupid"। বর্ত্তমান দুনিয়ার সবজান্তা অর্ব্বাচীন সমাজকে এই-ভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

ভগবানকে যাঁরা ভালবাসতে চাইছেন তাঁদের মধ্যে কোন অজ্ঞানতা—Ignorance বলে কিছুই নেই। পূর্ণজ্ঞান তাঁরা লাভ করেছেন। সেই অধিকার, ক্ষমতা ভগবানই তাঁদের দিয়ে রেখেছেন। অথচ ভগবানের দেওয়া যে ক্ষমতা, অধিকার সেটা নিতে চাইছি না আমরা—এইটাই হল আমাদের চরম দুর্দ্দশা বা দুর্দ্দৈব।

ভগবান্ আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। আর তাঁর শক্তিও সেই সর্ব্বশক্তি-মানের আশ্রিতা—ইহার বিচার নিরীক্ষা করা হয়েছে শাস্ত্রে। আবার সব শক্তি সমান নয়। আজ যাঁর আবির্ভাব-তিথি শ্রীরাধাঠাকুরানী, তিনি হচ্ছেন খাস-কামরার শক্তি, সেই শক্তির নাম স্বরূপ-শক্তি, অন্তরঙ্গা শক্তি, পরাশক্তি, হ্লাদিনী শক্তি। এ সকল বিষয় সুন্দরভাবে শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা আছে। কেন আমরা এসব তত্ত্বদর্শন আলোচনা করি না? আজ একজাতীয় নাস্তিক্যবাদ Prevail করে—বেড়ে চলেছে, সমাজে সবটাকে Hotchpotch—জগাখিচুড়ি পাকিয়ে দাও। সব শক্তি সমান। কিন্তু শক্তি তো অনেক রকমের আছে। তাহলে কি করে সব শক্তিকে সমান বলব? স্ত্রী, মাতা, ভগ্নী, কন্যা সবই কি এক এবং তাঁহাদের সকলের প্রতি ব্যবহারাদি কি একরূপ? আবার কাকীমা, খুড়ীমা, জ্যেঠীমা, মাসীমা, মামীমা এসব কি এক? কোন্ মূর্খ বলে বলুন তো? কিন্তুএসব কথা আজ চলছে মূর্খ সমাজে। শক্তির ভিতরে যে বৈশিষ্ট্য আছে, বুঝবার আছে, সে-সব কথাগুলো বুঝতে চাচ্ছে না। বেদে, বেদান্তে, উপনিষদে, গীতা, ভাগবতে, রামায়ণে, মহাভারতে প্রধানতঃ তিন শক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বরূপশক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি—শ্রীরাধাদেবী যাঁর নাম—মূলাপ্রকৃতি। এখন মূলাপ্রকৃতি কাকে বলা হচ্ছে? —মহামায়াকে বলা হচ্ছে। কিন্তু মূলাপ্রকৃতি হলেন শ্রীরাধাঠাকুরাণী। মুস্কিল হয়ে গেছে আজ শক্তির বিচার নিয়ে। (ক্রমশঃ)

শ্রীধ্রুব-চরিত

[বিষ্ণুপুরাণাবলম্বনে লিখিত]

স্বায়ম্ভুব মনুর প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে ধর্ম্মজ্ঞ মহাশক্তিশালী দুই পুত্র ছিলেন। তন্মধ্যে উত্তানপাদের অভীষ্টপত্নী সুরুচির গর্ভে পিতার অত্যন্ত প্রিয়পুত্র উত্তমের জন্ম হয়। রাজার 'সুনীতি'-নাম্নী যে মহিষী, তিনি তাঁহার প্রতি বিশেষ প্রীতিমান্ ছিলেন না। তাঁহারই পুত্র ধ্রুব।

একদিন ভ্রাতা উত্তমকে রাজসিংহাসনস্থিত পিতার অঙ্কে দেখিয়া ধ্রুবও তাঁহার ক্রোড়ে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু রাজা অঙ্কে আরহণোৎসুক পুত্রকে সুরুচির সাক্ষাতে অভিনন্দন করিলেন না। সুরুচি স্বীয় পুত্রকে পিতার অঙ্কারূঢ় ও সপত্নী-তনয়কে আরহণোৎসুক দেখিয়া রূঢ়বাক্যে বলিতে লাগিল,—"বৎস! তুমি আমার উদরে না জন্মিয়া অন্য স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে কিজন্য বৃথা এইরূপ ইচ্ছা করিতেছ? তুমি অবিবেচক, তজ্জন্যই তোমার অপ্রাপ্য অত্যুত্তম বিষয় অভিলাষ করিতেছ। তুমি রাজারই সন্তান—ইহা সত্য, কিন্তু আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। রাজচক্রবর্ত্তীর স্থান—এই রাজাসন আমার পুত্রেরই যোগ্য। তুমি কিজন্য নিজ আত্মাকে ক্লিষ্ট করিতেছ? আমার পুত্রের ন্যায় তোমার এই বৃথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা কেন? সুনীতির গর্ভে তোমার জন্ম, তুমি কি জান না?"

বালক ধ্রুব বিমাতার কঠোর বাক্য শুনিয়া পিতাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক কুপিত হইয়া, নিজ মাতার নিকট গমন করিলেন। সুনীতি-মাতা পুত্রকে কুপিত দেখিয়া ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন,—"বৎস! তোমার ক্রোধের কারণ কি? কে তোমার অনাদর করিয়াছে? তোমার নিকট অপরাধ করিয়া কে তোমার পিতার অবমাননা করিয়াছে?" গর্ব্বিতা সুরুচি ভূপালের সাক্ষাতে যেরূপ বলিয়াছিলেন, ধ্রুব তৎসমস্ত মাতাকে কহিলেন।

পুত্র ধ্রুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া সকল কথা বলিলে দীনা সুনীতি দুর্ম্মনা ও দীর্ঘনিঃশ্বাসে ম্লানমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে পুত্র! সুরুচি সত্যই বলিয়াছে যে, তুমি স্বল্পভাগ্য। বৎস! পুণ্যবান্‌দিগকে সপত্নী-শত্রুগণ এরূপ কথা বলে না। হে তাত! তোমার উদ্বেগ করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি পূর্ব্বজন্মে যাহা করিয়াছ, তাহা কে অপনয়ন করিতে পারে এবং যাহা সঞ্চয় কর নাই, তাহাই বা কে দিতে পারে? রাজাসন, ছত্র, বরাশ্বাদি—যাহার পুণ্য আছে, তাহারই। হে পুত্র! ইহা বিবেচনা করিয়া শান্ত হও। পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যহেতু সুরুচির প্রতি রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, আর আমার

ন্যায় ভাগ্যবর্জ্জিত স্ত্রীলোক কেবল 'ভার্য্যা' নামে কথিত হয় মাত্র। সুরুচির পুত্র উত্তমও তাহার ন্যায় পুণ্যাদিসম্পন্ন এবং তুমি আমার স্বল্প-পুণ্যবান্ পুত্র ধ্রুবরূপে জন্মিয়াছ। হে পুত্র! তথাপি তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। যাহার যেটুকু জমা থাকে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়। আর যদি সুরুচির বাক্যে তোমার বিশেষ দুঃখ হইয়া থাকে, তবে সর্ব্বফলপ্রদ পুণ্যাদি-সঞ্চয়ের যত্ন কর। সুশীল, ধর্ম্মাত্মা, মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া নিখিল প্রাণিহিতে রত হও। জল যেরূপ নিম্নভূমি আশ্রয়শীল, সম্পদ্-সকলও সেইরূপ পাত্র আশ্রয় করে।

ধ্রুব কহিলেন,—"জননি! তুমি আমার ক্রোধাদি প্রশমনের জন্য যাহা বলিতেছ, তাহা বিমাতার দুর্ব্বাক্য-বিদীর্ণ আমার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না। তবে আমি সেইরূপ যত্ন করিব, যাহাতে অশেষ জগতেরও পূজিত সর্ব্বোত্তম স্থান আমি লাভ করিতে পারি। বিমাতা সুরুচি রাজার প্রিয়ভার্য্যা আমি তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করি নাই; কিন্তু মা! তোমার উদরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও আমার প্রভাব দেখ। আমার ভ্রাতা উত্তম, যাহাকে তুমি গর্ভে ধারণ কর নাই, সে-ই পিতৃদত্ত রাজাসন প্রাপ্ত হউক। আমি অন্যদত্ত স্থান অভিলাষ করি না। মাতঃ! আমি স্বকর্ম্মদ্বারা সেই স্থান ইচ্ছা করি, যাহা আমার পিতাও প্রাপ্ত হন নাই।" ধ্রুব মাতাকে ইহা কহিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া একটী উপবনে উপস্থিত হইলেন।

ধ্রুব তথায় গিয়া কৃষ্ণাজিন-উত্তরীয়বিশিষ্ট কুশাসনে উপবিষ্ট পূর্ব্বাগত সপ্তমুনিকে দেখিতে পাইলেন। রাজপুত্র প্রশ্রয়াবনত হইয়া তাঁহাদিগকে প্রণিপাত ও অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—"হে সত্তমগণ! আমাকে উত্তান-পাদের তনয় বলিয়া জানিবেন; সুনীতির গর্ভে আমার জন্ম এবং নির্ব্বেদহেতু আপনাদের নিকট আসিয়াছি।" ঋষিগণ কহিলেন,—"হে নৃপনন্দন! তুমি চারি-পাঁচ বৎসরের বালক, তোমার নির্ব্বেদের কোন কারণ নাই। কোনও চিন্তার বিষয় নাই, যেহেতু তোমার পিতা ভূপতি জীবিত। হে বালক! তোমার ইষ্ট-বিয়োগাদি দেখিতেছি না; শরীরে যে কোনও পীড়া আছে, এরূপও বোধ হইতেছে না, তবে তোমার নির্ব্বেদ কেন? যদি কোন কারণ থাকে বল।"

ধ্রুব বিমাতা সুরুচির বিষয়ে সকল কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া মুনিগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—"অহো ক্ষত্রিয়-তেজ কি শ্রেষ্ঠ! বালকের হৃদয় হইতেও বিমাতৃ-বাক্যের জ্বালা দূর হইতেছে না! হে ধ্রুব! নির্ব্বেদহেতু

তুমি যাহা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছ, ইচ্ছা হইলে তাহা আমাদিগকে বলিতে পার। আমাদিগকে তোমার কি সাহায্য করিতে হইবে বল, তোমাকে বিক্ষুব্ধ বোধ হইতেছে।" ধ্রুব কহিলেন,—"হে দ্বিজসত্তমগণ! অর্থ বা রাজ্যের অভিলাষ করি না; আমি একমাত্র সেইস্থান ইচ্ছা করিতেছি, যাহা পূর্ব্বে অন্যে ভোগ করেন নাই। হে দ্বিজোত্তমসকল! আপনারা এই সাহায্য করুন, যেরূপে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান পাইতে পারি, তাহা আমাকে বলুন।"

মহর্ষি মরীচি কহিলেন,—"হে নৃপাত্মজ! যাহারা শ্রীগোবিন্দের আরাধনা করে নাই, তাহারা শ্রেষ্ঠস্থান প্রাপ্ত হয় না; অতএব তুমি অচ্যুত শ্রীভগবানের আরাধনা কর।' অত্রি কহিলেন,—'পরমপুরুষ শ্রীজনার্দ্দন যাঁহার প্রতি তুষ্ট, সে অক্ষয় স্থান প্রাপ্ত হয়, ইহা সত্য বলিলাম।' অঙ্গিরা কহিলেন,—যদি অত্যুত্তম স্থান ইচ্ছা কর, তবে এই চরাচর জগৎ যে অচ্যুত অব্যয়াত্মার অন্তর্গত, সেই শ্রীগোবিন্দের আরাধনা কর।' পুলস্ত্য কহিলেন,—'পরব্রহ্ম, পরমধাম ও পরতত্ত্ব সেই শ্রীহরির আরাধনা করিয়া লোকে দুর্ল্লভ মুক্তিও প্রাপ্ত হয়।' ক্রতু কহিলেন,—'যিনি যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ ও যোগেশ্বরেশ্বর, সেই শ্রীজনার্দ্দন তুষ্ট হইলে কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না। পুলহ কহিলেন,—'হে সুব্রত! যে জগৎপতিকে আরাধনা করিয়া ইন্দ্র পরমস্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা কর।' বশিষ্ঠ কহিলেন,—'শ্রীবিষ্ণু আরাধিত হইলে ত্রৈলোক্যান্তর্গত উত্তমোত্তম যে-স্থান ইচ্ছা করে, লোকেই তাঁহাই প্রাপ্ত হয়, ইহাতে বক্তব্য কি?"

ধ্রুব কহিলেন,—"আপনারা প্রণতকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে বলিলেন; এক্ষণে তাঁহার পরিতুষ্টির জন্য আমার যাহা জপ করা উচিত, তাহা বলুন। হে মহর্ষিগণ! যে-প্রকারে তাঁহার আরাধনা করিতে হইবে, তাহা আমাকে উপদেশ করুন।" ঋষিগণ কহিলেন,—"হে রাজপুত্র! আরাধনা-পিপাসু নরগণের যে-প্রকারে বিষ্ণুর আরাধানা করা কর্ত্তব্য, তাহা যথাবৎ শ্রবণ কর। মনুষ্য প্রথমে চিত্তকে অখিল বাহ্যার্থ ত্যাগ করাইবে, পরে সেই জগদ্ধামের প্রতি নিশ্চল করা উচিত। এইরূপ তন্ময় ধৃতাত্ম হইয়া একাগ্রচিত্তে যাহা জপ্তব্য, তাহা আমাদিগের নিকট হইতে অবগত হও। "হিরণ্যগর্ভ-পুরুষ-প্রধানাব্যক্তরূপিণে। ওঁ নমো বাসুদেবায় শ্রদ্ধজ্ঞান-স্বরূপিণে॥"—তোমার পিতামহ স্বায়ম্ভুব মনু পুরাকালে এই জপ্যমন্ত্র জপ করায় শ্রীজনার্দ্দন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া ত্রৈলোক্যদুর্ল্লভ যথাভিলষিত ঋদ্ধি দান করিয়াছিলেন। তুমিও ইহা সদা জপ করিয়া শ্রীগোবিন্দকে তুষ্ট কর।"

নৃপতিসুত ধ্রুব ঋষিগণের উপদেশ-নির্দ্দেশ শ্রবণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই বন হইতে নির্গত হইলেন। তিনি নিজকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিয়া মহীতলে মহাপুণ্যময় যমুনাতটস্থ মধুবনে গমন করিলেন। শত্রুঘ্ন মধুদৈত্যপুত্র লবণ-রাক্ষসকে নিহত করিয়া তথায় 'মথুরা'-নাম্নী পুরী নির্ম্মাণ করেন এবং দেবদেব ভগবানের সান্নিধ্যে সেই সর্ব্বপাপহর-তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন। মরীচিপ্রমুখ মুনিগণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ধ্রুব দেবদেবেশ বিষ্ণুকে সেইরূপ আপনাতে স্থিত বিবেচনা করিলেন। তিনি অনন্যচেতা হইয়া ধ্যান করিলে সর্ব্বভূতগত ভগবান্ হরি তাঁহার সর্ব্বভাবগত হইলেন। তাঁহার শুদ্ধমনে বিষ্ণু অবস্থিত হইলে নিখিল ভূতধারিণী ধরা তাঁহার ভার বহন করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন। ধ্রুব বামপদে স্থিত হইলে ক্ষিতির দক্ষিণার্দ্ধ অবনত হইয়া পড়ে। যখন তিনি পাদাঙ্গুষ্ঠে বসুধা আক্রমণ করিয়া স্থিত হইলেন, তখন সকল পর্ব্বতসহ বসুধা বিচলিত হইয়াছিল। নদ, নদী, সমুদ্রসকল সংক্ষোভ প্রাপ্ত হইল, তাহাতে অমরগণও নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন। যাম-নামা দেবসকল পরমাকুল হইয়া ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক ধ্রুবের ধ্যানভঙ্গের উপক্রম করিতে লাগিলেন। আতুর উপদেবতাসকল বিবিধরূপে ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার সমাধিভঙ্গের বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। (ক্রমশঃ)

—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

সাধুসঙ্গে শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা

আয়োজন চলিতেছে

সত্বর যোগাযোগ করুন।

॥ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

সাধুসঙ্গে দক্ষিণ-ভারত দর্শন

শ্রদ্ধেয় ভক্তবৃন্দ !

আগামী ১০ই মাঘ সোমবার, ১৩৯৪ সাল (ইং ১।২।৮৮) শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বর্ত্তমান সভাপতি-অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও শ্রীমঠের সাধু-সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীবৃন্দের পরিচালনায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণন ও কীর্ত্তনাদি-মুখে লাক্সারী সুপার ডিলুক্স বাসযোগে সমিতির মূলকেন্দ্র শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, শ্রীধাম নবদ্বীপ (নদীয়া) হইতে ভোর ৬ ঘটিকায় শুভযাত্রা করা হইবে।

অতএব, ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন-ব্যক্তিগণকে এই পরিক্রমায় উল্লিখিত নিয়মাবলী অনুযায়ী যোগদান করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

—ঃ দর্শনীয় তীর্থস্থানসমূহ ঃ—

বালেশ্বর (ক্ষীরচোরা গোপীনাথ, রেমুনা) ভুবনেশ্বর, কূর্ম্মাচলম্, সিংহাচলম্ (জিওড় নৃসিংহ), মঙ্গলগিরি (পানানৃসিংহ), মাদ্রাজ, পক্ষীতীর্থ, মহাবলী-পুরম্, পণ্ডিচেরী, চিদাম্বরম্ (নটরাজ), কুম্ভকোণম্, তাঞ্জোর (বৃহদীশ্বর), ত্রিচিনাপল্লী (শ্রীরঙ্গনাথ), মাদুরাই (মিনাক্ষীদেবী), রামেশ্বরম্, ত্রিচুন্দুর, সুচিন্দ্রম্, কন্যাকুমারী, ত্রিভেন্দ্রাম্ (অনন্ত পদ্মনাভ), শ্রীবিষ্ণুকাঞ্চী, শ্রীশিবকাঞ্চী, তিরুপতি বালাজী, রাজমন্দ্রী, কভুর, শ্রীপুরীধাম, সাক্ষীগোপাল, কোণারক প্রভৃতি।

শুদ্ধভক্তকৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

—ঃ নিয়মাবলী ঃ—

যাত্রীগণের দুইবেলা মহাপ্রসাদ, একবেলা জলযোগ ও বাসভাড়া প্রভৃতির জন্য প্রত্যেককে ১৩০৫্ টাকা দিতে হইবে। বাসের সামনের ২৫টি আসনের জন্য ১৪০৫্ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। জানালার ধারে যাঁহারা আসন লইবেন তাঁহাদিগকে আরও ২৫ টাকা বেশী দিতে হইবে।

দেয় ভিক্ষার টাকা মধ্যে ৫০৫্ টাকা আগামী ৮ই পৌষ (ইং ২৪।১২।৮৭) তারিখের মধ্যে জমা দিতে হইবে। দেয় টাকা বাদে বাকী টাকা যাত্রার দিন অথবা তৎপূর্ব্বে সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের নিকট জমা দিতে হইবে। তীর্থ পাণ্ডা-বিদায়, ঠাকুরপ্রণামী প্রভৃতি যাত্রীগণের নিজস্ব ব্যয়। পরিক্রমায় আনুমানিক ২২-২৩ দিন সময় লাগিবে। পরিচালনা কমিটীর নিয়ম অনুযায়ী সকল যাত্রীকে চলিতে হইবে। স্বল্প আসন সত্বর যোগাযোগ করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

ফোন—২১৫৯৬

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ
মিলনপল্লী
পোঃ—শিলিগুড়ি (দার্জ্জিলিং) উত্তরবঙ্গ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শিলিগুড়িসহরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে আগামী ৯ই নারায়ণ, ৫০১ গৌরাব্দ; ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ (ইং ১৪।১২।৮৭) সোমবার জগদ্‌গুরু নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব পৌষী কৃষ্ণ-নবমী তিথিতে শ্রীশ্রীব্যাসপূজা ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মাধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা শ্রীমঠের সেবা-কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

ইতি—১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৯৪

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সেবকবৃন্দ
শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ

—ঃঃ অনুষ্ঠান-সূচী ঃঃ—

২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার—অধিবাস, মহাজন পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ।

২৭শে অগ্রহায়ণ সোমবার—মঙ্গলারতি, নগর-সঙ্কীর্ত্তন, শ্রীগুরুপাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান, ভোগারতি ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। রাত্রে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।



নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরবন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে যেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১১ নারায়ণ, অনিরুদ্ধ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৯৪, ইং ১৬।১২।৮৭ | ১০ম সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতম্ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৯তমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

৩২। নাথ যৎ তে পরং রূপং দেবৈরপি দুরাসদম্।
কস্তজ্জানাতি বিমলং যোগিগম্যমতীন্দ্রিয়ম্॥ ৩৭॥
অব্যয়ং পুরুষং নিত্যমব্যক্তমজমব্যয়ম্।
প্রলয়োৎপত্তিরহিতং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্॥ ৩৮॥
সর্ব্বজ্ঞং নির্গুণং শুদ্ধমানন্দমজরং পরম্।
বোধরূপং ধ্রুবং শান্তং পূর্ণমদ্বৈতমক্ষরম্॥ ৩৯॥

হে নাথ! তোমার সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপ দেবগণেরও অগম্য। যোগিগম্য, অতীন্দ্রিয়, বিমলস্বভাব, অব্যয়, সনাতন, অব্যক্ত, অজ, পুরুষ, প্রলয়োৎপত্তি-রহিত, সর্ব্বব্যাপী, ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, গুণাতীত, শুদ্ধ, পরমানন্দময়, জরাবিহীন, ক্ষয়বৃদ্ধিরহিত, শান্ত, জ্ঞানময়, পূর্ণ অদ্বৈত সেই ব্রহ্মমূর্ত্তিকে কে ধ্যান করিতে পারে ?? ৩৭-৩৯ ॥

৩৩। অবতারেষু যা মূর্ত্তির্বিদূরে দেব দৃশ্যতে।
পরং ভাবমজানন্তস্তাং ভজন্তি দিবৌকসঃ ॥ ৪০ ॥

দেব! তোমার যে যে মূর্ত্তি অবতারে দৃষ্ট হয়, দেবতারা সেই সমুদায়ই ভজনা করিয়া থাকেন; যেহেতু তাঁহারাও তোমার সেই পরমব্রহ্ম ভাব জানেন না ॥ ৪০ ॥

৩৪। কথং ত্বামীদৃশং সূক্ষ্মং শক্নোমি পুরুষোত্তম।
আরাধয়িতুমীশান মনোগম্যমগোচরম্ ॥ ৪১ ॥

হে পুরুষোত্তম! আমি তোমার সেই মনোগম্য অথচ অগোচর ব্রহ্মমূর্ত্তির আরাধনা করিতে কিরূপে সক্ষম হইব ?? ৪১ ॥

৩৫। ইহ যন্মণ্ডলে নাথ পূজ্যতে বিধিবদ্দ্রুমৈঃ।
পুষ্প-ধূপাদিভির্যত্তৎ তব সর্ব্বা বিভূতয়।
সঙ্কর্ষণাদিভেদেন তব যৎ পূজিতা ময়া ॥ ৪২ ॥
যৎ কৃতং জপহোমাদি অসাধ্যং পুরুষোত্তম।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্ব্বং যৎ কৃতং ন কৃতং ময়া ॥ ৪৩ ॥

হে দেব! আমি যে মণ্ডলেতে বিধানানুসারে বৃক্ষজাত পুষ্প-ধূপাদি লৌকিক উপহারে তোমার সঙ্কর্ষণাদি বিভূতিসকলকে পূজা করিয়াছি এবং আমি যে জপ-হোমাদি আমার অসাধ্য হইলেও করিয়াছি; হে পুরুষোত্তম! তাহাতে আমার যে দোষ ঘটিয়াছে, তুমি তাহা ক্ষমা কর ॥ ৪২-৪৩ ॥

৩৬। ন শক্নোমি বিভো সম্যক্ তব পূজাং যথোদিতাম্।
বিনিষ্পাদয়িতুং ভক্ত্যা অহন্ত্বাং ক্ষময়াম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥

বিভো! আমি যথাবিধি তোমার পূজা সম্পাদন করিতে সর্ব্বথা অশক্ত; হে পুরুষোত্তম! আমি সেইজন্য ভক্তিপূর্ব্বক তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ॥ ৪৪ ॥

৩৭। দিবা রাত্রৌ চ সন্ধ্যায়াং সর্ব্বাবস্থাসু চেষ্টতঃ।
অচলা তু হরে ভক্তিস্তবাঙ্ঘ্রিযুগলে মম ॥ ৪৫ ॥

হে হরে! এক্ষণে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দিবা রাত্রি সন্ধ্যা সকল সময়েই যেন তোমার চরণযুগলে আমার অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৪৫ ॥

৩৮। শরীরে ন তথা প্রীতির্ন চ ধর্ম্মাদিকেষু চ।
যথা ত্বয়ি জগন্নাথ প্রীতিরাত্যন্তিকী মম ॥ ৪৬ ॥

জগন্নাথ! তোমাতে আমি যেরূপ প্রীতি প্রার্থনা করিতেছি, শরীরে বা ধর্ম্মাদিতে আমি তাদৃশী প্রীতি অনুভব করি না ॥ ৪৬ ॥

৩৯। কিং তেন ন কৃতং কর্ম্ম স্বর্গমোক্ষাদিসাধনম্।
যস্য বিষ্ণৌ দৃঢ়া ভক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদে ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্বকামফলপ্রদ বিষ্ণুতে যাহার দৃঢ়া ভক্তি আছে, স্বর্গ-মোক্ষাদিসাধক কোন্ কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠিত হয় নাই? (একমাত্র বিষ্ণুভক্তি থাকিলেই স্বর্গ-মোক্ষাদি অভীষ্ট লাভ হইতে পারে।) ৪৭ ॥

৪০। পূজাং কর্ত্তুং তথা স্তোতুং কঃ শক্নোতি তবাচ্যুত।
স্তুতস্ত্বং পূজিতং মেঽদ্য তৎ ক্ষমস্ব নমোঽস্তু তে ॥ ৪৮ ॥

হে অচ্যুত! তোমার পূজা কিম্বা স্তব করিতে কাহারও শক্তি নাই। তথাপি যে আমি তোমার পূজা ও স্তব করিতে উদ্যত হইয়াছি, আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪৮ ॥

৪১। ইতি চক্রধরস্তোত্রং ময়া সম্যগুদাহৃতম্।
স্তুহি বিষ্ণুং মুনে ভক্ত্যা যদীচ্ছসি পরং পদম্ ॥ ৪৯ ॥

হে শৌনক! আমি তোমার নিকট চক্রধর-স্তোত্র এই বলিলাম; মুনে! তুমি যদি পরমপদ ইচ্ছা কর তাহা হইলে ভক্তিপূর্ব্বক নারায়ণের স্তব কর ॥ ৪৯ ॥

৪২। স্তোত্রেণানেন যঃ স্তৌতি পূজাকালে জগদ্গুরুম্।
অচিরাল্লভতে মোক্ষং ছিত্ত্বা সংসারবন্ধনম্ ॥ ৫০ ॥

যে ব্যক্তি পূজাকালে জগদ্গুরুকে এই স্তোত্রদ্বারা স্তব করে, সে অচিরে সংসারবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক মোক্ষলাভ করিতে পারে ॥ ৫০ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর]

উক্ত বিচারক্রমে সিদ্ধান্তিত হইল যে, জীব দুইপ্রকার—মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্তজীব ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বভাবভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার—পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন, মুকুলিতচেতন, সংকুচিতচেতন ও আচ্ছাদিতচেতন।

মুক্তজীব ও বদ্ধজীব, পঞ্চবিধ বদ্ধজীব

আদৌ মুক্তজীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত এই দুই-প্রকার মুক্তজীব। যে-সকল জীব কখন জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠবাস করিতেছেন, তাঁহারা নিত্যমুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎসেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্তলীলার সহকারী। ভগবান্ যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্তজীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখন জড়বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্যসিদ্ধ ও ভগবানের নিত্যপরিকর। তাঁহারাও অনন্ত। বদ্ধমুক্ত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ। তাঁহারা বদ্ধভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড়জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সময়ে সময়ে জড়-জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক ভগবন্নির্দ্দেশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধধামে গমন করেন। তাহাতেও তাঁহারা আর বদ্ধ হন না (১)। মুক্তজীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন, চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য সঙ্গপিপাসা নাই। ভগবৎসেবা-পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। সান্নিধ্যবশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধগত বিচিত্র-সেবায় সর্ব্বদা রত। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যভাব-বিশিষ্ট, তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত লাভ করেন। যাঁহারা মাধুর্য্যরত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন। জীবসকল নিজ নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করত কেহ

দ্বিবিধ মুক্তজীব

চিদ্ধামে হেয়তা নাই

---

(১) শ্রীনারদঃ উবাচ—

অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্য্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
অনুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিঘাত গতিঃ ক্বচিৎ॥
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্চ্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্॥ ভাঃ ১।৬।৩২-৩৩

কেহ স্ত্রীত্ব, কেহ কেহ পুরুষত্বভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড়দেহের ন্যায় স্ত্রীব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনীয়তা নাই। ভগবৎপ্রসাদরূপ চিৎসামগ্রী সেবনদ্বারা প্রীতিধর্ম্মের পুষ্টি হয়। ভগবৎসেবাজন্য পরস্পর সখাসখীসঙ্গ নিরন্তর থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোনপ্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে, তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই। কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে (১)। স্মৃতির প্রয়োজন নাই, যেহেতু সিদ্ধজ্ঞানগত স্মৃতিকার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমান কালে হইয়া থাকে। আমি নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। আনন্দ অহরহঃ নিত্য নূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ পায়। তৃপ্তি বলিয়া একটী ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ অব্যবহিতভাবে প্রচুররূপে পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎসেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্ত্তমান। রসসমূহের মধ্যে শৃঙ্গার-রসের সর্ব্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধরূপ শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান্। সেই রসের পীঠস্বরূপ নিত্যবৃন্দাবন তথায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সকল রসেই ভগবান্ স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবকরূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগগত-স্বরূপকে তত্তৎ রস-সেবীদিগের আদর্শস্থল করিয়া অচিন্ত্য-লীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্নন্দ-যশোদা, সখ্যে সুবল ও দাস্যে রক্তক। ইঁহারা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবকভাববিশেষ। ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্ভাববিশেষ, অন্যান্য রসে বলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্বিভাগ। তাঁহার অঙ্গব্যূহস্বরূপ শ্রীমন্নন্দ-যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে। প্রকটসময়ে অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চমধ্যে সপীঠ সানুচর ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করেন। সেই সমস্ত বিহারকার্য্যে ভগবান্, তাঁহার অনুচরসমূহ, তাঁহার রসোপকরণ-সমস্ত এবং রসপীঠ যে প্রাপঞ্চিক চক্ষুর্গোচর হয়, তাহা

শুদ্ধ অহঙ্কার

---

(১) তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভির্বিবুধৈরভিষ্টুতম্॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ॥ ভাঃ ২।৯।৯-১০

প্রপঞ্চগত কোন বিধির অধীন নয়, কিন্তু ভগবদচিন্ত্য শক্তির স্বাধীন কার্য্য-বিশেষ। কথিত হইয়াছে যে, বদ্ধজীব পঞ্চপ্রকার (১); যথা :—

১। পূর্ণবিকচিতচেতন। ২। বিকচিতচেতন। ৩। মুকুলিতচেতন। ৪। সংকুচিতচেতন। ৫। আচ্ছাদিতচেতন।

এতন্মধ্যে পূর্ণবিকচিতচেতন, বিকচিতচেতন ও মুকুলিতচেতন, বদ্ধ-জীবগণ নরদেহ-প্রাপ্ত। সংকুচিতচেতন বদ্ধজীব পশুপক্ষী-সরীসৃপ-দেহগত। আচ্ছাদিতচেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর গতিপ্রাপ্ত বদ্ধজীব। কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা-বন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয়, ততই চেতনবিশিষ্ট জীবের জড়দুঃখাবস্থাপ্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতন-ধর্ম্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে, সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজ-প্রাপ্তিদ্বারাই সেই অবস্থা হইতে মোচন হয়। অহল্যা, যমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল-বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণত্রয়ে ভগবৎ-সংস্পর্শই সাধুসংস্পর্শ। পূর্ণপ্রেমপ্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান্ ব্যতীত আর কাহারও সংস্পর্শে সে অবস্থার মোচন হয় না। চেতনধর্ম্ম যেখানে সংকুচিত, সেস্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব মোচনে) কেবল ভগবৎ-সংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্তপ্রেম পুরুষগণ অর্থাৎ নারদাদি ভক্ত ও সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সংকুচিতচেতন জীবের উদ্ধার হয়।

নৃদেহে যে মুকুলিতচেতন, বিকচিতচেতন ও পূর্ণবিকচিতচেতন জীবত্রয়ের

---

(১) জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবানাং ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে।
ততঃ সচিত্তাঃ প্রবরাস্ততশ্চেন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ ॥
তত্রাপি স্পর্শবেদিভ্যঃ প্রবরা রসবেদিনঃ।
তেভ্যো গন্ধবিদঃ শ্রেষ্ঠাস্ততঃ শব্দবিদো বরাঃ ॥
রূপভেদবিদস্তত্র ততশ্চোভয়তো দতঃ।
তেষাং বহুপদাঃ শ্রেষ্ঠাশ্চতুষ্পাদস্ততো দ্বিপাৎ ॥
ততো বর্ণাশ্চ চত্বারস্তেষাং ব্রাহ্মণ উত্তমঃ।
ব্রাহ্মণেষপি বেদজ্ঞা হ্যর্থজ্ঞোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥
অর্থজ্ঞাৎ সংশয়চ্ছেত্তা ততঃ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মকৃৎ।
মুক্তসঙ্গস্ততো ভূয়ানদোগ্ধা ধর্ম্মমাত্মনঃ ॥
তস্মান্ময্যর্পিতাশেষক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্তকর্ম্মণঃ ॥
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্ত্তুঃ সমদর্শনাৎ ॥ ভাঃ ৩।২৯।২৮-৩৩

উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহার উদাহরণ অত্যন্ত সহজ। নরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে। নরজীবন পঞ্চপ্রকার যথা :—

পঞ্চবিধ নরজীবন

১। নীতিশূন্য জীবন। ২। কেবল-নৈতিক জীবন। ৩। সেশ্বর-নৈতিক জীবন। ৪। সাধনভক্ত জীবন। ৫। ভাবভক্ত জীবন।

নীতিশূন্যজীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বরচিন্তা নাই। সেশ্বর-নৈতিক জীবন দুইপ্রকার, অর্থাৎ কল্পিত সেশ্বরনৈতিক জীবন এবং বাস্তবসেশ্বরনৈতিক জীবন। নীতিশূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত-সেশ্বরনৈতিক জীবনে মুকুলিত-চেতন জীবকে লক্ষিত করা যায়। মুক্তি পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চবৃত্তির পরিচয় নাই। অতএব নরচেতন যতদূর সমৃদ্ধিযোগ্য, তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সেই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল মুকুলিত হইয়াছে, প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইবে। বাস্তব সেশ্বরনৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, সকলের কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা একজন পরমপুরুষ অবশ্য আছেন। তথনও ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধনভক্তিময় জীবনে শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তিরূপ পাপড়ীগুলি প্রসারিত হইতে থাকে (১)। পূর্ণরূপে প্রসারিত হইলেই ভাবভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। অতএব বাস্তবিক সেশ্বরনৈতিক জীবনে সাধন-ভক্তিময় জীবনেই বিকচিতচেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাব-ভক্তিময় জীবনে পূর্ণবিকচিতচেতন জীবকে লক্ষ্য করা যায়। ভাবভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেমভক্তি হয়। ভাবভক্তি বলিলেই প্রেমভক্তিকে

---

(১) নিষেবিতাহনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা।
ক্রিয়াযোগেন শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্বিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শপূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহদ্ভিঃ বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসংকীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥ ভাঃ ৩।২৯।১৫-১৯

এস্থলে বুঝিতে হইবে। প্রেমভক্তের জীবনান্তে জড়সম্বন্ধ থাকে না। জীব তখন বদ্ধমুক্ত হইয়া শুদ্ধধামে অবস্থিতি করেন।

স্বধর্ম্মানুভবই শুদ্ধজ্ঞানের তৃতীয় প্রকরণ। স্বধর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? উত্তর,—স্বীয় ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। বস্তুমাত্রেরই একটী একটী ধর্ম্ম আছে। বস্তুধর্ম্ম বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। জীবরূপ বস্তুর স্বধর্ম্মই প্রীতি (১)।

স্বধর্ম্মানুভব

ধর্ম্মেরই অন্যান্য নাম শক্তি, গুণপ্রকৃতি ও বৃত্তি। ধর্ম্মই তদাধিষ্ঠিত বস্তুর একমাত্র পরিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অগ্নির ধর্ম্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়া ও প্রকাশ করা তাহাদ্বারাই অগ্নিরূপ বস্তু পরিচিত হয়। যদি বলা যায় যে, ধর্ম্ম বা গুণ ছাড়া বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে, দুই তিনটী ধর্ম্ম একটী সাধারণ আধার ব্যতীত সর্ব্বত্র একত্র মিলিত হইত না। যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে, তখন বস্তু না মানিলে বিজ্ঞান বা সহজজ্ঞান কোনক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না। বস্তুধর্ম্মের তিনটী অবস্থা; যথা:—১। সুপ্তাবস্থা। ২। জাগ্রতাবস্থা। ৩। বিকৃতাবস্থা।

দেশালাই বা চক্‌মকী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ্নির জ্যোতি, উত্তাপ ও দহন—এই শক্তিত্রয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিরূপ বস্তুরও উপলব্ধি হয়। প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্মসকল সুপ্তাবস্থায় থাকে পরে জাগ্রত হয়। জাগরিত হইলে বিষয়ভেদে স্বাস্থ্য বা বিকৃতি লাভ করে। কাষ্ঠ পাইলে অগ্নির ধর্ম্মসকল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কার্য্য করিতে থাকে। কোন অনুপযুক্ত বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকে, আলোক দেয় না বা আলোক দেয়, কিন্তু দগ্ধ করে না। সেস্থলে আলোক-প্রদান ধর্ম্মটী বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে একটী একটী মূলধর্ম্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিদ্বারা ক্রিয়া হয়। মূল ধর্ম্ম কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করত বিকৃত অবস্থায় অন্য সমুদয় বৃত্তির বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধর্ম্মবিকৃতি বলি। বিষয়াভাবকালে ধর্ম্মের সুপ্তি। যোগ্য বিষয়প্রাপ্তি হইলে ধর্ম্মের জাগ্রতাবস্থা। অযোগ্যবিষয়প্রাপ্তি হইলে ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা। ধর্ম্মের যাথার্থ্য সম্পন্ন করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের যোগ্যতার প্রয়োজন। যে বস্তুকে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাকে আশ্রয় বলি। ধর্ম্ম স্বয়ং বৃত্তি-

---

(১) যথা ভ্রাময়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে বিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া ॥ ভাঃ ৭।৫।১২

রূপ, যাহাতে ঐ বৃত্তি নিযুক্তা হয়, তাহাকে বিষয় বলে। আশ্রয়-যোগ্যতা, বৃত্তি-যোগ্যতা ও বিষয়-যোগ্যতা এবম্বিধ ত্রিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুষ্ঠু হয় না। যেস্থলে যোগ্যতাত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটী থাকে, সেস্থলে কার্য্য ততদূর সদোষ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ, পরস্পরের পবিত্রতাক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনাদ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক। বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনাক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি বা ধর্ম্ম ইহারা অন্যোন্যাপেক্ষী। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৩৩ পৃষ্ঠার পর]

এই কূর্ম্মদেবের লীলায় অদ্ভুতরসের পরিচয় পাওয়া যায়। কূর্ম্মদেব দেবতা-দিগের ভোগের ইন্ধন জোগাচ্ছেন ; কিন্তু লক্ষ্মীদেবী দেব-পূজ্যা, তাও সঙ্গে সঙ্গে দেখালেন। তিনি সাহায্য না করলে সমুদ্র থেকে জিনিষ পাওয়া যেত না। "পঙ্কে গৌরিব সীদতি" বিচারে যখন মন্দর নেমে যাচ্ছিল; তখন তিনি নিজ পৃষ্ঠদেশ দিয়ে উহাকে রক্ষা করলেন। তাঁর পৃষ্ঠদেশ অত্যন্ত কঠিন।

"অস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদ্‌ঋগ্‌বেদঃ।"

কূর্ম্মদেবের নিঃশ্বাস হতে বেদ সংরক্ষিত হয়। অর্থাৎ আধ্যক্ষিকতা-দ্বারা বৈদিকজ্ঞানের অপব্যবহার হলে কূর্ম্মদেব তা থেকে রক্ষা করেন। কূর্ম্মদেবের বিচিত্রতা সকলের বুঝা কঠিন। অসুরগণ বুঝতে পারে না। তারা ভোগরত। দেবতারা যা ভোগ করেন, সেটা স্বীকার করেন ভগবৎসেবাকে মুখ্য জ্ঞান করে। লক্ষ্মীকে তাঁরা নারায়ণভোগ্যজ্ঞানে নারায়ণকেই দান করেছিলেন।

বরাহদেব ব্রহ্মার নাসা হতে উদ্ভূত। তিনি ভয় রতিতে ভয়ানকরসের প্রকাশ-মূর্ত্তি। স্বায়ম্ভুব মনু নিজভার্য্যা শতরূপার সঙ্গে জন্মগ্রহণ করে জন্মদাতা ব্রহ্মাকে নিজ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তাহা মনুকে তদীয় পত্নীতে প্রজা উৎপাদনের আদেশ দিলেন। স্বায়ম্ভুব মনু প্রলয়জলমগ্না

পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করায় ব্রহ্মা তদ্বিষয়ে চিন্তা করছিলেন। এমন সময় তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ একটী বরাহমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়ে ক্ষণমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহদাকার ধারণ করে গর্জ্জন করতে করতে জলমধ্যে প্রবেশ করে দন্তদ্বারা পৃথিবীকে রসাতল হতে উদ্ধার করলেন। ইনি হিরণ্যাক্ষ দৈত্যকে বধ করেছেন। 'হিরণ্য'-মানে সুবর্ণ; যারা সর্ব্বদা ধন-সংগ্রহে ব্যস্ত—lucre hunter, তারা হিরণ্যাক্ষ। আর 'হিরণ্যকশিপু' কনক-কামিনী দুটীই সংগ্রহে ব্যস্ত। তাকে বধ করবার জন্য নৃসিংহদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। ইনি বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি। যাঁরা ভগবদ্‌ভজনে প্রয়াস-বিশিষ্ট, তাঁদের বিঘ্ন উৎপাদনকারী শুভাশুভ কর্ম্মসকল নৃসিংহদেব বিনাশ করে দেন। গণদেব সাংসারিক অসুবিধা বিনাশ করেন। তিনি জগতের বিঘ্ন বিনাশ করে মানুষকে সেবাবিমুখ করে দেন। গণদেবতার নিকট থেকে তাদের প্রাপ্তি অতি সামান্য। ইন্দ্রিয়জসুখ—কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশামাত্র লাভ। কিন্তু নৃসিংহদেবের বাৎসল্য এরূপ নয়। তাঁর স্নেহ এঁর থেকে ঢের বেশী। জাগতিক সুখান্বেষী ব্যক্তি যেটুকু নিয়ে ঘোরে, গণেশ তার সাহায্য করে, তাকে ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ করেন। চিত্তটা একটা কার্য্যে থাকলে অন্যত্র যায় না। অন্ধকারে থাকলে আলোক-বঞ্চিত হয় আর আলোকে থাকলে অন্ধকার আসতে পারে না। ভগবৎসেবা-বিমুখ থাকলে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষবাঞ্ছা প্রবল থাকে আর ভগবৎসেবা-বিশিষ্ট হলে ওগুলি আসতে পারে না। আধ্যক্ষিক বিচারে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই প্রয়োজনীয় হয়। কিন্তু নৃসিংহদেব ভক্তবৎসল, তিনি প্রহ্লাদের যাবতীয় ভজনবিঘ্ন বিনাশ করে সর্ব্বদা রক্ষা করে থাকেন। প্রহ্লাদ বৈষ্ণবজগতে গুরুর কার্য্য করেন।

আলম্বন-বিচারে বিষয় ও আশ্রয়—দুটী কথা আছে। সেবক প্রহ্লাদ—আশ্রয়, আর নৃসিংহদেব—বিষয়। মাদ্রাজে পার্থসারথীর মন্দিরে পার্থসারথীর আশ্রয় গরুড়কে, রামচন্দ্রের আশ্রয় মারুতিকে এবং নৃসিংহদেবের আশ্রয় প্রহ্লাদকে অনেকটা দূরে স্থাপন করেছে। তথায় বিষয়-আশ্রয়ে অনেক ব্যবধান আছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়-আশ্রয়-বিবেক দশমে পাই। ভগবান্ বিষয় ও ভক্ত আশ্রয়। তাঁরা সমান আশ্রয়যুক্ত। যেমন বার্ষভানবী কৃষ্ণের সঙ্গে এক সিংহাসনে অবস্থান করছেন, কিন্তু গৌরববিচারে বিষয়ের স্থান পরমোচ্চ। অন্যত্র বিষয়াশ্রয় সম্ভ্রমজন্য দূরে (respectable distance-এ) অবস্থিত। মাদ্রাজে লক্ষ্য করেছি—কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী, কিন্তু এটা ঐশ্বর্য্য-প্রধান বিচারে লোক-ভ্রান্তির জন্য। বাহিরে আশ্রয়জাতীয় বিচার, প্রকৃত-

প্রস্তাবে উপদেষ্টা কৃষ্ণ—বিষয় আর উপদিষ্ট অর্জ্জুন—আশ্রিত; দারুক কৃষ্ণের সারথী। অহঙ্কারপ্রণোদিত ব্যক্তিরা বিষয় না বুঝে ভক্তি-গ্রহণের বদলে জাগতিক অমঙ্গল বরণ করে থাকে, ভগবৎসেবার রসবিপর্য্যয় ঘটায়। বিশুদ্ধ সখ্যবিচার বা বাৎসল্য-মধুরবিচার এবং গৌরববিচারে অনেক পার্থক্য আছে। নৃসিংহদেবের যে বাৎসল্যবিচার, তাতে ঐশ্বর্য্যপ্রাধান্য থাকলেও বৎসলরসের প্রকাশমূর্ত্তি নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে প্রচুর পরিমাণে নিকটে এনেছিলেন। প্রহ্লাদের নির্ভরশীল সেবায় স্বীয় সেবনযোগ্যতার অভাব নেই। তা হলেও এটী গৌরববিচারযুক্ত। কিন্তু শ্রীদামাদি সখাগণ কৃষ্ণের স্কন্ধে পদস্থাপন করে তাল পেড়ে থাকেন, কৃষ্ণকে উচ্ছিষ্ট দেন। সমান ও শ্রেষ্ঠতা বিচার করতে গিয়ে সেবার বৈরুব্য-সাধন কর্ত্তব্য নয়। সেবার সুষ্ঠুতা দেখা দরকার। সম্ভ্রমবিচারে সেব্যকে ন্যূনাধিক বঞ্চনা করা হয়। মধুররস মুখ্যতম, বৎসলরস মুখ্যতর আর সখ্য মুখ্য। এইগুলিতে বিপ্রলম্ভের বিচার প্রবল। আর শান্ত, দাস্য, গৌরবসখ্যে গৌরবভাব মিশ্রিত। সেবক যদি বেশী স্বতন্ত্রতা (latitude) না পান তবে সেব্যের পূর্ণসেবা করতে অসমর্থ হন। বেশী ঘনিষ্ঠতা না থাকলে সব রকম সেবার যোগ্যতা হয় না।

নৃসিংহদেবে বৎসলরতিতে বাৎসল্যরস; প্রহ্লাদের বাৎসল্যরসে নৃসিংহাবির্ভাব; উহা মুখ্যরসের অন্তর্গত। কিন্তু মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহের রস গৌণ। কিন্তু গৌরসুন্দর রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহদেবের ভুজষটক গ্রহণ করেছিলেন। গৌররাম, গৌরকৃষ্ণ ও গৌরনৃসিংহ হয়েছিলেন। অন্যপ্রকার-বিচারে কৃষ্ণ, বলদেব ও নিজের ভুজষটক প্রকাশ। দুবার দেখিয়েছেন। এর বিশেষত্ব আছে। এজন্য মুখ্যরস।

শ্রীবলদেবের হাস্যরতিতে হাস্যরস। বামনে সখ্যরতি ও সখ্যরস। অবশ্য তার গল্প আপনারা জানেন। বামনদেব বলিরাজার নিকট ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি জগতের সহিত বন্ধুত্ব করবার জন্য এসেছিলেন। এক সখা অপর সখার কিছু উপকার করেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং সখ্য স্থাপনে আসছেন। এটা বলি আগে বুঝতে পারেন নি। তিনি দান করতে বসেছেন; কিন্তু তাঁর মন্ত্রী শুক্রাচার্য্য, যিনি অসুরদের পুরোহিত ছিলেন, যাঁর নাম কবি, তিনি দান করতে নিষেধ করলেন—

"সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্॥"

বলির দানের অভিমান ছিল। উহা তপস্যাপ্রধানবিচার। আমার জিনিষ

অন্যের কাজে দিব, ইহা Altruistic idea. যে দান চাইবে, তাকে দেওয়া যাবে, তাতে অসম্পূর্ণতা আছে ; কিন্তু ভগবানের দয়া—পরিপূর্ণ বস্তু।

যেষাং স এব ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্বলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্ব-শৃগালভক্ষ্যে ॥

বলিরাজা সাধারণ লোকের ন্যায় বিচারসম্পন্ন, আর পরামর্শদাতা শুক্রাচার্য্য বিষ্ণুভক্তির জন্যই যত্ন করে থাকেন। তিনি বলছেন—

ত্রিবিক্রমৈরিমাল্লোঁকান্ বিশ্বকায়ঃ ক্রমিষ্যতি।
সর্ব্বস্বং বিষ্ণবে দত্ত্বা মূঢ় বর্ত্তিষ্যসে কথম্ ॥

তিনি বলিকে বলছেন, ভগবানকে তুমি ছোট মনে করছ ; তিনি ভিক্ষুক-সজ্জায় এসেছেন বলে তাঁকে বুঝতে পাচ্ছ না। কিন্তু দ্যাবা পৃথিবী—তোমার যা সম্পত্তি আছে, তাতে কুলোবে না, সব চলে গেলে বেকার হবে। যখন পা বিস্তার করবেন, তখন দুই পায়ে সব গ্রহণ করে নেবেন, তৃতীয় চরণের স্থান দিতে পারবে না। তোমার সব গেলে থাকবে কোথায় অর্থাৎ বলির সব গেলে শুক্রাচার্য্যকেও বেকার হতে হবে। এজন্য বলছেন—দান করে কাজ নেই, তোমার ভাণ্ডে এত জিনিস নেই। বৈকুণ্ঠে ত্রিপাদবিভূতি, এখানে মাত্র একপাদ। চারপোয়াতে পূর্ণ হয়। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশে আনতে পারা যায় না। জগতকে ত্রিপাদবিভূতি দেখতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের বামন-দর্শন-ক্ষমতা হয় নি। আমাদের দৃষ্টি একপাদযুক্ত। বৈকুণ্ঠের বিচিত্রতা এদেশ থেকে জানতে পারা যায় না। বামনদেব—সখ্যরসযুক্ত। তিনি বলিকে কেবল স্বর্গ মর্ত্ত্য দেখিয়ে উপকার করছেন না, বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত নিয়ে যাবেন। সেখানকার যা কৃত্য, তাও করাবেন। অনাত্মপ্রতীতিতে স্বর্গ ও মর্ত্ত্য এই দুটী মাত্র বিচার। আধ্যক্ষিক চিন্তাস্রোত ব্যতীত জগতের লোক আর কিছু বোঝে না। তদ্দ্বারা কেউ অজ্ঞ, কেউ নাস্তিক, কেউ সন্দেহবাদী, কেউ বা অপরোক্ষানুভূতিতে যত্নবিশিষ্ট হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সেবা করতে হয়, সেবকের আত্মদান করতে হয়। সেটী আর একটী পা দিয়ে ভগবান্ গ্রহণ করেন—

"ত্রেধা নিদধে পদম সমূঢ়মস্য পাংশুলে"

এখানে একটী স্থূলশরীর আর একটী সূক্ষ্মশরীর, এ দুটীর যে ব্যোম, তা অতিক্রম করে তৃতীয় ব্যোম পরব্যোম—চেতনের ব্যোম। সেখানে সব

চেতনপদার্থ, উপাধিমাত্র নয়। সূক্ষ্মশরীর (Astarl body) যে ব্যোমে থাকে, সেটা চিদাভাসাকাশ। ভূতাকাশ ও সূক্ষ্মাকাশ হতে পরব্যোম স্বতন্ত্র। সেখানে আত্মপ্রতীতি, অনাত্মবিচার সেখানে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহজগতের ভোগ ও ত্যাগ—স্থূল-সূক্ষ্ম-বিচার নিয়ে সেখানে যাওয়া যায় না। তা 'সদসত্ত্যাং পরম্।"

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম॥

'সৎ' শব্দে স্থূল অস্তিত্ব, 'অসৎ' শব্দে সূক্ষ্ম অস্তিত্ব। স্থূল-সূক্ষ্ম-ভাবরহিত আত্মজগত। সেখানে জাগতিক বস্তু নেই।

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥

'আত্মবিৎ' এর অবস্থিতিক্ষত্রে স্থূল বা সূক্ষ্ম আকাশ নয়, এটা ছাড়িয়ে অধোক্ষজপদার্থে অবস্থান। "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, অসতো সতোঽজায়ত" —এটা ঔপাধিক বিচার। তাঁ হতে সৎ ও অসৎ এসেছে।

বলি দুই প্রকার জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বস্তু—পার্থিব ও আমুষ্মিক সম্পত্তি, যাতে ভোগময়ী চিন্তা প্রবল—সব দিয়ে দিলেন। তখন ভগবান্ তৃতীয় পদ দেখালেন। সেখানে উপাধি নেই। নিরুপাধিক হয়ে হরিসেবা কর। কামদেব সেবা নিতে বক্ষে তৃতীয়পদ দিলেন। অনাত্মবস্তুতে যে অধিকার, যাতে ষষ্ঠী ও প্রথমার প্রয়োগ—সব নিলেন। তিনি কিরূপ সখা? প্রপঞ্চবন্ধু বা স্বজনাখ্য দস্যু নন। ঐহিক সুখ-সুবিধার জন্য পার্থিবমিত্রতার বিচার। তার থেকে পরিণামে বঞ্চিত হতে হয়। ভগবান্ দুটী পা দিয়ে ঐগুলি চাপা দিয়ে তৃতীয় অবস্থার নিজত্ব—আত্মা পর্য্যন্ত নিয়ে পদসেবায় নিযুক্ত করলেন। এখানে সখ্যরসের সুনির্ম্মলতা। এ রকম সখার ভাব অন্য জায়গায় নেই, এখানেও মুখ্যরসাশ্রয়।

পরশুরাম ক্রোধরতিতে রৌদ্ররসের প্রকাশমূর্ত্তি। দশটী অবতারের মধ্যে সাতটীতে গৌণরস আর তিনটী অবতারের মুখ্যরস। নৃসিংহদেব বৎসল, বামনদেব সখ্য আর বুদ্ধ শান্তরস প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধের শান্তরস জড়ে ভোগবুদ্ধিরহিত হয়ে যাওয়া। এটীও মুখ্যরসের অন্তর্গত, তবে রসের মূর্ত্তি নেই। নিজের চেষ্টায় সেবা না করে অজ্ঞতামুখে সেবা। ভৃত্য বেশ বুঝতে

পারে—সেবা করছি। কিন্তু শান্ত-রতির সেবক বুঝতে পারে না, অথচ সেবা করে। জড়রসরহিত হলে সেবনযোগ্যতা আসে। যোগ্যতার আকার নেই। আমি সেবক—এ উপলব্ধি অস্ফুট। এ জন্য শান্তকে রসশ্রেণীর মাঝামাঝি বলা হয়। মুখ্যের আদিম অবস্থা দাস্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে, গমনপথে এই শান্তরস। বুদ্ধ করুণার অবতার। শোকরতি থেকে যে কারুণ্য, সেটী রামচন্দ্রে অত্যন্ত প্রবল। শান্তরতিতে জগতের অহিংসার জন্য করুণাপ্রকাশ, তাতে শোকরতির আমেজ সূক্ষ্মভাবে পাওয়া যায়। যেমন শাক্যসিংহ তিন পা ওয়ালা (একটী মাথা ও দুটী পা—এই তিনটী) একটী বৃদ্ধকে দেখলেন। বৃদ্ধটী চলতে পারে না, তাতে একটু শোক হল—আমি পৃথিবীতে থাকতে পারবো না, এ অভাব দূর হয় কিসে? পার্থিবভোগ ত্যাগ করে অহিংস হয়ে তপস্যা করলে শোকরহিত অবস্থা হয়। এখানে অহিংস-নীতির প্রচার করলেন। কেউ কেউ এখানে জুগুপ্সারতিতে জাত বীভৎস-রসও বিচার করেন।

পরশুরামের ক্রোধরতিতে রৌদ্ররস। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র বলেছিলেন—"ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হওয়া উচিত, Politics জিনিষটা intelligence-এর উপরে উঠবে। যাদের জড়জগতের জ্ঞানে বীতস্পৃহ হবার চেষ্টা, তাদের জব্দ করে দিতে হবে, তাদের দরিদ্রতা দেখিয়ে বড় হব। ক্ষাত্রধর্ম্ম ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের উপর থাকবে।" কিন্তু ব্রাহ্মণগণ—মাথা—বুদ্ধি। তাঁদের বুদ্ধি না নিলে বাহুর (ক্ষত্রিয়ের) দুর্গতি হয়।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন আরা জেলার সাসারাম নামক স্থানে রাজ্য করতো। তার হাজার বাহু ছিল। সহস্ররাম (হাজার রকমের ভোগবুদ্ধি) হতে 'সাসারাম' হয়েছে। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নির কামধেনু কেড়ে নিয়েছিল। তাতে পরশুরাম ক্রুদ্ধ হয়ে একুশবার ক্ষত্রকুল ধ্বংস করেছিলেন। তখন বিচার হয়েছিল—

"ধিগ্ বলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজো বলং বলম্"

একধার থেকে সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংস করেছিলেন। চন্দ্রসেনকে পর্য্যন্ত বিনাশ করেছিলেন। তাঁর পত্নীর গর্ভে একটী সন্তান ছিল। তিনি পরে মসীজীবী হয়েছিলেন।

রামচন্দ্রের শোকরতিতে করুণরস। বলদেবের হাস্যরস। প্রলম্বাসুর মনে মনে অহঙ্কার করেছিল, কৃষ্ণ ও বলদেবকে মেরে ফেলবে। সে গোপরূপ ধারণ করে রামকৃষ্ণের গোচারণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সর্ব্বদর্শী ভগবান্ তার

উদ্দেশ্য জানতে পেরেও তাকে বধ করবার ইচ্ছায় বন্ধু বলে স্বীকার করে ক্রীড়া আরম্ভ করলেন। সেই ক্রীড়ায় বিজেতৃগণ পরাজিতের স্কন্ধে আরোহণ করতেন। ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে শ্রীদামকে এবং প্রলম্বাসুর বলদেবকে বহন করতে থাকলেন। প্রলম্বাসুরের মতলব হয়েছিল, বলদেবকে শ্রীকৃষ্ণের অগোচরে নিয়ে গিয়ে সংহার করবে, কিন্তু বলদেব বজ্রমুষ্টিতে তার মস্তকে আঘাত করে তার প্রাণ সংহার করলেন। প্রলম্বাসুর—কপটতা। ধর্ম্মের নামে গোপনে ব্যভিচার, অর্থ-সংগ্রহ, কপটতাক্রমে সাধুত্বপ্রচার প্রলম্বাসুরের কৃত্য। বলদেব সেটা বিনাশ করে থাকেন। কনককামিনী-প্রতিষ্ঠাশাকে প্রবল করবার জন্য আমাদের যত্ন; কিন্তু বলদেবের কৃপা সেগুলি বিনাশ করে থাকে। সুতরাং এখানে হাসির কথাই বটে। যাঁর রূপবৈভব হতে মৎস্যাদি অবতারসকল উদ্ভূত, তাঁতে জড়জীব মনে করে মারবে। অভক্ত প্রলম্বাসুর ভক্তের সজ্জা নিয়ে বলদেবকে সংহার করে কংসের উপকার করবে মনে করেছিল। তাতে হাস্যরসের উদয় হয়। যার যা ক্ষমতা নেই, সেটা প্রকাশের চেষ্টায় হাস্য উদিত হয়।

কল্কির উৎসাহরতিতে বীররস। তিনি অধার্ম্মিককুলকে ধ্বংস করেছিলেন। অধার্ম্মিকগণের বিচার—ধর্ম্ম নাশ করবে, ধর্ম্মের প্রসার ধ্বংস করবে—খাবে দাবে নরকে যাবে। তখন উৎসাহরতির দরকার হয়।

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাত্তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তনাৎ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতোবৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি॥

উৎসাহরতিযুক্ত হয়ে কল্কিদেব অধার্ম্মিককুল বিনাশ করেন। উৎসাহরতির দ্বারা বীররসের আবাহন করে থাকেন। অধর্ম্মকে ধ্বংস করতে উৎসাহ প্রয়োজন। যারা বলে,—বসে বসে মালা টানবো, হরিকথা কীর্ত্তন করবো না, কীর্ত্তন করতে গেলে লোকে বলবে—দলো লোক, সুতরাং ভগবৎকথা প্রচার না করে শয়তানীর কথা প্রচার হতে দেব, তারা বাস্তবিকই শয়তান। নিজে ভোগ করবো, খাবো দাবো নরকে যাব—এই বিচার তাদের। যজ্ঞপত্নীগণের পুরুষগণ এক সময়ে মনে করেছিল, রামকৃষ্ণকে খেতে দেব না, তারাই ভোগ করবে, কিন্তু যজ্ঞপত্নীগণ রামকৃষ্ণকে খাওয়ালেন। অনেক সময় এরকম বিচার আসে। সত্য নষ্ট করতে অসংখ্য লোকের চেষ্টা। বিষ্ণুভক্তি-দ্বারাই সমস্ত অমঙ্গল হচ্ছে, লোকের এরূপ বিচার। মধ্যে উৎকল-দেশের একটী লোক প্রচার করেছিল, চৈতন্যদেব উড়িষ্যাদেশটিকে মাটি করেছেন। কিন্তু তিনি সকলের মঙ্গল করেন। ঐ লোকটী বিচারে ভুল করলো; কিন্তু কতকগুলি

লোক বলে—"তাই হবে, তেজোবৃদ্ধি হচ্ছে না। ছাগলের কাঁচারক্ত না খেলে উদ্দাম প্রবৃত্তি থেমে যাবে।" বিষ্ণুভক্তগণ বলেন—ওটা করতে পারবে না, জীবে দয়া কর। কিছুদিন আগে বিচার হয়েছিল—লাঠি খেলা শিখতে হবে, তা হলে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হবে। কিন্তু তা হতে নিবৃত্ত হয়ে নিজেকে দণ্ড দেওয়া—ত্রিদণ্ড গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। কায়দণ্ড, বাক্যদণ্ড, মনোদণ্ড গ্রহণ করলে বিষ্ণুভক্তি লাভ হবে, নতুবা অসুবিধা হবে। সেইজন্য রূপগোস্বামী প্রভু প্রবৃত্ত জগতের মূঢ়তা নিরাসের জন্য "উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ" শ্লোকের অবতারণা করেছেন।

ভজনের দ্বারা সব মঙ্গল। নিজে বাহাদুর—এই অহঙ্কার-মূঢ়তাদ্বারা সর্ব্বনাশ হবে। প্রবল উৎসাহে হরিকথা বল। Trade বন্ধ কর। বণিগ্‌-বৃত্তিজীবীরা মনে করেন, ব্যবসা করলে তাঁদের সুবিধা। তাঁদের হাতেই যা কিছু থাকবে। অপরকে ব্যবসা করতে দিব না। তাদের তাড়িয়ে দাও। কিন্তু সকলকে বলে দিতে হবে—ভগবদ্‌ভক্তি ছেড়ে দিলেই ঝগড়া—Nationalism দাঁড়াবে। হে মনুষ্যজাতি, তোমরা সকলে হরিকীর্ত্তন কর। আবিসিনিয়াবাসী, ইটালীবাসী সকলে মিলে হরিভজন কর। তা হলে আর কোন মতভেদ থাকবে না। হরিকীর্ত্তন হলে ঐরূপ বিচার-প্রণালীর প্রয়োজন হবে না, ভজনের প্রবৃত্তি বাড়বে। কৃষ্ণপাদপদ্মসেবাব্যতীত আর মঙ্গলের কথা নেই, এটা না বুঝা পর্য্যন্ত রাবণের সীতাহরণ চেষ্টা। ভক্তি-রহিত হয়ে যে-সব প্রস্তাব আসে, সেগুলি অবিবেচনার কথা, সে-সব ঘুচে যাবে বলদেবের মুষ্টির আঘাতে। ভক্তিই একমাত্র প্রয়োজনীয়, তাতেই উৎসাহবিশিষ্ট হওয়া দরকার।

কোন রসবিশেষের প্রকাশের উপাসনায় জড়রস দূর হয়। গৌণজগতে মুখ্যরসের কথাগুলি ক্রিয়াবিশিষ্ট হলে ফলপ্রদ হবে না। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের কথা আলোচনা করলে ক্ষুদ্রচিন্তা হতে নিরুৎসাহ হয়ে হরিকীর্ত্তনে পূর্ণ উৎসাহ আসবে। পূর্ণরসের আশ্রয় হরিকে আশ্রয় করলে ঝগড়া মৎসরতা থাকবে না।

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের বিরহ-স্মরণে প্রবৃত্তি

সচ্চিদানন্দ বস্তু লোকলোচনের অন্তরালে থাকিলে আমরা তাঁহার প্রকাশের বিষয় ধারণা করিতে পারি না। যাহা চক্ষুর অন্তরালে থাকে, তাহাকেই আমরা অপ্রকটিত অবস্থা বলি। বস্তুতঃ শুদ্ধসত্ত্ব বস্তুর অভাব বলিয়া কোন ব্যাপার নাই। অভাবের অভাবদ্বারা যখন সাধ্যবস্তুর প্রতীতি হয়, তখনই তাহাকে আমরা নিত্য সনাতন বলিয়া আখ্যা দিয়া থাকি। সুতরাং সচ্চিদানন্দ বস্তু নিত্য ও সনাতন। সচ্চিদানন্দ অনুবাদের ঠাকুর ভক্তিবিনোদই বিধেয়। তাঁহার সম্বন্ধে প্রতি-নিয়তই বিভিন্নভাবে আলোচনা হইলেও, অদ্য সচ্চিদানন্দের বিরহে তাঁহার লীলার কয়েকটী বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আমরা তাঁহার পাদসেবনরূপ স্মরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঠাকুর বর্ত্তমানে আষাঢ় মাসের দ্বাদশ দিবসে আত্মগোপন করে। সে আজ ত্রিসপ্ততিতম বর্ষ অতীতের স্মৃতি।

অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বস্তু-বিচারে শব্দই সমর্থ

আমরা চিরদিনই শুনিয়া আসিতেছি ও আলোচনা করিতেছি—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর।" "যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।" এই সকল বাক্য আমাদের মানসক্ষেত্রে গ্রথিত থাকিলেও হৃদ্‌গত অভিব্যক্তি নাই। যে সাধনে সনাতন বস্তুর হৃদয়-প্রাকট্য হয়, যে সাধনের প্রথম ইঙ্গিতই উক্ত বাক্যদ্বারাই আমাদিগকে সাবধান করিতেছে। শ্রীল ঠাকুরের বিষয় আলোচকসূত্রে আকাশোত্থ শব্দ বা বাক্যসমূহকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া 'সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের' শিক্ষার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হইতেছে। আমার ইদম্ জ্ঞান তদ্‌জ্ঞানের দ্বারা বিদমিত না হইলে আমার চিত্তগত ভাষা কখনই শ্রীল ঠাকুরকে প্রকাশ করিতে পারিবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে স্তব্ধ হইয়া থাকাই আমার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইলেও শ্রীল ঠাকুরের আশ্বাসবাণী আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তিনি বলেন,—অপ্রাকৃত-তত্ত্ব-বিচারে শব্দই একমাত্র সমর্থ।

ঠাকুরের কথিত শব্দ-তত্ত্বের স্বরূপ

শব্দ বলিতে আকাশোত্থ শব্দ নহে, বৈয়াকরণিকগণের ওষ্ঠ, দন্ত বা কণ্ঠোত্থ শব্দ নহে, বৈজ্ঞানিকগণের বায়ুবিলোড়নোত্থ শব্দ নহে, বা সাধারণ দার্শনিকগণের বিশ্বস্ত লোকের বাক্যরূপ শব্দও নহে। এ শব্দ ভ্রম-চতুষ্টয় হইতে সম্পূর্ণ

পৃথক্—নিত্য, শুদ্ধ, পূর্ণ, মুক্ত, অতিমর্ত্য, বেদ ও আম্নায়-বাণী। এই বাণী-পরম্পরা বদ্ধজীবগণের উদ্ধারকল্পে তাহাদের বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রকাশিতা হন। এই বাণী যাঁহার ভাগ্যে উদিতা হইয়াছেন তিনিই সকল সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত হইতে সক্ষম হইয়াছেন। সিদ্ধান্তবাণীর প্রকাশই শ্রীল ঠাকুরের আবির্ভাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যিনি নদীয়া-প্রকাশ, তিনিই সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশ।

ঠাকুর প্রাচীন-নদীয়ার প্রকাশক-সূত্রে অর্চ্চনীয়

শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নদীয়া-শশী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও আদি-লীলাক্ষেত্র নদীয়ার প্রকাশকসূত্রে তিনিই নদীয়া-প্রকাশ। তাই আমরা নদীয়া-প্রকাশের সেবা, পূজা ও তাঁহার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া অর্চ্চন করিয়া থাকি। শ্রীনাম-হট্টে বা অপ্রাকৃত স্বরূপ-গঞ্জে স্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জে নিত্য বিগ্রহে ঠাকুর সেব্য-সেবক-ভাবে বর্ত্তমান আছেন এবং "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে" বাক্যটী স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ সিদ্ধান্ত-বাণীর জনক

তিনিই সরস্বতীরূপা যে বাণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সিদ্ধান্তবাণী বা সিদ্ধান্ত-সরস্বতী। আমরা ঠাকুরের জীবনী হইতে, তাঁহার নিখিল গ্রন্থাদি হইতে এবং তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী-পরম্পরা হইতে ইহাই জানিয়াছি যে, আম্নায়-বাণীর আশ্রয় ব্যতীত বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত সচ্চিদানন্দ-ভক্তির বিনোদন হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুরের পূজা—অর্থাৎ তৃপ্তিসাধনকে লক্ষ্য করিয়া সিদ্ধান্ত-বাণীরই পাদপদ্মে অর্ঘ্য বিতরণ করি।

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৫)

ঠাকুরের আত্মীয় ও পরিচিতের লক্ষণ

শ্রীল ঠাকুরের দ্বিতীয়াশ্রমের অতি নিকট-আত্মীয় পরিচয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের মুখে অনেক সময় শুনিয়াছি—তাঁহারা শ্রীল ঠাকুরের কাছে অতি নিকটে ছিলেন এবং তাঁহার পরিচয় সম্বন্ধেও তাঁহারা অভিজ্ঞ। এইরূপ কথা মদীয় পরমারাধ্য আচার্য্য শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুনিবামাত্রই বলিতেন—"তাঁহার নিকটে থাকা বা তাঁর পরিচয় সম্বন্ধে জানা দূরের কথা, তাঁহাকে দেখিতেও পান নাই।"—এই সমস্ত বাক্যের সফলতা ও সার্থকতা আমরা শ্রীল ঠাকুরের নিজ-লিখিত "জৈবধর্ম্ম" গ্রন্থের প্রমেয়ান্তর্গত জীব-বিচারের

অধ্যায়ে দেখিতে পাই—"বাক্য ও মন উভয়ই জড়-সম্বন্ধে উৎপন্ন। তাহারা অধিক চেষ্টা করিয়াও চিদ্বস্তু স্পর্শ করিতে পারে না। যথা বেদ বলিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" ঠাকুর সর্ব্বদাই আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন—স্থূল-ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিদ্বস্তুর জ্ঞান অসম্ভব। **শ্রীল ঠাকুর স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ**। তাহাতে অচিদ্বস্তুর আচ্ছাদন কোথায়? সুতরাং বাহ্য ইন্দ্রিয়-সমষ্টিযুক্ত স্থূলশরীর বা সূক্ষ্মশরীর তাঁহার নিকটে থাকিতে পারে না বা তথা হইতে তাঁহার পরিচয় জানাও যুক্তিবিরুদ্ধ; সুতরাং অত্যন্ত অসম্ভব। তিনি নিত্য-মুক্ত, অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ, তাঁহার সম্বন্ধে মায়াবদ্ধ মর্ত্তজীব ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

ঠাকুরের অতিমর্ত্ত্যত্বের অনুভূতি

শ্রীল ঠাকুর উক্ত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ে জীব-বিচার সম্বন্ধে যে বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্যতা ও সর্ব্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়। জড়-বিলাসে ভীত হইয়া চেতন-বিলাস হইতে নিরস্ত থাকার অযৌক্তিকতা তিনি বিভিন্নভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন—অনুমিতিকার্য্যে হেতুত্ব বিষয়ে 'ব্যাপ্তিজ্ঞান' ও 'পরামর্শ' উভয়ই প্রয়োজন। এরূপক্ষেত্রে শুক্তিতে রজত ও রজ্জুতে সর্প ভ্রমদ্বারা জৈবজগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের যুক্তিও ন্যায়-বিরুদ্ধ হইতেছে। শ্রীল ঠাকুরের উক্ত বিচারের চমৎকারিতা হইতে তাঁহার অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যত্ব অনুভব করিতেছি।

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আচার্য্যত্ব

দার্শনিক বিচার-জগতে "আচার্য্য" বলিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তদ্‌হিসাবেও আচার্য্য। তাঁহার বেদান্তভাষ্য, উপনিষদ্‌ভাষ্য, সহস্রনাম-ভাষ্য, গীতাভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহ হইতে তিনি আচার্য্য-সমাজে নিঃসন্দেহে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন, ইহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের বৈদান্তিক সামাজিকতা লইয়া যে অমূলক বিবাদ উত্থাপিত হইয়াছিল, তাহা শ্রীল আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু বিনষ্ট করিয়াছেন; তাহার পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদই সমাজ-সংস্কারের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। শ্রীল ঠাকুরের আজও বহু গ্রন্থ অপ্রকাশিত থাকায় তাঁহার লেখনীর পূর্ণ অভিব্যক্তি আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সজ্জনগণ তদ্বিষয়ে যত্ন করিলে জগতের বহুল পরিমাণে হিত সাধন হইবে।

শ্রীল সচ্চিদানন্দের পরোপকার বিচার

আচার্য্যের শিক্ষা হইতে আমরা পরোপকার সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সদসদ্-বিলক্ষণ-অনির্ব্বচনীয় বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত বা বিম্বিত বস্তু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। জীবকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার নিত্য সত্তায় আস্থা স্থাপন করানই ঠাকুরের ভাষ্য-সমূহের উদ্দেশ্য। 'পর'-শব্দে অনাদি শ্রেষ্ঠ বস্তুকে লক্ষ্য করে। যে-কার্য্যের দ্বারা আমাদের শ্রেষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে পর-উপকার বলা যায় না। নিত্যানন্দময় বস্তুই শ্রেষ্ঠ। জীব নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইলেই পর-উপকারের ফল লাভ করিল। জ্ঞাতার অভাবে জ্ঞান স্বীকারের সার্থকতা কি, এবং জীবের পক্ষে তাহা কি-প্রকারে মঙ্গলদায়ক হয়? আনন্দস্বরূপ বলিয়া স্তব্ধ হইয়া উহার প্রাপ্য-প্রাপকের বিনাশ-সাধনে আনন্দ কাহার? উপকারই বা কাহার? সুতরাং শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত প্রকার কোন উপকারকে উপকার না বলিয়া অপকার আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ব্যবহারিক মিথ্যা বস্তু হইতে পারমার্থিক সত্যানন্দ মিথ্যা নিরানন্দের প্রতীক।

পরিবর্ত্তনশীল ফল-লাভ পর-উপকারের লক্ষ্য নহে

যাহার ফলের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে পরিবর্ত্তন-যোগ্যতা লক্ষ্য করা যায়, তাহার অনুসন্ধিৎসা বা আনুগত্য করা শ্রীল ঠাকুরের শিক্ষা বা 'পরোপকার'-সংজ্ঞা হইতে বিলক্ষণ। ফল-বিচারে তিনি আনন্দের প্রাপকস্বরূপে তত্ত্ববস্তুকেই জ্ঞাপন করিয়াছেন। জীব তাহাতে অভিলাষ করিয়াই স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রাকৃতিক তত্ত্বকে অঙ্গীকার করার প্রয়োজন-বিচারে যে অনিত্যতা আনয়ন করিয়াছে তাহা শ্রীল ঠাকুরের পরোপকার সম্বন্ধে শিক্ষার বহির্ভূত হইতেছে। ঐ প্রকার ফল ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতাপ্রাপ্ত হইয়া ক্ষীণভাব ধারণ করে। এমন কি, পরে অনুশোচনাদ্বারা প্রাপ্য নষ্ট হইয়া যাওয়ায় উহা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।

প্রয়োজন-বস্তু সাধনাধীন নহে—কিন্তু কৃপাধীন

ঠাকুরের যাহা প্রয়োজন বিচার, তাহা যে-সাধনে লাভ করা যায় তাহা সাধ্য ও সাধন উভয় পর্য্যায়যুক্ত। যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করা যায় তাহাই সাধ্য অর্থাৎ সাধনাধীন। কিন্তু ঠাকুরের শিক্ষা হইতে আমরা সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে যে কথা সিদ্ধান্ত-বাণীমুখে শ্রবণ করিয়াছি তাহা সাধনাতিরিক্ত বস্তু হওয়ায় তত্ত্ববস্তুর কৃপা-সাপেক্ষ হইতেছে। অথচ তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে গেলে

'সাধ্য'-শব্দরূপ ভাষামল প্রবিষ্ট হইবেই। সুতরাং ইহা সম্যগ্‌রূপে আরাধনায় প্রকাশ পায়। বেদান্তসূত্র বলেন—'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্'—অর্থাৎ সম্যগ্‌রূপে শ্রীমতী রাধারাণীর আনুগত্য প্রভাবে তত্ত্ববস্তু বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত জীবসমূহের প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অর্থাৎ অনুশীলন ও ধ্যানের বস্তু হইয়া থাকে। যেখানে জড়-প্রতীতি ও মিথ্যাজ্ঞান, সেখানেই চেতনের ইচ্ছাশক্তির অপব্যবহার বিধায় তত্ত্ববস্তুর সম্যক্ আরাধনা বা শুদ্ধভক্তির অভাব।

তত্ত্ববস্তুর অনুশীলনই অভিধেয়

বেদান্তের 'প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ' সূত্র হইতে আমরা যে অনুশীলনের কথা জানিতে পারি তাহা কর্ম্ম বা অধ্যাস প্রবৃত্তি হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। উক্ত সূত্র জ্ঞানমাত্রই ফলপ্রাপ্তির উপায়চ্ছেদ মন্ত্র। আমরা কোন বিষয়ে জ্ঞান-কুশলতা লাভ করিলেই যেরূপ ফললাভ করিতে পারি না অর্থাৎ তাহার প্রকৃষ্ট অনুশীলনই ফললাভের উপায় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানই আমাদিগকে তত্ত্ববস্তুর কাছে লইয়া যাইবে না। তাহার সুষ্ঠু ও পুনঃ পুনঃ অনুশীলনেই তত্ত্ববস্তু প্রকাশিত হন। এইজন্যেই উক্ত সূত্রে 'প্রকাশশ্চ'—অর্থে তত্ত্ববস্তুর প্রকাশ। 'কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ' অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতে ফলপ্রাপ্তি—এইরূপ বুঝিতে হইবে। ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রতি গ্রন্থের অভিধেয়-অধ্যায় বিচার করিলে আমরা উক্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান পাইব।

বীরনগরে ঠাকুরের আবির্ভাব

শ্রীল ঠাকুর সচ্চিদানন্দ সম্বন্ধে আমাদের কোন বিষয় বলিতে যাওয়া অপেক্ষা আমরা যদি সিদ্ধান্তবাণী-প্রকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি তাহা হইলেই আমরা শ্রীল ঠাকুর-সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিব। জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার সম্বন্ধে জৈবধর্ম্মের উপোদ্ঘাতে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই শ্রীল ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের জানিবার বিষয়। তিনি জানাইয়াছেন—চৈতন্যবস্তু (মহাপ্রভু) ও অদ্বৈতবস্তুর (অদ্বৈতপ্রভুর) আবির্ভাব-ক্ষেত্রই সচ্চিদানন্দ বস্তুর আবির্ভাবক্ষেত্র। আত্মতত্ত্বেই এই প্রকার আশ্চর্য্যজনক বৈশিষ্ট্যময় একত্ব সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যায়। বলহীন স্থলে আত্মপ্রকাশ অসম্ভব বিধায় বীরনগরে তিনি আবির্ভাব-লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অপ্রাকৃত তত্ত্বেই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সামঞ্জস্য

প্রবন্ধ বিস্তারের ভয়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আরও অধিক কথা আলোচনা করিয়া আত্মশোধন করিবার ইচ্ছা থাকিলেও অদ্য তিরোভাব-দিবসে তাঁহার আবির্ভাবের উল্লেখমাত্র করিয়াই নিরস্ত হইলাম। ইহা প্রাকৃত-বিচারে অসামঞ্জস্য হইলেও ঠাকুরের লিখিত তত্ত্বসূত্রের "বিরুদ্ধধর্ম্মং তস্মিন্ ন চিত্রম্" সূত্র আলোচনা করিলে জানিতে পারি যে অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ বস্তুতে বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের সুষ্ঠুরূপ সামঞ্জস্য নিত্য বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত মহাজনগণের আবির্ভাব-তিরোভাব একই উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। তাই বিরহ-দিবস ও উৎসব দিবস; মঙ্গল বিধানের জন্য মঙ্গলময়ী তিথি— অমাবস্যা।

নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে।
গৌরশক্তিস্বরূপায় রূপানুগবরায় তে॥

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথিতে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুরুদেব! তুমি হও পতিত-পাবন।
আমি অতি দীন ভক্তিহীন অভাজন॥
কেমনে পূজিব তোমার চরণ কমল।
শ্রদ্ধা-ভক্তিহীন মুঞি বড়ই চঞ্চল॥
অসংখ্য প্রণতি তব রাতুল চরণে।
কৃপা কর এবে এই ছার নীচ জনে॥
বহু যোনি ভ্রমি' আমি আসিয়াছি এবে।
মো সম অপরাধী আর না পাইবে॥

সেই সব অপরাধ কিসে হবে ক্ষয়।
ভাবিয়া না পাই কিছু, না দেখি উপায়॥
বহু ভাগ্যে মিলে মোর বৈষ্ণব-দর্শন।
তাঁহার শ্রীমুখে শুনি' শ্রীহরি-কীর্ত্তন॥
"কিবা বর্ণী, কিবা 'শ্রমী, কিবা বর্ণাশ্রমহীন।
কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা যেই, সেই আচার্য্য-প্রবীণ॥
শ্রীগুরুর কৃপালাভ না হয় যাহার।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি না হয় তাহার॥
'কৃষ্ণ' রুষ্ট হইলে শ্রীগুরু করে ত্রাণ।
'গুরু' রুষ্ট হৈলে আর নাহি পরিত্রাণ॥
শ্রীগুরু চরণ ত্যজি' যেবা কৃষ্ণ ভজে।
নাহি নিবারণ তার, ঘোর নরকে মজে॥
লভিয়া মনুষ্যজন্ম যদি না ভজে হরি।
অধোযোনি ভ্রমে সেই জন্মে জন্মে মরি॥"
সাধুমুখে করিয়া শ্রবণ সেই সকল।
হরি ভজনেতে মন হইল ব্যাকুল॥
একান্ত আশ্রয় করি শ্রীগুরু চরণ।
তাই তব পাদপদ্ম করিনু বরণ॥
এ আশায় উৎকণ্ঠিত অভাগার মন।
কবে বা লভিব তব যুগল-চরণ॥
কবে চরণ-ছায়ায় বসিয়া নির্জ্জনে।
নিরন্তর করিব নাম আনন্দিত-মনে॥
পুনঃ পুনঃ এ অভাগা করে নিবেদন।
উদ্ধার করহ মোরে (দিয়া) চরণে শরণ॥

শ্রীচরণ-শরণ-প্রয়াসী দীনহীন—

—শ্রীসুধানিধি ব্রজবাসী

শ্রীধাম মায়াপুর-ই

শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে নবদ্বীপের স্থিতি-স্থান

১৩৪১ বঙ্গাব্দে "ভারতবর্ষ"-পত্রিকার ভাদ্র-সংখ্যায় সর্ব্বপ্রথম বঙ্গের স্বনামপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদচন্দ্র বাহাদুরের রচিত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর সময়ের 'নবদ্বীপের স্থিতিস্থান'-শীর্ষক একটী গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধের সহিত জেনারেল হার্ট সাহেবের প্রকাশিত রেনেলের ম্যাপ এবং হেজেসের (১৬৮৩ খৃঃ) ও ষ্টেন সাম মাষ্টারের (১৬৭৬ খৃঃ) ডায়েরী হইতেও রায়বাহাদুর চন্দ্র মহাশয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের নবদ্বীপের বা নদীয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ের অথবা খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের স্থিতিস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া উক্ত চন্দ্র মহাশয় শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, শ্রীচৈতন্যভাগবত রচনাকাল পর্য্যন্ত নিমাইয়ের নবদ্বীপ-স্থিতি অটুট ছিল। শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই নবদ্বীপের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি উক্ত গ্রন্থের মধ্য খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত কাজী-উদ্ধার লীলার উদ্দেশ্যে যাইবার সময়ে নগর-কীর্ত্তনের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন। মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন-বাহিনী লইয়া চলিতেছেন—

"গঙ্গাতীরে-তীরে পথ আছে নদীয়ায়।
আগে সেই পথে নাচি চলে গৌররায়॥
আপনার ঘাটে আগে বহু নৃত্য করি'।
তবে মাধাইয়ের ঘাটে গেলা গৌরহরি॥
বারকোণা-ঘাটে নগরিয়া ঘাটে গিয়া।
গঙ্গার নগর দিয়া গেলা সিমুলিয়া॥
নদীয়ার একান্তে নগর সিমুলিয়া।
নাচিতে নাচিতে প্রভু উতরিলা গিয়া॥
কাজীর বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর।
বাদ্য-কোলাহল কাজী শুনয়ে প্রচুর॥
সর্ব্বলোক-চূড়ামণি প্রভু বিশ্বম্ভর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজীর নগর॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৩শ অঃ)

এই কীর্ত্তনের পথটি মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখিলেই শ্রীমায়াপুরই যে শ্রীগৌরহরির আবির্ভাব-স্থান, তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারা যায়।

ব্রজমোহন দাস বাবাজী, যিনি প্রাচীন মায়াপুর নাম দিয়া গৌরভিটা বা নাড়ীপোতা-স্থান নির্ণয় করিতেছিলেন, তিনি যে একজন অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য লেখকের পুস্তক অবলম্বনে তাহার কথাতে বেদবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কতকগুলি অসঙ্গত প্রমাণ দিতেছেন, তাহা কোন শিক্ষিত সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিবেন না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সম্বন্ধে কোনসময়ে 'ফ্রেস এণ্ড ফেবল্' গ্রন্থে দেখিতে গিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি প্রাপ্ত হই :—

"King Aini Akbor (আইনী আকবর) sent a brahman to look out a site for a temple" পুনরায় উক্ত গ্রন্থে লেখা আছে—"Jagannath the seven headed idal of the Hindus", হিন্দুমাত্রই অবগত আছেন যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজই জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং জগন্নাথদেব কোন কালেই সপ্তমুণ্ডবিশিষ্ট পুত্তলিকা নহেন। ব্রজমোহন দাস অনভিজ্ঞ কোন বিদেশী লেখকের লিখিত বাক্য বেদ-বাক্যের ন্যায় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া উর্দ্ধবাহুতে আনন্দে স্ফীত হইয়াছেন। তিনি উদ্ধার করিয়াছেন—

"He built at Ramchandrapur on the very spot near Nadia where Gouranga said to have been born for the worship of Shri Govinda, Gopinath, Krishnaji and Madanmohanji.

উক্ত ব্রজমোহন বাবাজী বোধ হয় হয় ঐ প্রকার অসঙ্গত লেখনী যে সদা-সর্ব্বদা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে নির্গত হয়, তাহা অবগত ছিলেন না। কলেজের সকল বিদ্যার্থী যুবক কোন বিষয় জানিতে হইলে "Brewer's Dictionary of Phrase and Fable" ও "Handbook of Reading" দেখিয়া থাকেন। এত সব উচ্চস্তরের প্রমাণগুলি বাদ দিয়া উক্ত বাবাজী 'কলিকাতা রিভিউয়ের' উদ্ধৃতাংশ মস্ত বড় প্রমাণ বলিয়া নাচিতেছেন ও পদস্খলনে পতিত হইয়া মৃত্যুদশায় পড়িয়াছেন। ভ্রান্ত মতবাদীদের বাক্য নিজ মতের অনুকূল হওয়ায় তাহা গ্রহণ করিয়া ব্রজমোহন দাস যে কতটা বিভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহা ঐ সকল অজ্ঞ লেখকের লিখিতাংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং ঐ সকল অসঙ্গত কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নহে। যেমন লেখক বলেন—"Chaitanya was born in Nadia A. D. 1346. His father was a vedic Brahman. At 44 years of

age, he was persuaded by Advaita to became a mendicant to forsake his wife and go to Benaras. He then formed a sect, teaching than to renounce a secular or life, to eat with all these who are vaisnavas ; he allowed widows to marry. The Gosais are his successors" এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এবং এতই জঘন্য যে আমরা উহাকে বাংলায় অনুবাদ করিয়া লেখনীকে কলুষিত করিতে ও অপরাধপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে চাহি না। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাসের নিকট উক্ত বাক্যগুলি অকাট্য প্রমাণ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। তিনিই প্রাচীন মায়াপুরের মূল উদ্ঘোক্তা। সকলেই অবগত আছেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে অবতীর্ণ হন (অর্থাৎ, ইং ১৪৮৬ খৃঃ) তিনি ২৪ বৎসর গৃহে ছিলেন, ৪৪ বৎসর নহে। তিনি বারাণসীতে বসবাস করেন নাই এবং বিধবা বিবাহ প্রচলন করেন নাই। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে—"A little learning is a dangerous thing" "Empty vessel sound much"। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন বাবাজী যদি সুশিক্ষিত বিচারের ধারা অনুসারে চলিতেন, তাহা হইলে বৃটিশ সরকার হয়ত তাঁহাকেই বিচারকের আসনে বসাইতেন। কিন্তু তাহা হয় নাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উচ্চশিক্ষিত বিচারক ছিলেন ইহা সকলেই জানেন। নদীয়া জেলার যাবতীয় রেকর্ডাদি সকলই তাঁহার অধীনে ছিল। ব্রজমোহন বাবাজী বোধহয় নদীয়া জেলার কালেক্টরী অফিসে রক্ষিত থাকবন্দী কাগজের আকৃতিও দেখেন নাই।

১৩২৩ সালে শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার বার্ষিক অধিবেশনে বহু সম্ভ্রান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সম্মুখে প্রচারিত হইয়াছিল যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকালীন রেকর্ড-রক্ষক মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর মায়াপুর সম্বন্ধে রেকর্ড খুঁজিয়া বাহির করিবার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে অপারগ হওয়ায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সাব-ডেপুটি হেমচন্দ্র সরকারকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইতে অনুরোধ করেন। হেমবাবুর এজলাস শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বৃহৎ এজলাসের পার্শ্বে একটী ছোট কক্ষে অবস্থিত ছিল। হেমবাবু সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া মাসাধিক কাল পরিশ্রম করিয়া কয়েকটী কাগজ খুঁজিয়া পাইলেন। তন্মধ্যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের রেণেল সাহেবের সার্ভে নথি ছিল। সেই নথির মধ্যে শ্রীমায়াপুর-পল্লীর সকল কথা লিখিত ছিল। তিনি সেটী এবং ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের কুইন্ কুইনিয়াল সেটেলমেণ্টের রেকর্ড হইতে শ্রীমায়াপুরের নাম ও স্থান বাহির

করিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখান। উহার সহিত ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শ্রীমায়াপুরের এবং খোলভাঙ্গার ডাঙ্গার কথা যাহা লেখা ছিল, তৎসমস্তই প্রকাশ পায়। এই সকল প্রমাণ পাইয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও অন্যান্য শিক্ষিত সুধীসমাজ বিশেষ আনন্দ লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে এ, ভি, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিরাট সভা হয়। তাহাতে সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়, জজ, উকিল, রাজা, জমিদার প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেই সভায় আলোচিত নবদ্বীপ-মায়াপুর সম্বন্ধে প্রকটিত প্রমাণগুলি সকলে চাক্ষুষ অবগত হন এবং সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, বামুনপুকুরের নিকটে অবস্থিত শ্রীমায়াপুরই মহাপ্রভুর প্রকৃত জন্মস্থান।

হেমবাবু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের কাননগোর পদে থাকিয়া বল্লাল-দীঘি, চর বল্লাল-দীঘি, মায়াপুর, বামুনপুকুর প্রভৃতি গঙ্গা ও খড়িয়া নদীর মধ্যস্থিত স্থানগুলি স্বয়ং মাপ ও জরিপ করিয়াছিলেন। সেইজন্যই তিনি রেণেল সাহেবের সার্ভের নথি ও কমিট অব্ সার্কিটের সেটেলমেণ্ট রেকর্ডের (যাহাকে লোকে সচরাচর কুইনিয়ল সেটেলমেণ্ট বলে অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথম পাঁচশালার বন্দোবস্ত) কাগজপত্রাদি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন এবং তাহাতেই মায়াপুর সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রমাণাদি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হন। হেমবাবু একজন বিশেষ সম্মানিত উচ্চ বংশীয় চরিত্রবান্ লোক। এক সময়ে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হইয়া সত্য-মিথ্যার বিচার করিতেন। তিনি ব্রজমোহন দাসের বালচাপল্যে, অনভিজ্ঞতার মিথ্যানন্দে মুগ্ধলোক ছিলেন না। তিনি প্রাচীন ও বহু দূরদর্শী ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তিনি ব্রজমোহন দাসের সত্যের অপলাপের জন্য খুব দুঃখিত ছিলেন।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভার ১ম বর্ষের বিবরণী-পত্রে সপ্তদশ পৃষ্ঠায় যে কথা আছে, তাহাতে ইংরাজ সরকারের বঙ্গাধিকার সময়ের ম্যাপ অনুসারে বল্লাল-দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম দিকেই শ্রীমায়াপুর অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই ম্যাপ তাৎকালিক কৃষ্ণনগরের সমস্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি বিদ্বজ্জনের দ্বারা স্বীকৃত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সকলেই একবাক্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাধনার শ্রীমায়াপুরকেই প্রকৃত গৌরজন্মস্থলী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। আর অজ্ঞ সামান্য লোকেরাই উহাকে মিঞাপুর করিয়াছে। এই মায়াপুরই যে নবদ্বীপের মূলভূমি, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শক্তি সঞ্চারিত ও প্রেরিত মহাপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বারা বাংলার ১৩০০ সালে যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বিগ্রহ বল্লাল-দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে স্থাপিত হইয়াছেন, যে-স্থানে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের বাড়ী ছিল। "শ্রীগোবিন্দ দাসের কড়চায়" ঐ স্থানই প্রকৃত শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর জন্মভূমি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহাশয়, সিদ্ধ শ্রীচৈতন্যদাস বাবাজী মহাশয়, সিদ্ধ শ্রীভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয়, সিদ্ধ শ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহাশয় সকলেই একবাক্যে ঐ স্থানকে প্রকৃত গৌরজন্মস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে-স্থলে বর্ত্তমানে বৃহদাকারে অপূর্ব্ব মন্দিরাদি মদীয় গুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের অদূরেই অবস্থিত ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উচ্চ বিদ্যালয়ও গুরুদেব স্থাপন করিয়াছেন।

বাংলার ১৩০০ সালে ফাল্গুনী দোল-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌর-জন্ম-জয়ন্তীর শুভলগ্নে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে যে মহামহোৎসব হইয়াছিল, ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গদেশে ঐরূপ বৃহৎ মহোৎসব আর কখনও হয় নাই। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত প্রায় পাঁচ লক্ষ যাত্রী পরম তৃপ্তির সহিত মহাপ্রসাদ সেবন এবং ঐ স্থানের অলৌকিক ঐশ্বর্য্য অনুভব করিয়াছিলেন। সেই স্থানটী চিরকালই পবিত্র তুলসী, বিল্ব, ধাত্রী, নিম্ব, কদম্ব, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষরাজির দ্বারা মণ্ডিত ছিল। তাহা প্রাচীন মুসলমানগণ এবং তৎকালীন সকলেই দেখিয়াছেন। নিকটেই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গায় শ্রীবাস-অঙ্গন। নিশাভাগে ঐ স্থানে অতি বৃদ্ধ প্রাচীন ব্যক্তিগণ অপূর্ব্ব মৃদঙ্গ-মন্দিরাদি সংযোগে মহা-সঙ্কীর্ত্তন কোলাহল শ্রবণ করিয়াছেন। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিং ঐ স্থানে বৈরাগীর পত্তন করায় ঐ স্থান তৎকালে 'বৈরাগীর ডাঙ্গা' নামে পরিচিত ছিল। উক্ত ১৩০০ বঙ্গাব্দ হইতেই ঐ স্থানে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধাম প্রচারিণী সভার সভাপতি ত্রিপুরার মহারাজগণই হইয়াছেন। বহু গণ্যমান্য ভারতবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলী, রাজা-মহারাজা এবং বহু বিদ্বৎ প্রতিভা-সম্পন্ন মনীষি এই মহতী সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তখন কোন মতভেদ কেহই প্রকাশ করেন নাই। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বহু মহাত্মগণকে লইয়া সভা-সমিতি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মভূমি ও মহাবদান্য লীলার কথা বিস্তার করিয়াছেন। তদীয় উত্তরাধিকারিসূত্রে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও বিপুলভাবে প্রচার ও ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। তিনি দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক,

মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক, বার্ষিক মিলিয়া প্রায় দশখানি পারমার্থিক পত্রিকা, বহু গ্রন্থাবলী এবং বিদ্বৎ প্রতিভাসম্পন্ন বহু আদর্শ সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যবৃন্দের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে মহাপ্রভুর কথা বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছেন। তাহার কোন তুলনা হয় না। তখন এমন কোন মাৎসর্য্য-পরায়ণ ব্যক্তি সম্মুখ-সমরে উপনীত হন নাই, যিনি ঐ প্রচার কার্য্যে বাধা সৃষ্টি করিতে পারেন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হইয়াছে—

কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন।
কৃষ্ণশক্তি বিনা নহে তার প্রবর্ত্তন॥

ঐ সকল মহাপুরুষগণ গৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ নিজজন। সুতরাং স্বরূপতঃ নিত্যশক্তি-সঞ্চারিত। তাহা কোনরূপ মায়াবদ্ধ সাধনার ফল নহে। তাঁহাদের ঐ সকল মহৎকার্য্যে কোনপ্রকার কৃত্রিম চেষ্টা, মিথ্যা চেষ্টা, লোক-প্রবঞ্চনা, অবান্তর কোন উদ্দেশ্যের নামগন্ধও ছিল না। কেবলমাত্র জীব-কল্যাণের জন্য সত্যবস্তুর প্রকাশ করা ব্যতীত অন্য কোন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস তাঁদের অপ্রাকৃত হৃদয়ে ছিল না। পরবর্ত্তিকালে শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী নামে জনৈক মৎসর দুরাশয়যুক্ত ব্যক্তি কতিপয় ব্যক্তিকে লইয়া বিরুদ্ধ আন্দোলন করিয়া প্রকৃত মায়াপুরের বিরুদ্ধে প্রাচীন মায়াপুর নাম দিয়া কৃত্রিম জন্মস্থান করিবার মাধ্যমে প্রকৃত গৌরজন্মস্থানকে লুপ্ত করিবার অপপ্রয়াস করিয়াছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম-সমাজে দীক্ষিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন খ্যাতিমান উকিল বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা হেমনলিনীকে যোগশিক্ষা দানের নাম করিয়া উক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী মায়াপুরে লইয়া আসেন এবং শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। তখন শ্রীমায়াপুরে বড় মঠ-মন্দির কিছুই ছিল না। নির্জ্জন স্থান মাত্র ছিল। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর সেই সময়ে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে শ্রীধাম ও শ্রীনামের প্রচারের জন্য ব্রজপত্তনে (বর্ত্তমান গৌড়ীয় মঠের মূল মঠ নামে বিদিত স্থানে) একাকী নির্জ্জন-ভজনে নিবিষ্ট ছিলেন। উক্ত বাবাজী মহিলাসহ তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তিনি তাদের আশ্রয় দিতে রাজী হন নাই। কারণ একজন ত্যাগী বাবাজী-বেশী হয়ে ভদ্রঘরের এক রমণীকে লইয়া তিনি একত্রে বসবাস করিবেন, সেটী শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষাবিরুদ্ধ এবং ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন-লীলার মাধ্যমে তিনি এই বিষয়ে ত্যাগী সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কোনপ্রকারেই মহিলাসহ উক্ত বাবাজীকে আশ্রয়

দিতে রাজী হন নাই এবং তাহাকে তাঁহার নিকট থাকিতে বলায়, তিনি মহিলাবিহীনভাবে তাহার পক্ষে থাকা সম্ভব নয় বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ইহার পর উক্ত বাবাজী ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক প্রভুপাদকে এই বলিয়া শাসাইয়া যান যে, তিনি দ্বিতীয় মায়াপুরের পত্তন করিবেন। সেই কারণেই বর্ত্তমান প্রাচীন মায়াপুরের পত্তন। এটির সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা থাকিলেও আমাদের আলোচনা অনাবশ্যক বলিয়া লিখিতে চাহি না। সুধী সমাজ নিঃস্বার্থপর হইয়া বিচার করুন।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ

পরমারাধ্যতম

শ্রীশ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-তিথিবাসরে

দীনার পুষ্পাঞ্জলি

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ওহে গুরুদেব! তুমি মহাজ্যোতির্ম্ময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে তোমা সাক্ষাৎ 'কৃষ্ণ' কহয়॥
আগমন করি' এই মায়িক ভুবনে।
বৈকুণ্ঠেতে পাঠাইলে যত জীবগণে॥
অদ্যকার শুভদিনে, অতি শুভ লগ্নে।
মর্ত্তে আসিয়াছ তুমি জীব উদ্ধারণে॥
তব পাদস্পর্শ পেয়ে ধন্য বসুন্ধরা।
অসুরের দল যত ভয়ে হৈল সারা॥
প্রদানিয়া হরিনাম অজ্ঞ জীবগণে।
ভাসাইলে অবনী যে কৃষ্ণপ্রেম-বাণে॥

মূর্খেরে শেখালে নাম, বোবারে যে বুলি।
অন্ধেরে দেখালে পথ দিব্যচক্ষু খুলি'॥
কৃপাবারিতে সিক্ত করিয়া সকলে।
আশ্রয় দিলে গো তব চরণ কমলে॥
তোমার কৃপাতে পঙ্গু লঙ্ঘয়ে যে গিরি।
তব পদ সেবি' যেন জন্ম জন্ম ধরি'॥
হে গুরুদেব! তুমি হও করুণার সিন্ধু।
প্রণমি তোমারে ওগো পতিতের বন্ধু॥
তোমার কৃপার ঝারি পড়িতেছে ঝরে।
একবিন্দু তার শুধু দাও কৃপা করে॥
দীন-হীন জনে সবে করি' আকর্ষণ।
কৃপা-বারি দিয়া দান নবীন জীবন॥
মম সম পাপী নাহি জগৎ মাঝারে।
পাদপদ্মে দেহ ঠাঁই এই অভাগীরে॥

—কুমারী প্রমীলা মহান্ত, তুরা (মেঘালয়)

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীভগবান্ যখন আছেন তখন তাঁর শক্তি আছেন, লক্ষ্মী আছেন। তবে গণ্ডগোলটা কেন হচ্ছে? আমরা যখন কোন জায়গায় বলি 'রাধাকৃষ্ণ' বা 'রাধাগোবিন্দ', বিশেষ করে এই আসাম-প্রদেশে, তখন কিছু কথা আমাদের শুনতে হয়। কি কথাটা? রাধা কোত্ পালে? কোথা থেকে পেলাম রাধাকে? শাস্ত্রে এই নাম বলা আছে; যদি শাস্ত্র ঠিক ঠিকভাবে আলোচনা করা যায় তাহলে রাধাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। আর শুধু একটা অজ্ঞতা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করলে তো কিছু হবে না। যাঁরা শাস্ত্র ঠিক ঠিক আলোচনা

করছেন তাঁরা রাধার নাম হাজার জায়গায় দেখতে পাচ্ছেন—সব জায়গায় আছে। শাস্ত্রের যে আশয়, শাস্ত্রকারের যে উদ্দেশ্য, সেটা কে বুঝবেন? আমরা যদি সেখানে Submission না দিই, সেখানে যদি আমাদের আত্ম-সমর্পণ না থাকে, শরণাগতি না থাকে তাহলে শাস্ত্রের মাধুর্য্য, তাৎপর্য্য কে বুঝবে? শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ উপলব্ধির ক্ষমতা কার আছে?

এখানে অহঙ্কারের তো কোন কথা নেই। সাধন-ভজনে কনিষ্ঠাধিকার, মধ্যমাধিকার ও উত্তমাধিকারের কথা আছে। তাহলে সকলের পক্ষে কি সবটা বুঝা সম্ভবপর? একটা School-final-পাশ ছেলে Graduation-এর সব ব্যাপারগুলো বুঝে নেবে? আবার একজন Graduate Post-Graduate এর সবকিছু বুঝে নেবেন, জেনে নেবেন—এটা বলা মূর্খামী। শাস্ত্রে Gradation এর কথা, অধিকার বিচারের কথা লেখা আছে। সেটা তো পরপর আসবে। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে যদি আমরা Practical fieldএ চলি, তাহলে সেটা বুঝতে পারব। এটা গায়ের জোর নয়, এটা Matter of Realisation—অনুভবসিদ্ধ, উপলব্ধির ব্যাপার। সে জিনিস কেউ কাহাকেও বলে বুঝিয়ে দিতে পারে না, পারবে না। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে সেটা ক্রমশঃ লাভ হয়।

সাধারণভাবে উদাহরণ দেওয়া যায়, এক ব্রহ্মচারী এখানে Camera নিয়ে Photo তুলছেন। Cameraর মধ্যে View-finder আছে। এই View-finderএ ছবি যার দেখা অভ্যাস নেই, তিনি কি করে ছবি তুলবেন? যাঁরা এখানে হাজির আছেন সবাই কি View-finderএ ছবি দেখে ছবি তুলতে পারবেন? ওটা অভ্যাস করতে হয়। যাঁদের অভ্যাস আছে তাঁরা ছবি তুলতে পারবেন। ইহ জগতে—পার্থিব জগতে সৃষ্ট যে-সকল বস্তু সামান্য সামান্য সেই সম্বন্ধে যখন আমাদের অভিজ্ঞতা থাকে না, তখন অপার্থিব বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞান থাকবে এর Guarantee কোথায়? আর সেই জিনিসটা আমরা জেনে নেব, বুঝে নেব—এ অহঙ্কার কেন?

শাস্ত্রে সেইজন্যই তো বলছেন—এ ব্যাপারে কাহারও কোন অহঙ্কার নেই বা থাকা উচিত নয়। ভগবান্ যদি কাহাকেও জানিয়ে দেন, বুঝিয়ে দেন তবেই আমরা জানতে পারি, বুঝতে পারি, শিখতে পারি। শক্তি-শক্তিমান্-তত্ত্ব নিয়ে শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। সেই শক্তির প্রথম ক্ষেত্র বলছেন—লক্ষ্মী। যত বিষ্ণুতত্ত্ব আছেন, সব তত্ত্বেরই শক্তি আছেন, লক্ষ্মী আছেন। ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হলেন শ্রীনৃসিংহমূর্ত্তিতে। অদ্ভুত, কিম্ভুত-

কিমাকার—Half man and half beast. তাঁরও তো লক্ষ্মী আছেন। তিনি তো বিষ্ণুতত্ত্ব। তিনি কি লক্ষ্মী-ছাড়া?

শ্রীরাধারাণী কে? সমস্ত লক্ষ্মীগণের উপরওয়ালা যিনি, তিনি হলেন শ্রীরাধাদেবী।—দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

যাঁরা রাধার নাম শাস্ত্রে খুঁজে পান না, তাঁরা আমার কাছে আসুন। আমি হাজার জায়গায় দেখিয়ে দেব, রাধার নাম। এই যে শ্লোক বলছি এটাও শাস্ত্রের শ্লোক। "দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা"—তিনি দেবীগোত্তমানা, কৃষ্ণময়ী—কৃষ্ণ যাঁর অন্তরে-বাহিরে। যিনি কৃষ্ণছাড়া কিছুই জানেন না জগতে। রাধিকা—যিনি পরমেশ্বর শ্রীহরিকে অধিকভাবে আরাধনা করেছেন। যাঁর মত কেউ এ জগতে আরাধনা করতে পারেন নাই, পারেন না—তিনিই হলেন শ্রীরাধা। রাধার আর এক নাম 'সেবারাণী'। ভগবানকে যিনি সেবায় বশীভূত করেছেন, এমন সেবায় বশীভূত দুনিয়ায় কেউ করতে পারেন নাই, সেইজন্য তাঁর নাম সেবারাণী। পরদেবতা—যত দেবী আছেন সব দেবীগণের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ। তাঁর থেকেই দেবীগণের সৃষ্টি—শুনেছেন একথা কোন-দিন? ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে শাস্ত্রে।

কৃষ্ণ দেবতাগণকে সৃষ্টি করে নিজের গৌণনামগুলি দেবতাগণের নামকরণ করলেন। রাধাকে কেন্দ্র করে যত দেবীর সৃষ্টি হল, রাধার যে গৌণনাম সেগুলো দেবীদের বিতরণ করা হল। রাধার মুখ্যনামগুলি থেকে গেল **Reserved**, ভগবান্ কৃষ্ণেরও মুখ্য নামগুলি—কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মুকুন্দ, মুরারি প্রকৃতি **Reserved** থেকে গেল—শাস্ত্রে বর্ণনা আছে। 'গৌরী' একটী নাম, আমরা জানি—গৌরী উমাদেবীকে লক্ষ্য করছে, কিন্তু 'গৌরী' নামটা রাধা-রাণীর নিজস্ব নাম। সেজন্য 'গৌরী' নামটা বললে মুখ্যতঃ রাধারাণীকে লক্ষ্য করছে। রাধারাণীর আরতি আছে, আপনারা অনেকে কীর্ত্তন করেন—'রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।' এখানে 'গৌরী'-শব্দে রাধারাণীকে লক্ষ্য করা হয়েছে। 'দুর্গা'-নামটী রাধারাণীর নাম। তিনিই দুর্গাদেবীকে ঐ নামকরণ করেছেন। 'দুর্গা'-শব্দে মুখ্যতঃ রাধারাণীকে লক্ষ্য করে। এগুলো শাস্ত্রে সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে। অনন্ত-শক্তিমান্ ভগবান্ তিনি শক্তিগণের নামকরণ এইভাবে করেছেন। কিন্তু সবগুলোকে তো **Hotchpotch** পাকিয়ে দিলে হবে না।

শ্রীভাগবতের মধ্যে শ্লোক আছে,—"বৈষ্ণবানাং যথাশম্ভুঃ দেবানাম্ অচ্যুতো

যথা।" সমস্ত দেবতাগণের উপরওয়ালা হলেন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র। বিভিন্ন প্রসঙ্গ এসে যায় আলোচনার ক্ষেত্রে। ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হয়েছেন। ভগবত্তত্ত্ব নিত্য। এর মধ্যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষেত্রে Superiority, Seniority, Juniorityর কোন প্রশ্ন নাই। শাস্ত্র সেগুলো সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। যদি আমরা বলি রামচন্দ্র Senior to কৃষ্ণচন্দ্র—শাস্ত্রীয় বিচারে অপরাধ হবে। এই ধরণের Seniority-Juniority —প্রাকৃত কালব্যবধানের কথা শাস্ত্রে বলা হয় নাই। এ একটা বিচার। আবার যিনি Senior তিনি যদি বারবার stageএ part play করতে আসেন তিনিও সবসময় Seniority রক্ষা করিয়া চলেন। কখনও junior হন না। মালিক যদি কখনও দোকানে বসে বেচাকেনা করেন, তাহলে মালিকানা তার কখনও নষ্ট হয় না। উদাহরণটা ঐরূপ।

ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র হচ্ছেন 'অবতার'। তাঁকে কোথাও অবতারী বলা হয় নাই শাস্ত্রে। কৃষ্ণচন্দ্র হলেন অবতারী—শাস্ত্রে বুঝানো আছে। ভগবান্ থেকে অবতার Generated হচ্ছে, আর অবতারী শব্দটা প্রয়োগ করা হয়েছে যিনি স্বয়ং সেই তত্ত্ববস্তু। কৃষ্ণ থেকে সব অবতার Generated হয়েছেন—'কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে', 'কেশবধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে', 'কেশবধৃত বরাহরূপ', 'কেশবধৃত নরহরি-রূপ', 'কেশবধৃত দাশরথি-রূপ, রাম-শরীর' ইত্যাদি। সব জায়গায় কথাটা এইভাবে বলা আছে। তাহলে কে অবতার, আর কে অবতারী? শাস্ত্র আলোচনা করলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। লোকপিতামহ ব্রহ্মা যেখানে "গোবিন্দ-স্তব" করছেন তার ভিতরেও আছে,— "রামাদি-মূর্ত্তিষু কলা-নিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ং সমভবৎ পরমপুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

হে আদিদেব গোবিন্দ আমি তোমাকে ভজনা করি। তোমার থেকে রাম, নৃসিংহ, বুদ্ধ, কল্কি, বামনাদি সমস্ত অবতার প্রকাশিত হয়েছেন। তত্ত্ব-বস্তুগুলো এইভাবে শাস্ত্রে বলা আছে। সেটাকে তো গায়ের জোরে অস্বীকার করলে চলবে না, ওটাকে মেনে নিতেই হবে। আর যদি অস্বীকার করি তাহলে যাঁরা তত্ত্ববিৎ, সিদ্ধান্তবিৎ, শাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তি তাঁরা সবাই আমাদের অর্ব্বাচীন বলবেন। শাস্ত্র যে কথা বলেছেন সেইটাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে, শিখতে হবে, বলতে হবে এবং সেই বিচারে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে

হবে। আবোল-তাবোল বললে লোকে আমাদের পাগল বলবে। গীতায় তাই বলেছেন— যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।

ন সঃ সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

শাস্ত্র-বিধি উল্লঙ্ঘন করে যারা নিজের কথা কিছু বলতে চাইছেন, ভুল-ভ্রান্তিজনক কিছু বুঝাতে চাইছেন, তাদের কথা দুনিয়া মেনে নেবে না—তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ মেনে নেবেন না। যদি আমি কিছু জানতে চাই, বোঝাতে চাই, তাহলে শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আমাকে জানতে হবে, বোঝাতে হবে। 'তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে'—শাস্ত্রই সেখানে প্রমাণ। 'কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ'—আমি জানি বা না জানি, জানার ক্ষেত্রেতে বাস্তবজ্ঞান—অভিজ্ঞান লাভ করতে গেলে শাস্ত্র মেনে নিতে হচ্ছে। তা না হলে হচ্ছে না। শ্রীব্রহ্মাজী "গোবিন্দস্তবে" ভগবানের যে ধাম, পরিকর ইত্যাদির বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যেও শ্রীরাধাঠাকুরাণীর পারতম্য বর্ণিত হয়েছে,—

চিন্তামণি-প্রখরসদ্মসু কল্পবৃক্ষঃ

লক্ষাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তম্।

লক্ষ্মীশত-সহস্র-সম্ভ্রম-সেব্যমানং

গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

শত-সহস্র লক্ষ্মী সসম্ভ্রমে যাঁহাদের সেবা করছেন, কৃপা ভিক্ষা করছেন, সেই তত্ত্ববস্তুই হলেন শ্রীরাধাগোবিন্দ। উক্ত গ্রন্থে "আনন্দচিন্ময়রস"-শ্লোকেও শ্রীরাধাতত্ত্ব বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ব্রহ্মাজী এটা কি বাজে কথা বলেছেন? ব্রহ্মসংহিতা কি মানা চলবে না? ওটা কি শাস্ত্র নয়?

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।

কৃষ্ণভজন তব অকারণে গেলা॥

হে সুধীসমাজ! যদি রাধার ভজন করতে চাও তবে কৃষ্ণকে মেনে নিতে হবে, আর যদি কৃষ্ণ-ভজন করতে চাও তাহলে রাধাকে অস্বীকার করলে তোমার কৃষ্ণভজন হবে না। এগুলো তো শাস্ত্রের শ্লোকের কবিতানুবাদ। শাস্ত্রে শ্লোকগুলো আছে।

আতপ-রহিত সূরয নাহি জানি।

রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি॥

সূর্য্যের যে কিরণ বা তেজ তাকে যদি বাদ দিই তাহলে কি সূর্য্যকে মানা হয়? তদ্রূপ রাধা-বিরহিত মাধবকেও মাধব বলিয়া মানা হয় না। "কেবল মাধব পূজয়ে, সো অজ্ঞানী।"—কেহ শক্তিকে ছাড়া (রাধা ছাড়া) মাধবকে

ভজন করে, তারা অজ্ঞান কেন? শব্দটা হল মাধব। 'মা' মানে লক্ষ্মী, আর 'ধব' মানে স্বামী। তাহলে 'মাধব' শব্দের অর্থ হল লক্ষ্মীর স্বামী। মূর্খ দুনিয়া বলছে—লক্ষ্মীছাড়া, শক্তিছাড়াও নাকি মাধব হয়। কিন্তু মাধব শব্দই প্রমাণ করছে—লক্ষ্মীপতি তিনি।

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা-অবতার সবে,—আম্নায়-বাণী॥

উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী এরা সবাই রাধা থেকে Generated হয়েছেন। তাঁহারা শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া নহে।

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা-পদরজঃ পূজয়ে মানি॥

ইঁহারাও রাধিকার পদরজঃ প্রার্থনা করেন। তত্ত্বদর্শন নিয়ে কেন আমরা ছিনিমিনি খেলছি? কেন আমরা নিজেদের খেয়ালখুশীমত চলছি? শ্রীরাধার মহিমা-মাহাত্ম্য বিভিন্ন শাস্ত্রের বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে:—

রাধিকাচরণ পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধা-পদাঙ্কিত-ধাম, বৃন্দাবন যাঁ'র নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল॥
রাধিকাভাব-গম্ভীর- চিত্ত যেবা মহাধীর-
গণ-সঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ- রসসিন্ধু-স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে॥
রাধিকা উজ্জ্বল-রসের আচার্য্য।
রাধামাধব-শুদ্ধপ্রেম বিচার্য্য॥
যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্যরতনে॥ (ক্রমশঃ)

পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের শুভাবির্ভাব-মহোৎসব

অনাদি-কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মায়ান্ধ জীবগণ ত্রিগুণাত্মক শৃঙ্খল পরিধানপূর্ব্বক শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘোর ভবাটবীতে কালাবর্ত্তের ঘূর্ণিপাকে চৌরাশীলক্ষ জন্ম পরিভ্রমণ করিতে থাকিলে পরম-কারুণিক আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীল গুরুদেব করুণা-বারি সিঞ্চনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরমসেব্য শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমুদ্রে অবগাহন করাইয়া দিব্যজীবন দানপূর্ব্বক বেদোক্ত নির্ভয় স্থান শ্রীগোলোক-বৃন্দাবনে প্রেরণ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাক্রমে এই প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। ভবভয়ত্রাতা শ্রীগুরুদেবের আবির্ভাব-তিথিকে কেন্দ্র করিয়া ভক্তগণ হৃদয়গুহায় অন্তর্নিহিত মায়াচ্ছাদিত কল্মুষসমূহকে বিনাশপূর্ব্বক পরম-প্রয়োজন—কৃষ্ণপ্রেম লাভ করিবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের শক্ত্যাবেশাবতার শ্রীব্যাসদেবের মনোভীষ্ঠ পূরণ করাই শ্রীগুরুদেবের অন্যতম প্রধান কার্য্য বলিয়া গুরুপূজার নামান্তরই—"শ্রীশ্রীব্যাসপূজা।"

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত অন্যতম প্রচারকেন্দ্র শিলিগুড়ি সহরস্থ (মিলনপল্লী) শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠে গত ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৯৪, (ইং ১৪।১২।৮৬) সোমবার শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ানুগত পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের (বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য) শুভাবির্ভাব-তিথি স্বয়ং আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে মহা-সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই ব্যাসপূজা মহোৎসবের অনুষ্ঠান-সূচী শিলিগুড়ি বেতারকেন্দ্র হইতে গত ১৩।১২।৮৬ ও ১৪।১২।৮৬ এবং দৈনিক "উত্তরবঙ্গ সংবাদ" পত্রিকার ১৪।১২।৮৭ তারিখের "আজকের অনুষ্ঠান"-শিরোণামায় প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়।

শ্রীব্যাসপূজার পূর্ব্বদিবস শ্রীমঠ ও মন্দির বিচিত্র বর্ণের রঙিন পতাকা, পুষ্প, আম্রপল্লব, পূর্ণকুম্ভসহ কদলী বৃক্ষ ও বৈদ্যুতিক বাতির সাহায্যে সুসজ্জিত করা হয়। মঠের সম্মুখের রাজপথের দুইপ্রান্তে দুইটী প্রবেশ-তোরণও তৈরী করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে শ্রীমঠপ্রাঙ্গন যেন এক নবকলেবরে সজ্জিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে সদলবলে কামরূপ এক্সপ্রেসে ১৩।১২।৮৭ তারিখে নিউজলপাইগুড়ি স্টেশনে অবতরণ করিলে পর ট্যাক্সিযোগে বিশেষ অভ্যর্থনা সহকারে তাঁহাদের মঠে লইয়া আসা হয়। তাঁহার আগমনে তাঁহার

দর্শনমানসে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই উৎসবে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ সাধু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বৈষ্ণব মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত সন্ন্যাসী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত যতি মহারাজ প্রভৃতি ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত ছিলেন।



শ্রীব্যাসপূজার শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেব

ব্যাসপূজার দিন অর্থাৎ ১৪।১২।৮৭ তারিখে প্রাতঃ ৪ ঘটিকায় মঙ্গলারতি অন্তে সুবর্ণমণ্ডিত রথে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ লইয়া শঙ্খ, ঘণ্টা, খোল, করতাল ও ব্যাণ্ড সহযোগে কীর্ত্তন সহকারে শিলিগুড়ি

সহরের বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করা হয়। তৎপরে শ্রীমন্দিরের সমুখস্থ প্রাঙ্গনে শ্রীল সরস্বতী প্রভুপাদের সংগৃহীত, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত "শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতিঃ" অনুসারে পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্যপঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক ও তত্ত্ব-পঞ্চকের পূজা-হোমাদি অনুষ্ঠিত হয়। অনন্তর ভক্তবৃন্দ শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানান্তে শ্রীমন্দিরে ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি সমাপ্ত হয়। তৎপরে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ নির্ব্বিশেষে আহূত, অনাহূত, রবাহূত অগণিত ভক্তবৃন্দকে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় আয়োজিত ধর্ম্মসভায় ব্রহ্মচারিগণ সুললিতকণ্ঠে শ্রীগুরুবন্দনা, শ্রীগুরুতত্ত্ব, বৈষ্ণবতত্ত্ব, পঞ্চতত্ত্ব প্রভৃতি কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলে পর প্রধান অতিথি হিসাবে North Bengal Universityর দর্শন-বিভাগের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ঘোষ মহাশয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বিভিন্ন ত্রিদণ্ডিপাদগণের বক্তৃতার পর শ্রীল গুরু-মহারাজ তাঁহার স্বভাব-সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় শ্রীব্যাস-তত্ত্ব ও শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্পর্কে অন্বয়-ব্যতিরেক মুখে ভাষণ প্রদান করেন।

১৫।১২।৮৬ তাং অর্থাৎ দ্বিতীয় দিবসের অনুষ্ঠিত সভায় মহাজন পদাবলী কীর্ত্তনান্তে ব্রহ্মচারিগণ শ্রীল গুরু-মহারাজের অতিমর্ত্ত্য জীবনী, ও মঠবাসী জীবনে তাঁহার সেবানিষ্ঠার বিভিন্ন দিক উল্লেখপূর্ব্বক বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতৃ-বৃন্দের তথা আমাদিগকে কিভাবে গুরু-বৈষ্ণবগণের সেবার মাধ্যমে ভগবৎ-কৃপা, সাধন-ভজন, ভগবৎ-প্রাপ্তি লাভ সম্ভব তাহা জানান। পরিশেষে মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তনদ্বারা উৎসবের সমাপ্তি হয়।

এই শ্রীব্যাসপূজা বা শ্রীগুরুপূজা মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করায় শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ-প্রদাত্রী শ্রীযুক্তা কল্যাণী দেবী (বিশ্বাস) শ্রীসমিতির বিশেষ ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। শ্রীরামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীসীতানাথ দাসাধি-কারী, শ্রীগোলোকবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীভবানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীহরিপদ ব্রহ্মচারী প্রমুখ সমিতির অন্যান্য সেবকবৃন্দের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগবান্ তাঁহাদের শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় উত্তরোত্তর প্রেরণা দান করুন—ইহাই আমাদের প্রার্থনা। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির মূলকেন্দ্র নবদ্বীপধাম ও অন্যান্য শাখামঠ হইতে বৈষ্ণবগণ এই অনুষ্ঠানে যোগদান করায় ইহা সর্ব্বতো-ভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

—নিজস্ব-সংবাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ (নদীয়া)।
৫ই পৌষ, ১৩৯৪ ; ইং ২১।১২।১৯৮৭

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

ব্যাসকুল-শ্রমণসঙ্ঘারাধ্য-বেদান্তবিদ্যাশ্রিতেষু—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির উদ্যোগে নবদ্বীপধামস্থ শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠে আগামী ৩রা গোবিন্দ, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ ; ২১শে মাঘ, ১৩৯৪ সাল (ইং ৫।২।৮৮) শুক্রবার শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পার্ষদবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভ আবির্ভাব মাঘী-কৃষ্ণা তৃতীয়া-তিথি** হইতে ব্যাসাভিন্ন জগদ্‌গুরু নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভ প্রকটবাসর মাঘী-কৃষ্ণা পঞ্চমী** ৬ই গোবিন্দ, ২৪শে মাধব (ইং ৮।২।৮৮) সোমবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীব্যাসপূজা** ও তদঙ্গীভূত পূজাপঞ্চক অর্থাৎ কৃষ্ণপঞ্চক, ব্যাসপঞ্চক, মধ্বাদি-পঞ্চক, আচার্য্য-পঞ্চক, সনকাদি-পঞ্চক, গুরু-পঞ্চক, তত্ত্বপঞ্চকের পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবেন। প্রত্যহ শ্রীহরিকীর্ত্তন, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, বক্তৃতা, স্তব-পাঠ, শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-শংসন ও অঞ্জলি প্রদানাদি এই মহোৎসবের প্রধান ও বিশেষ অঙ্গ।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধব যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলে প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেও ভগবৎসেবোন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

বৈয়াসক্যানুগত্যাভিলাষী—
সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—২১শে মাঘ, শুক্রবার ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যথারীতি মঙ্গলারাতি, তদনন্তর শ্রীগুরুমহিমাসূচক বন্দনাদি, মহাজন-গীতি-কীর্ত্তন, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীপূজা-পঞ্চকাদি, অঞ্জলিপ্রদান ও মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগারতি এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ ; অপরাহ্নে বিশেষ সভা, কীর্ত্তন এবং শ্রীগুরুমহিমাসূচক ভক্ত্যঞ্জলিরূপ-প্রবন্ধাদি পাঠ ও বক্তৃতা।

২২শে ও ২৩শে মাঘ, শনিবার ও রবিবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীগুরুতত্ত্ব ও শ্রীব্যাস-তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অবদান সম্পর্কে ভাষণ।

২৪শে মাঘ, সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্মে অঞ্জলিপ্রদান ; অপরাহ্নে বিভিন্ন ভাষায় প্রবন্ধাদি পাঠ এবং সন্ধ্যারাত্রি অন্তে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীশ্রীব্যাসদেবের সম্বন্ধে আলোচনা।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষক্সেন-কথাসু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥



অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১১ মাধব, গর্ভোদশায়ী, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
৩০শে পৌষ, শুক্রবার, ১৩৯৪, ইং ১৫।১।৮৮ | ১১শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীব্রহ্ম-কৃতম্‌ শ্রীবাসুদেব-স্তোত্রম্‌

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ২৩৯তমাধ্যায়ে]

শ্রীব্রহ্মোবাচ,—

৪৩। অসুর-বিবুধসিদ্ধৈর্জ্ঞায়তে যস্য নান্তঃ
সকলমুনিভিরাদ্যশ্চিন্ত্যতে যো হি সিদ্ধঃ।
নিখিলহৃদি নিবিষ্টং বেত্তি যঃ সর্ব্বসাক্ষী
তমজমমৃতমীশং বাসুদেবং নতোঽস্মি॥ ৫৮॥

অসুর সুর সিদ্ধগণ যাঁহার অন্ত জানিতে পারেন নাই, যে স্বতঃসিদ্ধ আদি পুরুষকে সমস্ত মুনিগণ চিন্তা করিয়া থাকেন, যে সর্ব্বসাক্ষী পুরুষ নিখিল

প্রাণীর হৃদয়গত সমুদয় তত্ত্ব জানেন, আমি সেই অজ অমৃত পরমেশ্বর বাসুদেবকে নমস্কার করি। ॥ ৫৮ ॥

৪৪। নিখিলভুবননাথং শাশ্বতং সুপ্রসন্নম্
অতিবিমলবিশুদ্ধং নির্গুণং ভাবপুষ্পৈঃ।
সুখমুদিতসমস্তং পূজয়াম্যাত্মভাবং
বিশতু হৃদয়পদ্মে সর্ব্বসাক্ষী চিদাত্মা ॥ ৫৯ ॥

সমস্ত জগতের অধীশ্বর সুপ্রসন্ন সনাতন অতিবিমল বিশুদ্ধ নির্গুণ আত্মস্বরূপ সর্ব্বসুখবিধাতা নারায়ণকে ভক্তিরূপ পুষ্পদ্বারা পূজা করি, সেই চিদাত্মা সর্ব্বসাক্ষী হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে প্রবেশ করুন ॥ ৫৯ ॥

৪৫। এবং ময়োক্তং পরমপ্রভাবমাদ্যন্তহীনস্য পরস্য বিষ্ণোঃ।
তস্মাদ্বিচিন্ত্যঃ পরমেশ্বরোঽসৌ বিমুক্তিকামেন নরেণ সম্যক্ ॥৬০॥

আমি আদ্যন্তবিহীন পরমাত্মরূপী বিষ্ণুর মহাপ্রভাবসম্পন্ন স্তব এই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬০ ॥

৪৬। কল্যোঽপি যো জপেদ্ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যং নিয়তঃ শুচিঃ।
ইদং স্তোত্রং মুনে সোঽপি সর্ব্বকামমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫১ ॥

হে মুনে! যে ব্যক্তি শুচি হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক ত্রিসন্ধ্যা এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ব্বপ্রকার কামনা সফল করিতে পারে ॥ ৫১ ॥

৪৭। পুত্রার্থী লভতে পুত্রান বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
রোগদ্বিমুচ্যতে রোগী নির্দ্ধনো লভতে ধনম্ ॥ ৫২ ॥

এই স্তব পাঠ করিলে পুত্রার্থী ব্যক্তি পুত্র লাভ করে, বদ্ধ ব্যক্তি বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, রোগী রোগ হইতে মুক্তি পায়, নির্দ্ধন ধন লাভ করে ॥ ৫২ ॥

৪৮। বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং যশঃ কীর্ত্তিঞ্চ বিন্দতি।
জাতিস্মরত্বং মেধাবী যদ্‌যদিচ্ছতি চেতসা ॥ ৫৩ ॥

বিদ্যার্থী ব্যক্তি বিদ্যা প্রাপ্ত হয়, এবং অন্যান্য সকলেই অভিলাষানুসারে আয়ু, যশ ও কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে। আর মেধাকামী ব্যক্তি বিপুল মেধা এবং জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়; ফলতঃ যে ব্যক্তি চিত্তে যাহা অভিলাষ করিয়া এই স্তব পাঠ করে, সে সেই সকল ফললাভ করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

৪৯। স ধন্যঃ সর্ব্ববিৎ প্রাজ্ঞঃ স সাধুঃ সর্ব্বকর্ম্মকৃৎ।
স সত্যবাক্ শুচির্দাতা যঃ স্তৌতি পুরুষোত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

যে পুরুষোত্তমকে স্তব করে, সে অধন্য হইলেও সর্ব্ববিৎ প্রাজ্ঞ হইয়া থাকে; অসাধু হইলেও সর্ব্বসৎকর্ম্মকারী, সত্যবাদী শুচি ও দাতা হইতে পারে ॥ ৫৪ ॥

৫০। অসম্ভাব্যা হি তে সর্ব্বে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ।
যেষাং প্রবর্ত্তনং নাস্তি হরিমুদ্দিশ্য সৎক্রিয়াঃ ॥ ৫৫ ॥

নারায়ণকে উদ্দেশ করিয়া সৎক্রিয়া করিতে যাহার প্রবৃত্তি নাই, সাধুশীল হইলেও তাহাদিগকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত জানিবে ॥ ৫৫ ॥

৫১। নাশৌচং বিদ্যতে তস্য মনো বাক্ চ দুরাত্মনঃ।
যস্য সর্ব্বার্থদে বিষ্ণৌ ভক্তির্নাব্যভিচারিণী ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বার্থপ্রদ বিষ্ণুতে যে ব্যক্তির অচলা ভক্তি আছে, সে দুরাত্মা হইলেও তাহার মন কিম্বা বাক্য অশুচি হয় না ॥ ৫৬ ॥

৫২। আরাধ্য বিধিবদ্দেবং হরিং সর্ব্বসুখপ্রদম্।
প্রাপ্নোতি পুরুষঃ সম্যগ্ যদ্‌যৎ প্রার্থয়তে ফলম্ ॥ ৫৭ ॥

যদি কোন ব্যক্তি বিধিপূর্ব্বক সর্ব্বসুখপ্রদ হরির আরাধনা করেন, তাহা হইলে তিনি যাহা যাহা প্রার্থনা করেন, সেই সেই ফল পাইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥

৫৩। বোধস্বরূপং পুরুষং পুরাণমাদিত্যবর্ণং বিমলং বিশুদ্ধম্।
সঞ্চিন্ত্য বিষ্ণুং পরমদ্বিতীয়ং কস্তত্র যোগী ন লয়ং প্রয়াতি ॥৬১॥

মোক্ষকামী মনুষ্য পরমেশ্বর হরিকে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিবে। জ্ঞানময় পুরাণ পুরুষ বিমল বিশুদ্ধ আদিত্যবর্ণ অদ্বিতীয় পরমাত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে সম্যক্ প্রকার চিন্তা করিলে কোন্ যোগী না হরিতে লয় পাইতে পারে ?? ৬১ ॥

৫৪। ইমং স্তবং যঃ সততং মনুষ্যঃ পঠেচ্চ তদ্বৎ প্রযতঃ প্রশান্তঃ।
স ধৌতপাপ্মা বিততপ্রভাবঃ প্রয়াতি লোকং বিততং
মুরারেঃ ॥ ৬২ ॥

যে মনুষ্য প্রশান্ত হইয়া যত্নসহকারে সতত এই স্তোত্র পাঠ করে, সে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত ও মহাপ্রভাবশালী হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥ ৬২ ॥

৫৫। যঃ প্রার্থয়ত্যর্থমশেষসৌখ্যং ধর্ম্মঞ্চ কামঞ্চ তথৈব মোক্ষম্।
স সর্ব্বমুৎসৃজ্য পরং পুরাণং প্রয়াতি বিষ্ণুং শরণং
বরেণ্যম্ ॥ ৬৩ ॥

যে-সকল ব্যক্তি অর্থ, সুখ, ধর্ম্ম, কাম ও মোক্ষ প্রার্থনা করে, সেও সকল পরিত্যাগ করিয়া বরেণ্য পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৬৩ ॥

৫৬। বিভুং প্রভুং বিশ্বধরং বিশুদ্ধমশেষসংসারবিনাশহেতুম্।
যো বাসুদেবং বিমলং প্রপন্নঃ স মোক্ষমাপ্নোতি
বিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ৬৪ ॥

যিনি প্রভু, বিশ্বধর, অশেষ সংসারনাশের হেতু, বিশুদ্ধ, বিমল বাসুদেবের শরণাপন্ন হন, তিনি বিমুক্তসঙ্গ সংসারবন্ধনহীন হইয়া মোক্ষপদ পাইতে পারেন ॥ ৬৪ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর]

বস্তু দুইপ্রকার—চিদ্বস্তু ও জড়বস্তু। জড়বস্তু সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই জড়জগতে জীব ব্যতীত আর চিদ্বস্তু নাই। চিজ্জগতে ভগবান্, জীব ও পীঠাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। এ জগতে জীব এক-শ্রেণীর বস্তু ও জড় অন্য শ্রেণীর বস্তু। জড়বদ্ধ হইয়া জীবের একপ্রকার নূতন দশা হইয়াছে। তন্মধ্যেও জীব একবস্তু।

দ্বিবিধবস্তু

বস্তুস্বরূপ জীবের ধর্ম্ম কি? সমস্ত জড়জগৎ অন্বেষণ (১) করত কোনস্থলে যাহা লক্ষিত না হয় এবং জীবেই কেবল তাহা লক্ষিত হয়, তাহাই জীবের ধর্ম্ম। উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২)। সমস্ত জীব যদি জড়জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয়, তাহা হইলে এই জগৎ নিরানন্দময় হইয়া

জীবের ধর্ম্ম

(১) তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা ॥ ভাঃ ১।৫।১৮

(২) অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদির্যৎকৃতে প্রিয়ঃ ॥ ভাঃ ৩।৯।৪১

যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত হইবে না। জীবই জগতের আনন্দধাম। পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে যে, জীব চিদ্বস্তু, এক্ষণে দেখা গেল যে, জীব আনন্দধর্ম্মবিশিষ্ট। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড়সঙ্গক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল-দেহদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দরূপ ধর্ম্মও তদ্রূপ লিঙ্গ ও স্থূলগত হইয়া দুঃখরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানে সেই দুঃখের নিবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে লক্ষিত হয়, সেই স্থলে একটী ক্ষণিকতত্ত্বরূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকারবিশেষ।

জীব চিদানন্দ।

জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধামে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত আছে। জড়জগতে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম বিকৃতরূপে অবস্থিতি করে। চিৎ যে কি বস্তু তাহা যুক্তিদ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে অবগত হইতে পারে। চিৎ জ্ঞপ্তিলক্ষণ সামগ্রীবিশেষ। এই সামগ্রীদ্বারা জীবের সিদ্ধদেহ, বৈকুণ্ঠধাম, ভগবন্নিলয়, ভগবদ্বিগ্রহ গঠিত, সেই চিদ্দেহে ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎপদার্থের ধর্ম্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিদ্দেহ, সম্বিৎ হইতে ইচ্ছা ও হ্লাদিনী হইতে আনন্দ আসিয়া একত্রিত হইলে জীব প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎপরমাণুস্বরূপ, জীবের ইচ্ছা সম্বিৎকণবিশেষ, জীবের আনন্দ হ্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই জীবের ধর্ম্ম। হ্লাদিনী হইতে উল্লাসরূপ জ্ঞপ্তিলক্ষণ জীবে প্রকাশিত হইলে জীবের রতিধর্ম্মের উদয় হয়।

আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদয় পদবাচ্য যে জৈবধর্ম্ম, তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম (১)। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুণ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত। জড়বদ্ধাবস্থায় সেই ধর্ম্ম বিকৃত। অতএব বদ্ধজীবের স্বধর্ম্ম স্বরূপগত নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিকজীবনে বা কল্পিতসেশ্বর-নৈতিকজীবনে সেই স্বধর্ম্ম বিষয়রাগরূপে বিকৃত। উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎপরিমাণ তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিষয়গত হওয়ায় স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিপরীত আকার লাভ করে। উত্তমবুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধর্ম্ম না বলিয়া বৈধর্ম্ম্যই বলেন। নীতিশূন্য জীবনে আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ, প্রভৃতি পাশবকার্য্যেই জীবের একমাত্র রাগ। নৈতিকেরাও

জীবের স্বধর্ম্ম

---

(১) পূর্ত্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানযোগসমাধিনা।
রাদ্ধঃ নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্॥ ভাঃ ৩।৩২।৪০

তাহাকে বৈধর্ম্ম্য বলেন। নৈতিকদিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ চালিত হয়, কেবল কিয়ৎপরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টিপথে রাখে। বলিতে গেলে নীতিশূন্য-জনের চরিত্র অপকৃষ্ট পশুচরিত্র। নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পশুচরিত্র। যেহেতু তদুভয় চরিত্রেই জীবের স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত। বাস্তবিক ঈশ্বরবিশ্বাসসহকারে যাঁহারা নৈতিকজীবন স্বীকার করেন, তাঁহাদের বিষয়রাগ ঈশ্বরচিন্তাধীন হওয়ায় জীবের স্বধর্ম্ম ঐস্থলে বিকৃতি-ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে (১)। বৈধভক্ত-জীবনেই স্বধর্ম্ম অনেকটা প্রকাশ হয় (২)। ভাবভক্ত-জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ও বৈধভক্ত-জীবনে যে-সকল অধিকার-বিভাগ আছে, সেই সেই অধিকারগত-নিষ্ঠার সহিত যে পরেশ-ভক্তি তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিয়া বদ্ধজীবসম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের যুদ্ধ, উদ্ধবের বৈরাগ্যরূপ বার্ণিক কর্ম্মত্যাগ এই সকল স্বধর্ম্মের উদাহরণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধজীবের প্রীতিই স্বধর্ম্ম এবং বদ্ধজীবের ভক্তিই মুখ্য স্বধর্ম্ম। কর্ম্মাদি সমস্তই গৌণ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তির অধীন থাকিলে অধিকারভেদে স্বধর্ম্ম ও ভক্তির বিপরীত আচরণ করিলে বৈধর্ম্ম্যরূপে পরিত্যাজ্য। জড়বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের স্বধর্ম্ম শুদ্ধ হয় না (৩)। প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধর্ম্মকে পরিশুদ্ধরূপে আলোচনা করিতে সমর্থ হন না। জড়মুক্ত হইবামাত্র সেই আলোচনা বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বধর্ম্মানুশীলনদ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধর্ম্মরূপা প্রীতি উভয়েই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা লাভ করে।

---

(১) অস্তি যজ্ঞপতির্নাম কেষাঞ্চিদ্দর্হসত্তমাঃ।
ইহামুত্র চ লক্ষ্যন্তে জ্যোৎস্নাবত্যাঃ ক্বচিদ্ভুবঃ॥ ভাঃ ৪।২১।২৭

(২) তমেব যূয়ং ভজতাত্মবৃত্তিভির্মনোবচঃ কায়গুণৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
অমায়িনঃ কামদুঘাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং যথাধিকারাবসিতার্থসিদ্ধয়ঃ॥ ভাঃ ৪।২১।৩৫

(৩) ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াকৃষ্টৈরাক্ষিপ্তং ধ্যায়তাং মনঃ।
চেতনাং হরতে বুদ্ধেঃ স্তম্বস্তোয়মিব দ্রুমাৎ॥
ভ্রশ্যতান্মৃতিশ্চিত্তং জ্ঞানভ্রংশঃ স্মৃতিক্ষয়ে।
তদ্রোধং কবয়ঃ প্রাহুরাত্মাপহ্নবমাত্মনঃ॥
নাতঃ পরতরো লোকে পুংসঃ স্বার্থব্যতিক্রমঃ।
যদধ্যন্যস্য প্রেয়স্তমাত্মনঃ স্ববাতিক্রমাৎ॥
অর্থেন্দ্রিয়ার্থাভিধ্যানং সর্ব্বার্থাপহ্নবো নৃণাম্।
ভ্রংশিতো জ্ঞানবিজ্ঞানাদ্যেনাবিশতি মুখ্যতাম্॥ ভাঃ ৪।২২।৩০-৩৩

ফলানুভবই জীবের শুদ্ধজ্ঞানের চতুর্থ প্রকরণ। ফলানুভব পঞ্চপ্রকার, যথা :—১। বিকর্ম্মফলানুভব। ২। অকর্ম্মফলানুভব। ৩। কর্ম্মফলানুভব। ৪। জ্ঞানফলানুভব। ৫। ভক্তি-ফলানুভব।

পঞ্চবিধ ফলানুভব

নীতিশূন্যজীবন সর্ব্বদা বিকর্ম্মময়। পাপকর্ম্মকে বিকর্ম্ম বলে। নিজের ইন্দ্রিয়সুখই সেই জীবনের একমাত্র তাৎপর্য্য। পরলোক বলিয়া একটী বিশ্বাস সেই জীবনে থাকে না। এবম্ভূত জীবনের ফল এই যে, পীড়া, অকালমৃত্যু, অকারণ বলবীর্য্যাদিক্ষয়, মনের যাতনা, অন্যান্য শাস্ত্রমতে নরকাদি-গমন, অযশ ও সকলের অবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়। তদ্দ্বারা নরজীবন বিষমযন্ত্রণার বিষয় হইয়া পড়ে। কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিলে এরূপ ভয়ানক ফল কেহই স্বীকার করিতে চাহে না।

বিকর্ম্ম

নিরীশ্বর-নৈতিকজীবন ও কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন সর্ব্বদাই অকর্ম্মময়। কর্ত্তব্যকর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। নরজীবনে যতপ্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা-স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা বন্দনাদি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদভাবে জীবন অন্যপ্রকারে নৈতিক হইলেও অকর্ম্মদ্বারা দূষিত থাকে। নীতিদ্বারা শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, কি যে-পর্য্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে, সে-পর্য্যন্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাসভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বরবিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই, সে-হৃদয় সূর্য্যশূন্য জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষিসকল কোটর নির্ম্মাণ করে। শাস্ত্রে এরূপ কীর্ত্তিত আছে যে, নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। কল্পিত-সেশ্বরনৈতিকজীবন ধূর্ত্ততা-দ্বারা সর্ব্বদা অসরল ও পাপময়। তাহার ফলও সহজে অনুভূত হয়।

অকর্ম্ম

যাঁহারা সরলভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিকজীবন স্বীকার করেন, তাঁহারাই ভারতে বর্ণাশ্রমাচারবান্ পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত (১)। অন্যান্য দেশে সেই লক্ষণসম্পন্ন পুরুষেরা বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়াও সেই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য-মতে জীবন নির্ব্বাহ করেন। ব্যবহারস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, উচ্চশ্রেণীর লোককে অবলম্বনপূর্ব্বক বিধি লিপি-বদ্ধ হয়, পরে ঐ বিধির তাৎপর্য্য গ্রহণপূর্ব্বক অপর লোকের কার্য্য চলিতে

বর্ণাশ্রমাচারবান্ পুরুষ

(১) ইতি মাং যঃ স্বধর্ম্মেণ ভজেন্নিত্যমনন্যভাক্।
সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবো মদ্ভক্তিং বিন্দতেঽচিরাৎ॥ ভাঃ ১১।১৮।৪৪

থাকে। ভারতবাসিগণ আর্য্যশ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রমবিধি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বিধির তাৎপর্য্যানুসারে অপর জাতিসকল সংসার-নির্ব্বাহ করেন। সে যাহা হউক, ঈশ্বরের উপাসনা অন্যান্য কর্ত্তব্যকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যাহা করেন, তাহা কর্ম্ম। তাঁহাদের কর্ম্মকে কর্ম্ম ছাড়া অন্য নাম এইজন্য দেওয়া হয় না, যেহেতু তাঁহারা কর্ম্মকে সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করেন। ঈশ্বর ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। এস্থলে ঈশ্বরও কর্ম্মাঙ্গবিশেষ। সেই সকল কর্ম্মদ্বারা তুষ্টিসাধন করিলে তিনি স্বর্গবাসাদি ফল প্রদান করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কর্ম্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বরানুগত্য সহস্রকর্ম্মের মধ্যে একটী কর্ম্ম। তদ্দ্বারাও স্বর্গাদি ফল হয়। পুণ্যকর্ম্মের পরিমাণানুসারে স্বর্গাদিফলভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম করেন (১)। পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম ও ফল, এইরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কর্ম্ম হইতে নিস্তার পাইবার পন্থা নাই, যেহেতু তন্মতে এরূপ নিস্তারের বাসনাটীও পাপকর্ম্মবিশেষ। মতান্তরে জীবসকল এই কর্ম্মক্ষেত্রে যে-সকল কর্ম্ম করেন, তাহার বিচার কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে হইবে (২)। মৃত্যুর পর সেকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং নিজ নিজ আচার্য্যের অনুগত হইয়া আছেন, তাঁহারা চিরস্বর্গলাভ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐসকল আচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই বা ভাল কর্ম্ম করেন নাই, মন্দ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল নরকে থাকিবেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান-নামা সেশ্বরনৈতিক সম্প্রদায়গণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। এইরূপ বিশ্বাস যেস্থলে আছে, সে জীবন উচ্চতর হইতে পারে না। আদৌ একটী ক্ষুদ্রজীবনে জীব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার অনন্তফল হইল। বিশেষতঃ জন্ম ও সঙ্গবশতঃ বাল্যকাল অর্থাৎ বিবেকজন্মের পূর্ব্ব হইতে যাঁহারা পাপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিল, তাহারা চিরনরকগমনরূপ ফললাভ করিল। তাহাদের পুণ্যশিক্ষার সুবিধা হয় নাই। পক্ষান্তরে সদ্‌বংশজাত বাল্যে সৎসঙ্গপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমতা

(১) ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ গীঃ ৯।২০-২১

(2) Day of Judgement—Millennium.

প্রকাশ করিল যে, চিরস্বর্গ লাভ করিল? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে আর দুর্ব্বল জীবের গতি কোথা? এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বরসম্বন্ধীয় অনুভব অতিশয় কুণ্ঠিত, অতএব তাহাদের মতে যে কর্ম্মফল তাহাও নিতান্ত অযুক্ত ও তুচ্ছ। সংক্ষেপতঃ সেশ্বরনৈতিক জীবনটী কর্ম্মময়। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম নাই বটে, কিন্তু ঐ জীবনে কর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে; যথা :—

১। নিত্যকর্ম্ম—সন্ধ্যাবন্দনাদি। ২। নৈমিত্তিককর্ম্ম—শ্রাদ্ধাদি। ৩। কাম্যকর্ম্ম—পুত্রেষ্টিযাগাদি।

সেশ্বরনৈতিকজীবনের দুইটী অবান্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচপ্রকৃতি-জনিত সেশ্বরনৈতিকজীবন ও উচ্চপ্রকৃতিজনিত সেশ্বরনৈতিকজীবন। নীচপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাপেক্ষা কাম্যকর্ম্মকে অধিক স্বীকার করে। উচ্চপ্রকৃতি সেশ্বরনৈতিকেরা কাম্যকর্ম্মমাত্রই স্বীকার করেন না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকে কেহ নিষ্কামরূপে, কেহ ব্রহ্মার্পণ-সহকারে, কেহ বা ভগবদর্পণপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাকেন (১)। ইহার মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহারাও কর্ম্মপর। যাঁহারা ব্রহ্মার্পণপরায়ণ তাঁহাদের কর্ম্ম জ্ঞানসীমাকে লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ভগবদর্পণপরায়ণ তাঁহাদের কর্ম্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করিয়াছে। যে-কর্ম্ম ভক্তিসীমাকে লাভ করে, সে-কর্ম্মের ফলই ভক্তি, অতএব তাহাকেই গৌণী ভক্তি বলা যায় (২)। বৈধভক্তগণ সেই অবস্থার কর্ম্মকে জীবনযাত্রার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মফলই অমঙ্গলজনক হইতে পারে। ফলকথা এই যে, কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই। জীবনধারণের জন্য কর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অতএব বদ্ধজীব সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে কর্ম্মফল স্বীকার করিবেন। (ক্রমশঃ)

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥ গীঃ ৫।১০

(২) নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥ গীঃ ৫।৮-৯

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৭৬ পৃষ্ঠার পর]

পঞ্চদশ অধিবেশন

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভাবুক বা রসিক শব্দে কথিত হন। যে-সকল ব্যক্তি শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়ে উত্তরোত্তর মঙ্গললাভে অগ্রসর হন, তাঁরা সাধনভক্তি আশ্রয় করে থাকেন, তাতে আটটী অবস্থা আছে। আদৌ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থ-নিবৃত্তি—এই চারপ্রকার, আর অনর্থ-নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সুযোগ হবার জন্য আর চারপ্রকার অবস্থা—নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব। অনর্থনিবৃত্তির পরে এগুলি স্বাভাবিক হলে ভাবরাজ্যে প্রবেশ হয়। তাতে রতির কথা আছে। রতির সহিত সামগ্রী-চতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উদয় হয়। সেটী প্রেমভক্তিরাজ্যের কথা। জাতরতি ব্যক্তিদিগের সামগ্রী-সম্মেলনে যে অবস্থা, সেটী ভাবুকের পরে রসিক-অবস্থা। অনর্থনিবৃত্ত পুরুষের ভাবের অবস্থা। সাধন, ভাব ও প্রেমভক্তিতে সেবা আছে।

নিজমঙ্গল-জন্য অগ্রসর হতে যে বৃত্তি, তা শ্রদ্ধা। সেটী সাধনের প্রথম অবস্থা। যে-সকল বস্তুতে শ্রদ্ধা করতে হবে না, তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া দরকার। সেগুলি কি জিনিষ? একটী নিজের ভোগবাসনা, কর্ম্মাগ্রহিতা আর অপরভাগে অবস্থিত ভোগত্যাগ—দুটীই সমজাতীয়। একটীর বিচার—জড়জগৎ ভোগ্য আর আমি ভোক্তা; অপরটীর বিচার—আমি ভোগ না করে সুবিধা পাব, ইহা কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের বিচার-প্রণালী। কর্ম্মপরের চিন্তাস্রোতে ভোগবাসনা প্রবল। আর ত্যাগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাধা, তাতে দুঃখ অধিক, যেমন গীতায় বলেছেন—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যাঁরা বলেন, ব্যক্ত জগতে ভোগাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে অব্যক্তে প্রবেশ করা দরকার, তাঁদিগকে গীতা বলছেন যে—সেটায় অধিক ক্লেশের কথা। দেহীর বিচার ভোগ বা ত্যাগ নয়। দেহবিশিষ্ট-ব্যক্তি ত্যাগ করে দুঃখে না পড়ে। সেখানে (ত্যাগে) কিছুই নেই। এখানে (ভোগে) কিছু আছে মনে করাও স্বপ্ন-মনোরথবৎ অল্পকালস্থায়ী। এগুলির বদলে ভগবদ্ভক্তি আশ্রয় করা

কর্ত্তব্য। ভাবাশ্রয় যারা করল না, যাদের রতি স্থির হল না, নিজে ভোগ করে আনন্দ পাবে বা ত্যাগ করে আনন্দরহিত হয়ে যাবে, সে বিচারটী আদরের নয়। মুমুক্ষুদিগের ভোগা-দেওয়া কথার মধ্যে সচ্চিদানন্দের পূর্ণত্ব-বর্ণন থাকলেও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতৃত্বের রাহিত্য হয়ে সব আমিত্বে পর্য্যবসিত হবে, এটাই তাদের প্রধান বিচার। 'আমি' বলে জিনিষটা নির্ণয় করা দরকার। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব জীবকে তটস্থশক্তি বলে বিচার করেছেন। ভোগময় কর্ম্ম ও ত্যাগময় জ্ঞানরাজ্যের অসম্পূর্ণতা পরিত্যাগ করে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। তাতে সেব্যের সুখানুসন্ধান-বিচার প্রবল, নিজের ভোগ বা ত্যাগে শান্তির কথা নেই। তখন বিচার হবে, "তোমার সুখের জন্য যাবতীয় অশান্তিকেও বরণ করতে প্রস্তুত আছি, আমি অসুখী হলেও যদি তোমার সুখ হয়, তাতে আমার দুঃখ নেই, সেইটাই আমার প্রয়োজনীয়।"

ভাগবত ভগবৎসম্বন্ধীয়—ভগবানের স্বরূপবর্ণন ও যাঁদের নিয়ে ভগবত্তা, তাঁদের কথা অর্থাৎ বিষয় ও আশ্রয়ের কথা বলেছেন। আলম্বন, উদ্দীপন, সঞ্চারী ও অভ্যাগত বিচারে সামগ্রীচতুষ্টয়ের সম্মেলনে রসের উৎপত্তি। ভাবুক রসিকসহ ভাগবত পড়তে হবে, নতুবা জড়রস আলোচনা করতে করতে রসরাহিত্য ব্যাপার আসবে। কিন্তু প্রকৃত রসের উদয় কখন হবে?

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

কর্ম্ম-জ্ঞানের উদ্দেশ্য নিজস্বার্থপোষণ। নিজের সুবিধা কর্ম্মাগ্রহিতা, তাকে ছেড়ে দেওয়া জ্ঞানাগ্রহিতা, দুটোতেই অপস্বার্থপরতা। নিজেন্দ্রিয়তর্পণের দুইপ্রকার রাস্তা। কামনার পরিতৃপ্তি 'ধর্ম্ম' বলে উল্লিখিত হয়, সেটা ভাবুকের হওয়া উচিত নয়। রস আস্বাদন করতে হবে, কিন্তু সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয় না হলে তা সম্ভব হবে না। তামসিক রাজসিক ব্যক্তির আপেক্ষিক ধর্ম্মযুক্ত সাত্ত্বিকরসাস্বাদন ভাল মন্দের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের সম্বন্ধে ভাবনা-বিশিষ্ট হয়ে যে রসাস্বাদন, সেটীই প্রয়োজন—তাই ভাগবতের প্রতিপাদ্য। আমরা রূপগোস্বামীপ্রভুর অনুগ্রহে মহাপ্রভুর বিচার-প্রণালী মধ্যে এই বিষয় লক্ষ্য করে থাকি।

রসিক কাকে বলে? যিনি সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে রস আস্বাদন করতে পারেন। আপেক্ষিকতাধর্ম্মপূর্ণ সত্ত্ব নয়, সাত্ত্বিক গুণে অবস্থান হলে যে ভালর বিচার, সেটাও ছেড়ে দিতে হবে। উজ্জ্বলসত্ত্ব না হলে মিশ্রসত্ত্বে অসুবিধা আনবে। অতিশয় আস্বাদন সত্ত্বোজ্জ্বলহৃদয়ে হয়ে থাকে। রজোদ্বারা তমঃ ও সত্ত্বদ্বারা

রজঃ বিনাশ করলেই হবে না, সত্ত্বটাকেও বিশুদ্ধ-সত্ত্বের দ্বারা বিনাশ করতে হবে। ঐগুলিতে ভোগ বাসনা বা ত্যাগ-বাসনা বর্ত্তমান। এজন্য পতিবঞ্চনা বলে মধুর রতিতে একটী কথা আছে। পারকীয় বিচার শ্রীমদ্‌ভাগবতে আছে। সেটী প্রাকৃত সহজিয়া ব্যক্তি বুঝতে না পারায় যে অমঙ্গল ঘটে, তা আমরা পদে পদে লক্ষ্য করি।

ভাবনাবর্ত্ম—মনোধর্ম্মকে অতিক্রম করে যে অবস্থা, তাতে যে রসের উদয়, সেটী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে আস্বাদ্য। গুণজাত জগতকে অতিক্রম করে যে আস্বাদন, তাকেই রস বলে। তাতে পণ্ডিত যাঁরা, তাঁরা রসিক বা ভাবুক। নির্গুণ জগতের যে আংশিক ভাব, সেটী নয়। রসিকগণের কৃত্য ভাগবত আলোচনা করা। ভাবনাবর্ত্মকে অতিক্রম না করায় মনোধর্ম্ম-জীবীর চিন্তাস্রোতে রজস্তমোগুণের মিশ্র ক্রিয়া প্রবলা থাকে। তাতে বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হয় না। ভগবানের রস আস্বাদন ভাগবত না হলে হয় না, ভূতশুদ্ধি না হলে দেবপূজা—ভগবৎপূজা হয় না। ভগবান্ রসময়, এটা উপলব্ধি না হলে নীরস বিরস ব্যাপারকেই প্রাপ্যজ্ঞানে দুর্ব্বুদ্ধির উদয় হয়। এটা অতিক্রম করা প্রধান প্রয়োজন। পাশ্চাত্যের ভাষায়—Transcend করা, যেটাকে Transcendence বলা হয় অর্থাৎ বাস্তব বস্তুর কথা; অবস্তুর তাৎকালিক প্রতীতিকে লক্ষ্য করা হয় না। গুণজাত জগতের কথায় যে ভাব, সেটা বলা হচ্ছে না; বাস্তববস্তু-সম্বন্ধীয় ভাব ভাগবতরস আলোচনা করা দরকার। ভাগবতকে অভিধেয়-বিচারে গ্রহণ করলে অমৃত হয়। অভিধেয়াচার্য্য, শ্রীরূপগোস্বামীর শ্রীচরণ আশ্রয় করলে ভাগবতরস আস্বাদিত হয়। নতুবা জড়রসজ্ঞানে নির্ব্বিশেষ চেষ্টা আক্রমণ করে। এজন্য পাঁচের অল্পসঙ্গের কথা বলেছেন। তা হতেই ভক্তি লাভ হয়। রসিকগণের সঙ্গেই ভাগবত আস্বাদ্য।

সজাতীয়াশয়ে স্নিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে।
শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥

অরসজ্ঞ বা জড়রসজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ভাগবত আস্বাদিত হবার নয়। সেখানকার সকল কথা ভগবানের পাদপদ্মে সংশ্লিষ্ট। ভগবান্ বলতে গিয়ে জড়-জগতের স্রষ্টা বা ভবানীভর্ত্তা—যিনি সংহার করেন, তাঁর কথা নয়। নিত্যকাল অবস্থিত যিনি, তাঁর কথা। জড়জগতে জন্ম ও ভঙ্গে যে রস-সমাগম, সে দুটো নিকৃষ্ট। তৎকালিকতায় যে রসোদয়—ব্রহ্মার রস বা রুদ্রের রস, সেকথা নয়। কাব্যপ্রকাশ প্রভৃতি প্রণেতা Rhetorician যে

কথা বলেছেন, সব মানবভোগতাৎপর্য্যপর, তাতে কৃষ্ণভোগতাৎপর্য্যপরতা নেই। দেখতে এক হলেও কৃষ্ণ ও তদাশ্রিত জীব-রস ভিন্ন—অচিদ্‌রাজ্যে প্রভুত্ব করার আসামীদের রস অভিন্ন-তাৎপর্য্যপর। ভোগ বা ত্যাগরাজ্যের রস ভাগবতরস নয়। ভোগেন্দ্রিয়ের অনুকূল-ব্যাপারে ভোগ ও ত্যাগজাতীয় ভাব সংশ্লিষ্ট। সুতরাং রসিক ও ভাবুকের সঙ্গে ভাগবত আলোচনা করতে হবে।

আমাদের শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তিনটী শ্লোকমাত্র সংক্ষেপে আলোচনা হয়েছে, আর কৃষ্ণপ্রকাশবিগ্রহ বলদেব-প্রভুর অবতারসমূহের রসের কথা মাত্র আলোচনা হয়েছে। ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয়—বার্ষভানবীর কুণ্ডতটে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হবে।

অবতারং হেবর মধ্যে সাতটী গৌণরস ও তিনটী মুখ্যরসোদন করতে ঐ তিনটী যদিও নিত্যরসের অন্তর্গত, কিন্তু গৌণরসের বিচার-প্রণালী তাতে এমন প্রভাব বিস্তার করেছে, যাতে লোকের ভ্রান্তি হতে পারে। যেমন নৃসিংহদেব বিষয়জাতীয় বস্তু, তিনি বৎসলরসের আশ্রয়বিগ্রহের বিষয় না হয়ে বাহ্য আপাতদর্শনে আশ্রয়প্রতিম হলেন কেন? নৃসিংহদেব অবতার। অবতারী কৃষ্ণে এরূপ বিষয়-আশ্রয়ের সুষ্ঠু বিচারের বাধা হতে পারে না। তিনি প্রভু, আর আশ্রয়জাতীয় তত্ত্ব সেবক তদধীন। এ জন্য নারসিংহী, বামনভক্ত ও শাক্যসিংহভক্তগণের মধ্যে আপাতদর্শনে রসবৈষম্য দৃষ্ট হয়। তাতে লক্ষ্য করি, ভগবান্ বিষয়; সুতরাং পিতৃত্ব-মাতৃত্বের বৎসলরসে সেবকের অধিকার আছে। প্রহ্লাদের রসের বিচার আশ্রয়জাতীয় হলেও ভগবত্তার কৃপা তাঁর উপর এল কেন? ভগবানের সুখটুকু আশ্রয় লাভ করতে পারে না। আশ্রয়জাতীয় ব্যক্তি বিষয়রূপে জগৎ ভোগ করছে। কিন্তু আশ্রয়-জাতীয়ের যে ভোগ সেটার সুষ্ঠুতা ভক্তিরসে। অভক্তির দ্বারা ভোগে আশ্রয়াভিমানের অভাব। কিন্তু প্রহ্লাদ আশ্রয়াভিমানপূর্ণ আর নৃসিংহদেবের বিষয়াভিমান পূর্ণ। এখানে আশ্রয়াভিমান বিরোধিসত্তাদ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। স্ব-পর-বিরোধিতত্ত্ববিশারদ যাঁরা, অর্থপঞ্চকের পর, ব্যূহ, বিভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চার বিচারে স্ব-পর-বিরোধী প্রভৃতি বিচার তাঁরা জানেন। পঞ্চ-বিংশতিতত্ত্বজ্ঞানে এগুলি আলোচ্য হয়।

বৎসলরতিতে ভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তের অমঙ্গলনিরসন-সেবা করছেন। ভক্তিপথের বাধা নষ্ট করে দিচ্ছেন। আশ্রয়জাতীয় বিচারে যে সন্দেহ, সেটা নিরাকরণ করছেন। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের উপাসনা করছেন, তাঁর থেকে নিজ-সেবাগ্রহণের উদ্দেশে কিছু কামনা করছেন না। যেমন গোপীর

অঙ্গ-মার্জ্জন, সেটা কিসের জন্য ? কৃষ্ণসুখের জন্য। ভোগ্যা জড়বিচারপরা ভোগিনীর নিজসুখপরা অঙ্গ-মার্জ্জন তা হতে তফাৎ। বৎসলরসের বিষয়ও নৃসিংহদেবের সম্বন্ধে ভাল করে বিচার করলে লক্ষ্য করা যায়, প্রহ্লাদের রাজ্য বা নিজভোগবাসনা ছিল না। সেবকাভিমান প্রবল ছিল। নিজে নৃসিংহ হয়ে যাব, এ বাসনা ছিল না। "দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনঃ" বিচার তাঁতে পূর্ণভাবে দেখতে পাওয়া যায়। সুতরাং ভক্তের রসটি পূর্ণ করার জন্য ভগবানের যে অনুগ্রহ, সেটা জড়জগতের ভোগ-ত্যাগ-বিচারের মত নয়। গণেশের উপাসকগণের এখানে ভ্রম উৎপন্ন হতে পারে। তাঁরা ভুল করে বলেন—ভগবদ্‌ভক্তগণ ভক্তিরত্ন, ভক্তিসুধাকর প্রভৃতি সংজ্ঞা লাভ করেন কেন ? এটা ত' আমাদেরই মত অর্থাৎ জড়ের রায়সাহেব, রায়বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির মত বিচার হয়ে পড়ছে ? কিন্তু ব্যাপার তা নয়। উপদেশক, মহোপদেশক, মহামহোপদেশক প্রভৃতি ভক্তিরাজ্যের উপাধিগুলি ঐরূপ কোন জড়ীয় বিষয় নয়। তাঁরা অন্যের তাৎকালিক ইন্দ্রিয়তোষণজন্য উপদেশ করেন না। জগতের নিত্যমঙ্গলকর কথা উপদেশ করে থাকেন। আর জড়ের উপাধি নিজের জড়তোষণ বৃদ্ধি করে, উহা কৃষ্ণসেবাপর নয়। প্রহ্লাদ নৃসিংহদেবের কাছে কিছু প্রার্থনা করছেন না। তিনি বলেন না, আমার পিতার দেহটিকে নখ দিয়ে চিরে নষ্ট করে ফেলুন। তিনি প্রার্থনার ভার প্রভুকে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর জড়কামনা —আত্মতোষণ-কামনা নেই। ভক্তের সর্ব্বাত্মদ্বারা পরমাত্মতোষণ ব্যতীত অন্য কামনা নেই, শুদ্ধ-জীবাত্মার দ্বারা আত্মতোষণ অর্থে পরমাত্মার সেবা। বিষয়-আশ্রয়ে ভেদ নেই। মধুররতিতে গোপীর অঙ্গ-মার্জ্জনে কোন দোষ নেই। কিন্তু রমার অঙ্গ-মার্জ্জনে ঈশ্বরী-বিচার প্রবল, এখানে তা নেই। বৎসল-রসের যে-বিচার, তাতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ভক্ত সেবার জন্য প্রচুর অগ্রসর হয়েছেন। এঁর উদ্দেশ্য কি আত্মতোষণ বা বদ্ধজীবতোষণ ? তা নয়। ভগবানের সেবাই একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং তাঁদের কেউ বাধা দিতে পারে না। (ক্রমশঃ)

অদ্বৈতবাদের ভিত্তি

অদ্বৈতবাদিগণ অবরোহপথ বা কৃষ্ণকৃপা-অবতরণের কথা স্বীকার করেন না। আরোহপথ বা স্বচেষ্টায় ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণই তাঁহাদের প্রয়াস। এই চেষ্টার জন্য তাঁহারা যুক্তিকে স্বীকার করেন। যুক্তি কিছু পরতত্ত্ব নহে। তাহা মনের বৃত্তিবিশেষ। আমার মানসিক শক্তি যে পরিমাণে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে আমি সেই অনুসারে বিচার করিয়া থাকি। আমাপেক্ষা যাঁহার মানসিক বৃত্তি অধিক পরিস্ফুট তিনি অনায়াসে আমার বিচারকে খণ্ডন করিতে পারেন। মানস-বৃত্তি নিত্যা নহে এবং ইহার উৎকর্ষতার শেষ সীমা কোথায় তাহাও মনোধর্ম্মাজীবগণ নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সুতরাং মননধর্ম্মে অবস্থিত জনগণের কাহার উক্তি কাহা-কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইবে, তাহা তাঁহারা কেহই জানেন না। একযুগে একজন যে যুক্তির তরঙ্গ তুলিয়া বাহবা পাইলেন, সেই যুগে ঐ যুক্তি খণ্ডনের কোন লোক না থাকিলেও পরবর্ত্তিসময়ে অপরে তাহা খণ্ডন করিতে পারেন, আবার যিনি খণ্ডন করিতেছেন, তাঁহার ঐ খণ্ডনকার্য্যে কি গলদ আছে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষতা-লাভের অভাবে তাঁহার সমসাময়িক কোনও ব্যক্তি তাহা ধরিতে না পারিলেও উপযুক্ত ব্যক্তি তাহা যে কোন সময়েই হউক প্রদর্শন করিবেন। মন চঞ্চল, তাহার গতি চঞ্চলা। "এই ভাল, এই মন্দ, এই সব ভ্রম"—ইহাই হইল মননধর্ম্মের কার্য্য। সুতরাং অনিত্য মননধর্ম্মের আশ্রয়ে যে নিত্যতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-লাভ কখনও সম্ভবপর নহে তাহা সহজেই বুঝা যায়। মানবের চিন্তাশক্তির একটী সীমা আছে। ভগবত্তত্ত্ব এই সীমার অন্তর্গত নহেন। সুতরাং কেবলাদ্বৈতবাদীর ভিত্তি মননধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়াই তাহার অস্থিরতা থাকিবেই। সহজযুক্তিতেই তাঁহাদের যুক্তি নিরস্ত হইয়া থাকে।

বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের দুইটী মত। একমতে বলেন দুগ্ধ যেমন বিকৃত হইয়া দধি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎ হইয়াছে। অপরে সিদ্ধান্ত করেন—শুক্তিতে যে-প্রকার রজতভ্রম, রজ্জুতে যে-প্রকার সর্পভ্রম, সেই-প্রকার ব্রহ্মেই জগদ্-ভ্রম হইতেছে; জীব বা জগৎ বলিয়া কোনও বাস্তব পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। জগতে যতপ্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন তৎসমুদয়কে দ্রব্যজাতীয় বিভাগদ্বারা ও সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধানদ্বারা দ্রব্য-সংখ্যার লাঘবক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতনবিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন সে সমুদয়কে চেতনজাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দ্দিষ্ট করেন সেই বৃত্তি মনের বৃত্তিবিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির মূলানুসন্ধান করা

সে বৃত্তির কর্ম্ম নয়; তথাপি তাহাকে অনেক প্রকার পেষণ করিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে চিৎ ও জড় কোন মূলতত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। তাঁহাদের এই মূলতত্ত্বই তাঁহাদের ব্রহ্মকল্পনা। অবশ্য এই কল্পনা-কার্য্যে তাঁহাদিগকে অনেক মাথা খাটাইতে হইয়াছে এবং পরিশ্রম ও যথেষ্টই করিতে হইয়াছে। কিন্তু সাধারণ যুক্তিই আবার প্রমাণ করে যে ঐ পরিশ্রমে ভস্মে ঘৃতাহুতি প্রদান করা হইয়াছে মাত্র।

ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই তবে এই জগৎ-কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়। রজ্জু ও সর্পের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা ও হাস্যাস্পদ; কারণ, এই উদাহরণটী মানিতে হইলে দুইটী পৃথক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সর্পও আছে, রজ্জুও আছে। তাই রজ্জুর সহিত সর্পের ভ্রম। যদি রজ্জু না থাকিত তাহা হইলে তাহার সহিত সর্পের ভ্রম কিরূপে হইত? ব্রহ্ম ব্যতীত যদি অপর কোনও বস্তু না থাকিত তাহা হইলে কাহার সহিত ব্রহ্মের ভ্রম হইত? শুক্তিরজত উদাহরণও তদ্রূপ। এই সাধারণ যুক্তিতেই অদ্বৈতবাদের মূলভিত্তি উৎপাটিত করে না কি?

দুগ্ধের বিকার যেমন দধি সেইপ্রকার ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে দধি যেমন সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ সত্য হইয়া পড়ে। সুতরাং অদ্বৈত-মতের "জগন্মিথ্যা" উক্তি সাধারণ যুক্তিতেই আকাশকুসুম বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না কি?

যুক্তিই অদ্বৈতমতের ভিত্তি। আবার যুক্তিই তৎসমুদয় সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিতেছে। বস্তুতঃপক্ষে যুক্তি কখনই অদ্বৈত-মত-স্থাপনে সমর্থ নহে। আর যুক্তিকে ত্যাগ করিলে কে সেই মত সমর্থন করিবে। যদি বলা হয়—সহজ জ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। কারণ সহজজ্ঞানেই জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের ভেদপ্রতীতি দৃষ্ট হয় এবং এই সহজজ্ঞান নষ্ট করিবার জন্যই অদ্বৈতবাদী যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সহজজ্ঞানে যে-সকল বস্তু পাওয়া যায়, তাহাদেরই দুই চারিটী তাঁহার মতের উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছেন।

যদি বল অদ্বৈতবাদ বেদশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু তাহাও অকর্ম্মণ্য। বেদ কখনও কেবলাদ্বৈতবাদের প্রশয় দেন নাই।

শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কেহ কেহ কল্পনা নামক রঙীন চশমায় প্রকৃত রূপকে বিরূপরূপে দর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই কেবলাদ্বৈতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা যে-সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন সেই সব শ্রুতিতে বস্তুতঃপক্ষে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের বিষয়ই বলা হইয়াছে। কারণ

আপাতদর্শনে অদ্বৈতমত-পোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈতমত-পোষক বাক্য-সকল কথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ বস্তুতঃপক্ষে কেবলাদ্বৈত বা কেবলদ্বৈতবাদ —এই দুইটীর কোনটীই বলেন নাই। বিশেষরূপে বিচার করিলে ইহাই প্রণিধানযোগ্য হইবে যে, কেবলাদ্বৈত ও কেবলদ্বৈত উভয়ের অতীত যে, অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত তাহাই বেদের শিক্ষা এবং এই শিক্ষাই শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া গিয়াছেন। 'অচিন্ত্য'-বিশেষণটী হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ সম্বন্ধে প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া মানব-মনীষার কার্য্য নহে। অচিন্ত্যশক্তিমান্ পুরুষ যখন কৃপা করেন তখন সৎসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। সেই অচিন্ত্য পুরুষের বাক্য বেদশাস্ত্র। এই বেদশাস্ত্র সিদ্ধ-জ্ঞানাবতার স্বরূপ, নিরপেক্ষ। সহজজ্ঞান, বেদবাক্য, যুক্তি, সহজানুভূতি, সিদ্ধ-জ্ঞান ও প্রত্যক্ষানুমান প্রমাণ সকলই অদ্বৈতবাদ নিরাস করিতেছে। সুতরাং ইহার ভিত্তি শূন্যোদ্যানের গতি লাভ করে মাত্র।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা।

আমাদের শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার ৩৮ বর্ষে ২য়, ৪র্থ ও ১২শ এবং ৩৯ বর্ষে ২য় সংখ্যায় "বলিহারি ডক্টরেট্ বিদ্যা" শিরোনামায় প্রবন্ধগুলিতে ডঃ সাহেবের "Ages in Indian Religion (Arrival of Brazen Age or Dwapara Yuga in 1700 A.D.)" নামক গবেষণামূলক (Thesis) কয়েকটী প্রবন্ধের অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অসিদ্ধান্তপর, অসার ও মিথ্যা উক্তির শাস্ত্রীয়, যুক্তিযুক্ত, সিদ্ধান্তপূর্ণ ও বাস্তবনত্য বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈষ্ণবধর্ম্মের উৎকর্ষে বিদ্বেষী ও অসহনশীল ডঃ সাহেব জগদ্বরেণ্য প্রপূজ্যাবণ শ্রীজয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণবকবি এবং কলিযুগপাবনাবতারী, অনর্পিতচর প্রেম প্রদাতা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি ও তৎপার্ষদভক্তবৃন্দকে লোকচক্ষে অযথা হেয় প্রতিপন্ন করিতে গিয়া নিজ কলুষিত চিত্তবৃত্তিকে যেভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও সুধী পাঠকবৃন্দের গোচরীভূত করিয়াছি। ডঃ সাহেবের প্রকাশিত এই পুস্তিকাখানি আমি কয়েকজন সম্প্রদায়-সংরক্ষক বৈষ্ণবাচার্য্য ও

কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহারা ডঃ সাহেবের প্রবন্ধের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া বোধ হয় নীরব আছেন, কোন প্রতিবাদ করেন নাই। কেহ কেহ ডঃ সাহেবের প্রবন্ধকে পাগলের উক্তি বলিয়া মত-প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যাহাই বিবেচনা করুন না কেন, আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডক্টরেট্ উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার এই প্রবন্ধ বিচার-যোগ্য বলিয়াছেন।

"Dr. * * * Paul M.A., Ph.D. who was my student while he was working on his Ph.D. thesis of the Calcutta University, has written a small book 'Ages in Indian Religion' on the basis of his own astronomical calculations. His findings seem to be original in character. He has his own views also in the matter of development of Indian Religion and I think they deserve consideration."—Asutosh Bhattacharyya. 22.6.81

আমাদের ডঃ সাহেব ধর্ম্ম ব্যতীত জ্যোতিষশাস্ত্রেও যে মহাপাণ্ডিত্য ধারণ করেন তাহা বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এতৎসম্বন্ধে আমার ৩৮বর্ষ ৪র্থ সংখ্যার ৩১৪ এবং ৩১৫ পৃষ্ঠার প্রতি সুধী পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। উক্ত ৩১৪ পৃষ্ঠায় "তাঁহার **'Calculation of four Yugas'** প্রবন্ধটীও আমরা যথাকালে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব"—লিখিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা আমি সুধী পাঠকবর্গের নিকট বাধ্যবদ্ধ আছি। এই পৃষ্ঠাদ্বয়ে ডাঃ সাহেবের "Calculation of four Yugas" প্রবন্ধটীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু অনেকেরই ইহা স্মরণ না থাকিতে পারে বিবেচনা করিয়া এবং নূতন পাঠকবর্গের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিচার করিয়া উক্ত উদ্ধৃত প্রবন্ধটীর প্রয়োজনীয় অংশটী পুনরায় নিম্নে প্রকাশ করিয়া দ্বিরুক্তি দোষযুক্ত হইলাম; তজ্জন্য দুঃখিত।

Calculation of four Yugas

Indian religion, philosophy and astronomy unanimously admit that there are four different periods. (1) Golden period (Satya Yuga) with full four footed religion consisting of devotion, vedic rites, meditation and wisdom, (2) Silver period

(Treta Yuga) with three footed religion consisting of devotion, Vedic rites and meditation (decrease of wisdom), (3) Brazen period (Dwapara Yuga) with two footed religion, consisting of devotion and Vedic rites (decrease of wisdom and meditation) and (4) Iron period (Kali Yuga) with one footed religion of devotion (decrease of wisdom, meditation and Vedic rites). But due to the influance of dark atmosphere of Kali, Sanskrit scholers made a great mistake in calculating the correct duration of four Yugas as Satya Yuga=1728000 years, Treta Yuga =1296000 years, Dwapara Yuga=864000 years and Kali Yuga=432000 years and all Indian Almanacs have followed the same amount of years. This mistake occurred due to the mis-understanding of the verses in the famous astronomical authority 'Suryasiddhanta'.

মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদ্রহরুচ্যতে।
সুরাসুরাণামন্যোন্যমহোরাত্রং বিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৩
তৎ ষষ্টিঃ ষড়্গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ ॥ ১৪
তদ্দ্বাদশ সহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্।
সূর্য্যাব্দসংখ্যয়া দ্বিত্রি সাগরৈরযুতাহতৈঃ ॥ ১৫
সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশসহিতং বিজ্ঞেয় তচ্চতুর্যুগম্ ॥

(সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ—মধ্যাধিকারঃ)

12 months make one year, which is counted as one day of gods and demons; night and day of gods and demons are opposite to one another. Such 360 years make one year of gods and demons. Such 12000 years make four yugas (in the earth) and 4320000 years make four yugas (of the god and demons) with the period of sandhya and sandhyamsa. Thus it is found that 4320000 years, which are the duration of four yugas of gods and demons, have been taken as those in the earth instead of 12000 years—

$$\frac{\text{Four yugas of gods and demons}}{\text{One year of gods and demons}} = \frac{4320000}{360} \text{ years}$$

(360 years in the earth)=12000 years in the earth.

চত্বার্যাহু সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যাসন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥ ১৯
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েনবর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥ ২০
তদেতৎ পরিসংখ্যানমাদাবেব চতুর্যুগম্।

(মনুসংহিতা—১ম অধ্যায়)

The duration of Satya yuga is 4000 years excluding the mutation of 400 years in the begining and the end, that is, totally 4800 years. Thus the duration of other three yugas are found out if one is deducted from the number of thousands in the former yugas and the duration of the mutations in the begining and the end of other yugas are found out if one is deducted from the number of hundred in case of mutation respectively.

So the Satya yuga in the earth = 4000 years+mutations 400 years+400 years=4800 years.

Thus Treta yuga in the earth =3000 years (4−1 + mutations 300 years, $(4-1)\times 2$=3600 years. Thus Dwapara yuga in the earth =2000 years $(3-1)$+mutations 200 years $(3-1\times 2$=2400 years. Thus Kali yuga in the earth =1000 years $(2-1)$+mutations 100 years $(2-1)\times 2$=1200 years. The total amount of four yugas=12000 years.

On the basis of the period of king Yudhisthira and his grandson Parikshit the Sanskrit scholars made the calculation of the yugas as found in Vishnupurana (4/2433, 34, 39), Bhagavata (12/2/32), Rajatarangini etc. but none of this calculations is found correct.

* * *

ডঃ সাহেবের কুব্যাখ্যামূলক সুবিস্তৃত প্রবন্ধের সারবস্তু বিচার করিলে বুঝা যায় যে, ডঃ সাহেব বলিতে চাহেন যে,—সূর্য্যসিদ্ধান্তের "মাসৈর্দ্বাদশভিঃ" শ্লোক কয়টীর প্রকৃত অর্থ ভারতীয় পণ্ডিতগণের কেহই বুঝিতে পারেন নাই, একমাত্র ডঃ সাহেবই তাহার প্রকৃত অর্থ অর্থাৎ—চতুর্যুগের পরিমাণ পার্থিব মানের ১২০০০ বৎসর, দিব্যমানের ১২০০০ বৎসর নহে—ইহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতীয় পণ্ডিতগণের গণনায় যে ৪৩২০০০০ বৎসর ধরা হয়, তাহা ঐ শ্লোকগুলির প্রকৃত অর্থ নহে, অর্থাৎ দিব্যমানের ১২০০০ বৎসর নহে।

কিন্তু একমাত্র গাণিতিক বিচারদ্বারাই ডঃ সাহেবের এই বিচার খণ্ডিত হইতেছে।—

(1) 12 months make one year, which is counted as one day of gods and demons এবং

(2) Such 360 years make one year of gods and demons.—এই দুই বাক্যদ্বারা ডঃ সাহেব সূর্য্যসিদ্ধান্তের

(১) মাসৈর্দ্বাদশভির্বর্ষং দিব্যং তদহরুচ্যতে এবং

(২) তৎ ষষ্টিঃ ষড়গুণা দিব্যং বর্ষমাসুরমেব চ—এই দুই শ্লোককে স্বীকার করিয়াছেন। অতএব গাণিতিক বিচারে দেখা যায়—

পার্থিব ১ বৎসর = দিব্য ১ দিন হইলে

(ডঃ সাহেবের মতে) „ ১২০০০ „ = „ ১×১২০০০ দিন হইবে,

ইহাকে বৎসর করিলে $\frac{১ \times ১২০০০}{৩৬০}$ বৎসর হইবে $= \frac{১০০}{৩}$ দিব্য বৎসর

$=৩৩\cdot৩$ দিব্য বৎসর।

কিন্তু ডঃ সাহেব Thus it is found that 4320000 years, which are the duration of four yugas of gods and demons, have been taken as those in the earth instead of 12000 years.—এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, অর্থাৎ দিব্য ৩৩·৩ বৎসরকে দিব্য ৪৩২০০০০ বৎসর হইয়া থাকে বলিয়া কি ভীষণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন—ইহা সহজেই অনুমেয়।

পক্ষান্তরে ভারতীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন—পার্থিব ৪৩২০০০০ বর্ষে এক চতুর্যুগ হয় এবং উহা দিব্যমানে ১২০০০ বৎসর। গাণিতিক মতেও ইহাই প্রকাশ পায়—

পার্থিব ১ বৎসর = দিব্য ১দিন

∴ পার্থিব ৪৩২০০০০ „ = ১ × ৪৩২০০০০ দিব্য দিন

$= \frac{৪৩২০০০০}{৩৬০}$ দিব্য বৎসর = দিব্য ১২০০০ বৎসর।

সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তের—তদ্দ্বাদশসহস্রাণি চতুর্যুগমুদাহৃতম্—বাক্যে দ্বাদশ-সহস্রাণি পদকে অবশ্যই 'দিব্য' দ্বাদশসহস্র বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে হইবে; ইহা কখনই পার্থিব পরিমাণের দ্বাদশ সহস্র বৎসর উদ্দিষ্ট হয় নাই। এই দিব্য দ্বাদশ সহস্র বৎসরকেই বিশেষভাবে বুঝাইবার জন্য সূর্য্যসিদ্ধান্ত "সূর্য্যাব্দ-সংখ্যয়া দ্বিত্রিসাগরৈরযুতাহতৈঃ" শ্লোকটী উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ চতুর্যুগের পরিমাণ দিব্যমানের ১২০০০ বৎসর এবং পার্থিবমানে উহাই ৪৩২০০০০ বৎসর।

অধিকন্তু "তৎ ষষ্টিঃ ষড়গুণা দিব্যং বর্ষম্" "শ্লোকটীতে পার্থিব ও দৈব মানের অনুপাত—'৩৬০ গুণ' বলা হইয়াছে। এই অনুপাত অনুসারেও দেখা যায় পার্থিব মানের ৪৩২০০০০ বৎসর = দৈবমানের $= \frac{৪৩২০০০০}{৩৬০} = ১২০০০$ বৎসর হইয়া থাকে। পরন্তু ডঃ সাহেবের মতে এই ১২০০০ বৎসরকে পার্থিব মান ধরিলে তাহা তাঁহারই উক্ত দিব্যমানের ৪৩২০০০০ বৎসর কখনই হয় না; গণিতমতে ইহা $\frac{১২০০০}{৩৬০} = ৩৩'৩$ দিব্যমানের ৩৩'৩ বৎসর হইয়া থাকে।

সুতরাং সুধী ও মেধাবী পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন—ভারতীয় পণ্ডিত-গণ মূর্খ হইলেন কি ডঃ সাহেব প্রচণ্ড মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছেন।

মূর্খ ব্যক্তির মূর্খতা প্রকাশ পাইলে কোন ক্ষোভের কারণ হয় না। পরন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এইপ্রকার মহাবিদ্বান্ ব্যক্তিকে কেমন করিয়া ডক্টরেট্ উপাধিতে বিভূষিত করিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমরা হতবাক্ ও পরিতপ্ত।

ডঃ সাহেবের প্রবন্ধের অপরাংশের পর্য্যালোচনার আর কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না; কারণ ঐ অপর অংশেরও মূল—এই চতুর্যুগ বিচার। গোড়ায় গলদ করিয়া, সেই ভ্রান্ত মূলের উপর ভিত্তিস্থাপন করত ডঃ সাহেব যতই উর্ব্বর মস্তিষ্কের পাণ্ডিত্য জাহির করুন না কেন, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার এক কপর্দ্দকও মূল্য স্বীকার করেন না।

তাঁহার উদ্ধৃত মনুসংহিতার শ্লোকগুলির বিচারও দৈব দ্বাদশ সহস্র বৎসর, পার্থিব দ্বাদশ সহস্র বৎসর নহে।

সর্ব্বোপরি প্রমাণ-শিরোমণি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত এই চতুর্যুগের পরিমাণ দ্বাদশসহস্রবৎসরকে 'দিব্য' শব্দে বিশেষিত করিয়া ইহা পার্থিব দ্বাদশসহস্রবৎসর কখনই হইতে পারে না বলিয়া স্পষ্ট ধারণার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ৩য় স্কন্ধে ১১ অধ্যায়ে ১৮শ এবং ১৯শ শ্লোকে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি শ্রীবিদুরকে বলিয়াছেন—

কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চেতি চতুর্যুগম।
দিব্যৈর্দ্বাদশভির্ব্বর্ষৈঃ সাবধানং নিরূপিতম্ ॥ ১৮
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমম্।
সংখ্যাতানি সহস্রাণি দ্বিগুণানি শতানি চ ॥ ১৯

অনুবাদ—শ্রীমৈত্রেয় কহিলেন,—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই চারি-যুগ, সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ সহিত দিব্য দ্বাদশ সহস্রবৎসর পরিমাণে নিরূপিত হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও এক সহস্র বৎসর এবং দ্বিগুণিত চার, তিন, দুই এবং এক শত বৎসর।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের উল্লিখিত বচনে ডঃ সাহেবের চতুরতা ও কুচেষ্টা, আশা করি সুধীপাঠকবর্গ সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন এবং প্রতারক ও পাপিষ্ঠগণ হইতে আত্মরক্ষা করত পরমসত্য বা শুদ্ধভক্তিপথকে সর্ব্বতোভাবে আশ্রয় করিলে এই দীন ব্যক্তি অনুগৃহীত হইবে। অলমতিবিস্তরেণ।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ

শ্রীব্যাসপূজোপলক্ষে দীনের আরতি

(ওহে) দীনজন-নাথ! কৃপাপারাবার, মুক্তকুল-শিরোমণি!
শান্ত, দান্ত, ধীর, বদান্য, গম্ভীর, কল্যাণ-গুণখনি ॥
অবতরি' ভবে, দেখালে সবারে, অশোক-অমৃত-পথ।
বিমুখে ডাকিয়া, হাতেতে ধরিয়া, নিলে তারে নিজ সাথ ॥
কর্ম্ম-জ্ঞান ত্যজি', ভকতি আচরি', শিক্ষা দিলে আত্মধর্ম্ম।
ভাগ্যবান্ জীবে, বরিয়া সে-সবে, বুঝিল ভকতি-মর্ম্ম ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ, গৌর-নিজজন, তা' সবার শিক্ষাসার।
আচরি' প্রচারি', পরম কুশলে, স্থাপিলে জগ-মাঝার ॥

গৌর-জন্মভূমি, মায়াপুর-ধাম, সেবার আদর্শ ভবে।
প্রকটি' জানালে, ভকতির পথ, দুর্গত কলিজীবে॥
বেদোপনিষদ্, ভাগবত-পুরাণ, সাত্বতশাস্ত্র আর।
সিদ্ধান্ত-সমুদ্র, মথিয়া জানালে, ভাগবত-সিদ্ধান্তসার॥
রূপ-রঘুনাথ, দাসানুগ হ'য়ে, আচরিলে যে-সকল।
অচিরে লভিবে, পরম মধুর, সুপ্রেম অমৃত ফল॥
গোপী-গোপীনাথ, পরম দয়িত,—'দয়িতদাস' তব নাম।
দয়িতের সেবায় সতত নিরত,—রাধাদাস্য অবিরাম॥
সখী শ্রেষ্ঠানুগা, মঞ্জরীর সেবা, সাধ্য-সার-পরাকাষ্ঠা।
লভি দাস্যামৃত, বিতর' নিয়ত, যে হয় অনুগা শ্রেষ্ঠা॥
সে-সেবা সাধনে, নিয়ত প্রকাম, জাগি' রহু দীন-হৃদে।
মিলিবে তা'হলে, সে-সেবা সম্পদ্ তোমার অভয় পদে॥
বুকভরা আশা, নিয়ত জাগিছে, পদদাস্যামৃত-তরে।
কতদিনে তব, চরণ-সমীপে, আকর্ষি' লইবে মোরে॥
ভজনকুশল, বৈষ্ণবসকল, সাধি' মনোভীষ্ট তব।
নিয়ত তুষিছে, তোমারে হরিষে, প্রকাশি' সেবাভিনব॥
তাঁদের পশ্চাতে, থাকিয়া সতত, তব দাস্যসেবা আশ।
কৃপা করি' কবে, এ দীনহীনের, পূরাবে মনোভিলাষ॥
আজিকে তোমার প্রকট-বাসরে, তব প্রিয়জন সবে।
নানা উপচারে, পূজিতে তোমারে, ছুটিছে আনন্দোৎসবে॥
উপচারহীন, ভকতি-বিহীন, দীন-অকিঞ্চন আমি।
কি দিয়ে তুষিব, চরণ পূজিব, ওহে দীনজন-স্বামী॥
পূজার উপহার, আঁখি-নীর সার, হৃদয় মথিত সব।
কৃপা করি নাথ! কর' আত্মসাথ, অধম দাসেরে তব॥
জ্বালি' দাও প্রভো! ভকতি-প্রদীপ, আরতির তরে আজি।
তাই দিয়ে সদা, নিরাজিতে চাহি, রাতুল চরণরাজি॥

—শ্রীমৎ নন্দগোপালদাস ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী

শ্রীধ্রুব-চরিত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ৩৫৮ পৃষ্ঠার পর]

তখন মায়াময়ী তন্মাতা সুনীতি যেন সাশ্রুলোচনে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"হে পুত্র! এই শারীরক্লেশকর দারুণ নির্ব্বন্ধ হইতে নিবৃত্ত হও; আমি বহুমনোরথে তোমাকে লাভ করিয়াছি। বৎস! সপত্নীর বাক্যে এই অনাথা দীনাকে একাকী পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে, তুমি আমার অগতির গতি। কোথায় তুমি পঞ্চমবর্ষীয় শিশু, আর কোথায় এই দারুণ তপস্যা, ফলবর্জ্জিত কষ্টকর এই তপস্যা হইতে মনকে নিবৃত্ত কর। এখন তোমার ক্রীড়ার কাল, পরে অধ্যয়ন, তৎপরে সমস্ত ভোগের এবং অবশেষে তপস্যার সময়। হে পুত্র! তোমার ক্রীড়ার সময়ে কি-কারণে তুমি আত্মবিনাশের জন্য এরূপ কঠোর তপস্যায় রত হইয়াছ। আমার প্রীতিসাধন তোমার পরম-ধর্ম্ম, অতএব বয়োবস্থার ক্রিয়াক্রমের অনুবর্ত্তন কর, মোহের অনুবর্ত্তন করিও না; এই অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হও। বৎস ধ্রুব! যদি অদ্য এই তপস্যা পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে তোমার সাক্ষাতে আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব।" বিষ্ণুতে সমাহিতচিত্ত ধ্রুব অশ্রুলোচনা সেই বিলাপ-কারিণীকে দেখিয়াও দেখিলেন না। "বৎস ধ্রুব! ভীষণ অরণ্যে রাক্ষসগণ উদ্যতশস্ত্র লইয়া আসিতেছে, ফিরিয়া আইস" এই কথা বলিয়া সেই মায়াময়ী সুনীতি চলিয়া গেলেন।

অনন্তর উদ্যতোগ্রশস্ত্র রাক্ষসগণ জ্বালামালাকুল মুখে আবির্ভূত হইল। পরে সেই নিশাচরেরা রাজপুত্রের সম্মুখে দীপ্ত শস্ত্রসকল ভ্রামিত করিতে করিতে অতীব উগ্রনাদ করিতেছিল। যোগযুক্ত বালকের ত্রাস জন্মাইবার জন্য শত শত শিবা চারিদিকে নিনাদ করিতে লাগিল। নিশাচরগণ কহিতে লাগিল, —'ইহাকে বধ কর, বধ কর; ছেদন কর, ছেদন কর'; কেহ বা কহিল,— 'ইহাকে ভক্ষণ করিয়া ফেল।' সিংহ, উষ্ট্র, মকরানন সেই নিশাচরগণ রাজপুত্র ধ্রুবের ত্রাসের নিমিত্ত নানাবিধ নাদ করিল। কিন্তু সেইসকল রাক্ষস-নাদ, শিবা ও অস্ত্রসকল গোবিন্দাসক্তচিত্ত বালকের ইন্দ্রিয়গোচর হয় নাই। রাজ-পুত্র ধ্রুব একাগ্রচিত্তে আত্মসংশ্রয় বিষ্ণুকেই সতত দেখিতেছিলেন, অন্য কিছুই দেখিতে পান নাই।

সমস্ত মায়া বিলীন হইলে, সুরগণ তাঁহা-কর্ত্তৃক পরাভূত হইবার আশঙ্কায়, সকলে মিলিয়া অনাদিনিধন পরমশরণ্য শ্রীহরির শরণ গ্রহণ করিলেন।

দেবগণ কহিলেন,—"হে দেবদেব! জগন্নাথ! পরেশ! পুরুষোত্তম! আমরা ধ্রুবের তপস্যায় তাপিত হইয়া তোমার শরণাগত হইতেছি। হে দেব! শশাঙ্ক যেমন কলালেশদ্বারা দিনে দিনে পূর্ণ হন, সেইরূপ ধ্রুবও তপস্যাদ্বারা অহর্নিশ ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছেন! হে জনার্দ্দন! আমরা ইহাঁর তপস্যায় অত্যন্ত ভীত হইয়া তোমার শরণ লইতেছি; তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত কর। তিনি শক্রত্ব কি সূর্য্যত্ব ইচ্ছা করিতেছেন, কিংবা ধনাধিপ, জলাধিপ ও সোমের পদে অভিলাষ করিতেছেন, তাহা আমরা জানি না। হে পরমেশ! আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও, হৃদয়ের দুঃখ-শেল হইতে মুক্ত কর, উত্তানপাদ-তনয় ধ্রুবকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে সুরগণ। এই ধ্রুব ইন্দ্রত্ব, সূর্য্যত্ব, বরুণত্ব বা কুবেরত্ব প্রার্থনা করে না; ইহার যাহা কামনা, তাহা আমি সম্পূর্ণ করিব। হে দেববৃন্দ! তোমরা বিগতজ্বর হইয়া স্বস্থানে গমন কর। আমি তপস্যাসক্ত বালককে নিবৃত্ত করিতেছি।" দেবদেব শ্রীজনার্দ্দন এইরূপ কহিলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

শ্রীনারদ-ঋষির বিশেষ মন্ত্রোপদেশে, ধ্রুবের তপস্যায় তন্ময়ত্বে সন্তুষ্ট হইয়া সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি চতুর্ভুজরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"হে উত্তানপাদে! তোমার মঙ্গল হউক। আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন ও বরদানের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছি। হে সুব্রত! বর প্রার্থনা কর। তুমি চিত্তকে বাহ্যবিষয় হইতে নিরপেক্ষ করিয়া যে আমাতে সমাহিত করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব শ্রেষ্ঠ বর প্রার্থনা কর।" বালক ধ্রুব দেবদেবের বাক্যে চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক ধ্যানদৃষ্ট হরিকে দেখিতে পাইলেন। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর কিরীটী-কুণ্ডলশোভিত অচ্যুতকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন এবং সহসা রোমাঞ্চিতাঙ্গ ও ভীত হইয়া শ্রীভগবানের স্তব করিতে ইচ্ছা করিলেন। পরে "কি বলিয়া ইহাঁর স্তব করি, কিরূপ বাক্যেই বা ইহাঁর স্তব হয়"—এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া সেই দেবদেবেরই শরণাগত হইলেন।

ধ্রুব কহিলেন, —"হে ভগবন্! যদি আমার তপস্যায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন, আমি যেন আপনার স্তব করিতে ইচ্ছা করি। হে দেব! বেদজ্ঞ ব্রহ্মাদিও যাঁহার গতি জানেন না, আমি বালক হইয়া কিরূপে তোমার স্তব করিতে পারি? হে পরমেশ্বর! ত্বদ্ভক্তিপ্রবণ আমার এই মন ত্বৎপাদযুগলের স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সে-

বিষয়ে আমাকে প্রজ্ঞা দান করুন।" জগৎপতি শ্রীগোবিন্দ সেই কৃতাঞ্জলি উত্তানপাদতনয়কে শঙ্খপ্রান্তে স্পর্শ করিলে, নৃপনন্দন তৎক্ষণাৎ প্রসন্নবদন ও প্রণত হইয়া ভূতভাবন শ্রীঅচ্যুতের স্তব করিতে লাগিলেন।

ধ্রুব কহিলেন,—"ভূমি, অপ্, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ভূতাদি ও প্রকৃতি যাঁহার রূপ, তাঁহার প্রতি প্রণত হই। যাঁহার রূপ শুদ্ধ সূক্ষ্ম, অখিলব্যাপী এবং প্রধান হইতে পর, সেই গুণসাক্ষী পরমপুরুষকে নমস্কার। যিনি ভূরাদি, গন্ধাদি, বুদ্ধ্যাদি, প্রধান ও পুরুষের পর এবং শাশ্বত, সেই অশেষ জগতের পর, শুদ্ধ পরমেশ্বরের শরণাগত হই। বৃহত্ব ও বৃংহণত্বহেতু তোমার যে যোগিচিন্ত্য অবিকারিরূপ পরমাত্মা-নামে অভিহিত, হে সর্ব্বাত্মন্! তাদৃশ তোমাকে নমস্কার। হে পুরুষোত্তম! তুমি সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপাদ পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়াও অতিরিক্তভাবে স্থিত রহিয়াছ। তোমা হইতেই ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মা ও মনু এবং এই সকলের অধিষ্ঠাতা মহাপুরুষও তোমা হইতে উদ্ভূত। অতএব তুমি বিশ্বের অধঃ, ঊর্দ্ধ ও তির্য্যক্ সকল দিকেই পরিব্যাপ্ত; এই বিশ্ব তোমা হইতে জাত, তোমা হইতেই ভূত ও ভবিষ্যৎ। যজ্ঞ, সর্ব্বহুত, দধিমিশ্রিত ঘৃত—এ সমস্ত তোমা হইতেই উদ্ভূত। অশ্ব, গো, অজা, মৃগাদি তোমা হইতে জাত। তোমা হইতে ঋক্, সাম, ছন্দ ও যজু উৎপন্ন। তোমার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম, বৈশ্য তোমার উরুজ ও শূদ্রগণ পদদ্বয় হইতে সমুদ্ভূত।

"তোমার চক্ষুর্দ্বয় হইতে সূর্য্য, শ্রোত্রদ্বয় হইতে অনিল, মন হইতে চন্দ্রমা, শুষির হইতে প্রাণবায়ু জাত। তোমার মুখ হইতে অগ্নির উদ্ভব, নাভি হইতে গগন ও শির হইতে সুরলোক হইয়াছে। দিক্‌সকল তোমার শ্রোত্র হইতে ও ক্ষিতি পদ হইতে উৎপন্ন। প্রলয়কালে বীজস্বরূপে তোমাতেই অখিল বিশ্ব সংস্থাপিত, আবার সৃষ্টিকালে অঙ্কুরসম্ভূত বীজস্বরূপে তোমা হইতেই জগৎ প্রকাশিত হইয়া থাকে। হে ঈশ্বর! কদলী যেমন ত্বক্-পত্র ব্যতীত পৃথক্ দেখা যায় না, সেইরূপ বিশ্বও তোমা ব্যতীত স্বীকৃত নয়, যেহেতু তুমিই বিশ্বাধার।

"সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত তোমাতেই হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ শক্তি বিরাজিতা। তুমি প্রাকৃত গুণবর্জ্জিত, তোমাতে হ্লাদকরী, আপকরী ও মিশ্রা শক্তি নাই। পৃথক্ অথচ একভূত ও ভূতভাবন তোমাকে নমস্কার। ব্যক্ত, প্রধান, পুরুষ, বিরাট্ স্বরাট্ ও সম্রাট্স্বরূপ তুমি ক্ষেত্রজ্ঞসকলের মধ্যে অক্ষয় বলিয়া অন্তঃকরণে বিভাবিত হও। তুমি সর্ব্বত্র, সর্ব্বভূত, সর্ব্ব ও সর্ব্বরূপধৃক্! তোমা হইতে

সর্ব্ব, অতএব সর্ব্বাত্মা তোমাকে নমস্কার! হে সর্ব্বেশ! তুমি সর্ব্বাত্মক, যেহেতু সর্ব্বভূতস্থিত। হে ভগবন্! তোমাকে আর কি বলিব; আমার হৃদিস্থিত সমুদয়ই তুমি জানিতেছ। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতেশ! সর্ব্বসত্ত্ব-সমুদ্ভব সর্ব্বভূত-সাক্ষীস্বরূপে তুমি সর্ব্বভূত-মনোরথ অবগত আছ। হে নাথ! আমার যাহা মনোরথ, তাহা তুমি সফল করিয়াছ। হে জগৎপতে! আমার তপস্যাও সফল হইয়াছে, যেহেতু তোমার দর্শন পাইলাম।"

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"হে রাজপুত্র ধ্রুব! তুমি তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইলে, যেহেতু আমি তোমাকে দর্শন দিলাম; আমার দর্শন বিফল হয় না। অতএব তোমার অভিমত বর প্রার্থনা কর, আমি দৃষ্টিগোচর হইলে মনুষ্যের সমস্তই সুসম্পন্ন হয়।" ধ্রুব কহিলেন,—"হে ভগবন্! সর্ব্বভূতাত্মন্! তুমি সকলেরই হৃদয়ে অন্তর্যামিসূত্রে বিরাজ করিতেছ। হে স্বামিন্! আমার যাহা মনোবাঞ্ছা, তাহা তোমার অজ্ঞাত কি? হে দেবেশ! তথাপি আমার দুর্ব্বিনীত হৃদয় যে দুর্ল্লভ বস্তু কামনা করিতেছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি। হে জগদ্বরেণ্য! তুমি প্রসন্ন হইলে দুর্ল্লভই বা কি? ইন্দ্রও তোমার অনুগ্রহের ফলস্বরূপ ত্রৈলোক্য ভোগ করেন। মাতার সপত্নী গর্ব্বপূর্ব্বক উচ্চবাক্যে আমাকে বলিয়াছেন, "যে আমার উদরে জন্মে নাই, এই রাজাসন তাহার নহে।" হে প্রভো! এইজন্য আমি তোমার প্রসাদে জগতের আধারভূত সকলের উত্তমোত্তম অব্যয় স্থান প্রার্থনা করি।"

শ্রীভগবান বলিলেন,—"হে বালক! যে-স্থান তোমার প্রার্থিত, তাহা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইবে, পূর্ব্বে অন্যজন্মে তোমা-কর্ত্তৃক আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি পুরাকালে আমাতে একাগ্রমতি, পিতামাতার শুশ্রূষু ও নিজধর্ম্মানুপালক ব্রাহ্মণ ছিলে। কিছুকাল পরে যৌবনে অখিলভোগাঢ্য, সুন্দর উজ্জ্বলাকৃতি কোন রাজপুত্র তোমার মিত্র হন। তৎসঙ্গহেতু তাহার সেই অতিদুর্ল্লভ ঋদ্ধি অবলোকন করিয়া, তোমার এইরূপ বাঞ্ছা হইল যে, "আমিও রাজপুত্র হইব।" হে ধ্রুব! তদনন্তর তুমি দুর্ল্লভ উত্তানপাদ-গৃহে জন্মিয়া যথাভিলষিত রাজপুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছ। হে বালক! স্বায়ম্ভুব-মনুর কুলে যে জন্ম, তাহা অন্যের পক্ষে বর; কিন্তু যে বিষ্ণু ভগবান্ আমাকে পরিতুষ্ট করিয়াছে, তাহার পক্ষে অর্থাৎ তোমার পক্ষে ইহা অবর। যে ব্যক্তি আমার প্রতি মন সমর্পণ করিয়াছে, সে আমার আরাধনা করিয়া অবিলম্বেই মুক্তি প্রাপ্ত হয়। হে ধ্রুব! তুমি মৎপ্রসাদে ত্রৈলোক্যাধিক স্থানে সর্ব্বগ্রহ-তারার আশ্রয় হইবে, সন্দেহ নাই। সূর্য্য, সোম, ভৌম, সোমপুত্র, বৃহস্পতি,

অর্কতনয়াদি, সর্ব্বনক্ষত্র ও সপ্তর্ষি—যাঁহারা বিমানচারী দেবতা, হে ধ্রুব! সকলেরই উপরিভাগে তোমাকে ধ্রুবস্থান প্রদান করিলাম। কোন কোন দেবতা চতুর্যুগ পর্য্যন্ত থাকেন, কেহ কেহ বা মন্বন্তরকাল স্থায়ী হন, কিন্তু তোমাকে আমি কল্পস্থিতি দান করিলাম। তোমার মাতা অতি নির্ম্মলাবুদ্ধি সুনীতিও বিমানে তাবৎকাল তোমার নিকটে বাস করিবেন। যে-সকল মনুষ্য সুসমাহিত হইয়া স্বায়ং-প্রাতঃকালে তোমার গুণগান করিবে, তাহাদের মহৎ পুণ্য হইবে।

দেবদেব জনার্দ্দন শ্রীজগন্নাথ হইতে এইরূপে শ্রেষ্ঠস্থান বরপ্রাপ্ত হইয়া ধ্রুব বাস করিতেছেন। তাঁহার মানবৃদ্ধি ও মহিমা দেখিয়া অসুরগুরু উশনা তাঁহার মহিমা গান করিয়াছিলেন,—"অহো! ধ্রুবের কি তপস্যার প্রভাব! অহো! ইঁহার কি তপস্যার ফল! সপ্তর্ষিমণ্ডল ইঁহাকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুবের সুনীতি-নাম্নী সুনৃতা জননী—ইঁহারও মহিমা বর্ণন করিতে পৃথিবীতে কে সক্ষম? যিনি ধ্রুবকে গর্ভে ধারণ করিয়া ত্রৈলোক্যোপরি পরমস্থানকে নিবাসরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।" যিনি ভক্ত ধ্রুবের মহিমা-মাহাত্ম্য নিত্য কীর্ত্তন করেন, তিনি সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত ও সর্ব্বকল্যাণযুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করেন।

—শ্রীসত্যানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীল গুরু-মহারাজের বক্তৃতা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ৩৯৬ পৃষ্ঠার পর]

রাধারাণীর আনুগত্য না হলে কৃষ্ণসেবা, কৃষ্ণভজন হয় না। সেটা শিখাচ্ছেন এখানে।

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ, সর্ব্ববেদে বলে॥
ছোড়ত ধন-জন, কলত্র-সুত-মিত,
ছোড়ত করম-গেয়ান।
রাধা পদপঙ্কজ- মধুরত-সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ॥

শ্রীমতী রাধা ছাড়া কৃষ্ণের কোনও পরিচয় নাই, শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া রাধার কোনও পরিচয় নাই। তত্ত্বদর্শনটা তো এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে শাস্ত্রে। এর থেকে আর কি পরিষ্কার করে বোঝাতে হয়, বলতে হয়। আমি যদি রাধাকে অবজ্ঞা করি তাহলে কৃষ্ণসেবা হয় না, হবে না। একল কৃষ্ণের সাধন-ভজনে মূলাপ্রকৃতি শ্রীরাধাদেবীর স্বীকৃতি নাই। যদি কেহ রাধা ব্যতীত অন্য কোন শক্তিসহ ঐশ্বর্য্যমার্গে কৃষ্ণভজন করেন, তিনি স্বীয় অধিকারোচিত আরাধ্যসেবা লাভ করবেন; প্রেমের পরাকাষ্ঠা লাভ তাঁহার পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হয় না, হবে না।

তত্ত্বদর্শনটা আমাদের বুঝতে হবে, মাথায় ঢোকাতে হবে। ব্রজেশ কৃষ্ণ, মথুরেশ কৃষ্ণ ও দ্বারকেশ কৃষ্ণ। ঐশ্বর্য্যপর বিচারের সঙ্গে মাধুর্য্যপর বিচারটাও বুঝতে হবে। কিন্তু শক্তি ছাড়া তো শক্তিমানের কোন পরিচয় নেই। "একমেব সচ্চিদানন্দরসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবির্ভূতম্।" ভগবান্ সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। তিনি যখন লীলা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করছেন, তখন 'দ্বিধাবির্ভূতম্' —দুই মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হচ্ছেন। উহাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী ব্যাখ্যা করলেন,—

রাধাকৃষ্ণ ঐছে দুই একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥

পরাৎপর অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, লীলা-পুরুষোত্তম। তিনিই দুই মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হলেন—শক্তি ও শক্তিমান্ স্বরূপে। তাই শাস্ত্রে বলা হল, শক্তিমান্ ছাড়া শক্তি নহেন এবং শক্তি ছাড়া শক্তিমান্ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতার মধ্যে কেবল-প্রকৃতিবাদ খণ্ডন করছেন; প্রকৃতি ও পুরুষবাদের তাত্ত্বিক দিক্ পাশাপাশি রেখে বিচার করছেন,—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।"

'ময়াধ্যক্ষেণ' ব্যাপারটা কি? আমার (শ্রীভগবানের) অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি বা প্রসব করতে পারে। সেখানে শক্তিমানকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি বলা হয়েছে কি? মূর্খ দুনিয়া, নাস্তিক দুনিয়া তারা এটা ঠিক বুঝতে পারছে না। তারা সব সাংখ্যের নির্ব্বিশেষ বিচার নিয়ে আসছে। সেখানে সাংখ্যের যে পুরুষ, তাকে বলা হয়েছে Non-entity—নির্ব্বিশেষ ক্লীব-ব্রহ্ম। পুরুষ ছাড়া প্রকৃতি সৃষ্টি করতে পারে না, এটাই হল Theory। সেই কথাটা কৃষ্ণ বুঝাতে গেছেন। 'ময়াধ্যক্ষেণ'—Under my guidance, তা না হলে প্রকৃতি চরাচর জগৎ সৃষ্টি করতে পারে না। কেবল প্রকৃতি কি করবে?

Positive ও Negative এর মিলনেই ত' সৃষ্টি বা প্রকাশ সম্ভব। এত সাদাসিধে কথাগুলি দুনিয়ার অতিবুদ্ধিমান্ মানুষ বুঝতে চায় না। আমরা প্রকৃতিবাদী বলে চীৎকার করলে কিছু হবে না।

পুরুষ যদি না থাকে, প্রকৃতি কি করবে? সব 'প্রকৃতি' হয়ে যা তোরা, তাহলে 'পুরুষ' বলে দুনিয়ায় আর কোন কথা যেন না থাকে। এক্ষেত্রে 'পুরুষ' বলে আসছে যে মানুষগুলো, তারা Effiminate nature সম্পন্ন; আবার 'প্রকৃতি' বলে সকল সুযোগ-সুবিধা আদায়ের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যারা, তারা সব—Amazons – পুরুষ-স্বভাবযুক্ত অনাশ্রিতশক্তি—A woman in masculine spirit. শাস্ত্রীয় যে তত্ত্বদর্শন সেটা সত্যদর্শন, নিত্যদর্শন। তাকে উল্টে দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও নেই। যত গায়ের জোর দেখান না কেন, Axiomatic Truth, Universal Truth চিরদিনই Axiomatic ও Universal থাকবে। তাকে এদিক ওদিক করা যাবে না। The Sun rises in the East—সূর্য্য পূর্ব্বদিকে ওঠে, যদি কোন মূর্খ বলে, ছয়মাস পরে সূর্য্য পশ্চিমদিকে উঠবে, তাহলে সে মূর্খকে কে মানবে? Universal truth-এর বিরুদ্ধে সে কথাটা বলছে। শাস্ত্রে উদাহরণ দিয়ে কথাগুলো বুঝানো হয়েছে।

শক্তি বললেই সব শক্তি সমান নয়। তার ভিতরে বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য আছে। আবার ভগবান্ শক্তিহীন, বৈশিষ্ট্যহীন—একথা যারা বলতে যাচ্ছে, তারা একপ্রকারের অর্ব্বাচীন। কিন্তু তিনি তা তো নন। ভগবানের অপ্রাকৃত শ্রীনাম আছে। শাস্ত্র নাম-নামীকে অভিন্ন বললেন। তাঁর অসমোর্দ্ধ রূপ আছে। কেউ বলছেন, ভগবান্ অরূপ। 'অরূপ' মানে কি সেটা বোঝে না। 'অরূপ' বলতে প্রাকৃত জগতের কোন রূপ নয়। ভগবানের যে রূপ সেটা সচ্চিদানন্দ রূপ, নিত্যরূপ—সেই কথা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিভিন্ন জায়গায় Negative—Positive বিচারগুলো পাশা-পাশি রেখে দেখানো হয়েছে। একটা নির্ব্বিশেষবাদী দল খুব বাহাদুরী করে বলছেন,—ভগবান্ অব্যক্ত। 'অব্যক্ত' শব্দটা শাস্ত্রের কোন জায়গায় আছে। আবার কোন স্থানে 'ব্যক্ত' শব্দও তো আছে। গীতা যারা আলোচনা করছেন, তারা দেখবেন—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্॥

অজ্ঞান দুর্ব্বুদ্ধিগণ আমার পরমভাব জানে না। আমি পূর্ব্বে অব্যক্ত

ছিলাম, বর্ত্তমানে ব্যক্ত—প্রকাশিত হলাম। এই কথা যারা বলছেন তারা অর্ব্বাচীন, অতাত্ত্বিক। ভগবান্ পূর্ব্বেও ছিলেন, বর্ত্তমানেও আছেন এবং পরেও থাকবেন; তিনি ত্রিকালসত্য তত্ত্ববস্তু। এটা হল তত্ত্বদর্শন।

একজাতীয় নাস্তিক বলছে,—ভগবানের আকার নেই। ভগবানের যদি আকার নেই তাহলে তুমি এলে কোথা থেকে? এই জগৎ সৃষ্টি হল কোথা থেকে? ভগবানের যদি সৃজনী শক্তি না ছিল, তাহলে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে কোথা হতে? দৈত্য-দানব-মানবগোষ্ঠী এল কোথা হতে? বৃক্ষ, তৃণ, লতা, গুল্ম, পশুপক্ষী সৃষ্টি হল কোথা থেকে?

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে গীতা উপদেশ করলেন। অর্জ্জুনকে বলার কোন দরকার ছিল না। অর্জ্জুন তাঁর সখা, তত্ত্বজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শন তাঁর জানা আছে। Third stageএ উন্নীত আশ্রিত ভক্ত তিনি। শান্ত, দাস্য, সখ্যভাব প্রাপ্ত হয়েছেন তিনি। তাঁকে পৃথক্‌ভাবে ভগবানের উপদেশ-নির্দ্দেশ দিবার দরকার ছিল না। বোকা হতভাগার দল আমরা, আমাদের বুঝাবার—জানাবার জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করে জগৎকে উপদেশ দিয়েছেন। কি উপদেশ করেছেন সেখানে।—

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥

যারা অব্যক্তে আসক্ত, তারা বোকা—Stupid to the last point, সেই কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 'অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যতে মামবুদ্ধয়ঃ'—'অবুদ্ধয়ঃ' মানে অর্ব্বাচীন। তারাই ওকথা বলছে। ঠিক এইখানে এই শ্লোকের ভিতর আবার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন,—যারা ঐ ধরণের চিন্তা করছে, তারা "অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে" অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ চিন্তায় আসক্ত ব্যক্তিগণের দুঃখপূর্ণ তামসী গতিই চরম প্রাপ্য বিষয়। তাহারা চিরদিনই সেবাসুখ আস্বাদন হতে বঞ্চিত।

অব্যক্ত চিন্তা করতে যাচ্ছ কেন বাবা? ভগবানের তো নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর-বৈশিষ্ট্য সবই আছে। তুমি অস্বীকার করতে যাচ্ছ কেন? নিশ্চয়ই এতে তোমার কিছু Ulterior Motive—শয়তানী বুদ্ধি আছে। শয়তানী বুদ্ধিটা কি? ছোট ছেলেমেয়েরা যেমন গার্জ্জিয়ানকে কাছাকাছি চায়, আবার কখনও কখনও মনে করে গার্জ্জিয়ান্ যদি দূরে সরে থাকেন তাহলে আমি আমার নিজের খেয়ালখুশীমত চলতে পারি। নাস্তিকদের মধ্যেও একটা Section আছে তারাও সবসময় মনে করে, আমি যদি ভগবানকে

দূরে সরিয়ে দিতে পারি, উড়িয়ে দিতে পারি, অস্বীকার করি, তাহলে আমি বেশ খামখেয়ালী, স্বেচ্ছাচারী, বেপরোয়া হয়ে চলতে পারব। এটাই হল তাদের দুশ্চিন্তা—এই জাতীয় নাস্তিকতাই ঐরূপ চিন্তা থেকে উদয় হচ্ছে।

ভগবানের আকার নেই যদি বলি, তাহলে সব ধর্ম্মে, সব শাস্ত্রে আকারের কথা এসেছে কেন? তাঁর যদি আকার নেই, তাহলে তিনি নিজের আকার দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করলেন কি করে? তিনি নিজের আকার দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন—আমাদের সনাতন শাস্ত্রে লেখা আছে। শুধু আমাদের শাস্ত্রে নয়, মুসলিম ধর্ম্মের 'কোরাণ শরীফ' ও খ্রীষ্টানের 'বাইবেলে' ঠিক এই জাতীয় কথা লেখা আছে। "God created man after His own Image" বাইবেলের মধ্যে লেখা আছে। মুসলমান শাস্ত্রের হাদিসেও লেখা আছে,—"ইন্নাল্লাহা খালাকাহা মেন সুরাতিহি।"—খোদা তাঁর নিজের আকারের মত খুবসুরত দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে কে বলে ভগবানের আকার নেই? দুনিয়ায় আজ কতকগুলো বাজে কথা—অযৌক্তিক বাক্য চলছে। যিনি ভগবান্ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, নিত্যবস্তু। সেই জিনিসটা সনাতন শাস্ত্রে বুঝিয়েছেন, জানিয়েছেন।

কেউ জোর-জুলুম করে বলল—মহাশয়! দেখিয়ে দিতে পারেন ভগবানকে? একটা ছেলে সাধুর কাছে চ্যালেঞ্জ করেছিল। জানতে চাইল এক সাধুর কাছে—"তুমি ভগবানকে দেখেছ?" সে ছেলেটা তখন সাধু হয়নি। সাধু বললেন—"হ্যাঁ দেখেছি"। অন্য সময় হলে তিনি বলতেন,—"না দেখিনি, তবে দেখার চেষ্টা করছি।" কিন্তু ও যেমন atitude নিয়ে প্রশ্ন করেছে, তিনিও বললেন,—"হ্যাঁ দেখেছি, তুই দেখবি?" প্রশ্নকারী বলল,—"হ্যাঁ দেখব।" সাধু উত্তর দিলেন,—"তাঁকে দেখতে গেলে একটা আলাদা চোখ লাগে।" বললেন—"হ্যাঁ, আলাদা চশমা লাগে।" কি চশমা, কি চোখ সেটা?—প্রেমের কাজলমাখা চোখ, তা না হলে তাঁকে দেখা যায় না। ব্রহ্মাজী গোবিন্দস্তবের মধ্যে বলছেন,—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃসদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমের কাজলমাখা চোখে ভগবানের সেই শুদ্ধস্বরূপ, সচ্চিদানন্দ রূপ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ দর্শনের বিষয়ীভূত হয়। সাধুসন্তগণ নিত্যকাল সেই প্রেমময় শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন। তাহলে তাঁর আকার নেই কে বলেছে? তাঁর আকার তো আছে, দেখা যাচ্ছে। শাস্ত্র তো এমনভাবে সুন্দর করে বুঝিয়েছেন

সব কথা। তাহলে আমরা কেন সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানকে অস্বীকার করতে যাচ্ছি? কেন রাধাকে অস্বীকার করছি? কেন ভগবানের শক্তিকে অস্বীকার করি? কেন জগৎকে অস্বীকার করি? সাধু-শাস্ত্র বলছেন এগুলো নাস্তিকতা। শাস্ত্রে যে তত্ত্বদর্শনগুলো আছে সেগুলো আমি সব বুঝে নেব, জেনে নেব, এমন ক্ষমতা আমার নেই। আমার থেকে কেউ বেশী কিছু বুঝ্‌নেবালা, বল্‌নেবালা সমাজে বসে আছেন, মেনে নিতে হবে। আমি সবটা জানতে, বুঝতে পারি না। ভগবৎ-কৃপা, করুণা-প্রার্থনা করা দরকার। সাধন-ভজনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এই কথাটা বলা আছে। আত্মজ্ঞানলাভ—আমাদের গায়ের জোর নয়; গুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের পরে নির্ভর করতে হয়। প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন, সেবাবৃত্তি দরকার। তারদ্বারা ওগুলো ভিতর থেকে clarify হয়, পরিষ্কার হয়ে যায়। তত্ত্বদর্শনটা তার হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় আপনা থেকে, সদ্‌গুরুর কৃপাপ্রভাবে, ভগবৎ-কৃপাপ্রভাবে—শাস্ত্রে বলা আছে, বুঝানো আছে। সব কথাগুলো তো বলে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এটা অনুভবসিদ্ধ ব্যাপার—Matter of realisation। অনুভূতির দ্বারা এর বাস্তবতা উপলব্ধি হয়। রাত অধিক হয়ে গেল। আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি,—

রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনি।
কৃপয়া নিজপাদাব্জে দাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥

১। "ভগবানের পরীক্ষার স্থল এই পৃথিবী অর্থাৎ সংসার। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে হরিজনগণের কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে হয়।"

২। "মহাভাগবত জানেন সকলেই তাঁহার গুরু। তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।"

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব-তিথি-বাসরে

ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি

হে পতিতপাবন গুরুদেব !
গোলোক হ'তে এসেছ তুমি
নাশিতে জীবের দুর্গতি।
করুণা বারি পীযূষধারা
অমৃতবাণী, আর প্রেমপরা ;
অকাতরে করিছ দান,
নিরন্তর গৌর-কৃষ্ণ-গুণগান।
স্মরিয়া তব আবির্ভাব-তিথি
তব চরণে ধরি পুষ্পাঞ্জলি ;
কাতরে করি এ মিনতি—
তব কৃপায় পাই যেন শরণাগতি।
হে অনাথের নাথ !
দিবস রজনী নিরলসে গৌরবাণী,
বিতরিছ সদা নিগমসার শ্রাবণী,
প্রকট করি' গ্রন্থ পরমগুরুর জীবনী ;
গুরুসেবা দর্শিয়াছ—ভক্তি-জননী।
নিজে আচরি' বৈষ্ণব-ধরম নিচয়,
শান্ত-স্নিগ্ধ-বাণী মর্ম্মরে প্রবেশয়।
গোলোকের ধন তুমি গোলোক-প্রিয়জন,
ধরার বুকে আনিয়া দুর্ল্লভ প্রেম-রতন,
পতিত পামর জনে করিতেছ দান,
কুণ্ঠাহীন দ্বন্দ্বহীন নিত্য অম্লান।
তব গুণ-মহিমা-সিন্ধু না পায় সীমা,
অধম প্রাণকৃষ্ণ বর্ণিতে নারে এককণা।
জনম জনম মোর এই অভিলাষ।
তব চরণ সেবায় কর মোরে দাস ॥

—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী (ডাঃ পরিতোষ রাহা)

পরলোকে শ্রীযুক্তা শান্তিপ্রভা দেবী

বিশেষ দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিতা অন্যতমা প্রধান-সেবিকা শ্রীযুক্তা শান্তিপ্রভা দেবী ৭৪ বৎসর বয়সে বিগত ১লা ভাদ্র ১৩৯৪ ; ইং ১৮ই আগষ্ট ১৯৮৭ ; মঙ্গলবার—শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমীর পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব-দিনে রাত্রি ১১-১৫ মিনিটে সজ্ঞানে শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে শিলিগুড়ি সহরস্থ পূর্ব্ব-দেশবন্ধুপাড়াস্থিত ৬৩, তারাশঙ্কর রোডের বাসভবনে দেহরক্ষা করেন।



তিনি ১৯১৩ সালে পূর্ব্ববঙ্গের ঈশ্বরগঞ্জস্থ বরহিত গ্রাম-নিবাসী পরলোকগত শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্বামী—বর্ত্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার গড়পাড়া-নিবাসী প্রমোদা সুন্দর চক্রবর্ত্তী।

১৯৫০ সালে তাঁহারা উদ্বাস্তু হইয়া মেঘালয়ের অন্তর্গত ওয়েষ্ট গারো হিলস্-জেলার সদর তুরা-শহরের অধীন ডালু-ক্যাম্পে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথা হইতে আসিয়া ২৪ পরগণা জেলার হালিসহরের কোনা-গ্রামে কবিরাজপাড়ায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্ত্তিকালে ১৯৫৮ সালে শিলিগুড়িতে আগমন এবং দেশবন্ধুপাড়ার তারাশঙ্কর রোডে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তাঁর চার পুত্রমধ্যে তিন পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান।

তিনি শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি-বেদান্ত বামন গোস্বামী মহারাজের নিকট হইতে শ্রীহরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীসমিতির প্রচারকার্য্যে তিনি ছিলেন—উত্তরবঙ্গের মহিলাগণের অন্যতম প্রধানা। তিনিই স্বয়ং শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহিমা-মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া শ্রীসমিতির বহু সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার সেবাচেষ্টা বর্ত্তমান দিনে সত্যই বিরল। আজ তাঁহার অনুপস্থিতিতে শ্রীসমিতির সেবকবৃন্দের মনে যেন আনন্দোচ্ছাসের ভাটা পড়িয়াছে।

তিনি সাধুসঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থাদি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত শ্রীধাম পরিক্রমা ও তীর্থদর্শনে তিনি প্রায় প্রতিবারই যোগদানের সুযোগ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার স্বগৃহেও বর্ষে কয়েকবার গুরু-বৈষ্ণবগণকে লইয়া ভাগবতাদি শাস্ত্রপাঠ-কীর্ত্তন ও মহোৎসবাদি করিয়া শ্রদ্ধালু জনগণকে মহাপ্রসাদ দান করিতেন। গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রতি তাঁহার অটুট শ্রদ্ধা-ভক্তির তুলনা হয় না।

দেহরক্ষার কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি সকলের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করেন। শ্রীগুরুদেবকে দর্শনের জন্য বিশেষ আকুলতা-ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে থাকেন। পত্র ও টেলিগ্রাম পাঠানো হয়, কিন্তু উহা হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই গুরুদেব শিলিগুড়ি পৌঁছেন এবং ১৩।৮।৮৭ তাংএ শ্রীযুক্তা শান্তিপ্রভা দেবীকে দর্শন-দানপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনামগ্রহণের উপদেশ ও শ্রীগৌর-রাধা-বিনোদবিহারীজীউ-নৃসিংদেব-গিরিরাজজীউকে স্মরণের নির্দ্দেশ দান করেন। অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি Super Express Bus-এ শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠের উদ্দেশ্যে ধুবড়ী যাত্রা করেন।

শিলিগুড়িস্থ শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠের রক্ষক ও শ্রীসমিতির অন্যতম বিশিষ্ট প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিদণ্ডী মহারাজের ও শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ২১।৮।৮৭ তাংএর পত্রদ্বয় লইয়া বাহক ব্রহ্মচারীজী কয়েকদিন ধুবড়ীতে অপেক্ষা করিলেও দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ কোনরূপ যোগাযোগের

সুযোগ হয় নাই। উক্ত স্বামিজীর আনুগত্যে ও পরিচালনায় শান্তিপ্রভা দেবীর পারলৌকিক অনুষ্ঠানাদি সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয়। বৈষ্ণব ও ভক্তবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদাদি গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হন।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির বিভিন্ন সময়ের তীর্থযাত্রিগণ, বিশেষতঃ সমিতির সেবকগণ শান্তিপ্রভা দেবীর অবর্ত্তমানে বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করিতেছেন। সমিতির বিভিন্ন মঠে তাঁহার সাধ্যানুযায়ী সেবা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছে। তাঁহার সরল অমায়িক বৈষ্ণবোচিত ব্যবহারে গুরু-বৈষ্ণবগণ সন্তুষ্ট ও প্রীত ছিলেন।

আমরা আশা করি, শান্তিপ্রভা দেবীর শুভেচ্ছা ও শুভাশীষে তাঁহার পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূগণ তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ক্রমশঃ পরমার্থ-পথে অগ্রসর হইবেন। তাঁহার কন্যা শ্রীমতী বীণা ভট্টাচার্য্য বহু পূর্ব্ব হইতেই শ্রীকৃষ্ণভজন-পথে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার মধ্যম বধূমাতা শ্রীযুক্তা অনীতা দেবীও গত ১৯।৬।৮৭ তাং-এ শুদ্ধগৌড়ীয়-বৈষ্ণবস্মৃত্যনুসারে শ্রীনামদীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক জীবিতকালেই তাঁহার শ্বশ্রূমাতার প্রীতিবিধান করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ ইহাঁদের সকলের সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ বিধান করুন।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

১। "যাহারা ভগবানের কোন আকার নেই বলে তাহারা নাস্তিক। তাহাদের সঙ্গ কখনও করিবে না।"

২। "ভক্তিই বেদান্তের একমাত্র তাৎপর্য্য, জ্ঞান নহে।"

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও

শ্রীগৌরজন্ম-মহোৎসব

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি
(রেজিষ্টার্ড)
ফোন—২৪৭

শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ
তেঘরিপাড়া, পোঃ নবদ্বীপ
জেলা—নদীয়া (পশ্চিমবঙ্গ)।

সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক নিবেদন—

কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশচীনন্দন গৌরহরির নিখিল ভুবন-মঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা (ফাল্গুনী-পূর্ণিমা) উপলক্ষে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা-নিয়ামক নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের শুভাশীর্ব্বাদে উপরিউক্ত ঠিকানায় আগামী ১৪ই ফাল্গুন, ১৩৯৪ (ইং ২৭/২/১৯৮৮) শনিবার হইতে ২০শে ফাল্গুন, '৯৪ (ইং ৪/৩/৮৮) শুক্রবার পর্য্যন্ত একসপ্তাহব্যাপী বিরাট **মহোৎসবের** অনুষ্ঠান হইবে। এই মহদনুষ্ঠানে প্রত্যহ পাঠ, বক্তৃতা, কীর্ত্তন, ইষ্টগোষ্ঠী, শ্রীবিগ্রহ-সেবা, **মহাপ্রসাদ**-বিতরণাদি বিবিধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ যাজিত হইয়া থাকে।

বিশেষতঃ এতদুপলক্ষে **শ্রীনবদ্বীপধামের** অন্তর্গত নয়টী (৯টী) দ্বীপ দর্শন, তত্তৎস্থান মাহাত্ম্যকীর্ত্তন ও নগরসঙ্কীর্ত্তন-মুখে **ষোলক্রোশ শ্রীধাম-পরিক্রমা** হইবে।

ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জন মহোদয়গণ উক্ত শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে সমিতির সদস্যবর্গ পরমানন্দিত ও উৎসাহিত হইবেন। এই মহদনুষ্ঠানের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা সমিতির সেবাকার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতি অর্জ্জিত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব এবং **শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমাপঞ্জী** পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইল। ইতি—৩০শে পৌষ, ১৩৯৪।

শুদ্ধভক্ত-কৃপালেশপ্রার্থী—

সভ্যবৃন্দ,
শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি

দ্রষ্টব্য :—কোন বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে বা সাহায্যাদি পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে উক্ত সমিতির "সাধারণ-সম্পাদক-"এর নামে উল্লিখিত ঠিকানায় জ্ঞাতব্য ও প্রেরিতব্য।

শ্রীগৌরধাম-পরিক্রমা ও জন্মোৎসব-পঞ্জী

১। ১৪ ফাল্গুন (ইং ২৭/২/৮৮), শনিবার ;—(১) **শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ** (কীর্ত্তনাখ্য)—গঙ্গাস্পর্শনান্তে শ্রীগৌর-যোগপীঠ শ্রীধাম-মায়াপুর উদ্দেশ্যে দণ্ডবৎ-প্রণত হইয়া স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, সুরভিকুঞ্জ, স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জ, সুবর্ণ-বিহার, হরিহরক্ষেত্র, **নৃসিংহপল্লী** ; এবং (২) **শ্রীমধ্যদ্বীপ** (স্মরণাখ্য) —মাজিদা, হাটডাঙ্গা, আনন্দবাস, বামনপুরা, হংসবাহন।

২। ১৫ ফাল্গুন (ইং ২৮/২/৮৮), রবিবার ;—(৩) **শ্রীকোলদ্বীপ** (পাদসেবনাখ্য)—গদখালির কোল, তেঘরির কোল, কোলের আমাদ, কোলেরগঞ্জ, কোলের দহ, সমুদ্রগড়, চাঁপাহাটি ; এবং (৪) **শ্রীঋতুদ্বীপ** (অর্চ্চনাখ্য)—রাতুপুর।

৩। ১৬ ফাল্গুন (ইং ২৯/২/৮৮), সোমবার ;—(৫) **শ্রীজহ্নুদ্বীপ** (বন্দনাখ্য)—জান্নগর (জহ্নু মুনিস্থান), বিদ্যানগর (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের পাট) ; এবং (৬) **শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ** (দাস্যাখ্য)—**মামগাছি** (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পাট), অর্কটীলা বা একডালা, মাতাপুর (পঞ্চপাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস)।

৪। ১৭ ফাল্গুন (ইং ১/৩/৮৮), মঙ্গলবার ;—(৭) **শ্রীরুদ্রদ্বীপ** (সখ্যাখ্য)—রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইন্দ্রাকপুর ও গঞ্জেরডাঙ্গা ; এবং (৮) **শ্রীসীমন্তদ্বীপ** (শ্রবণাখ্য)—শিমুলিয়া, শরডাঙ্গা, শোণডাঙ্গা, মেঘার চড়, বেলপুকুর ; অতঃপর শহর নবদ্বীপস্থ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সমাধি, পোড়ামাতলা (প্রৌঢ়া-মায়াস্থান)।

৫। ১৮ ফাল্গুন (ইং ২/৩/৮৮), বুধবার ;—(৯) **শ্রীঅন্তর্দ্বীপ** (আত্ম-নিবেদনাখ্য)—শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীগৌরজন্মভিটা, শ্রীবাস-অঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈত-ভবন, শ্রীচৈতন্যমঠ (শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য-ভবন), জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি-মন্দির, শ্রীধর-অঙ্গন ও শ্রীমুরারি গুপ্তের পাট, চাঁদকাজির সমাধি প্রভৃতি দর্শনান্তে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

৬। ১৯ ফাল্গুন (ইং ৩/৩/৮৮), বৃহস্পতিবার ;—**শ্রীগৌরজন্মোৎসব**।

৭। ২০ ফাল্গুন (ইং ৪/৩/৮৮), শুক্রবার ;—**সাধারণ-মহোৎসব (মহাপ্রসাদ বিতরণ)**।

জ্ঞাতব্য :—পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু যাত্রিগণ মশারীসহ বিছানা এবং হাল্কা থালা ও ঘটি অবশ্যই সঙ্গে আনিবেন এবং ১৩ই ফাল্গুন (ইং ২৬/২/৮৮) শুক্রবার সন্ধ্যায় শ্রীমঠে উপস্থিত হইবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত দিবসের পূর্ব্বেই কেহ মঠে আসিলে থাকার ও প্রসাদাদির ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।

লোৎপাদয়েন্যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা

সেই ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ যাতে আত্ম-পরসন্ন।
অধোক্ষজে অহৈতুকী ভক্তি বিঘ্নশূন্য॥

অন্য ধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে পালে সেই জন।
হরি-কথায় রতি নৈলে পণ্ড সেই শ্রম॥

৩৯শ বর্ষ | ১১ গোবিন্দ, ক্ষীরোদশায়ী, ৫০১ শ্রীগৌরাব্দ
২৯শে মাঘ, শনিবার, ১৩৯৪, ইং ১৩।২।৮৮ | ১২শ সংখ্যা

সানুবাদং

শ্রীমহাদেব-কৃতম্ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপঞ্জর-স্তোত্রম্

[শ্রীগরুড়পুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ে]

শ্রীমহাদেব উবাচ,—

প্রবক্ষ্যাম্যধুনা হ্যেতদ্বৈষ্ণবং পঞ্জরং শুভম্।
নমো নমস্তে গোবিন্দ চক্রং গৃহ্য সুদর্শনম্।
প্রাচ্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ১॥

[শ্রীহরি বলিলেন,—এক্ষণে বিষ্ণুপঞ্জরস্তোত্র বলিতেছি। এই শুভ স্তোত্র শ্রবণ কর।]

হে গোবিন্দ! তোমাকে নমস্কার। তুমি সুদর্শণ চক্র গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্বদিক রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম॥ ১॥

গদাং কৌমোদকীং গৃহ্য পদ্মনাভ নমোঽস্তু তে।
যাম্যাং রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২ ॥

হে পদ্মনাভ! তোমাকে নমস্কার। তুমি কৌমোদকী গদা ধারণ করত আমার দক্ষিণদিক্ রক্ষা কর। আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ২ ॥

হলমাদায় সৌনন্দং নমস্তে পুরুষোত্তম।
প্রতীচ্যাং রক্ষ মাং বিষ্ণো ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ৩ ॥

হে পুরুষোত্তম! তুমি সৌনন্দ হল গ্রহণ করত আমার পশ্চিমদিক্ রক্ষা কর, আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৩ ॥

মুসলং শাতনং গৃহ্য পুণ্ডরীকাক্ষ রক্ষ মাম্।
উত্তরস্যাং জগন্নাথ ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ৪ ॥

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমি শাতন মুসল গ্রহণ করত উত্তরদিক্ রক্ষা কর। হে জগন্নাথ! আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৪ ॥

খড়্গমাদায় চর্ম্মাথ অস্ত্রশস্ত্রাদিকং হরে।
নমস্তে রক্ষ রক্ষোঘ্ন ঐশান্যাং শরণং গতঃ ॥ ৫ ॥

হে হরে! তোমাকে নমস্কার। তুমি খড়্গচর্ম্মাদি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করত আমার ঈশানকোণ রক্ষা কর। হে রাক্ষসশাসন! আমি তোমার শরণ লইলাম ॥ ৫ ॥

পাঞ্চজন্যং মহাশঙ্খমনুদ্বোধঞ্চ পঙ্কজম্।
প্রগৃহ্য রক্ষ মাং বিষ্ণো আগ্নেয্যাং যজ্ঞশূকর ॥ ৬ ॥

হে শূকররূপ বিষ্ণো! তুমি পাঞ্চজন্য শঙ্খ ও অনুদ্বোধ-নামক পদ্ম গ্রহণ করত আমার অগ্নিকোণ রক্ষা কর ॥ ৬ ॥

চন্দ্রসূর্য্যসমং গৃহ্য খড়্গং চান্দ্রমসং তথা।
নৈর্ঋত্যাং মাঞ্চ রক্ষস্ব দিব্যমূর্ত্তে নৃকেশরিন্ ॥ ৭ ॥

হে দিব্যশরীর নৃসিংহ! তুমি চন্দ্র ও সূর্য্যসম চান্দ্রমস খড়্গ গ্রহণ করত আমাকে নৈর্ঋতকোণে রক্ষা কর ॥ ৭ ॥

বৈজয়ন্তীং সম্প্রগৃহ্য শ্রীবৎসং কণ্ঠভূষণম্।
বায়ব্যাং রক্ষ মাং দেব হয়গ্রীব নমোঽস্তু তে ॥ ৮ ॥

হে হয়গ্রীব! তোমাকে নমস্কার। তুমি পতাকা ও শ্রীবৎস কণ্ঠভূষণ ধারণ করত আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা কর ॥ ৮ ॥

বৈনতেয়ং সমারুহ্য ত্বন্তরীক্ষে জনার্দ্দন।
মাঞ্চ রক্ষাজিত সদা নমস্তেঽস্ত্বপরাজিত ॥ ৯ ॥

হে জনার্দ্দন! তুমি বৈনতেয় গরুড়ে আরোহণ করত আমাকে শূন্যপথে রক্ষা কর। হে অজিত! তুমি আমাকে রক্ষা কর; হে অপরাজিত! তোমাকে নমস্কার করি ॥ ৯ ॥

বিশালাক্ষং সমারুহ্য রক্ষ মাং ত্বং রসাতলে।
অকূপার নমস্তুভ্যং মহামীন নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥

হে অকূপার মহামীনরূপ! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি বিশালাক্ষে আরোহণ করত আমাকে রসাতলে রক্ষা কর ॥ ১০ ॥

করশীর্ষাদ্যঙ্গুলেষু সদ্যস্ত্বং বহুপঞ্জরম্।
কৃত্বা রক্ষস্ব মাং বিষ্ণো নমস্তে পুরুষোত্তম।
এতজ্জপন্ নরো ভক্ত্যা শত্রূন্ বিজয়তে সদা ॥ ১১ ॥

হে পুরুষোত্তম! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি হস্ত, মস্তক, অঙ্গুলি, বাহু, পঞ্জর প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট আমার দেহকে সদ্য রক্ষা কর। এই বিষ্ণুপঞ্জর স্তব যে মানব পাঠ করে, সে সকল শত্রু পরাজয় করিতে পারে ॥ ১১ ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৩৬৯ পৃষ্ঠার পর]

জ্ঞানফলানুভববিচারস্থলে কিছু বক্তব্য আছে। শুদ্ধজ্ঞানের যে ফল তাহা প্রেমা, অতএব সে ফলের বিচার এস্থলে হইবে না। ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান, নৈতিকজ্ঞান, ঈশ্বরজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান এই চারিপ্রকার জ্ঞানজনিত ফলেরই বিচার হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান ও নৈতিকজ্ঞান-সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গেল। এস্থলে ঈশ্বরজ্ঞানও ব্রহ্মজ্ঞানফলেরই কিছু বিবেচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইল যে, ঈশ্বরজ্ঞান হইতে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হয়। কর্ম্মের দুইপ্রকার প্রবৃত্তি। ফলভোগ করাইয়া পুনরায় নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা একটী প্রবৃত্তি। ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়া শান্তিলাভ করা আর একটী প্রবৃত্তি। প্রথম প্রবৃত্তি

কর্ম্মের দ্বিবিধ প্রবৃত্তি

পূর্ব্বেই বিচারিত হইল। দ্বিতীয় প্রবৃত্তিক্রমে ঈশ্বরজ্ঞানজনিত কর্ম্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহা দিতে স্বয়ং অক্ষম হইয়া পড়ে। অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রে ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্ম্মই অবশেষে কৈবল্য-প্রদান করিব বলিয়া ভরসা দেয় (১)। সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয় তাহা মিথ্যা। প্রথমে পাতঞ্জলশাস্ত্রে কথিত হইল যে, ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলি। সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ। জীবও যোগ্যক্রমে সেই কৈবল্য লাভ করে। ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরস্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম, তিনিই বা তখন আমার সম্বন্ধে কি করেন? অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর নাই। তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে? আমি কি এই স্থির করিব যে, ঈশ্বর একটী কল্পিত পুরুষবিশেষ? সাধনকালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তাহা হইলে যে-সকল জীব কৈবল্য লাভ করে, তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল? এরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় যে, ঈশ্বর একটী অবস্থাবিশেষ, সেই অবস্থায় জীবসমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর-সাযুজ্যবাদ হইল। যদি বল, তাহাতে দোষ কি? তাহা অদ্বৈতবাদমতের একটী পৃথক্ নামমাত্র। এক মত দুইনামে প্রচার করা আবশ্যক কি? যোগের ফল বিভূতি যেমন অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য হয়, তদ্রূপ চরম ফল যে কৈবল্য তাহাও ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী শুনিতে ভাল ছিল, কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। ঈশ্বরজ্ঞানজনিত ফল বলিয়া অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই মুক্তিত্রয়কে বলিয়াছেন। সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবাই চরমে হইয়া থাকে। সেই সকল মুক্তিকে সেবাদ্বার বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বরজ্ঞান যদি কৃষ্ণভক্তিকে পুষ্টি করে, তবে তাহার ঈশ্বরজ্ঞানস্বরূপটী শীঘ্র শুদ্ধজ্ঞানরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাতে ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপে পরিণত হয়।

কৈবল্য

ব্রহ্মজ্ঞান

---

(১) যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাত্মাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি॥ ভাঃ ১২।৬।৬৮
বিদ্যাতপঃ প্রাণনিরোধমৈত্রীতীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে॥ ভাঃ ১২।৩।৪৮

ব্রহ্মজ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণমুক্তি তাহা নিতান্ত হেয়। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব বলিয়া একটী ব্রহ্ম স্থাপন করা গেল। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে, যতপ্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে, তাহার বিপরীত যে তত্ত্ব তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অস্তিত্বের বিপরীত তত্ত্বের সহজ নাম নাস্তিত্ব। নির্ব্বাণশব্দে নাস্তিত্বকে বুঝায়। ব্রহ্মসাযুজ্য বলিলে নির্ব্বাণ বা নাস্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিলেন বলিলে এই হয় যে, জীবের সর্ব্বনাশ হইল। ইহাকে কি লাভ বলা যায়? এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত? অত্যন্ত ভগবদপরাধক্রমে কংস-শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছে, তাহা কি শ্রেষ্ঠ লোকের অন্বেষণীয়? অতএব জ্ঞানফল অতি তুচ্ছ। পক্ষান্তরে যুক্তিকেই যাঁহারা জ্ঞান বলেন, তাঁহারাও জানুন যে, জ্ঞানফল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, যুক্তি জড়জগতের বাহিরে যাইতে সমর্থ নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্টা করে, সে কেবল নিজের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক করিয়া থাকে, তদ্দ্বারা প্রকৃতির অতীত-তত্ত্বের বিচারে কোন ফললাভ করা যায় না (১)। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়া নাস্তিকতাকে প্রসব করে। সন্দেহবাদ, নাস্তিক্যবাদ, জড়বাদ, নির্ব্বাণবাদ এই সমুদয় বাদই যুক্তির অনধিকারচর্চ্চাক্রমে প্রসূত হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানফল জীবের অমঙ্গলজনক।

নির্ব্বাণ

জ্ঞানফল অমঙ্গল-জনক

ভক্তিফলানুভবই শেষফলানুভব। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্মের ফলই স্বধর্ম্ম-উন্নতি, আশ্রয় উন্নতি ও বিষয়ে বিশুদ্ধরূপে অবস্থিতি। স্বর্গ, মুক্তি, জড়শরীর, মন, বদ্ধ আত্মার বিকৃতি ও সমাজের উন্নতি এইসকল-সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্যফল নাই। ভক্তি অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি (২)। ভক্তি নিজে উন্নত হইয়া প্রেমরূপিণী হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থা হইতে স্ব-স্বরূপে নীত করিয়া স্বীয় কার্য্য

ভক্তি

---

(১) স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠিতা॥
বত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপদ্যতে॥ প্রাচীনবাক্যম্

(২) দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্।
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা॥

পবিত্ররূপে সম্পাদন করিবে, ইহাই ইহার চেষ্টা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেস্থলে ভুক্তি ও মুক্তিস্পৃহা থাকে, সেস্থলে ভক্তি লুক্কায়িত হইয়া পড়েন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল প্রদান করে, কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সমর্থা হইয়াও স্বধর্ম্ম-উন্নতি ব্যতীত অন্য কোন ফল দেন না।

চতুর্ব্বিধ বিরোধানুভব

বিরোধানুভব শুদ্ধজ্ঞানের পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ। বিরোধানুভব চারি-প্রকার; যথা :—১। পরেশস্বরূপবিরোধানুভব, ২। স্বস্বরূপবিরোধানুভব, ৩। স্বধর্ম্মস্বরূপবিরোধানুভব, ৪। ফলস্বরূপবিরোধানুভব।

পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি নিরাকার বলিলে তাঁহার নিত্যসচ্চিদানন্দরূপের বিপরীত বাদ হইয়া উঠে। জড়ীয়রূপ নাই বলিয়া তিনি নিরাকার নন, তাঁহার গুণ অচিন্ত্য। কেবল সর্ব্বব্যাপী বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্রগুণবিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য (১)। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিলে, একটীমাত্র নির্ব্বিশেষতাগুণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্য গুণের পরিচয় হয়। জীবসকলকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মিত সুখধাম

অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী ॥ ভাঃ ৩।২৫।৩২

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতির্বিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥ ভাঃ ৩।২৯।১১-১২

(১) অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ গীঃ ৭।২৪-২৫
যেষাংত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ গীঃ ৭।২৮
ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্।
পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জ্জগতো যো জগচ্চ যঃ ॥ ভাঃ ১০।৯।১৩

জগৎকে আরও উন্নত করিয়া লইবেন এবং যে যতদূর তাঁহার ঐ প্রিয়কার্য্য সাধন করিবে ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্যলীলার বিরোধ-বাক্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প ও সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে, এই জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই জগৎটী তদ্রূপ হইত। কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন এরূপ বুদ্ধি যাঁহাদের আছে, তাঁহারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন। এইরূপ অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্তদ্বারা অনেক অনার্য্যজুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বতোভাবে স্বরূপতঃ ভগবান্ একতত্ত্ব হইয়াও দ্রষ্টৃস্বরূপ জীবের অধিকারানুসারে উদয়-ভেদ স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে ভগবানের একতত্ত্বত্ব অস্বীকার করাও পরেশস্বরূপবিরোধ কার্য্য (১)। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান্ ভক্তিযোগে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রভাবিত হন, ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিকার্য্য। সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্ত্তি-সেবন করাই ভক্তজীবনের উচিতকার্য্য। তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপবিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকারতত্ত্ব পাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বা পণ্ডিতাভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রণবকে ধনু, আত্মাকে শর ও ব্রহ্মকে তল্লক্ষ্য বলিয়া অধ্যাত্মযোগসাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে, পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎকাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই, সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বস্তু লাভ হয় না। তিনি একপ্রকার সত্যবাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্ত্তি তাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক; যেমত আমি সনাতন ঋষিকে দেখি নাই, একটী মূর্ত্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্ত্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন

পরেশস্বরূপবিরোধ কার্য্য

(১) ন তেঽভবস্যেশ ভবস্য কারণং বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি ॥ ভাঃ ১০।২।৩৯

পান কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ! কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটোগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়াবিশেষ) লইয়াছিলেন, তিনি যখন সেই ফটোগ্রাফ দর্শন করিবেন, তখন চক্ষুঃ নিমীলন করিলে, বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটোগ্রাফটী কেবল সত্যভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না। বরং ইহা স্মরণের একটী যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়াদ্বারা যে অধ্যাত্মযোগ, সে কেবল সাধকদিগের পক্ষে একটী প্রাথমিক ব্যাপারমাত্র (১)। তাহাতে সাধকহৃদয় চরিতার্থ হয় না। ভগবৎস্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐরূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া আছে, তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্ত্তব্য বটে। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তিদর্শকদিগের উদ্দীপকতত্ত্ব। যাথার্থ্যসাধক হইয়া তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপদর্শনকারীর পক্ষে মিথ্যা কল্পিত-মূর্ত্তি যেমত অমঙ্গলজনক, স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুলাভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপবিরোধী মত সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতার পার্থক্য

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানলাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহসেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমানদিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও তৎপরে খ্রীষ্টীয়ানদিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসিদিগের পবিত্র ধর্ম্মবুদ্ধিকে দূষিত করিলে নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই শ্রীবিগ্রহনিন্দা করিবার পূর্ব্বে কেহই এবিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহসেবা নাই, সে ধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তিমার্গে শ্রীবিগ্রহব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহসেবা

---

(১) ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ভাঃ ৩।৯।১১
বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দ-স্বরূপঃ সর্ব্ববুদ্ধিদৃক্ ॥ ভাঃ ১০।৩।১৩

ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে অবলম্বন করত শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহগত চক্ষুদ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস-নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণতঃ সমুদয় নিরুপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দসমাধিসময়ে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে সেইরূপের অহরহঃ ধ্যান করেন। প্রাকৃতজগতে সেই নিত্যরূপের প্রতিচ্ছায়ারূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করত নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত বস্তু হয় না। যাঁহার ভক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎস্বরূপতা নাই, কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্যচিন্ময়মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার শ্রীবিগ্রহ। ভগবৎস্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারে না, সমস্তই শিল্প ও বিজ্ঞানে যেরূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎস্বরূপের প্রতিভূস্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎ-স্বরূপপ্রতিভূ যে যথাযথ, তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধভক্তি-বুদ্ধিরূপ ফলদ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎপদার্থের সহিত বিদ্যুৎযন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ, তাহা কেবল বিদ্যুৎফলকোৎপত্তিরূপ ফলদ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ, তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা ছাড়া আর কি বলিতে পারে? ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে, শ্রীবিগ্রহ-সেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে? ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে, তাহারা পৌত্তলিক। তাহারা পঞ্চপ্রকার—

শ্রীবিগ্রহসেবক পৌত্তলিক নহেন

পঞ্চবিধ পৌত্তলিক

১। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে (১)।

২। জড়কে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে (২)।

---

(১) যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিজ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥ ভাঃ ১০।৮৪।১৩

(২) তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥ ভাঃ ৩।১৫।৪৩

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয়রূপ কল্পনা করে (১)।

৪। যাহারা চিত্তবৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করত তাঁহার একটী কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করে (২)।

৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে (৩)।

চাকচিক্যবিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরপূজা পৌত্তলিকতা

অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্নিপূজকগণ ও জোভ সেঠার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীকদেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথমশ্রেণীর পৌত্তলিক। যে-সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপজ্ঞান উদয় হয় নাই, অথচ জীবের ঈশ্বরবিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞানবশতঃ যে চাকচিক্য-বিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বরপূজা দেখা যায়, তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকারবিচারে ঐরূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

নির্ব্বিশেষবাদী পৌত্তলিক

জড়ীয়জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনাক্রমে মুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয়গণের বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকার-বাদিমাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষ ভাব যখন ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপসম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড় বিপরীত নয়। (ক্রমশঃ

—জগদ্‌গুরু শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

---

(১) প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূতরূপং তেনেশ নির্ব্বৃতিমবাপুরলং দৃশো নঃ।
তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম যোহনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ ॥ ভাঃ ৩।১৫।৫০

(২) কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ গীঃ ৭।২০,২৩

(৩) জীবে বিষ্ণু মানি এই অপরাধ-চিহ্ন।
জীবে বিষ্ণু বুদ্ধি করে যেই ব্রহ্ম-সম।
নারায়ণে মানে তারে পাষণ্ডে গণন ॥ প্রভুবাক্য চরিতামৃত মধ্য ৫২

শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্‌ভাগবত-ব্যাখ্যা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ৪১৪ পৃষ্ঠার পর]

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্‌
ভ্রশ্যন্তি মার্গাত্ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

ভক্ত জানেন, ভগবান্ তাঁর উপাস্য আর গণেশ মহাশয় জড়জগতের ব্যক্তি-গণের সিদ্ধিদাতা—যারা ভগবানের উপাসনা করে না, তাদের ছেলে-ভুলানো কাজে আটক করে রেখেছেন। গণেশের উপাসনায় জড়সবিশেষ বিচার, পরিশেষে নির্ব্বিশেষতত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষতত্ত্বের প্রকাশবিগ্রহ নৃসিংহদেব পৃথক বস্তু। গণাধিপ—leader, জগতের যতরকম leadership আছে, সকলের শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গণাধিপ—গণেশ; আর নৃসিংহদেব হচ্ছেন সেই গণাধিপাধিপ। জগতের কামনাপ্রিয় জনগণের শ্রেষ্ঠ হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা—নারায়ণ বা ব্রহ্ম হয়ে যাব, এসকল ক্ষুদ্র পিপাসায় যাঁরা ব্যতিব্যস্ত, তাদের সুবিধা দেন গণেশ। কিন্তু চিৎসবিশেষ-বিচারপর প্রহ্লাদ মহাশয়ের ঐরূপ কুবাসনার উদয় হয় নি। যে দুশ্চিন্তা (mental speculation) মানবকে আক্রমণ করে ভোগতাৎপর্য্যপরতায় বিলীন করেছে, সেরকম কথা ভাগবতে নেই। সুতরাং আশ্রয়জাতীয় মাধুর্য্য, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, শান্ত বিচারের বিষয়গুলি আর জড়-জগতের বিষয়-আশ্রয়-জনিত প্রেরণা একরকম মনে করতে হবে না। সব সমানজাতীয় নয়। তা হলে জড়ভোগী বা ত্যাগ-মহিমা-পর ব্রহ্মবাদী বলবে,—"ভক্তেরও বাসনা ভগবানের সেবা করা; সুতরাং এখানেও কামনা আছে!" কিন্তু তা নয়। আশ্রয় জাতীয়ের নিত্যবৃত্তির যে স্বরূপগত চেষ্টা, তাতে বাসনাজাতীয় imperfection—অযোগ্যতা আরোপ করতে হবে না। যিনি আরোপ করেন, তিনি অভক্ত জড়বস্তুর সেবক মাত্র, অবিবেচক, তাঁর প্রকৃত মঙ্গলের জন্য যত্ন নেই। ভক্ত বা ভগবান্‌কে dock-এর আসামী করে cross examination করার যোগ্যতা তাদের নেই। তারা বাস্তবসত্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সত্যপ্রতিম ব্যাপারে ভরপুর থাকায় ঐ প্রকার অসুবিধা হয়েছে।

'নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং' ইত্যাদি।

বাস্তবিক আলয়—আশ্রয়—রসময় অবস্থা। 'রসিক' 'ভাবুক' কথাটা লক্ষ্যের বিষয়। আমরা এরকম মনে করবো না যে, জড়রসপরায়ণ সাহিত্যিক-সম্প্রদায়ের কাণে হরিকথা ঢুকেছে। যেদিন ঢুকবে, সেদিন তাদের জররস প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হয়ে যাবে। নচেৎ উহাই একমাত্র ধ্যেয় থাকবে। তাদের ধ্যানের বিষয়—ভোগ্য জড়জগৎ। মনগড়া ক্রূরদ্বৈতবাদ যাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছে, তারা শুদ্ধ অদ্বৈতের কথা শুনবে না, বিদ্ধাদ্বৈতেই থাকবে। জড়রসের জন্য ধাবমান হয়ে তা থেকেও বঞ্চিত। তাদের ক্লেশ অত্যন্ত অধিক। এজন্যই গীতায় "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্" অবতারণা। এরকম স্থূল বা সূক্ষ্ম দেহ নিয়ে জড়রস আস্বাদিত হলে "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" বিচারে চিদ্‌রস আস্বাদন করতে পারবে না—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম" বিচার বুঝতে পারবে না। যদি সব বিচিত্রতা ব্রহ্ম হতে আসে, তা হলে তাঁকে খর্ব্ব করার চেষ্টা কেন? এখানে illusory energy dissuade করেছে; conception of truth হচ্ছে না; কিন্তু why should the persuasive manifestation of transcendence be ignored? I give jerk to the impersonalists; intelligentsia-কে প্রশ্ন করছি—নির্ব্বিশেষবাদ কি করে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? ভগবান্ নিত্য সত্য বস্তু, বিমুখগণের চিত্তবৃত্তি অস্থায়ী, স্বপ্ন-মনোরথের ন্যায়। "দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম"—এটা না বুঝলে ব্রজেন্দ্রনন্দনের কথা উপলব্ধি হবে না। আধ্যক্ষিকতাকে গ্রহণ করে বড় হবার চেষ্টা, ত্রিপুটিবিনাশে একীভূত হওয়ার বিচার ঠিক নয়। সুতরাং আশ্রয়-জাতীয়ের কামনা ও বিষয়জাতীয়ের কামনা যেখানে পৃথক নয়, তার নাম অদ্বয়জ্ঞান।

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥

(ভাঃ ১।২।১১)

শ্রীমদ্ভাগবতের এ কথাগুলি ভাল করে আলোচনা করা দরকার। সর্ব্ববেদান্ত-সার শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশেষে আর একটী বেশ ভাল কথা বলেছেন—

সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্॥

মূর্খ নির্ব্বোধ ব্যক্তিসকল শব্দের বাহ্য অর্থ করতে গিয়ে পরবিদ্যার প্রবেশদ্বার রুদ্ধ করেছেন, অপরবিদ্যায় প্রবিষ্ট হয়ে পড়ায় তাঁর প্রকৃত অর্থ বিকৃত হয়েছে।

তজ্জন্যই ভাগবত শেষাশেষি এ শ্লোক বলে দিয়েছেন। কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচারপ্রণালী আধ্যক্ষিকতাদোষযুক্ত। তাদের দৌড় প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ ও অপরোক্ষের অর্দ্ধাংশ—নিম্নার্দ্ধ পর্য্যন্ত। উত্তরার্দ্ধে কিছু অধোক্ষজের বিচার আছে, অপরোক্ষবিচারের নিম্নার্দ্ধের ন্যায় কেবল ভোগ্যজ্ঞানলাভ-মাত্রে (epistemological merit-এ আবদ্ধ নয়। যারা ভগবদ্-অনুগ্রহ পায় নি, সেই সকল অননুগৃহীত ব্যক্তি নানা প্রস্তাব নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তটস্থা শক্তিতে নিত্যাধিষ্ঠানের বিচার না করে mental speculationist (মনোধর্ম্মী) হয়ে নিঃশক্তিক ব্রহ্মের আলোচনা করতে গিয়ে জড়দ্বৈতবাদ আশ্রয় করে। কিন্তু তারা জানে না—

দ্বৈতে ভদ্রাভদ্রজ্ঞান—সব মনোধর্ম্ম।
'এই ভাল, এই মন্দ'—এই সব ভ্রম॥

অদ্বৈতবাদের বিতণ্ডা মানবজাতিকে বিপন্ন করেছে। কতকগুলি লোক, যেমন অনলহক, অহংগ্রহোপাসক, হেগেল প্রভৃতি Transcendence-এর কথা বললেও তাঁদের চিন্তাস্রোত more or less pantheistic ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত ঐ সকলের অনুমোদন করেন না। mysticism, ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। ভোগ্য জড়ের অলৌকিকতা-বিচারই mysticism, সেটা জাড্যের অন্তর্গত। পরমমুক্তপুরুষের বিচার্য্য বিচিত্রতাযুক্ত লীলার কথার সহিত এক নয়। তাঁরা গুণজাত জগতের ব্যাখ্যাতেই ব্যস্ত। এই সকলের হাত থেকে অবসর লাভের জন্য অহরহঃ ভাগবত আলোচনা করা কর্ত্তব্য। অন্য সমস্ত পুঁথিপত্র ফেলে দিয়ে একমাত্র ভাগবতই সেব্য হউন। Agnosticism, Scepticism, Atheism, Pantheism, Henotheism, Cathenitheism সবই আধ্যক্ষিকতা—অধোক্ষজ-সেবা-বিরোধী। সেজন্য ভাগবত বলছেন :—

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥
(ভাঃ ১।৭।৬)

'ঈশ্বর' শব্দ ভোগ্যজাতীয় পদার্থ নয়। কিন্তু মানুষ অন্যায়পূর্ব্বক কুরসে, কুপথে, অপথে এমন নেশাখোর হয়ে পড়েছে যে তারা অসুবিধার কথাগুলিকে ভাগবত-প্রতিপাদ্য ব্যাপার বলতে বসেছে। তাই এবার ভাগবতের কথা বলবার প্রয়োজন হলো। কৃষ্ণের লীলারসকে জড়জগতের সাধারণ কুরসে আচ্ছন্ন করবার জন্য দার্শনিকাভিমানী কতকগুলি আধ্যক্ষিকের যে প্রয়াস, তা সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হওয়া আবশ্যক। সেজন্য ভাগবত কি করে পড়তে হবে এবং

ভাগবত কি বলতে বসেছেন, তার আলোচনা কিছু কিছু হয়েছে। উৎসবও পরিসমাপ্ত হচ্ছে। আমার এখানে আলোচনা করবার আর একদিন সময় পাব।

শ্রীযুক্ত ভুবনমঙ্গল মহাশয় রাসলীলার কথার আলোচনা প্রয়োজন মনে করেছিলেন। তাতে আমরা আধ্যক্ষিকের সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের উদ্দিষ্ট বিষয়ের বিচার-ভেদ প্রদর্শন করেছিলাম। তৎপ্রসঙ্গে সপ্ত-গৌণ ও পঞ্চ মুখ্যরসে বিষয় ও আশ্রয়ের কথা কিছু কিছু আলোচনা করা হচ্ছে। মুখ্যরসের বিচারে এখানে আপাত বিষমধর্ম্ম উদিত হচ্ছে। বৎসলরসের আশ্রয়—বাবা মা হবেন, ছেলে কেন হয়? এ জগৎ পরজগতের বিপরীত প্রতিফলন (Perverted reflection); গণেশ এ জগতের বিঘ্নবিনাশক হলেও ভক্তিপথের বিঘ্নবিনাশন কার্য্যটী তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয় না। Henotheistic thought impersonalist school-এর fabrication ছাড়া অন্য কথা নয়।

অন্য School-এর লোকের বিচার হয়, আপনাদের এত বড় hall, তাতে ভাগবতের আলোচনা না করে flood-relief-এর কথা আলোচনা করলে হয়। relief করলে মানুষ প্রচুর পরিমাণে ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়ে হয় ভোগী, না হয় জ্ঞানী হবে। এ প্রকার নশ্বর অনিত্য অন্যাভিলাষকে বহুমানন ও সমৃদ্ধ করতে দেওয়া কোন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীরই উচিত নয়। আমরা মনুষ্যজাতির নির্ব্বুদ্ধিতাকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়েছি। বাস্তব-সত্য ভগবদ্দর্শন করাতে প্রস্তুত হয়েছি। বাস্তবসত্যের বিরোধী জগৎ আমাদের বাস্তবসত্যের প্রচার বন্ধ করতে পারবে না—ভাগবতকে ছিঁড়ে ফেলতে পারবে না। ভাগবত বাস্তববস্তু—নিত্যকাল বিরাজিত।

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ॥

(ভাঃ ১১।১৪।৩)

ভগবান্‌কে আশ্রয় করে যে ধর্ম্ম নয়, সে সবই মানুষের খেয়াল,—মনোধর্ম্ম ছাড়া আর কিছু নয়। অসৎ পন্থীদিগের বিচার্য্য দ্বৈতবাদ ছেড়ে দিতে হবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সেরূপ দ্বৈতবাদী ছিলেন না। আধ্যক্ষিকগণ যে rationalism নিয়ে দ্বৈতবাদী করবার জন্য যত্ন করেন, আমরা তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না। তাঁদের চিন্তাস্রোতের মূল্য অদ্ধকপর্দকও নয়। তাঁরা ভাগবতের প্রতিপাদ্য বিষয় আলোচনা করলে জানবেন—ভগবান্ রসময়।

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥

ভাবুক হউন, রসিক হউন, কিন্তু চতুর্ব্বর্গাভিলাষী কপট ভাবুক জড়রস-রসিক হবেন না—কর্ম্মী-জ্ঞানী-স্কুলের কথায় প্রমত্ত হবেন না। তাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের মতে ভাল হতে পারে, কিন্তু পরিণামে বিফলমনোরথ হতে হবে।

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥
(ভাঃ ১০।২।৩২)

মনোধর্ম্মদ্বারা তারতম্য বিচার হতে পারে না। উহাতে আধ্যক্ষিকতাই প্রবল হয়। শিশুর যুক্তি কখনই প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। নৈমিষারণ্য স্কুলের কথা প্রচারিত হউক। বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান হউক। বাস্তববস্তুই বেদ্য। ভাগবতকে নিয়ে উদরভরণের যে চেষ্টা আধ্যক্ষিক-সম্প্রদায়ের হয়েছে, তা থামুক। অবাস্তব বস্তুর বিচার আদৌ প্রয়োজনীয় নয়। জগতের সব পুঁথি ধ্বংস হয়ে যাক। বিবিধভোগপর গ্রন্থের Library পুড়ে যাক, তাতে ক্ষতি নেই। একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত আশ্রয় করলে মঙ্গল হবে, বাস্তবসত্যের অনুসন্ধান পাওয়া যাবে, বুদ্ধিমত্তার চরমফল লাভ হবে। ভগবান্ তাঁর সব অবতারে অনেক ভাল কথা বলেছেন। যখন ভগবান্ কল্কিদেব অধার্ম্মিকগণকে বিনাশ করবেন, তখন আবার শুদ্ধজীবহৃদয়ে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হবে।

যারা ভগবানকে বিশ্বের অন্যতম পদার্থ মায়িক জ্ঞান করে, তাদের জন্য ভগবান্ গীতায় বলেন—

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ (গীঃ ৯।১১)

ভগবান্ (Personality of Godhead) বলছেন—বাস্তবিক আমি মহেশ্বর। গীতার কুব্যাখ্যা আজ প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যে অসুবিধা করছে, তা কি থামবে না? 'বস্তুদ্বিতীয়ং' বিচার কি মানুষ বুঝবে না?

ব্রহ্মানুভূতি

ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞান বা অক্ষজ-জ্ঞানিগণের ব্রহ্মজ্ঞান—পরতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; সুতরাং ঐ ঐ জ্ঞানভাণ্ডার সম্বল করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদের পক্ষে পরেশানুভূতি সম্ভবপর নহে। প্রাকৃত-রাজ্যের যুক্তি ও তর্কের অগোচর, অপ্রাকৃত-রাজ্যের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সেবোন্মুখ ব্যক্তির প্রতি কৃপারশ্মি বিস্তার করিলে, তৎসাহায্যে সেবক পরেশানুভূতি-লাভের অধিকারী হন। পরেশের ত্রিবিধ প্রতীতি—ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্; সুতরাং পরেশানুভূতিও ত্রিবিধা—ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও ভগবদনুভূতি।

ব্রহ্মজ্ঞ ভরত রাজা রহূগণকে যে-সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তন্মধ্যে একটী নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে,—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তমন্তর্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি॥

(ভাঃ ৫।১২।১১)

এই শ্লোকে অদ্বয়-জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের ত্রিবিধ প্রতীতির কথাই সংক্ষেপতঃ বলা হইয়াছে। প্রথম প্রতীতি ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তমন্তর্বহির্ব্রহ্ম সত্যম্"; তিনি সত্য, বিশুদ্ধজ্ঞান, মোক্ষপ্রদ, অদ্বিতীয় ও সর্ব্বব্যাপক। দ্বিতীয় প্রতীতি পরমাত্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"প্রত্যক্ প্রশান্তম্"; পরমাত্মা—সর্ব্বজীবের অন্তরে অবস্থিত এবং তিনি ক্ষোভশূন্য। তৃতীয় বা পূর্ণপ্রতীতি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্‌বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি"; পরতত্ত্বের পূর্ণপ্রতীতি 'ভগবান্' শব্দে অভিহিত; তাঁহাকে অপ্রাকৃত কবিগণ 'বাসুদেব'-রূপে বর্ণন করেন। শ্রীবাসুদেব ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা ও আশ্রয়, পরমাত্মার অংশী এবং ভক্তগণের উপাস্য বস্তু।

বস্তুতঃপক্ষে জগতের সমস্ত সবিশেষ-চিন্তার বিপরীত কোন নির্ব্বিশেষ-চিন্তাগত পরেশভাব 'ব্রহ্ম'-নামে অভিহিত। পরেশতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবকর্ত্তৃক পরেশানুভূতি পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে পেষণ করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্ম; ইহা পরেশতত্ত্বের নিত্য-সিদ্ধস্বরূপ নহে। কেবলাদ্বৈতবাদদোষে দুষ্ট না হইলে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ঐ উপায়ে পরেশতত্ত্বের আভাস পাইতে পারেন মাত্র। এই ব্রহ্মানুভূতিতে পরেশানুভূতি

এত ক্ষীণা যে তাহা পরমানন্দপ্রদা মোটেই নহে। কারণ, সম্বন্ধাভাবে ইহাতে রতির পুষ্টি সম্ভবপর নহে। সনকাদি ঋষিগণ ঐ অপুষ্টিরতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্তরতির আশ্রয়রূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মার উক্তি,—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটী—
কোটীষশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্ব্রহ্মনিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এই শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আদিপুরুষ, অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ-লীলাময়-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের অঙ্গপ্রভা হইতেই ব্রহ্মের আবির্ভাব। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও স্পষ্টভাষায় বলিতেছেন ;—

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণমণ্ডল।
উপনিষদ্ কহে তাঁ'রে ব্রহ্ম সুনির্ম্মল॥
চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ।
জ্ঞানমার্গে লৈতে নারে তাঁহার বিশেষ॥

ব্রহ্মধামে কাঁহারা যান, তদ্বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

মুনয়ো বাতবসনাঃ শ্রমণা ঊর্দ্ধমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যাং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ॥

দিগ্বসন, শ্রমশীল, ঊর্দ্ধরেতা মুনিগণ শান্ত ও নির্ম্মল সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মধাম লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচারে ইঁহারা—"এহো বাহ্য" অর্থাৎ অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে পরেশের (শ্রীগোবিন্দের) সেবা করিবার সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত।

—জগদ্গুরু শ্রীমদ্ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

১। বৈষ্ণবধর্ম্ম ব্যতীত আর ধর্ম্ম নাই। কারণ ইহাই সর্ব্ব-জীবাত্মার নিত্যধর্ম্ম। জগতে প্রচারিত ধর্ম্মসমূহ বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপান, কেহ বা বিকৃতি।

২। হরিকথা-প্রচারই 'জীবে-দয়া'র পরম আদর্শ।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীগুরুপূজা-তিথিতে দীনহীনের

প্রার্থনা

(শ্রীভক্তি) বেদান্ত বামন, গুরুদেব মম, জয় জয় তব পূজা।
আজি শুভদিনে, ভক্তের পরাণে, কত না আনন্দ-ধারা॥
হরিপূজা হতে, গুরুপূজা বড়, শাস্ত্রের নিয়মমতে।
তাই ভক্তগণ, আগুয়ান সব, অর্ঘ লইয়া হাতে॥
কি দিয়া পূজিব, আমি দুরাচার, নাই যে গো শুদ্ধা-ভক্তি।
তবু আশা জাগে, এ হীন জীবনে, তুমি যে কৃপার মূর্ত্তি॥
শুদ্ধভক্তগণে, মুগ্ধ তব গুণে, মহিমা তোমার গায়।
পতিত অধম, আমি নরাধম, কৃপা মাগি তব পায়॥
সংসার-সমুদ্র, বিশাল তরঙ্গ, সদাই বিরামহীন।
দেখি' ভয় হয়, সাথী কেহ নাই, ভাসি হয়ে মায়াধীন॥
সংসারে ডুবিয়া, মোহে মত্ত হইয়া, নিজেরেই ভাবি বড়।
মায়ার ছলনা, আমারে নাচায়, না বুঝি আপন-পর॥
জীবন আমার, দুর্যোগময়, অসীম আধারে ভরা।
কোন শান্তি নাই, সদা দুঃখ পাই, দেহগো আলোর ধারা॥
মায়াবদ্ধ জীব, পিছে পড়ে রই, নাহিক ভক্তির ডোর।
সব সমাপিয়া, ভজিব তোমায়, এ আশা বৃথাই মোর॥
কৃপা করি' যদি, আশ্রয় দিয়াছ, ওগো অগতির গতি।
জীবনে-মরণে, তব শ্রীচরণে, রহে যেন মোর মতি॥
হৃদয়-বীণার, প্রতি তারে যেন, ঝংকারে তব গান।
শ্রীচরণামৃত, পান করাইয়া, ধন্য কর মম প্রাণ॥
আমি যে অজ্ঞ, তুমি মহাজ্ঞানী, ওগো আঁধারের আলো।
ছিন্ন কর দেব! মোর মোহ জাল, জান তুমি মন্দ-ভাল॥
জীবনে-মরণে, ওগো প্রেমময়, যখনি যেখানে থাকি।
প্রার্থনা শুধু, রাতুল চরণে, হই যেন তব দাসী॥
ওগো প্রেমময়, ওগো ক্ষমাময়, কৃপাভিক্ষা মাত্র চাই।
জন্মে জন্মে যেন, প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, তোমার মহিমা গাই॥

— শিপ্রারাণী দেবী (কুচবিহার)

প্রকৃত শিক্ষা কি ?

ভগবানের সৃষ্ট জীবসকলের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ-অনুসারে মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়,—বদ্ধ ও মুক্ত। প্রকৃত সৎশিক্ষা লাভ করিতে পারিলেই মানুষ এই মায়াময় সংসার হইতে মুক্ত হইতে পারে; অন্যথায় বদ্ধ অবস্থায় অর্থাৎ জড়মায়া-কবলিত অবস্থাতেই থাকিয়া যায়।

'বিদ্যা'-শব্দ বিদ্ ধাতু+যৎ প্রত্যয়+(স্ত্রীলিঙ্গে) আপ্ প্রত্যয় যোগ করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। বিদ্ অর্থ জ্ঞান। যে জ্ঞানদ্বারা ভগবানকে জানা যায় এবং নিজের আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায়, সেই জ্ঞানকে পরা বিদ্যা বলে। কিন্তু কেবল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভার্থ যে বিদ্যা লাভ করা যায়, তাহা জড় বা অপরা বিদ্যা বলিয়া গণ্য হয়।

'মুণ্ডকে' পাওয়া যায়,—"যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।" অর্থাৎ 'ব্রহ্ম'বিদ্যাই প্রকৃত বিদ্যা।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-রামানন্দ সংলাপে পাওয়া যায়,—

প্রভুর প্রশ্ন—"কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার ?"

রায় কহে—"কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

"সা বিদ্যা তন্মতির্যয়া" অর্থাৎ প্রকৃত বিদ্যালাভের দ্বারা ভগবানে অচলা বিশ্বাস জন্মে। প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি এই জগতে সর্ব্বত্র সম্মান লাভ করেন।

"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥" (নীতিবচন)

অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তির সঙ্গে রাজার কখনও তুলনা হইতে পারে না। যেহেতু রাজা কেবল নিজের দেশে সম্মানিত হন, কিন্তু প্রকৃত বিদ্বান্ ব্যক্তি সকল দেশে সকল লোকের নিকট সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে গীতার উক্তি, যথা,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনী।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

অর্থাৎ অপ্রাকৃত গুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃত গুণগত উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ বৈষম্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুক্কুর ও চণ্ডাল—সকলের প্রতি সমদর্শনপ্রযুক্ত 'পণ্ডিত' সংজ্ঞা লাভ করেন।

প্রাকৃতবিদ্যা বা জড়বিদ্যা মায়ার বৈভব। ইহা কেবল সংসার বন্ধনের কারণ। বর্ত্তমান দেশের শিক্ষা-প্রণালীই আমাদের প্রাচীন বৈদিক শিক্ষা-

প্রণালীর অধঃপতন আনিয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতে নিরীশ্বর-নৈতিক জীবনযাপনের কতকগুলি সাধারণ কথা দেখা যায়। তাহাদ্বারা মানুষ কখনও প্রকৃত সুখী হইতে পারে না। দেহ-মনের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে যদি মূলতত্ত্ব আত্মার উন্নতির কোনরূপ ব্যবস্থা না থাকে, তাহা হইলে সেই জ্ঞান, সেই কর্ম্মসকল নিষ্ফল হইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষা-প্রণালীতে কেবল দেহ ও মনের উৎকর্ষ সাধনের বিষয়ই ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। আত্মাকে বাদ দিয়া দেহ-মন যে কিছুই নহে অথবা আত্মার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে দেহ-মন-বুদ্ধি আদির প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে, তাহা জড় দার্শনিকগণ অবগত নহেন। ভাগবতে প্রহ্লাদবাক্যে পাওয়া যায়,—

ততো যতেত কুশলং ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্ন বিপদ্যতে পুষ্কলম্॥ (ভাঃ ৭।৬।৫)

অর্থাৎ বিবেকী পুরুষ সংসার দুঃখে অভিভূত না হইয়া যে-পর্য্যন্ত এই পরিপুষ্ট মানব-শরীর বিপন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত শৈশবকাল হইতেই নিত্য-শান্তি-লাভের জন্য যত্নবান্ হইবেন।

প্রকৃতশিক্ষা বা বৈদিক শিক্ষা লাভ করার জন্য দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ত্রেতাযুগে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু বাল্যকাল হইতেই সৎগুরুর নিকট সৎশিক্ষা লাভ করিয়া জগতে সৎশিক্ষা গ্রহণের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। সুদামা বিপ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গুরুগৃহে সৎশিক্ষা লাভ করার ফলে ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্যকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন।

চরিত্রই মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। চরিত্রবান্ ব্যক্তিই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতের প্রদীপস্বরূপ। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে,—Money loss—No loss ; Health loss—Something loss ; Character loss—Everything loss। ধন নষ্ট হইলে মানুষের কিছুই নষ্ট হয় না। শরীর নষ্ট হইলে সামান্য কিছু নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু চরিত্র নষ্ট হইলে সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায়। যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুনি-ঋষিগণের প্রদর্শিত আস্তিক্য এবং ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষার অভাব রহিয়াছে, সেখানে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি হইতে পারে না। ঈশ্বরমুখী বিদ্যাই জগতে শান্তি স্থাপন করিতে পারে। জড়বিদ্যা যদি ঈশ্বরমুখী হয়, তাহা হইলে তাহা স্বার্থকতা লাভে সমর্থ। প্রকৃত সৎশিক্ষার মূল উদ্দেশ্য—সকল বিদ্যার সার পরমার্থ বিদ্যালাভ। 'পরম' অর্থে 'শ্রেষ্ঠ'। 'অর্থ' অর্থে 'উদ্দেশ্য'। শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। মানুষের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য—ভগবানের সেবা

লাভ। যে বিদ্যালাভ হইলে শ্রীভগবানের সেবা লাভ হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃত বিদ্যা বলে।

এই জড়জগৎ পরিবর্ত্তনশীল বা অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে। যথা,—মাটির ঘট অনিত্য কিন্তু যেহেতু মাটির ঘটের দ্বারা গঙ্গাজল আনয়ন করা যায় এবং তদ্দ্বারা ভগবানের পূজা-অর্চ্চন করা যায়, তজ্জন্য তাহা মিথ্যা নহে। এই নশ্বর শরীরও অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নহে। যেহেতু এই শরীরের দ্বারা ভগবৎ-আরাধনা করিয়া ভগবানের প্রকৃত কৃপা লাভ করা যায়। এইভাবে জগতের সর্ব্বপ্রকার পদার্থই নশ্বর হইলেও পরমার্থ লাভের সহায়ক হইয়া থাকে। অতএব ঐগুলি মিথ্যা নহে।

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা॥

(ভাঃ ১০।২২।৩৫)

প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যদ্বারা পরের প্রতি নিরন্তর শ্রেয় আচরণ করাই দেহধারী জীবের জন্ম-সাফল্য।

প্রকৃত সৎশিক্ষা বা বৈদিক শিক্ষা লাভ করিলে মানুষ বিনয়ী বা শ্রদ্ধাবান্ হন। শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের অধিকারী হন। শাস্ত্রে আছে,—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥

(গীতা ৪।৩৯)

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া জ্ঞান লাভ করেন। যাহার নিষ্কাম কর্ম্মযোগে শ্রদ্ধা হয় নাই, সে ব্যক্তি তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধাসহকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সে অতিশীঘ্র পরাশান্তি লাভ করে।

প্রাকৃত জড় দর্শনের দ্বারা কেবল জগৎদর্শনই হইয়া থাকে। নিরীশ্বর নৈতিক শিক্ষা মানুষের অজ্ঞতা, শ্রদ্ধাহীনতা ও সর্ব্বক্ষেত্রে সংশয়ভাব বর্দ্ধিত করে। ইহাই জগৎ ধ্বংসের মূল কারণস্বরূপ হইয়া থাকে।

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

(গীতা ৪।৪০)

কর্ম্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ও অশ্রদ্দধান ব্যক্তি সর্ব্বদাই সংশয়াত্মা, সেই প্রকার

লোকের মঙ্গল হয় না। যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে।

পরিশেষে বিচার করিলে দেখা যায়,—জড়বিদ্যার সার্থকতা তখনই হইবে যখন তাহার উদ্দেশ্য হইবে—ভগবান্ এবং ভগবৎবিদ্যা। জগতে শান্তি আনয়নের জন্য একমাত্র বৈদিক শিক্ষাই সমর্থ।

"সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥"

যিনি সৎশিষ্য বা ছাত্র, তাহার তিনটী গুণ অবশ্যই থাকিবে।—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা। তিনি গুরুব্যক্তিকে আন্তরিক ভাবে শ্রদ্ধা করেন। তত্ত্ব জানিবার জন্য নানাপ্রকার উত্তম প্রশ্ন করেন এবং গুরুব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি গুরুর সেবা-শুশ্রূষা করেন।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ (গীতা ৪।৩৪)

তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্ন কর। তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন।

প্রকৃত সৎশিক্ষকের জীবনে চারিত্রিক ও নৈতিক আদর্শবান্ হওয়া দরকার। ছাত্রসকল শিক্ষকের আদর্শই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (গীতা ৩।২১)

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহাকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতেই অনুবর্ত্তী হয়।

সদ্‌গুরু এবং সৎশিষ্যের সম্বন্ধই নিত্যকাল স্থিতিশীল। সেই অপ্রাকৃত তত্ত্ব হইতে যাহা শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে, তাহাই প্রকৃত শিক্ষা।

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বিষ্ণু মহারাজ

আমি বৈষ্ণব !

গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণু-পূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥

বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপরায়ণ ব্যক্তি অভিজ্ঞগণ-কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া কথিত হন। তদ্ব্যতীত অপরে অবৈষ্ণব। ইহাই বৈষ্ণবের সংজ্ঞা। বৈষ্ণবতার মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ পর্য্যায়ক্রমে বৈষ্ণব ত্রিবিধ। যথা শ্রীমন্মহাপ্রভুর বচন—

প্রভু কহে—"বৈষ্ণবসেবা, নামসঙ্কীর্ত্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"
তেঁহ কহে—"কে বৈষ্ণব, কি তার লক্ষণ?"
তবে হাসি' কহে প্রভু জানি' তাঁর মন॥

কনিষ্ঠ বৈষ্ণব :—

প্রভু কহে,—"যাঁর মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥"

মধ্যম বৈষ্ণব :—

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সেই 'বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ', ভজ তাঁহার শ্রীচরণে॥

উত্তম বৈষ্ণব :—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান'॥

মহাবদান্যাবতার শ্রীগৌরসুন্দর ক্রমপন্থায় বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, বৈষ্ণবতম এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের কথা জানাইলেন। এই ত্রিবিধ বৈষ্ণবের সেবা করাই বদ্ধজীবমাত্রেরই কর্ত্তব্য। বস্তুতঃপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণবের সেবাতেই নিত্যমঙ্গল নিহিত।

"বৈষ্ণব-হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন, মম বৈষ্ণব পরাণ॥"

এবম্বিধ বৈষ্ণবের প্রাণধন যে কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে বৈষ্ণব-সেবাদ্বারা লাভ করা যায়। কিন্তু আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ বলিয়া বৈষ্ণবের সেবাকেই একমাত্র জীবনের ধ্রুবতারা করিতে পারিলাম না। বৈষ্ণবের সেরা করা ত' দূরের

কথা, বৈষ্ণবের আসনে উপবেশন করত নিজেকে বৈষ্ণব বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য হৃদয়ে কামনার উদয় হইল। তখন বৈষ্ণবের বাহিরের বেশভূষায় নিজেকে ভূষিত করিলাম এবং মনে করিতে লাগিলাম—এখন আমি একজন পরম বৈষ্ণব! তাই বিশ্ববাসিগণকে সেবক-জ্ঞানে তাঁহাদের নিকট সেবা গ্রহণ করিবার জন্য আমার পিপাসা হইতে লাগিল; আমি তাহা নিবারণার্থ নিজেই প্রভু সাজিয়া বসিলাম। আমার বৈষ্ণব সাজিবার জন্য এত উৎসাহ কেন, তাহা একটু ধীরচিত্তে বিচার করিলে দেখিতে পাই—প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়াভ্যন্তরে গুপ্তভাবে লুক্কায়িত। তাহার জন্য আমার এই বৈষ্ণবের বেষ এবং লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা পাইবার জন্য মহাভাগবতের অনুকরণে আমার কপট-ভাবকেলি। এতৎপ্রসঙ্গে একটী আখ্যায়িকা আলোচনা করিলে অতি স্পষ্ট-ভাবে আমার কপট বৈষ্ণবতা ধরা পড়িয়া যায়।

একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কোন এক ডঙ্কের মুখে কালীয়দমনকারী শ্রীকৃষ্ণের গুণগান শ্রবণ করত কৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া 'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষের এইপ্রকার অদ্ভুত ভাব দর্শন করিয়া ডঙ্ক তাঁহার চরণের ধূলি পুনঃ পুনঃ মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন এবং সমাগত দর্শকবৃন্দও ডঙ্কের অনুসরণে তাঁহার পদধূলি শিরে ধারণ করত নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেন। হরিদাস ঠাকুরের এই সম্মান দর্শন করিয়া, দর্শকগণের মধ্যে একটী কপট বিপ্র ঈর্ষান্বিত হইলেন এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন লোকগুলি কি প্রকার অবোধ, একটী বাজে লোকের এইপ্রকার ক্রন্দন শুনিয়া তাহার প্রতি এত সম্মান প্রদর্শন করিতেছে! আমিও যদি ঐ প্রকার ভাব প্রদর্শন করত মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতে পারি তাহা হইলে আমিও ইহাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সম্মান পাইব। ঐ বিপ্রব্রুব এই মনে করিয়া তদনুযায়ী ভাব প্রকাশপূর্ব্বক মূর্চ্ছিতের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল। পতিত হইবামাত্রই ঐ ডঙ্ক চণ্ডবিপ্রকে অতিরিক্ত পরিমাণে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। উপ ক্ত পুরস্কার পাইয়া ঐ বিপ্র 'বাপ', 'বাপ' বলিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

কপট বৈষ্ণবব্রুব আমাকে সাবধান করিবার জন্য মহাজন বলিতেছেন—

প্রতিষ্ঠাশা-ধৃষ্টা শ্বপচরমণী যদি মে হৃদি নটেৎ।
কথং সাধু প্রেমা স্পৃশতি শুচিরেতন্মনু মনঃ॥
সদা ত্বং সেবস্ব প্রভুদয়িতসামন্তমতুলম্।
যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি স্ম॥

কপটতা হইলে দূর,　　প্রবেশে প্রেমের পূর,
জীবের হৃদয় ধন্য করে।
অতএব বহু যত্নে,　　আনিবারে প্রেমরত্নে,
কাপট্য রাখহ অতি দূরে॥
শুন মন নিগূঢ় বচন।
প্রতিষ্ঠাশা ধৃষ্টাধম,　　চণ্ডালিনী হৃদে মম,
যতকাল করিবে নর্ত্তন॥
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর।
তদর্থে যতন করি',　　প্রভু-প্রেষ্ঠপদ ধরি',
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥
তেঁহ প্রভু সেনাপতি,　　বিক্রম করিয়া অতি,
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাড়াইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে,　　দিবে কবে অকিঞ্চনে,
বলে বিনোদদাস কাঁদিয়া॥

জড়-প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী আমার হৃদয়ে অবস্থান করত শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমধন হইতে বঞ্চিত করিয়া প্রতিষ্ঠার জন্য কাঙ্গাল করিয়া তোলে। তখন আমি প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকি। আমাকে অন্যে মস্তবড় বৈষ্ণব বলিয়া সম্মান করুক, এবম্বিধ বহুপ্রকারের সম্মান-লাভেচ্ছায় উপদেশকের আসনে উপবিষ্ট হইয়া সকলকে শিক্ষা দান করিবার বৃত্তি জাগিয়া উঠে, তখন পরোপদেশে পণ্ডিত সাজিয়া বসি, কিন্তু যে বিষয়গুলি অপরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমি উপদেষ্টা সাজিয়াছি সেগুলি আমি নিজে পালন করি কৈ? তাই বলি অন্য অন্ধকে পথ দেখাইবার জন্য আমার অত্যন্ত উৎসাহ!

—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ

পরমগুরুদেবের

ব্যাসপূজা-তিথিবাসরে এ দীনের

শ্রদ্ধাঞ্জলি

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়জন শ্রীকেশব মহারাজ।
ভবকূপ হৈতে মোরে উদ্ধারহ আজ॥
কতকাল মায়াফাঁস পরিব গলায়।
তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে পরাণ যে যায়॥
প্রপঞ্চেতে ঘুরপাকে নাহি কোন লাভ।
জ্ঞানচক্ষু দিয়া নাশ অজ্ঞানান্ধ-সাপ॥
নটবেশে সংসারে করি যে নাটক।
কেবা সাথী, জীবনান্তে সব চিচিং ফাঁক॥
শবদেহে কেন মোর অত্যন্ত পীরিতি।
বলীবর্দ্দ-ন্যায় নাহি ঘুরার বিরতি॥
গোবিন্দের সেবা বিনে বৃথা জন্ম ভবে।
স্বামীত্যক্ত্যা কুলটারে নিন্দয়ে যে সবে॥
মীনের বাঁচিতে লাগে জল যে সর্ব্বদা।
মহতের কৃপা বিনা মুক্তি নাহি কদা॥
হাস্যালাপে নাহি দেখি জীবন-দশান্ত।
রাত্রে মূর্খ না বুঝয়ে রবির মাহাত্ম্য॥
জেলখানে রহি ভুলিয়াছি 'আমি' কেবা।
রতিপতি-মাধবের নাহি করি সেবা॥
ব্যাধিগ্রস্ত সদা মনে নাহি সুখ মম।
সলিলেতে সদা মোর মরীচিকা ভ্রম॥
পূজা-লাভাদিতে করি আত্ম-প্রবঞ্চন।
জাগতিক-নেশা হৈতে কর উদ্ধারণ॥

তিলে তিলে হইতেছি ক্ষয় প্রভু ওগো।
থিরচিত্তে কবে বল গোবিন্দে ডাকিব॥
বাতুলের মত কহি স্বামীরে যে মীস্বা।
সত্যের সন্ধান প্রভু দাও করি কৃপা॥
রেবতীরমণাভিন্ন তুমি অন্তর্যামী।
এই ভবারণ্যে রহি ভয়ে কাঁদি আমি॥
অনেক জন্মের পরে মনুষ্য-জনম।
ধন্য করিবারে লইনু তোমার শরণ॥
মেতে আজি জড়রসে বৃথা হেথা আহা।
রসরাজে ভুলি' কতদিন যায় রহা॥
পুনঃ পুনঃ হইতেছি আমি দিশাহারা।
ষড়্‌রিপু অহরহঃ করিতেছে তাড়া॥
পাদপদ্ম দিয়া তব তার মোরে আজ।
নহিলে জীবন-ধারণে মোর কিবা কাজ॥
জগৎ-পাবন তুমি ওগো দয়াময়।
লিখি তব গুণগাঁথা তোমার কৃপায়॥

শ্রীগুরুপাদপদ্ম সেবাকাঙ্ক্ষী
—শ্রীবলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী

১। সর্ব্বদা হরিকথা বলিলে বা হরিসেবাময় কথায় নিমগ্ন থাকাই মৌনাবস্থা।

২। সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্, তাঁহার সেবা করাই মনুষ্য জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্য কার্য্য ইহার আনুসঙ্গিক।

৩। ধন ও জীবন ভগবানের সেবায় উৎসর্গ করিবে। জীবন বিনাশশীল হইলেও সৎকার্য্যে নিযুক্ত করা উচিত।

—জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী

ঈশ্বরের সাড়া

ঈশ্বর সাড়া দেন জীবকে প্রতি পদেই। জীবের দৈনন্দিন শ্রুত, দৃষ্ট, পরোক্ষ, অপরোক্ষ ঘটনাসমূহের মধ্য দিয়াও সেই সাড়া অনুভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বর অপার করুণার পারাবার। তাই তিনি সতত মায়াকবলিত ত্রিতাপতাপিত জীবকুলকে তদীয় অশোক অভয় সুখদ শ্রেয়দ পাদপদ্মের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। তাঁহার প্রিয় জীবকুল তাঁহাকে ভুলিয়া আছে দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে ব্যথানুভব করেন এবং পদে পদে প্রত্যেকটী ব্যাপারে অচিন্ত্য-শক্তির বৈশিষ্ট্যের সহিত তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিবার জন্য যে যত্ন করেন উহাকেই আমরা এই প্রবন্ধে ঈশ্বরের সাড়া বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

জীবকুল যখন যায় বিবাহবন্ধনে বন্দী হইয়া সংসারের শোচনীয় জীবনব্যাপী সংগ্রামের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত হইতে, তাহার প্রাক্কাল হইতে তাহারা দেখিতে পায়, তাহাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের অদৃশ্য হইবার ধীর পদবিক্ষেপ। অতঃপর জীবকুল যখন বিবাহবন্ধনে বন্দী হয় তখন তাহাদের আর মনে থাকে না সেই পুরাতন বাল্যবন্ধুগণের সহিত তাহাদের যে ঈশ্বরের সাড়ার প্রেরণায় অনেক সময় ঠাকুর দর্শনাদি ব্যাপারের জন্য সাধুর আশ্রমে, মঠ-মন্দিরে যাওয়া হইত সেই সব ঘটনাগুলির কথা। আসক্তি-জাত অদম্যকারের প্রবল তরঙ্গ সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। যে-সব স্থানে গেলে তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস বা ঈশ্বর-পাদপদ্মে একটা কৃতজ্ঞতার ভাব আসিত বা ঈশ্বরের একটা অজ্ঞাত কৃপার প্রেরণা পাওয়া যাইত, সে-সব স্থানের কথা আর মনে পড়ে না। ইহার মূলে অবস্থিত ঐ কামিনীরূপিণী মায়ার মহীয়সী মোহিনী-শক্তি। অবশ্য জীবকুলের বিবাহবন্ধনগ্রস্ত অবস্থায়ও যদি মতি ঈশ্বরের দিকে থাকে, সহধর্ম্মিণী যদি ভগবৎসেবায় সহকারিণী হয় তাহা হইলে অসুবিধার কথা নাই, কিন্তু অধিকাংশস্থলেই ঐ বন্ধনে চিত্ত বিষয়ধূলিতে এরূপ আচ্ছন্ন হয় যে, তাহাতে আর ভগবানের করুণা এবং তাহার প্রতি কর্ত্তব্যবুদ্ধি আমাদের হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় না। তখন মস্‌গুল হইয়া পড়ি বহির্জগতের হট্টগোলে, দুনিয়ার মজাদারী খেলায়, তখন আমরা আপন ভোলা হইয়া রঙ্গমঞ্চের 'হো হো'-এর মধ্যে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহি। একটুও আমরা চিন্তা করি না যে, ঈশ্বরের সাড়ায় উদ্বুদ্ধ না হইলে অভদ্রের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের আর উপায় নাই। হে স্বরূপবিভ্রান্ত মন! যদি নির্ম্মল

চিত্তদর্পণে ঈশ্বরের সাড়া প্রতিফলিত দেখিয়া অভদ্র-বিনাশপূর্ব্বক কল্যাণ দৃশ্য দেখিতে চাও তবে ঐ শোন সাত্বতপুরাণ করুণার্দ্রস্বরে তাহার উপায় বর্ণন করত কি গাহিয়াছেন—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞান-বিরাগযুক্তম্॥

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মযুগলের অনুক্ষণ স্মৃতি জীবের যাবতীয় অভদ্র অর্থাৎ অমঙ্গল বিনষ্ট করিয়া অশেষ কল্যাণ বিস্তার করে। তাঁহার চরণ-স্মরণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত প্রেমলক্ষণা ভক্তি লাভ হয়।

জীবমাত্রেই অনুধাবন করিলে বুঝিতে পারে যে ঈশ্বর তাহাকে জাগাইবার জন্য বিশেষভাবে সাড়া দেন, তাহার জীবনযাত্রার দৈবদুর্য্যোগকালে, বন্ধুর সহিত মনোমালিন্যে, স্ত্রীর সহিত সংসার-ঝঞ্ঝাটে, কলহোৎপত্তিকালে, রোগ-শয্যায় শায়িতাবস্থায়, শত্রুর সহিত তুমুল সমরপ্রাঙ্গনে প্রভৃতি শত শত অবস্থায়। আর যাঁহাদের দৃষ্টি নির্ম্মল তাঁহারা দেখিতে পান, ঈশ্বর সাড়া দেন প্রতি পদে, প্রতি পলে, প্রতি ক্ষণে, প্রতি স্থানে, প্রতি ব্যাপারে, শয়নে-স্বপনে, আহরণে-বিহরণে, তর্জ্জনে-গর্জ্জনে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে। তাই কোন মহাজন উদাত্তস্বরে—

"সর্ব্বত্র কৃষ্ণের লীলা করে ঝলমল।
সে দেখিতে পায় যাঁ'র আঁখি নিরমল॥"

এই চিরসত্য-গীতিটী গাহিয়া সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা যে ঈশ্বরের সাড়া পাওয়া যায় তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন।

জীবকুলকে ঈশ্বরের জাগরণী সাড়া উপলব্ধি করাইবার জন্য বিশ্বও যেন তাহার প্রতিটী দৃশ্য পদার্থকেও সর্ব্বদা শিক্ষিত, সুসজ্জিত ও প্রস্তুত রাখিয়াছে। এই যে উৎকণ্ঠিতচিত্তে সতৃষ্ণনয়নে ধনীর দুয়ারে কাঙ্গালী দাঁড়িয়ে আছে, ঈশ্বরের সাড়া যে মূর্ত্তিমন্ত হইয়া রহিয়াছে ঐ দৃশ্যটীর মধ্যে, ঐ কাঙ্গালীর সকরুণ দৃষ্টির অন্তরালে। শিশুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তন্য ক্ষরিত হয় ভাবী শিশুর প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ঈশ্বরের সাড়ার কথা স্মরণ করাইয়া। শ্মশানের করুণ বিলাপ, বিজনের বিহগ-কাকলি প্রভৃতির মধ্যেও ঈশ্বরের সাড়ার শব্দই গভীর মন্ত্রের অভিনাদিত।

শরতে ও বসন্তে নবীন পল্লবোদ্গম, জীব চিত্তের প্রফুল্লতায় ইঙ্গিত করে ঈশ্বরের সাড়ার আবির্ভাব-লগ্ন। জগতের যাহা কিছু বিশেষ সুন্দর অথবা

যাহা কিছু বিশেষ ভয়ঙ্কর সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিলে পাওয়া যায় ঈশ্বরের সাড়ার অনুভূতি।

স্বরূপবিভ্রান্ত জীব তাঁহাকে দেখুক আর নাই দেখুক, তাঁহার সাড়ায় কর্ণপাত করুক আর নাই করুক, ঈশ্বরের প্রিয়-ভক্তগণ কিন্তু সর্ব্বদা বিভোর থাকেন ঈশ্বরের সেই সাড়ার ধ্বনিতে, তাঁহারা তন্ময় থাকেন তাঁহার সেই অচিন্ত্য শ্যামসুন্দর ত্রিজগন্মানসাকর্ষিমূর্ত্তি-সেবায়। তাই ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্তুতিমুখে গাহিয়াছেন—

প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুর্ব্বিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্যগুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর কৃষ্ণকে হৃদয়ে অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ ভগবানকে আমি ভজনা করি।

ভগবানের একান্ত প্রিয় ভক্তগণ সর্ব্বকাল ভগবানকে সর্ব্বত্র ভক্তিচক্ষুতে দর্শন করেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

মায়ার বিমুখমোহিনী শক্তিতে বদ্ধজীবকুল আমরা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি; তাই ঈশ্বরের সাড়া আর আমাদের বুঝিবার সামর্থ্য আদৌ নাই। আবার ঈশ্বরের জীবজাগরণী কৃপাহ্বানরূপ সাড়া বুঝিতে হইলে ঐ মায়া-নির্ম্মুক্তি ব্যতীত বুঝা যায় না। মায়ানির্ম্মুক্তির একমাত্র উপায়—সাধুগুরু-সেবা। সাধুগুরুর সেবাফলে মায়াবন্ধন শিথিল হয় এবং মায়াদেবী সন্তুষ্টা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার নিষ্কপট কৃপার অধিকারী করেন। তৎপর ক্রমশঃ আমরা ঈশ্বরের সাড়া শুনিতে পাইয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট ও ধাবিত হই। কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ জীবগণকে ত্রিতাপাদি ক্লেশপ্রদান করত শোধন করিয়া ক্রমশঃ কৃষ্ণোন্মুখ করাই মায়ার উদ্দেশ্য। মায়ার দুইপ্রকার কৃপা—নিষ্কপট কৃপা ও কপট কৃপা। যেস্থলে মায়া নিষ্কপট কৃপা করেন সেখানে স্বীয় বিদ্যাবৃত্তিতে কৃষ্ণভক্তি দান করেন। যেস্থলে মায়ার কপট কৃপা, সেস্থলে মায়া জড়ীয় অনিত্যসুখ দিয়া জীবগণকে চালিত করেন। যেস্থলে নিতান্ত অননুগ্রহ,

সেস্থলে ব্রহ্মনির্ব্বাণে জীবকে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে জীবের সর্ব্বনাশ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি'-গ্রন্থে এই বিষয় বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। তাহার কিয়দংশ আমরা এখনে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।—

সাধুসেবায় তুষ্ট হন মায়া।
অকপটে দেন তারে কৃষ্ণ পদছায়া॥

মায়া কৃষ্ণদাসী বহির্ম্মুখ জীবে দণ্ডে।
মায়া পূজিলেও শুভ নাহি পায় ভণ্ডে॥

কৃষ্ণনাম করে যেই, মায়াদেবী তারে।
নিষ্কপটে কৃপা করি' লয় ভবপারে॥

—শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী

১। শ্রীগুরুদেব কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠালোলুপ মন্ত্র-বিক্রয়ী বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী নহেন।

২। গুরু যদি মনে করেন—'আমি গুরু', তবে গুরুর প্রথম বর্ণের 'উ'-কারটা লোপ হয়। প্রকৃত গুরু শিষ্য করেন না, গুরু করিয়া থাকেন।

৩। অপরের সুখভোগের ব্যাঘাত হইলে তাহা পরিপূরণের চেষ্টাকেই মূর্খলোকেরা 'জীবে দয়া' বা 'পরোপকার' বলে ; কিন্তু পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার উহা নহে। জীবের বহির্ম্মুখ ভোগ-প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তন করাইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করাইতে পারিলেই প্রকৃত পরোপকার হয়।

৪। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককেও যদি বাঁচাতে পার, তা'হলে অনন্তকোটী হাসপাতাল করা অপেক্ষা অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হ'বে।

—শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল গুরুপাদপদ্মের শুভাবির্ভাব-তিথিতে

প্রণতি-কুসুমাঞ্জলি

গুরুদেব ! বল প্রভু কবে হবে মোর সেইদিন ?
নির্ম্মল হবে, পবিত্র হবে, মোর অন্তর মলিন ॥
শুদ্ধচিত্তে, হৃদয়ে-পদ্মে, পাতিব তোমারি আসন ।
ভক্তিপুষ্পে অঞ্জলি দেব, করিব আত্মনিবেদন ॥
বলি গোবিন্দ, হবে আনন্দ, ভাসিব নয়ন-জলে ।
তোমারি সংসারে করিব কর্ম্ম, না করি আশার ফলে ॥
তোমারি কৃপায় হইব ধনী, কৃষ্ণধন লভিয়া ।
শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে হইব বিহ্বল, শ্রীনাম মরমে পশিয়া ॥
আমিত্ব-গৌরব ত্যজি', হব আমি কীট-সম হীন ।
গুরুদেব ! বল প্রভু কবে হবে মোর সেই দিন ??
বিষয়ে আসক্তি, আসিবে বিরক্তি, হবে তাহা ঘৃণ্য ।
তব শ্রীচরণে লইব শরণ, হইবে জীবন ধন্য ॥
নিষ্ঠায় একান্ত, দাস্যপ্রেম শান্ত, ইহা মোর ব্রত ।
কৃষ্ণ-ভাবনা হয়ে একমনা, রহিব সদাই রত ॥
আপন-পর নাহি ভেদ, বাসিব সবাইকে ভাল ।
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিবে, আঁধারে পাইবে আলো ॥
তোমারি চরণে, এই প্রাণ মোর, হয়ে যাক্ লীন ।
গুরুদেব ! বল প্রভু কবে হবে মোর সেইদিন ??

—শ্রীযুক্তা শান্তিসুধা দেবী
বড়কৈমারী (কুচবিহার)

শ্রীযুক্তা সরযূবালা দেবীর প্রথম-বার্ষিক

স্মরণ-মহোৎসব



গত ৩০শে কার্ত্তিক ১৩৯৪, ১৭ই নভেম্বর ১৯৮৭, মঙ্গলবার হইতে দ্বিবসত্রয় —রায় সাহেব মুণীন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী পরলোকগত সরযূবালা সাধুর প্রথম-বার্ষিক স্মরণ-মহোৎসব তাঁহাদের চুঁচুড়া-চৌমাথাস্থ "মোহিনী মঞ্জিল" নামক নিজস্ব বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে চুঁচুড়া-সহরস্থ শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠের মঠ-রক্ষক ও শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী এবং শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত ত্রিবিক্রম মহারাজ নবদ্বীপ ও কলিকাতা মঠের কতিপয় সেবককে লইয়া স্বয়ং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া পাঠ-কীর্ত্তন-বক্তৃতাদি দান করেন। পরদিবস শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগ, আরাত্রিকান্তে উপস্থিত মঠবাসিগণ ও গৃহস্থ সজ্জনবৃন্দ বিচিত্র মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। মঠবাসিগণ বস্ত্র ও যাতায়াত পাথেয়াদিদ্বারা বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত হন।

এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, গত বৎসর ১২ই ডিসেম্বর '৮৬ তারিখে সরযূবালা দেবীর স্বধাম গমনোপলক্ষে বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ

কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস সাত্বত বৈষ্ণবস্মৃতি বিধানানুসারে বিরাট্-ভাবে যজ্ঞ-হোমাদি শ্রাদ্ধকর্ম্ম ও বৈষ্ণবগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ প্রদানাদিদ্বারা উক্ত মহোৎসব সুসম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সরযূবালার পুত্র-কন্যা-আত্মীয়বর্গ উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণব ব্যবস্থানুযায়ী অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য এবং স্মার্ত্তশ্রাদ্ধের অকিঞ্চিৎকরতা সাক্ষাদ্‌ভাবে অনুভব ও উপলব্ধির সুযোগ লাভ করেন। আদি অনুষ্ঠানেও বৈষ্ণবগণ অর্থ-বস্ত্রাদিদ্বারা পরিসেবিত হন।

গতবর্ষ ও বর্ত্তমান বর্ষের অনুষ্ঠানাদি ব্যাপারে সরযূদেবীর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উমারাণী দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীব্রতীন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের উদারনীতি ও বৈষ্ণবসেবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী সরযূবালা দেবী ও তাঁহার দুই কন্যা শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির আশ্রিতা। তন্মধ্যে সরযূবালা ও গার্গীবালা গত ১৬।৬।১৯৪৪ সালে শ্রীনাম-দীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং শ্রীমতী উমারাণী গত ১৫।৪।১৯৭১ সালে শ্রীনাম-দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইঁহারা ৩ জনই চুঁচুড়া সহরে শ্রীসমিতির মঠ স্থাপনের পূর্ব্বে ও পরে মঠের বিবিধ সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। সরযূবালা দেবীর সরল অমায়িক ব্যবহার ও সেবাবৃত্তি গুরু-বৈষ্ণবগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। বর্ত্তমানেও তাঁহার দুই কন্যা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় বিশেষ তৎপরা ও আগ্রহবিশিষ্টা। সরযূবালা দেবীর পরলোকগত স্বামী—কর্ম্মযোগী রায়সাহেব মৃণীন্দ্রনাথ সাধুও বিবিধ জনহিতকর সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিলেও শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীসমিতির প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্যদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও বিশেষ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। বিশেষ স্নেহাকৃষ্ট হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের গৃহে বহুবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। চুঁচুড়ায় মঠ স্থাপন-বিষয়ে রায়সাহেব ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ সাধু মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টা ও সাহায্য-সহানুভূতি-সহযোগিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মাননীয়া সরযূবালা দেবীর শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা-স্নেহ-প্রীতি আমাদের আদর্শ হউক। তিনি তাঁহার সাধনোচিত ধাম হইতে আমাদিগকে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় নিষ্ঠা প্রদান করুন্।

—নিজস্ব সংবাদদাতা

শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকার নিয়মাবলী

১। **"শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা"** প্রতিবৎসর দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। কান্তুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়। প্রতি মাসের অন্তিম দিবসের মধ্যেই শ্রীপত্রিকা প্রকাশিত হন।

২। সাধারণ ডাকযোগে "শ্রীপত্রিকা" গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইলে বার্ষিক ভিক্ষা ২০·০০ টাকা ও ষান্মাসিক ১২·০০ টাকা অগ্রিম প্রেরিতব্য। ভারত ও বাংলাদেশবাসী সকলের পক্ষেই ভারতীয় মুদ্রা দেয়। ভি. পি.-তে লইতে হইলে অতিরিক্ত খরচ গ্রাহকগণের স্বীকার্য্য।

৩। যে-কোনও সময়ে শ্রীপত্রিকার গ্রাহক হইতে পারিবেন। অতীত সংখ্যা লইতে হইলে প্রকাশকের সহিত পৃথক বন্দোবস্ত করিতে হয়।

৪। গ্রাহকগণ ঠিকানা পরিষ্কার করিয়া লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সত্বর প্রকাশকের নিকট জানাইবেন। **সর্ব্বদা গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিবেন। পত্রের উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিলে জোড়া পোষ্টকার্ড বাঞ্ছনীয়।**

৫। **শ্রীপত্রিকার কোন সংখ্যা না পাইলে পরবর্ত্তী মাসের মধ্যেই জানাইবেন।**

৬। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শিক্ষা-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি পাঠাইলে তাহা সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠান হয় না। ঈর্ষামূলে আক্রমণ-সূচক প্রবন্ধাদি শ্রীপত্রিকায় প্রকাশিত হইবে না। সৎ-আলোচনা সর্ব্বদা আদরণীয়।

৭। কোনও কিছু জানিতে বা টাকাকড়ি পাঠাইতে হইলে **'কার্য্যাধ্যক্ষ'** অথবা **'প্রকাশক' শ্রীগৌড়ীয়-পত্রিকা কার্য্যালয়,** শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ; ২৮, হালদার বাগান লেন; কলিকাতা-৭০০০০৪ ঠিকানায় জানিতে বা পাঠাইতে হইবে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ (ভাষ্য-পীঠকম্), ৩। শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক, ৪। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ, ৫। মায়াবাদের জীবনী, ৬। শরণাগতি, ৭। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত, ৮। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্যম্ (প্রমাণখণ্ড), ৯। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-শতকম্, ১০। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য, ১১। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, ১২। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী), ১৩। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী, ১৪। শ্রীদামোদরাষ্টকম্, ১৫। অর্চ্চন-দীপিকা, ১৬। শ্রীশ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা, ১৭। শ্রীগৌরাঙ্গ, ১৮। শ্রীচৈতন্য-পঞ্জিকা, ১৯। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা, ২০। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি, ২১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপশতকম্, ২২। উদ্ধারের পথ, ২৩। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ, ২৪। শ্রীমনঃ-শিক্ষা, ২৫। শ্রীউপদেশামৃতম্, ২৬। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ)। ২৭। **Shri Chaitanya Mahaprabhu,** ২৮। **The Bhagavat,** ২৯। **Nam-Bhajan,** ৩০। **The Vedanta,** ৩১। **Vaishnavism,** ৩২। **Rai Ramananda.** ৩৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী

Central Regd. No. R. N. 5111/57
Postal Regd. No. W. B/NDA-13

SHRI
GOUDIYA-PATRIKA

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিচালিত

শুদ্ধভক্তি প্রচার কেন্দ্রসমূহ

১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ—তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ পোঃ (নদীয়া)।
২। শ্রীউদ্ধারণ গৌড়ীয় মঠ—চৌমাথা, চুঁচুড়া পোঃ (হুগলী)।
৩। শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠ—কংসটীলা, মথুরা পোঃ, (মথুরা), ইউ. পি.।
৪। শ্রীনীলাচল গৌড়ীয় মঠ—গৌরবাটসাহি, পুরী পোঃ, (পুরী), উড়িষ্যা।
৫। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ—২৮, হালদার বাগান লেন, কলি-৪।
৬। শ্রীগোলোকগঞ্জ গৌড়ীয় মঠ—গোলকগঞ্জ পোঃ (ধুবড়ী), আসাম।
৭। শ্রীনরোত্তম গৌড়ীয় মঠ—অরবিন্দ লেন, পোঃ ও জেলা কোচবিহার।
৮। শ্রীগোপালজী গৌড়ীয় প্রচারকেন্দ্র—রান্দিয়াহাট পোঃ, (বালেশ্বর) উড়িষ্যা।
৯। শ্রীকেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ—শক্তিগড়, শিলিগুড়ি পোঃ, (জলপাইগুড়ি)।
১০। শ্রীপিছলদা গৌড়ীয় মঠ ও পাদপীঠ—আশুতিয়াবাড় পোঃ, (মেদিনীপুর)।
১১। শ্রীসিদ্ধবাটী গৌড়ীয় মঠ—সিধাবাড়ী, রূপনারায়ণপুর পোঃ, (বর্দ্ধমান)।
১২। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ—বাসুগাঁও পোঃ, (কোকড়াঝাড়) আসাম।
১৩। শ্রীমেঘালয় গৌড়ীয় মঠ—তুরা পোঃ, (ওয়েষ্ট গারো হিলস্) মেঘালয়।
১৪। শ্রীশ্যামসুন্দর গৌড়ীয় মঠ—মলনপল্লী, শিলিগুড়ি পোঃ, (দার্জ্জিলিং)।
১৫। শ্রীমদনমোহন গৌড়ীয় মঠ—পোঃ মাথাভাঙ্গা (কোচবিহার)।
১৬। শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত চতুষ্পাঠী—মণিপুর, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৭। শ্রীত্রিগুণাতীত সমাধি আশ্রম—গদখালি, নবদ্বীপ পোঃ, (নদীয়া)।
১৮। শ্রীগৌড়ীয় দাতব্য চিকিৎসালয়—দেওয়ানপাড়া রোড, নবদ্বীপ (নদীয়া)।

BOOK-POST

Sl. No.

To

From—
Shri Goudiya-Patrika Office Ph : 55-7227
SHRI BINODE BEHARI GOUDIYA MATH
28, Halder Bagan Lane
Calcutta-700004